পরিষদ্ গ্রন্থাবলী।

কৃত্তিবাসী রামায়ণ

(উত্তরকাণ্ড)

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

১৩৭।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ কার্য্যালয়

হইতে প্রকাশিত।

কলিকাতা

৫ নং রামধন মিত্রের লেন, শ্যামপুকুর,

"বিশ্বকোষ প্রেস"

এ, এন্, বসু কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

সন ১৩১০।

মূল্য ১৲

উত্তরকাণ্ডের মুখবন্ধ।
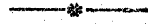
তিনখানি পুঁথি অবলম্বন করিয়া উত্তরকাণ্ড সম্পাদিত হইয়াছে। তন্মধ্যে একখানিতে কোন সন তারিখ নাই, দেখিলেও প্রাচীন লিপি বলিয়া মনে হয় না। এখানি সাহিত্য-পরিষদের সংগ্রহ। অপর দুইখানি পুঁথি বিশ্বকোষ-কার্য্যালয়ের সংগৃহীত। শেষোক্ত দুইখানিতে সন তারিখ আছে, এবং লেখকের নাম ও ঠিকানা আছে। একখানির সমাপ্তি অংশ এইরূপ—

"কৃত্তিবাস পণ্ডিত ভণে রামের চরণে।
উত্তরা হইল সাঙ্গ গীত রামায়ণে ॥
যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং। ভীমস্যাপি রণে ভঙ্গো মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ।
তারিখ ২ সন ১০০৯ সাল...লখিমবার সাকিম খণ্ডঘোষ পাত্রসাএর।
পদ্মপণ্ডিত স্বহস্তলিখিতং ॥ শ্রীরামচন্দ্রায় নমঃ নমঃ।"

এই পুঁথির শেষ পত্রাঙ্ক ১৬২। ১ম পাতা নাই, তৎপরে বন্দনার অংশ নিতান্ত অস্পষ্ট, শিবের বিবাহ হইতে বেশ স্পষ্ট।

অপর পুঁথিখানি ১৫০২ শকের লিপি। এই পুঁথির শেষে এইরূপ লেখা আছে—

"শ্রীরামের চরিত্র শ্রবণে পাপের বিনাশ।
উত্তরকাণ্ড সম্পূর্ণ গাইল কৃত্তিবাস ॥ ০ ॥

ইতি শ্রীবৎস পণ্ডিত শ্রীকৃত্তিবাসবিরচিতং সুকবি সুক্ষমতি উত্তরকাণ্ডরচিতং সমাপ্তং ॥ ০ ॥ যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং লেখকো নাস্তিদোষকঃ। ভীমস্যাপি রণে ভঙ্গো মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ। শাকে ১৫০২ ইতি তারিখ ২৫ মাঘ শ্রীনরসিংহ শর্ম্মণঃ স্বাক্ষরমিদং ॥ ০ ॥ ০ ॥ রাবণেন হৃতা সীতা কৃষ্ণপক্ষে সিতাষ্টমী। নীতা রাত্রৌ দিনস্যার্দ্ধে অর্দ্ধচন্দ্রার্দ্ধভাস্করে ॥"

ইহার শেষ পত্রাঙ্ক ১৯৯। আদ্যোপান্ত সমস্তই অখণ্ডিত আছে। গ্রন্থমুদ্রণ আরম্ভ হইলে পর এই পুঁথি খানি সংগৃহীত হয়।

সাহিত্য-পরিষদের পুঁথির সহিত ১০০৯ সালের পুঁথির অনেকটা ঐক্য দৃষ্ট হয়। এই উভয় পুঁথিই আদর্শস্বরূপ ব্যবহৃত হইয়াছে। ১৫০২ শকের পুঁথিখানি অতি প্রাচীন হইলেও ১০০৯ শকের পুঁথির সহিত অধিকাংশ স্থলেই পাঠের মিল

নাই। বিষয়গত সাদৃশ্য সত্বেও পাঠবৈষম্যের প্রতি দৃষ্টি করিবে, এই দুইখানি পুঁথি যেন দুই জন কবির রচনা বলিয়া মনে হইবে। ১০০৭ সালের পুঁথি ও সাহিত্য-পরিষদের পুঁথির শেষাংশ নিতান্ত অস্পষ্ট, সেই জন্য আলোচ্য রামায়ণের শেষাংশ ১৫০২ শকের পুঁথির সাহায্যে মুদ্রিত হইয়াছে।

শ্রীরামপুরের মুদ্রিত রামায়ণ ও বটতলার রামায়ণের সহিত বর্ত্তমান উত্তরকাণ্ডের অনেক বিষয়ে পার্থক্য লক্ষিত হয়। প্রচলিত মুদ্রিত পুস্তকে বৈষ্ণবীয় প্রভাবের ছায়াপাত সুস্পষ্ট, কিন্তু এই উত্তরকাণ্ডে শৈবপ্রভাবই পরিলক্ষিত হয়। আর একটী বিশেষত্ব এই যে, বর্ত্তমান গ্রন্থে শম্বুকের তপস্যা-প্রসঙ্গে বর্দ্ধমানবাসী আগুরিজাতির কুলজী কতকটা গ্রথিত হইয়াছে। এই পুস্তকে বহু অপ্রচলিত শব্দ আছে, তাহার একটী নির্ঘণ্ট দেওয়া হইল; কএকটী অপ্রচলিত শব্দের অর্থগ্রহ করিতে পারি নাই।

এই গ্রন্থ সম্পাদনকালে আদর্শ পুঁথির প্রতি লক্ষ্য করিয়া প্রাচীন রীতি রক্ষা করা হইয়াছে।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত
সম্পাদক

রামায়ণ উত্তরকাণ্ড।

সূচীপত্র

সূচীপত্র।

সূচীপত্র।

সূচীপত্র।

পৃষ্ঠার ভ্রমসংশোধন।

২৮০ পৃষ্ঠার পর লক্ষ্মণবর্জ্জন শীর্ষক পৃষ্ঠা হইতে "২৮১" হইতে "২৮৮" স্থানে ভ্রমক্রমে ২৭৩ হইতে ২৮০ পত্রাঙ্ক দুইবার পড়িয়াছে, অতএব পাঠকালে ২৮১ হইতে ২৮৮ পৃষ্ঠা সংশোধন করিয়া লইবেন।

রামায়ণ।

উত্তরাকাণ্ড।

——(*)——

(১)

নমো নমো বাল্মীকির চরণ।
সাত কাণ্ড রামায়ণ যাহার সৃজন॥
রাম জন্মিতে আছে যখন ষাটিসহস্র বৎসর।
অনাগত পুস্তক কহিল বাল্মীকি মুনিবর॥
শুনিলে আশ্চর্য্য খণ্ডে পাপ বিমোচন। ৫
পায়ু যশ (আছে) হয় কীর্ত্তি সর্বক্ষণ॥
লঙ্কাকাণ্ডে গাইল রাবণ বিনাশ।
উত্তরকাণ্ড গাইব শুনহ নির্য্যাস॥
মধু শর্করা যেন খাইয়ে ভাণ্ডে ভাণ্ড।
সাবধানে শুন লোক উত্তরকাণ্ড *॥ ১০
লঙ্কাকাণ্ডে গাইল রামের ছাতা দণ্ড।
উত্তরকাণ্ড শুনহ যেন অমৃতের ভাণ্ড॥
ত্রৈলোক্য বিজয়ী রাম দুর্জ্জয় ধনুর্দ্ধর।
দুর্জ্জয় রাক্ষসে মারি খণ্ডাইল ডর॥
মুনিগণে মেলিএগ বলেন হইল পরিত্রাণ। ১৫
অযোধ্যাকে যাই সভে শ্রীরামেরে করিতে কল্যাণ॥
ত্রিভুবনের মুনি আইলা রামের দুয়ারে।
দ্বারী ভিতর যাএগ শ্রীরামে গোচরে॥
সাদর নম্রে দ্বারী শ্রীরামে নোআয় মাথা।
চতুর্দ্দিগের মুনির শ্রীরামে কহে কথা॥ ২০

(২)

দ্বারীর কথা শুনিএগ শ্রীরামের হাস্য বদন।
কোন্ কোন্ মুনির হৈল আগমন॥
শ্রীরামের কথা শুনিএগ দ্বারিগণ কহে।
সমুদ্র মথনে যেন অমৃত বহে॥
তোমা দেখিতে আইলা মুনি পূর্ব্বদিগবাসী। ২৫
অসিত যবক্রীত আইলা কৌণ্ডিন্য মহাঋষি॥
উতঙ্ক মতঙ্গ আইলা পিপ্পল পরাশর।
শাণ্ডিল্য শঙ্খ বিজই নিশাকর॥
কৌস্তুভ কাকুৎস্থ আর কৌশিক কার্ত্তিক।
বাচস্পতি অম্বরীষ আইলা ত্বরিত॥ ৩০
হংস বাসুকি মুনি চন্দ্র শূলপাণি।
উদয়রাজ অন্তরাজ বঙ্গদেশে জানি॥
তোমা দেখিতে আইলা উত্তরদিগের মুনি।
রুদ্র রুদ্রেশ্বর আইলা আর অগ্নিপাণি॥
বৈশম্পায়ন সাবর্ণিক সনাতন। ৩৫
রুচি ভৈরব পুলহের আগমন॥
মেধা মুনি মহাজ্ঞানী গৌতম গোবর্দ্ধন।
ব্যাস বশিষ্ঠ আইলা সঙ্কেত চন্দন॥
অঙ্গিরস বাচস্পতি স্থষ্টির প্রচণ্ড।
শীতকণ্ঠ নীলকণ্ঠ আইলা মার্কণ্ড॥ ৪০
তোমা দেখিতে আইলা মুনি দক্ষিণদিগবাসী।
অত্রিক অস্তিক বরস্থতি অগস্ত্য মহাঋষি॥

---

* [illegible] পাঠে আহ্নিক সুখ পাবে [illegible] উত্তরাকাণ্ড [illegible]

(৩)

পর্ব্বত ভরত চ্যবন দন্তরাজ।
জৈমিনি অস্তি মুনি সুমন্ত ভরদ্বাজ॥
বিষ্ণুশর্ম্মা শিবশর্ম্মা বেদ বেদগর্ভ।
অষ্টাবক্র ত্রিজট শঙ্খ মুনি ভার্গব
বিশ্বামিত্র জমদগ্নি কশ্যপ গৌতম। ৫
তোমা দেখিতে পশ্চিমদিগের মুনির আগমন
পৌলস্ত্য পুলহ আইলা ব্রহ্মার নন্দন।
বালীখিল্য আইলা বাল্মীকের নন্দন॥
বিশ্বদেব স্থূল শিরা সাবর্ণিক মনু।
শতানন্দ নিত্যানন্দ আইলা বরতনু॥ ১০
কুশধ্বজ বৃষধ্বজ ঋতুধ্বজ জনকরাজ।
পদ্ম * * ঋষ্য মুনির সমাজ॥
জরৎকার জরদ নারদ দুর্ম্মুখ কাত্যায়ন।
পরধুম্ব আইলা বিদ্যা গুরু নারায়ণ॥
দ্বারীর বচন শুনিঞা হাসেন গদাধর। ১৫
সকল মুনি লইঞা কৈল শ্রীরামের গোচর॥
চতুর্ব্বেদ পড়ে মুনি কেহো সাম গান।
বেদ পড়িঞা রামের মুণ্ডে দেন দুর্ব্বা ধান॥
মুনি সব দেখিঞা রামের হাস্য বদন।
একে একে বন্দিল মুনিসভার চরণ॥ ২০
আশীর্ব্বাদ দিল মুনি হরষিত মন।
রাক্ষসে বানরে বন্দিল সভে মুনির চরণ॥
বসিতে আসন দিল পাদ্য অর্ঘ্য জল।
জোড় হাতে মুনিকে রাম পুছেন্ত কুশল॥
মুনি সব বোলেন আমার কুশল নির্বৃতি। ২৫
রাক্ষসের হাথে জখন হৈল অব্যাহতি॥
তুমি লক্ষ্মণ বীর আর সীতা গোসাঞিনী*।
রাক্ষসের হাথে এড়াইলা বড় ভাগ্য মানি॥

* পাঠান্তরে—কামিনী।

(৪)

বিষম অস্ত্র ধরে রাক্ষস বীরে।
সহজে রাক্ষসের মায়াতে কোন্ জন তরে॥
হেন রাক্ষস মারিয়া তুমি থুইলে খেয়াতি।
যজ্ঞ তপে আমাসভার হইল নির্বৃতি॥
দুর্জ্জয় ইন্দ্রজিৎ ত্রিভুবনে জানি। ৫
আর জত রাজকুমার তাহা নাহি গণি॥
ইন্দ্রজিতের ডরে কেহ নাহে স্থির।
ত্রিভুবন জিনিঞা কুম্ভকর্ণের শরীর॥
মাথা কাটিলে না মরে বৈরী না ধরে টান।
হেনবীরথাকিতেকরিলে ইন্দ্রজিতেরবাখান ১০
কোন তপ করিলেক কাহার পাইলেক বর।
সভা থাকিতে বাখান কেনে রাবণ কোঙর
ইন্দ্রজিত সনে আমার নাহি দরশন॥
জিত মারিলেন বীর লক্ষ্মণ॥
মুনিবলেন রাম তুমি সংসারেরঅধিকারী। ১৫
তোমার্হৈ অধিক লক্ষ্মণের সংগ্রাম পুরস্করী॥
দুর্জ্জয় ইন্দ্রজিৎ কৈল লক্ষ্মণে সংহার।
হেন ইন্দ্রজিৎ মারিঞা লক্ষ্মণ করিলনিস্তার
তিন লোক রক্ষণ করিলেন অব্যাহতি।
তোমারবংশঘুষিতেরহিলতিনলোকেপূজিত*২০
ইন্দ্রজিৎ অতিকায় মারিলেন লক্ষ্মণ।
লক্ষ্মণ বীর বাখানেন্ত সকল মুনিগণ॥
অগস্ত্য মহামুনি বৈসেন্ত দক্ষিণে।
রাক্ষসের কথা মুনি ভাল মতে জানে॥
মুনিবলেন রাম তুমি লক্ষ্মণর্হৈ মহাবীর ২৫
লক্ষ্মণের বাণে পড়ে অতিকায় ইন্দ্রজিৎ।

* বোধ হয় শুদ্ধপাঠ—খ্যাতি।

(৫)

বার বৎসর যে ফল মূল নাহি ভক্ষে।
বার বৎসর জে স্ত্রীর মুখ নাহি দেখে॥
জিতেন্দ্রিয় মহাপুরুষ করয়ে অনাহার।
হেন জনার হাথে তুইঁার সংহার॥
তাহার যজ্ঞ ভঙ্গ করে যেই জন।৫
সেই জনা মারে তুই রাবণ নন্দন॥
মুনির কথা শুনিয়া শ্রীরামের তরাস।
ডাক দিঞা আনিল লক্ষ্মণ আপনার পাশ॥
রামবলেন্ত আশ্চর্য্য কথা কহিলেন মুনি।
তুমি কথা কহ ভাই তোমার মুখে শুনি॥১০
জত দুঃখ পাইল আমি দণ্ডকারণ্যে।
তত দুঃখ পাইল আমি তোমার কথনে॥
রামের বচনে লক্ষ্মণ জোড় কৈল হাথ।
মুনির কথা মিথ্যা নহে শুন রঘুনাথ॥
সীতার মুখ দেখিতে আমার কোন্ অধিকার।
নিত্য চরণ নেহালিঞা হই নমস্কার॥১৬
হার কেয়ুর সীতার কিছু নাহি চিহ্নি।
তুই গাছ নূপুরের শব্দ মাত্র শুনি॥
ফল মূল আনিঞা দিএ তোমার আগে।
ধর বলিঞা ফল মূল দেহ মোর আগে॥২০
ধর বলিঞা ডাক দেহ ধরিএ ততক্ষণ।
খাইবারে না বল কেমতে করিব ভক্ষণ॥
লক্ষ্মণের বোল শুনিঞা শ্রীরাম ব্যথে।
লক্ষ্মণকে কোলদিল প্রভু পসারিঞা দুইহাথে।
রাক্ষসের বৃত্তান্ত কহেনঅগস্ত্য মহামুনি।২৫
মুনির কথা শুনিতে রাম হৈল সাবধানি॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের সরস পাঁচালী।
উত্তরাকাণ্ডে গাইঞা দিল প্রথম শিকলি॥

(৬)

শ্রীরাম বলেন মুনি তুমি মহা তপোধন।
কাহার তরে কৈল ব্রহ্মা লঙ্কার স্বজন॥
সাবধানে শুন রাক্ষস বানরগণ।
সাবধানে শুন কথা শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥
শুন সুগ্রীব বিভীষণ হৈঞা সাবধানে।৫
বসিঞা কথা শুনহ ভরত শত্রুঘনে॥
পুরাণ কথা কহে অগস্ত্য তপোধন।
সাবধানে কথা শুন প্রভু কমললোচন॥
মুনি বলেন শুন রাম পুরাণ উত্তর।
লঙ্কার স্বজন হেতু কহেন মুনিবর॥১০
সুমেরু পবনে বাদ বাটি সহস্র বৎসর।
পবন লঙ্ঘিতে নারে সুমেরু শিখর॥
তিন শৃঙ্গে পর্ব্বত জুড়িল গগন।
সুমেরু মধ্যে চন্দ্র সূর্য্যের নাহিক গমন॥
সকল পর্ব্বত জিনিঞা উত্তেত প্রবীণ।১৫
নিত্য নিত্য সূর্য্য স্নান করিঞা প্রদক্ষিণ॥
হিমাগরনন্দিনী জন্মিলা পার্ব্বতী।
তাঁহাকে বিভা করিতে গেলা দেবপশুপতি॥
শঙ্কর আরাধিঞা তপ কৈল তপোবনে।
মহাদেবে পার্ব্বতীএ হৈল শুভ দরশনে॥২০
কাহার দুহিতা তুমি কাহার নারী।
হেন সংশয় স্থানে তুমি কেনে একেশ্বরী॥
হস্তী সিংহ মহিষ ব্যাঘ্র শূকর।
সংশয় স্থানে কেনে আইলা একেশ্বর॥
মহাদেবের কথা শুনিঞা কহেন ততক্ষণ।২৫
কহি কথা শুন তাতে দেহ মন॥
হিমালয় নন্দিনী আমি নাম পার্ব্বতী।

*　　*　　*

* এই স্থানে ক চিহ্নিত আদর্শ পুঁথির একখানি পত্রের অভাব। এজন্য গ চিহ্নিত পুঁথি দৃষ্টে ৮, ৯ ও ১০ স্তম্ভ ও ১১ স্তম্ভের ২৪ পংক্তি পর্য্যন্ত মুদ্রিত হইল।

(৭)

হিমালয়ের নন্দিনী আমি শুন মহাশয়।
হরোদ্দেশে তপ করি কারে মোর ভয়॥
এ বচন শুনি হাসেন দেব শূলপাণি।
মিলিব শঙ্কর বর শুনহ ভবানি॥
অধিষ্ঠান হয়্যা বর আপনি দিলা হর। ৫
শিব গেলা নিজ পুরে দেবী আইলা ঘর॥
ব্রহ্মাকে কহিলা শিব এসব উত্তর।
মোর কাজে জাহ তুমি হিমালয়ের ঘর॥
ব্রহ্মাবিষ্ণু চলিলা আর কুবের বরুণ।
অষ্টঋষি চলিলা আর জত দেবগণ॥ ১০
একত্র হইঞা গেলা হিমালয়ের ঘর।
বাহির হৈলা হেমন্ত ঋষি হরিষ অন্তর॥
বসিতে আসন দিল পাদ্য অর্ঘ্য জল।
জোড় হাথে দেবগণকে পুছেন কুশল॥
হেমন্তবলেন কেন তোমাসভার আগমন।১৫
বড় ভাগ্য মানি আজি সফল জীবন।
ব্রহ্মাকে বলেন পর্ব্বত এতেক উত্তর।
শুনিঞা হইলা বড় আনন্দ অন্তর॥
ব্রহ্মা বলেন শুন মোর কথার প্রবন্ধ।
আমার ভাই শিবকে কর তব কন্যার সম্বন্ধ২০
বিলম্ব না কর দেখ বেলা শুভক্ষণ।
অঙ্গীকার কর তুষ্ট হউক দেবগণ॥
হিমালয় বলেন মোর জীবন সফল।
মহাদেবে কন্যা দিব বড়ই মঙ্গল॥
বিনয় বচনে হেমন্ত করে পরিহার। ২৫
শিবে কন্যা দিব আমি কৈলুঁ অঙ্গীকার॥
রবি সোম মঙ্গল আর বুধ বৃহস্পতি।
শুক্র শনি রাহু কেতু নবগ্রহ পতি॥

(৮)

জখন গৌরী তপস্যা করিল তপোবনে।
ভবানী শঙ্করে বিভা জানে গ্রহগণে॥
শুভক্ষণে গ্রহগণ হইঞা সমবায়।
কেহ বিঘ্ন না হইব গৌরীর বিভায়॥
এত বাক্য হিমালয় কৈলা দেবের পাশে।৫
বর আইলে বিভা দিব লগ্ন তার কিসে॥
অঙ্গীকার কৈলা হেমন্ত আপনার মুখে।
দেবগণ গেলা ঘর নিজ মনসুখে॥
কন্যা দেখি দেবগণ কৈলা আগুসার।
ত্রিভুবনে হরিধ্বনি জয় জয়কার॥ ১০
সব কথা কহে গিয়্যা মহাদেবের ঠাঞি।
বিবাহের কার্য্যে তুমি থাকহ শিবাই॥
কালিবিভা হবে তোমার আজি অধিবাস।
শঙ্করের সম্বন্ধ গাইল্য কৃত্তিবাস॥

অধিবাসেৰ দ্রব্য সব করিলা শঙ্কর। ১৫
নারদের সঙ্গে দিলা ভীমা জে নফর॥
অধিবাসের দ্রব্য দিলা দশ সহস্র ভার।
আম্র কাঁটাল গুড় নারিকেল আপার॥
থদি দধি কলা দিলা পাট পাটাম্বর।
লেখাজোঁখা নাই দ্রব্য চলিল বিস্তর॥ ২০
অধিবাসের দ্রব্য পাঠান নারদমুনি দিয়্যা।
সব দ্রব্য নিয়োজিলা ভীমে আজ্ঞা দিয়্যা॥
হিমালয়ের ঘরে গেলা নারদ আগে হঞা।
পাছে পাছে জায় ভীমা সব দ্রব্য লঞা॥
আগে হয়্যা গেলা নারদ হিমালয়ের ঘর।২৫
বাহির হৈলা হিমালয় আনন্দ অন্তর॥

(৯)

ভারীর সঙ্গেতে জায় শিবের নফর ।
ভীমার পাছু পাছু জায় জত অনুচর ॥
সন্দেশ কলা দেখি ভীমা ধরিতে নারে মন
মুদা ভেঙ্গে ভাল দ্রব্য করিল ভক্ষণ ॥
অনেক সন্দেশ কলা করিল আহার । ৫
আম্র কাঁঠাল খাইল চারি সহস্র ভার ॥
জাইতে জাইতে পথে খায় হর্ষ হঞা ।
অর্দ্ধাঅর্দ্ধি খাইয়া হাণ্ডী পূরে বালী দিঞা ॥
নদনদীতে দেখে জত নিরমল বালী ।
গুখানা বালীতে সব পূরিলেক পাতিলী ॥১০
গুখানা বালীতে সব পাতিলী পূরিঞা ।
দশ সহস্র ভার পাছু ভীমা আইল ধাঞা ॥
নারদ বলেন কেন বাপু বিলম্ব এতক্ষণ ।
ভীমা বলে মাঠে পাইলাম ঝড় বরিষণ ॥
জল বরিষণে আমি বহু দুঃখ পাইল । ১৫
আমাকে এড়িঞা সব ভারী পালাইল ॥
তপোবন ভিতরে আমি সান্তাইলাম ধেয়্যা
সবভারী পালাইল ভার পেলাইয়্যা ॥
নারদ বলেন কার্য্য না কর উপেক্ষণ ।
জাহাতে শিবের কার্য্য হয় সুশোভন ॥ ২০
নারদের বচনে হেমন্তের নাঞি হেলা ।
আঙ্গিনাতে টানাইল পাটের চাণ্ডলা ॥
চাঁদআ টানাল্য তাথে মুকুতা খেচনী ॥
আঙ্গিনাতে বান্ধা সব সোণার দত্তাথানি(?)॥
মধ্য খানে ঘট তার করিল স্থাপন । ২৫
অধিবাসের দ্রব্য আনাল্য তখন ॥
শুক্ল পট্ট শুক্ল পাটা অতি পরিপাটী ।
হাথে কুশ বৈসে হেমন্ত লঞা তাম্রবাটী ॥

(১০)

সঙ্কল্প করিলা হেমন্ত শুভক্ষণ বেলে ।
বেদধ্বনি করে মুনি জয় জয় বোলে ॥
ততক্ষণে বাহির হইলা চন্দ্রমুখী ।
দেবীকে দেখিঞা সব দেব হৈলা সুখী ॥
হাথে পুষ্প কৈলা দেবী পূজা দেবতার । ৫
গন্ধ দিঞা কৈলা মুনি জয় জয় কার ॥
মঙ্গল উচ্চারি গন্ধ দিলেন কন্যাতে ।
মঙ্গল বিহিত কর্ম্ম সূত্র বান্ধে হাথে ॥
তবে শঙ্খ পরাইলা অধিক রূপ দেখি ।
কন্যারে উথিতে তবে আইলা সব সখী ॥ ১০
মঙ্গল দ্রব্য লঞা আইলা সখীগণ মেলি ।
কন্যার অধিবাস করে দিয়্যা হুলাহুলী ॥
অধিবাস সঙ্গে হৈল সিদ্ধ সব কাজ ।
হেমন্তে মেলানি করি চলে মুনিরাজ ॥
আইহগণে সন্দেশাদিতে ভাঙ্গে দ্রব্যশালী ১৫
পাতিলী ভিতরে দেখে সব বালী ॥
হাঁড়ীর ভিতরে বালী দেখি সর্ব্বলোকহাসে
পার্ব্বতীর অধিবাস গাইলা কৃত্তিবাসে ॥

রাত্রি প্রভাত হৈল প্রত্যূষ বিহানে ।
দেশে দেশে কুটুম্বকে পাঠাল্য জানানে ॥২০
চারিদিগের পর্ব্বতকে দিলা আমন্ত্রণ ।
আনন্দিত দেবগণ এতিন ভুবন ॥
আজি জাবে কালি আসিবে না কর বিলম্ব ।
চারিদিগে ধায়্যা আন সকল কুটুম্ব ॥
সভাকে জানান দেহ গৃহ ব্যবহার । ২৫
আমন্ত্রণ পাইলে সুভে করিবেন আগুসার ॥

(১১)

উদয় গিরি অস্ত গিরি আইলা দুইজন।
নীল গিরি ত্রয়ভঙ্গ আইলা নারায়ণ॥
অজয় মুখ পর্ব্বত আইলা কলিঙ্গ কেশরী।
রুইদাস ধর্ম্মদাস মহীদাস গিরি॥
বিন্দুমেঘ আইলা আর কৈলাস শিখর। ৫
শরাসন অঞ্জন আর পর্ব্বত শ্রীধর॥
বর্দ্ধমান কুমুদ আইলা গন্ধমাদন।
ঋষ্যমুখ ঋষি আর মলয় চন্দন॥
ত্রিকূট পর্ব্বত আর আইলা হেমকূট।
চন্দ্রকূট সূর্য্যকূট আইলা বজ্রকূট॥ ১০
ধবল গিরি গোবর্দ্ধন বরাহ বাসত।
বসন্ত শ্রীমন্ত আইলা মৈনাক পর্ব্বত॥
ত্রিভুবনের পর্ব্বতের হৈল আগুসার।
পর্ব্বত চলিতে হৈল সংসার অন্ধকার॥
আইলা পর্ব্বত সব পরম হরিষে। ১৫
আপন কার্য্য বুঝি সুমেরু নাহি আইসে॥
লড়িলা মেনকা আর হিমালয়নন্দন।
আপনে আনিল গিঞা সুমেরু করিয়া যতন॥
হিমালয়ের চরণে সুমেরু হৈলা নমস্কার।
বসিতে আসন দিল করিল পুরস্কার॥ ২০
মনোগামী পর্ব্বত মুনির ধরে বেশ।
ঘরে ঘরে নগরে কৈল বিচিত্র বেশ॥
বসিতে আসন দিল পাদ্য অর্ঘ্য জল।
স্নান ভোজন করিঞা সভে হৈলা সুশীতল॥
নাটগীত দেখি শুনি পরম কুতূহলে। ২৫
কেহো বেদ পড়ে কেহো পড়এ মঙ্গলে॥
নানা মঙ্গল নাটগীত হিমালয়ের ঘরে।
পরম আনন্দে লোক আপনা পাসরে॥

(১২)

ঋষিরাজের ঘরে বাদ্য বাজএ বাজন।
ওথা মহারঙ্গে আছেন সকল দেবগণ॥
গঙ্গা আনিতে গেলা সুমন্তের* ঘরে।
গঙ্গা রন্ধন করিলে সকলদেব ভোজন করে॥
নিঞা যাবে গঙ্গাকে যতন করিঞা। ৫
রন্ধন করিলে গঙ্গাকে এড়িহ আনিঞা॥
দেবের বচন আমি করিতে নারি আন।
বেলা থাকিতে গঙ্গা আনিহ আমার স্থান॥
এতেক শুনিঞা হর বোলেন্ত বচন।
গঙ্গা রন্ধনকরিলে সকলদেবের ভোজন॥ ১০
রন্ধন ভোজনের বেলাগেল হইল অন্ধকার।
গঙ্গা নিঞা জান হর শুনিঞা অপার॥
ক্রোধে সুমন্ত বলেন বেলা হৈল অবসান।
গঙ্গা নিঞা গেলা হর সুমন্তের স্থান॥
গঙ্গাকে দেখিঞা সুমন্ত রহেন কোপমনে। ১৫
এতক্ষণ বিলম্ব হৈল তোমার কি কারণে॥
তোর রূপ দেখিল যত দেবের সমাজ।
দেবের রন্ধন হৈতে না বাসসি লাজ॥
কেমতে দেবগণের করিলে রন্ধন।
তোর রূপ যৌবন দেখিল দেবগণ॥ ২০
কেহো তোমার দেখিল দুই গোটা স্তন।
কেহো তোমার দেখিলেক যুগল নয়ন॥
অন্ন দিতে গেলা তুমি জার জার পাশ।
সেই সব দেবের গেল তোমাকে অভিলাষ॥
অপবিত্রশরীর তোমার কেনে আইলে স্থান॥ ২৫
আমার গৌরবে চল নহে করিব অপমান॥

* শান্তনু—গ পুঁথির পাঠ।

(১৩)

কোপে মুনি করিল গঙ্গার বর্জ্জন।
হাসিঞা গঙ্গাকে শিরে ধরিল ত্রিলোচন॥
মহাদেবের শিরে রহিলা গঙ্গা গোসাইনী।
গঙ্গা শিরে ধরিঞা হাসেন্ত শূলপাণি॥
সর্ব্বাঙ্গে বিভূতি শিরে শোভে গাঙ্গ। ৫
গলাতে বাসুকিনাগ কপালে শোভে চাঁদ॥
কথনো থাকেন গঙ্গা মহাদেবের শিরে।
কথনো থাকেন ব্রহ্মার কমণ্ডলুর ভিতরে॥
স্বর্গ হৈতে গঙ্গা আইলা মর্ত্ত্যলোকে।
গঙ্গার মহিমা লোক জানে দুঃখ শোকে॥১০
জত তত পাপ লোক করে মহীতলে।
সকল পাপ হরে স্নান করিলে গঙ্গাজলে॥
মহাদেবের অধিবাস করাইল দেবগণ।
ব্রহ্মার বচনে বসিলা দেব নারায়ণ॥
প্রাতঃকালে দেবলোকের আমন্ত্রণ করি।১৫
স্নান সন্ধ্যা নান্দিমুখ কৈল ত্রিপুরারি॥
স্নান করিঞা প্রবেশ করিল রন্ধনশালে।
সকল দেবগণ একঠাঁই ভোজনের বেলে॥
গঙ্গার রন্ধন যেন দেব অধিষ্ঠান।
মহাসুখে দেবলোক করিল ভোজনপান॥২০
নানা বাদ্য বাজে রাজবাজন।
নানা বেশে নাচেন তথা সকল দেবগণ॥
মহাদেবের বেশ করেন আপনি নারায়ণ।
মহাসুখে দেবলোক করিল ভোজন।
সুবর্ণের মুকুট শিরে বাহুতে কঙ্কণ॥ ২৫
ললাটে চন্দ্র শোভে শিরে সুরেশ্বরী।
বৃষে চাপিঞা লড়িলা ত্রিপুরারি॥
রাজহংসে রথ বহে রথে চলিলা প্রজাপতি।

(১৪)

ঐরাবতে চাপিঞা আইলা দেবসুরপতি॥
মকরে বরুণ চড়ে মহিষে শমন।
ছাগলে অগ্নি চড়েন হরিণে পবন॥
গরুড়ে চড়িঞা আপনে চলিলা নারায়ণ।
জার যে বাহনে চড়ে সকল দেবগণ॥ ৫
সন্ন্যাসী তপসী আর তড়িতাগড়ি (?)।
ব্রহ্মচারী নিরাহারী সভেঞি লড়ি॥
সভার আগে যান নারদ কলহ লঞা।
সাত থোকড়ি কন্দলি কাঁখেত করিঞা॥
নারদ দেখিঞা হরষিত হৈলা হিমালয়। ২০
হরিব বদনে পুছেন তোমার কুশল হয়॥
আগু আইলা নারদের কন্দলি থোকড়ি।
মহাদেবের যথা আছে শ্বশুর শাশুড়ী॥
তোমার ঝি দেখিঞা আমার মনে বড় ব্যথা।
সাবধান হৈঞা শুন জামাতার কথা॥ ২৫
ঘরে ভাত নাহি তার চালে নাহি খড়।
শুইতে শয্যা নাহি পরিতে নাহি কাপড়॥
চিতার ভস্ম অমঙ্গল লেপে সর্ব্ব গায়।
গলেতে হাড়ের মালা সাপ কোঁফায়॥
তিননয়নে অগ্নিজলে শিরে শোভে গাঙ্গ।২০
লাঙ্গট উন্মত্ত বেশ খায় ধুতুরা ভাঙ্গ॥
ঘরের নফর নন্দী মহাকাল ভীমা।
ঘরে ঘরে বেড়ায় তারা ভাতকে কান্দিয়া॥
ঘরে ঘরে মাঙ্গিয়া কেবা আনে তণ্ডুল।
রন্ধনের বেলায় সব হয়ে আকুল॥ ২৫
জখন বলদ রাখিঞা ঘর আইসে ভীমা।
অর্দ্ধগুলি তণ্ডুল সে জে খাঞ ভিনাঞা॥
এতেক শুনিঞা স্বামীকে পাড়ে গালি।

(১৫)

কোপে পর্ব্বতরাজ মেনকার ধরে চুলি॥
সাত পাঁচ দশ বিশ করি মারামারি।
কাহাকে কে মারে নারদ দেঅ টিটকারি॥
নারদ বলেন তোমরা কেনে কর মারামারি
এ তিন ভুবনে রাজা দেব ত্রিপুরারি॥ ৫
কোনজনা বুঝিতে পারে মহাদেবের কাজ।
মহাধনী মহাদেব দেবের সমাঝ॥
কন্দলি ঘুচাঞা নারদ গেলা দেবতারপাশ।
উত্তরকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাস॥

সমস্ত দেবগণ গেলা হিমালয়ের ঘর। ১০
বাহির হইলা রাজা দেখিঞা মুনিবর॥
বর বেড়ি রহিলা সকল দেবগণ।
বসিতে আসন দিল দিল বরিতে বরণ॥
দধি দুগ্ধ ঘৃত গঙ্গাজল আগর চন্দন।
গুবাক নারিকেল দিল উত্তম বসন॥ ১৫
বরের বরণ কৈল বেলা শুভক্ষণে।
জয় মঙ্গল বেদ ধ্বনি শুনি চারিপানে॥
বর বরিঞা হিমালয় গেলা ঘর।
কন্তার মাতা আইলা উলতিতে বর॥
বরের পাশ গেলা মঙ্গল সজ্জা লঞা। ২০
ভোলে পড়িলা মেনকা বরের রূপ দেখিঞা।
পায়ে দধি দিল শিরে দুর্ব্বা ধান।
মাথার নিছিঞা পেলেন শত শত পান॥
বরেররূপদেখিঞামেনকাপড়িঞাগেলাভোলে
নারদ ঘুচাইল পরিধান বাঘের ছালে॥২৫
সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর বর লাঙ্গট সমুখে শাশুড়ী।
আইহ শুহ পালায় করিঞা হুড়াহুড়ি॥

(১৬)

দুই চক্ষু ঢাকিঞা রাণী হেঁট মাথা করি।
নারদ মুনি তবে দিল টিটকারী॥
লাজে পালায় ঋষির ঝিয়ারী বহুয়ারী।
হুড়াহুড়ি করিঞা জায় হাতেকরিঞা ঝারি॥
এতেক দেখিঞা কোপিলা নারায়ণ। ৫
ঝাট্ কন্যা আনহ চাহিল শুভক্ষণ॥
বরের বেশ করেন সকল দেবগণ।
আপনার মূর্ত্তি ধরেন দেব ত্রিলোচন॥
ত্রিভুবন মোহিলেক দেব ত্রিপুরারি।
পার্ব্বতীর বেশ করে দেবতার নারী॥ ১০
ত্রিভুবন মোহিলেক রূপে বিদ্যাধরী।
রূপে ত আলোক কৈলেক সকল অপ্সরী॥
বদন জিনিলেক তার পূর্ণচন্দ্র কলা।
বাহির হইলা পার্ব্বতী হাথে পুষ্পমালা॥
জটাতে লুকাইলা দেবী গঙ্গা গোঁসাইনী।১৫
মুকুট উপর শোভে তাঁর নাগিনী॥
ললাটে চন্দ্র শোভে ভস্ম সর্ব্বগায়।
হৃদয়েত ভস্ম লেপে নাগ ফোঁপায়॥
ত্রাসে লুকাইলা সাপ নিভাইল আগুনি।
বরের নিকট গেলা আপনে ভবানী॥ ২০
শিরে পারিজাত মালা মধুপান করে অলি।
বিশ্বকর্ম্মা আনিঞা জোগায় অশোক ডালি॥
সপ্ত সাগর আনিয়া যোগাইল পানী।
শুভক্ষণে হরগৌরীর হৈল ছামানি॥
দুন্দুভির বাদ্য বাজে মধুর তালধ্বনি।২৫
বেশে সুবেশে নাচে ইন্দ্রের নাচুনী॥
কন্যা লুকাইল লইঞা অন্ধকার ঘরে
কন্যা আনিতে হর দাণ্ডাইলা দুয়ারে

(১৭)

ডাহিন হাথে পার্ব্বতী করে কঙ্কণ ঝন্‌ঝনি।
হাথে ধরি কন্যা আনিল দেব শূলপাণি॥
কন্যা লঞা হর ছায়ামণ্ডপে বসি।
চারিদিগ বেড়িল সব দেব ঋষি॥
চারিদিগে বসিলা দেব ছাড়িঞা বিমান।৫
নানা দান দিঞা ঋষি করিল কন্যাদান॥
মুনি সব বেদ পঢ়েন জয় মঙ্গল।
গন্ধ পুষ্প কাঞ্চন দিল অর্ঘ্য-চন্দন॥
সম্প্রদান করে ঋষি কন্যা সমর্পণ।
সর্ব্বকাল করিহ কন্যার রক্ষণ পোষণ॥১০
জোড় হাথে বলি শুন সকল দেবগণ।
আমারকন্যারপালনতোমরা করিবেসর্ব্বক্ষণ॥
এ বোল শুনিয়া হাসেন ব্রহ্মা নারায়ণ।
তোমার ঝিকে বল সভে করিতে পালন।
কুশণ্ডিকা লাজ-হোম করিল সাবধানে।১৫
নানা দান করেন সব দেবের বিদ্যমানে॥
শ্বশুর শাশুড়ী সব করিঞা অনুমান।
নানা প্রকার পাঠাইল গুয়া পান॥
নানা রঙ্গে দেখে লোক নাচন গীত।
উত্তরকাণ্ড গাইল কৃত্তিবাস পণ্ডিত॥২০

মহাদেবী বলে রাজা* তুমি অগেয়ান।
ঝি জামাতা ভোখে মরে করাহ ভোজন পান॥
পাদ প্রক্ষালন করে রাজা ভৃঙ্গারের জলে।
ঝি জামাতা লঞা বসিলা দেবগণে॥
সোণার পিঢ়িতে বসিলা ঝি জামাতা লঞা।
দূরে থাকিঞা বলে ঘরের নফর ভীমা॥২৬

* 'মেনকা বলেন রাজা' গ পুথির পাঠ।

(১৮)

জামাতা লাজ বাসে শাশুড়ী দেখিঞা।
একবারে দেহ ভাত ব্যঞ্জন আনিঞা॥
সোণার থাল ঘুচাহ পরসপাত পাত।
পিষ্টক পরমান্ন আনিঞা তাহাতে দেহ ভাত॥
দধি দুগ্ধ ঘৃত দিতে না করিহ হেলা।৫
ঘনাবর্ত্ত দুগ্ধ দেহ মর্ত্তমান কলা॥
জল লঞা দুই জনাতে করিল পঞ্চগ্রাসী।
হরের নিকট বসিলা দেবরাজ ঋষি॥
ভোজন করেন্ত দেবরাজ ত্রিপুরারি।
হরের সন্নিকটে বসিলা দেবী গৌরী॥১০
হেঠে গোময় উপরে আলিপনা।
দুই পাশে করিল সুতার মেলনা॥
কথোক ভোজন করিল দেব ত্রিলোচন।
নারদ বলেন ছোঁয়াছি পড়িলা নাকর ভোজন॥
আলিপনা দেখিঞা ভীমা দিল নখরেখ।১৫
সুতাগাছ দেখাঞা বলে দেখ পরতেখ॥
দেবাদেবী ছোঁয়াছি পড়িলা করিল আচমন।
দোহাঁরপাতে যতছিল ভীমা করিল ভোজন॥
আচমন করিঞা দুই জনা হৈলা একস্থান।
মহাসুখে ভীমা তবে করিল ভোজন॥২০
সমস্ত ভাত খাঞা ভীমা পেটে বুলায় হাথ।
হাসিঞা ভীমা বলে আন পিঠা ভাত॥
রাণীবলেভীম তোমারপেটেলাগিল আগুনি।
ভীমার পাতে আনিঞা দিল চাড়লানী (?)*॥
পোড়াভাত দিল দিল আর খুদ কুঁড়া।২৫
কেহ ভীমাকে মারে ঝাঁটার মুড়া॥

* 'ভীমের পাতে উভাড়িল হাঁড়ির কেল্যানি'। গ চিহ্নিত পুথির পাঠ।

(১৯)

ভীমার কথা শুনিঞা সভা খণ্ড হাসে।
উত্তরকাণ্ড গাইল সে পণ্ডিত কৃত্তিবাসে

পুষ্প শয্যা করিল গন্ধে মনোহর।
সোণার চৌখণ্ডী তাতে নির্ম্মাইল বাসর॥
সোণার খাটে পাড়িল নেতের তূলী।৫
আইহশুঙ্গ মেলিঞা দিল মঙ্গল হুলাহুলি॥
চারিদিগ রত্নদীপ নারীগণেত শোভিল।
বরের রূপ যৌবন মেনকা নেহালিল॥
সোণার খাটে শয়ন করিল দেব পশুপতি।
পরম সুখে কোলে করিল পার্ব্বতী।১০
চারিদিকে বেঢ়িল ঋষির ঝিয়ারি বহুয়ারী।
নানারঙ্গঢঙ্গ করেন লাজ বাসেন গৌরী॥
বিবস্ত্র হঞা হর করিলা শয়ন।
লাজ পাইল তবে সকল স্ত্রীগণ॥
সভে লাজে পলাইল স্বতন্ত্র হৈল ঘর।১৫
নানারঙ্গে রাত্রি পোহাইলা হর॥
নানারঙ্গে রাত্রি পোহাইলা ত্রিলোচন।
রাত্রি পোহাইলে বেঢ়িল সকল স্ত্রীগণ॥
বিবস্ত্রে দাণ্ডাইলা দেবের দেবরাজ।
আস্তেব্যস্তে পালাইলা গুরুজনা বাসেন লাজ
স্নান সন্ধ্যা করিল হর প্রত্যুষ বিহানে।২১
দেবগণ লঞা হর বসিলা দেআনে॥
ব্রহ্মা বলেন পর্ব্বতরাজ দেহত মেলানি।
ছায়ামণ্ডপে বসিলা শূলপাণি॥
নানারত্ন নানাধন দিল ব্যবহার।২৫
দেবগণের আগে পর্ব্বত মাগেন পরিহার॥

(২০)

লড়িলা দেবগণ পরম সানন্দে।
গৌরীকে কোলে করিঞা রাজা রাণী কান্দে
বৃষতে চাপিঞা লড়িলা শূলপাণি।
সিংহে চঢ়িঞা লড়িলা আপনে ভবানী॥
পরম হরিষে লড়িল সকল দেবগণ।৫
চঢ়িঞা চঢ়িঞা লড়িলা সভে আপন বাহন॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু লড়িলা দেবপুরন্দর।
দেবরাজে মেলানি করি সভে গেলা ঘর॥
আপনগণ লঞা হর গেলা আপন পুরী।
নানারঙ্গে গেলা হর আপনার পুরী॥১০
যতেক লোক তাকে দিলেত মেলানি।
ঘরের সেবকভীমা ডাক দিঞা আনি॥
গোসাঞির বচনে ধাঞা আইল ভীমা।
ক্ষুধাএ শরীরদহে কিছু খাবার আন গিঞা॥
গৌরী লঞা হর করেন ভোগ বিলাস।১৫
উত্তরকাণ্ড গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবাস॥
অগস্ত্য বলেন রাম কথাতে দেহ মন।
তবে জে রহিল ঘরে দেবপঞ্চানন॥
সভাকে বিদায় দিল দেব ত্রিলোচন।
ঘরে রহিলা তবে দেবপঞ্চানন॥২০
ওথা হেমন্ত ঋষি কহিল কাহিনী।
বসিলা হেমন্ত ঋষি মেনকা রাণী॥
হেনবেলে পর্ব্বত সব মাগিল মেলানি।
রহাইতে পর্ব্বত অনেক বলিল প্রিয়বাণী॥
স্নান সন্ধ্যা করিঞা সভে করহ ভোজন।২৫
তবে তোমরা সব ঘরকে করিহ গমন॥
স্নান সন্ধ্যা করিল পর্ব্বতসব ভাগীরথীর জলে
এক ঠাঞি হৈলা সভে ভোজনের বেলে॥

(২১)

সুবর্ণের থালে অন্ন বিস্তর পরিপাটী।
সারি দিঞা বসিলা পর্ব্বত তিনকোটি॥
মধ্যে বসিলা সুমেরু করিতে ভোজন।
সভাতে বসিলা সুমেরু তাহা দেখিল পবন॥
সম্বর্ত্ত আবর্ত্ত দ্রোণ মেঘ পুষ্কর।৫
চারি মেঘ হাঁকারিঞা আনিল পুরন্দর॥
আগে পবন মাঝে ইন্দ্র পাছেত বরুণ।
সুমেরু শৃঙ্গ দেখিঞা করিল ঝড়বর্ষণ॥
সুমেরু কাঞ্চন শৃঙ্গ শতেক যোজন।
শৃঙ্গ ভাঙ্গিয়া পেলেন দেবপবন॥১০
পর্ব্বতের শৃঙ্গ লঞা ধায় বাতকুমার।
কাঞ্চন শৃঙ্গ মাথাএ সাগর হৈলা পার॥
সুমেরু চড়িলা পর্ব্বত ত্রিকূটের চুড়ে।
দুই পর্ব্বত চুড় সাগরে লঙ্কা এড়ে॥
বিশ্বকর্ম্মা লঞা গেলা দেবপুরন্দর।১৫
মধ্যে পুরী নির্ম্মাইল চারিদিগেতে সাগর॥
সপ্তগোটা পাঁচির তাতে কৈল সৃজন।
লোহাতে গড়িল পাঁচির উপরে কাঞ্চন॥
শতেকযোজন পরিখাগড় লঙ্ঘিতে নাপারি
দশ যোজন প্রসর ডরেম (?) চউরী॥২০
সুবর্ণে গড়িল আর অষ্টাদশ পুরী।
নাটশাল পাঠশাল বিচিত্র চউরী॥
খাট পাট নির্ম্মাইল সোণার আওয়াস।
সুবর্ণের পুরী নির্ম্মাইল ব্রহ্মার উঠে হাস॥
সুবর্ণে বান্ধিল ঘাট দীঘী পোখরী।২৫
রাজার ঘর প্রজার ঘর গড়িল সারি সারি॥
বর্ম্ম করিঞা গড়িল রাজার অন্তঃপুরী।
বাহির ভিতর সব কাঞ্চনের পুরী॥

(২২)

চিত্রে নির্ম্মাইল ঘর বিদ্যুতের ছটা।
অন্তঃপুর নির্ম্মাইল দশ সহস্র কোঠা॥
সহস্র স্তম্ভে নির্ম্মাইল দেআন চৌতারা।
নানা রত্ন লাগে তথি মণি মাণিক্য হীরা
ঘরের উপর শোভে সোণার বাহরা।৫
চারিভিতে লাম্বে গজমুক্তার ঝারা॥
সুবর্ণের আআতন গড়িল সিংহাসন।
চতুর্দ্দোল সিংহাসন জেহ্ন রবির কিরণ॥
রত্নে নির্ম্মাইল ঘর করে ঝলমলি।
সোণার নির্ম্মাইল পাখী পাখীআলি* ॥
সুবর্ণে বান্ধিল গাছের গুড়ি।১১
সোণার নির্ম্মাইল ঘর চৌখণ্ডী॥
সোণার পতাকা উড়ে দেখিতে রূপস।
ঘরের উপর শোভে সুবর্ণের কলস॥
সোণায় বান্ধিল গাছ পুষ্করিণীর ঘাট।১৫
সোণার নির্ম্মাইল ঘরের কপাট॥
সোণাতে নির্ম্মাইল কনক লঙ্কাপুরী।
সোণায় সৃজিল জত দীঘী পোখরী॥
অদ্ভুত পুরীখান দেখিতে সুন্দর।
সপ্ত কোটি আছে তাতে ইটার ঘর॥২০
নবকোটী কৈল তাতে আশ্রম আলয়।
চারিলক্ষ কৈল তাতে পর্ব্বত দুর্জ্জয়॥
হেনমতে নির্ম্মাইল কনক লঙ্কাপুরী।
দেব দানব গন্ধর্ব্ব লঙ্ঘিতে না পারি॥
সমুদ্রের মাঝে পুরী করিল নির্ম্মাণ।২৫
ইন্দ্রের অমরাবতী জিনি তার বাখান॥

* 'সুবর্ণে নির্ম্মিত নানা পাখী সারি সারি।
গ চি হৃত পুথির পাঠ।

(২৩)

পুরী দেখিঞা হরষিত দেবগণ।
না জানি হেন পুরী পায় কোন জন ॥
মহাদেবের বরে পুরী পাইল সুকেশ।
কথোদিন বাস করিল সুকেশের বংশ ॥
বিষ্ণুর শাপে তেহোঁ গেলাত পাতাল।৫
তবে লঙ্কা পাইল কুবের লোকপাল ॥
অবেত রাবণ হৈলা বিক্রমে বিশাল।
কুবের খেদাড়িঞা নিলেক ঠাকুরাল ॥
রাবণ মারিতে আপনে জন্মিলা নারায়ণ।
রামের প্রসাদে পাইল বিভীষণ ॥১০
অগস্ত্য বলেন বেলা হৈল অবসান।
স্নান সন্ধ্যা কর আর ভোজন পান ॥
নানা ফলমূল আইল নানা উপহার।
নানা দ্রব্য আনিঞা করিল পুরস্কার ॥
রাক্ষসে বানরে করে ভোগ বিলাস।১৫
সর্ব্বরী পোহাইল হৈল অরুণ প্রকাশ ॥
স্নান সন্ধ্যা করিল রাম প্রত্যুষ বিহানে।
সভা করিঞা বসিল রাম মুনির কথা শুনে ॥
অগস্ত্য মুনি কথা কহেন প্রবন্ধে প্রবন্ধ।
মুনিবর কথা কহেন সভেই আনন্দ ॥২০
মুনিবর কথা কহেন শুনে বানরগণ।
সাবধানে কথা শুনেন রাক্ষস বিভীষণ ॥
বশিষ্ঠ বামদেব শুনেন কুলের পুরোহিত।
শ্রীরাম বেড়িঞা বসিলা সকল পাত্র মিত্র ॥
অপূর্ব্ব প্রস্তাব কথা কহেন মুনিবর।২৫
আনন্দিত মনে শুনে রাক্ষস বানর ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিত রাজ পূজিত।
সর্ব্বপাপ হরে শুনিলে রামের চরিত ॥

(২৪)

ভোজনে বসিলা সুমেরু হিমালয়ের ঘরে।
ধাঞা বার্ত্তা জানাইল সুমেরুর অনুচরে ॥
বসিঞা আছ রাজা তুমি কিছু নাহি জান।
তোমার কাঞ্চনশৃঙ্গ নিল দেব পবন ॥
চরের মুখে সুমেরু দারুণ বার্ত্তা পাঞা।৫
হাথে গণ্ডি সুমেরু আইলা ধাইঞা* ॥
হিমালয় কহেন কোথাজাহ অবোধ শেখর।
লেউটিলা পর্ব্বতরাজ দেখিঞা সাগর ॥
আক্ষমা† করেন সুমেরুআপনাকে নিন্দে।
সুমেরু আক্ষমা দেখি সকল পর্ব্বত কান্দে ॥
তবে পর্ব্বত গেলা মহাদেবের স্থান।১১
দেবরাজ স্থানে কহেন আপন অপমান ॥
সুমেরু সম্বোধিঞা বলেন দেব ত্রিলোচন।
এড়াইতে নারি কভু দৈব নির্ব্বন্ধন ॥
কোন্‌জনা বুঝিতে পারে ব্রহ্মার কাজ।১৫
বচন শুন ঘর তুমি জাহ গিরিরাজ ॥
এতেক বচন তবে বলিল শূলপাণি।
বিরস বদনে সুমেরু গেলাত আপনি ॥
মনে মনে গুণেন পর্ব্বত আপনার গতি।
নিরপেক্ষ বচন বলিল দেব পশুপতি ॥২০
দেবের বচন শুনিঞা সুমেরু শেখর।
অপমান পাঞা পর্ব্বত গেলা আপন ঘর ॥
মনদুঃখে ঘনে ঘনে ছাড়ে নিশ্বাস।
কান্দিঞা রাত্রি পোহাইল নিত্যউপবাস ॥

---

* 'হাথে গাণ্ডিবাণ করি চলিলা খুইয়া'॥ গ পুথির পাঠ।

† 'আক্ষেপ' গ পুথির পাঠ।

(২৫)

সকল ইন্দ্র নিল নাহিক পরিচ্ছদ।
সুমেরু বলেন ইহার নাহিক আপদ॥
সুমেরু সম্ভাষিতে আইলা সকল দেবগণ।
হাথ প্রসারিঞা নারদ দিল আলিঙ্গন॥
নারদ কোলে করি সুমেরু জুড়িল ক্রন্দন।
প্রবোধ বচন বলেন নারদ তপোধন॥৬
না কান্দ না কান্দ তুমি সুমেরু শেখর।
সুমেরুর কান্দনাতে কান্দেন মুনিবর॥
প্রবোধ বচন বলেন সুমেরু বিদ্যমান।
শোক সন্তাপ ছাড় করহ ভোজন পান॥
পর্ব্বতরাজ হৈঞা কেনে কর আপন
অপমান।১১
এক এক পর্ব্বত তোমার সহস্র যোজন॥
পর্ব্বত থাকিতে চিন্তা করহ কি কারণ।
তোমার প্রসাদে হৈল লঙ্কার সৃজন॥
ক্রন্দন রাখিল নারদ করিয়া যতন।১৫
স্নান সন্ধ্যা করাইল করাইল ভোজন॥
চতুর্দ্দিগের পর্ব্বতকে পাঠাইল নিমন্ত্রণ।
পাত্র মিত্র বন্ধু বান্ধব সকল পরিজন॥
তাঁহা সভাকে বলিহ আসিতে এখন।
আমার কার্য্যে সভে করহ যতন॥২০
দিগে দিগে দূত সব গেলাত ধাইঞা।
নানা দিগের পর্ব্বত সকল আইল
এক হঞা॥
ঘরে ঘরে পরিবার সকল নিয়োজিঞা।
লড়িলা পর্ব্বত সকল রাজ আজ্ঞা পাঞা॥
যাত্রা করিঞা চলিলা সুমেরু সম্ভাষণে।২৫
মনোগামি পর্ব্বতরাজের অলঙ্ঘ্য বচনে॥

(২৬)

চলিলা পর্ব্বত পশ্চিম পূর্ব্ব উত্তর দক্ষিণে।
সভাকে দেখিঞা সুমেরু হরষিত মনে॥
অগস্ত্যের কথা শুনি হাসেন্ত শ্রীরাম।
সভাখণ্ডে শুনিল পর্ব্বতের গুণগ্রাম॥
ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান তোমাতে গোচর।৫
তোমার কথা শুনিলে মোর হরিষ অন্তর॥
কোটী কোটী পর্ব্বত আছিলা দেশে দেশে
সকল পর্ব্বত আইলা সুমেরু সম্ভাষে॥
অগস্ত্য মুনি বন্দিঞা গাইল কৃত্তিবাস।
শুনিলে মধুর গীত পাপের বিনাশ॥১০

অগস্ত্য বলেন রামচন্দ্র শুনহ বচন।
সকল পর্ব্বত আইল সুমেরু সম্ভাষণ॥
ব্রহ্মদাস ধর্ম্মদাস গৌনকদাস।
বসুদাস বিষ্ণু আর পরীক্ষিত দাস॥
অর্ব্বুদ শিখর দাস সুভাল প্রভাস।১৫
ঐন্দ্রদাস বাসব দাস আর কৈলাস॥
কৈলাস সিংহ আইলা সিন্ধু গিরিরাজ।
শ্রীবৎস পশুরাজ সপ্তকীর্ত্তি রাজ॥
অম্বুজ আসন গিরি আর বন্ধুরাজ।
সিন্ধুবিন্ধ ইন্দ্র চন্দ্র গিরিরাজ॥২০
বিশ্বম্ভর কুঞ্জর গুজ্জর গিরিরাজ।
পদ্ম মহাপদ্ম সুরেন্দ্র মহারাজ॥
স্বরগিরি বিশ্বগিরি বিপ্রগিরির সমাজ।

* * * * *

উদয় গিরি রাজ গিরি আর চন্দ্র গিরি।২৫
কাঞ্চন গিরি নীল গিরি বিশ্বামন্ত্র
অস্ত্র গিরি॥

(২৭)

ত্রিপুর কনকচূড় ভঙ্গুর গোআরি।
বিনোদ কামোদ গিরি কায় অমরি॥
কুমারি কেশ গিরি বেহারি নিরাহারি।
কুমারী সিঙ্গারী আর গৌরী গিরি॥
নীলকণ্ঠ সিতকণ্ঠ ক্রৌঞ্চ কাঞ্চন।৫
বিদ্যুত দীপ্ত আর সমুদ্র কাঞ্চন॥
শরাসন বরণ সুবন্দ সুদর্শন।
হেম দ্রোণ পবন আইল গন্ধমাদন॥
বঙ্গনাভি স্বর্ণগুণ সুখঙ্গ মোরঙ্গ।
কামতাজ মিতজানি বড়ই আতঙ্ক॥১০
সৃষ্টিধর শ্রীধর আর শ্রীগদাধর।
সুন্দর সুবল সরাজ মহেশ্বর॥
কালঞ্জর কলাবন আর চলাচল।
বৃন্দাচল স্বর্ণনাদ কুশল মঙ্গল॥
রাজমণ্ডল মেঘমণ্ডল চক্রমণ্ডল।১৫
হলিহল কুলাচল সুরঙ্গ আটল॥
ধরামুড়ি বুড়ামুড়ি আর গিরিবর।
চিত্রকূট জটাজুট মোরঙ্গ কেদার॥
লোহাবর বীরবর কলিঙ্গ সুধাকর।
কামেশ্বর কলাবন মহেন্দ্র শিখর॥২০
আদরস খেদারস আর সর্ব্বেশ্বর।
তুরঙ্গ সুরঙ্গ খুরঙ্গ মথুরা বর॥
চন্দ্রবান বিধিবান মাল্যবান চন্দ্রবান।
সত্যবান শৃঙ্গবান আর বজ্রবান॥
নারেঙ্গন গোবর্দ্ধন বজ্ররাজ ক্ষেত্র।২৫
মৈনাক জয়চাকর বরাহ সুমিত্র॥
সাতালি আতোলি গড় কামাক লড়া।
অলকা তিলকা জোঙ্গা সুহড়া বিহড়া॥

(২৮)

নাটুভাঙ্গা তেহড়া বতড়া গরুড়া।
নীলা মালা বালানী উভড়া গিরি ঘড়া॥
জয়মুখ নামে পর্ব্বত পৃথিবীর মুড়া।
সুরা খুরা এক ধারা নামে পদঝাড়া॥
সাহুড়িয়া সগাড়িয়া আমড়া আগড়।৫
বলহরা নাটায়ুণ্ডা নহ বিরাহিন॥
মহানাদ মেঘনাদ সুরঙ্গ ভৃঙ্গরাজ।
সুরাজ মহারাজ নিরাজ আর অধিরাজ॥
হিমালয় মহালয় কার্ত্তিক রাজ গিরি।
এক অযুত পর্ব্বত আইল কতেক
লেখা করি॥*১০
আইল পর্ব্বত সব সুমেরু আশ্বাসে †।
আইলা পর্ব্বত সব ধরিঞা মুনি বেশে॥
সুমেরু সম্ভাষে আইলা পর্ব্বত কোটী কোটী
একমেলি হঞা আইলা পর্ব্বত গোটী গোটী
উর্দ্ধমুখ করিঞা পর্ব্বত সব উড়ে।১৫
কাহার অব্যাহতি নাহি যথা গিঞা পড়ে
উড়িঞা আইলা পর্ব্বত সারিঞা দুইপাখা।
জাহা চাপিঞা পড়ে তার নাই রক্ষা॥

* অন্য কোন পুথিতে পর্ব্বতগণের নামোল্লেখ নাই সুতরাং আমরা এই নামাবলী সংশোধনে বিরত রহিলাম। গ চিহ্নিত পুথিতে এইরূপ পাঠ আছে—

'কত নাম লইব পর্ব্বত কোটী কোটী।
একত্র হইয়া সভে আইল তিন কোটী॥
উর্দ্ধমুখে পাখা সারি পর্ব্বত সব উড়ে।
সে দেশের নিস্তার নাই যে দেশেতে পড়ে।
ঠাই ঠাই রহিল সব পর্ব্বত শিখর।
মুনি বেশ ধরি গেলা সুমেরুর ঘর॥'

† 'আওয়াসে' এই পাঠ সঙ্গত।

(২৯)

ঠাঁই ঠাঁই রহিল পর্ব্বত শেখর।
মুনির বেশ ধরিঞা গেলা সুমেরুর ঘর॥
দূরে থাকিয়া পর্ব্বত সব সুমেরু চরণবন্দে।
হেট মাথা করিঞা পর্ব্বত রাজ কান্দে॥
পর্ব্বত সব বলে রাজা সম্বর ক্রন্দন।৫
আমরা সব সাধিব তোমার প্রয়োজন॥
সাগর পরিখা হইল লঙ্কার পত্তন।
ব্রহ্মার বরে পুরীখান করিল সৃজন॥
রাজা বলেন নিমন্ত্রণে গেলাহোঁ হিমা-
লয়ের ঘর।
আমার অবস্থা করেন পবন পুরন্দর॥১০
আমার শৃঙ্গ ভাঙ্গিঞা নিলেক পবন।
কাঞ্চনের শৃঙ্গ ভাঙ্গিঞা নিল শতেক
যোজন॥
চারিদিগে সাগর মধ্যে লঙ্কার সৃজন।
ব্রহ্মার বরে পুরী লঙ্ঘিতে না পারে
কোন জন॥
যদি নিমন্ত্রণে না যাই হিমালয়ের ঘর।১৫
থেঁথল করিতাহোঁ পবন পুরন্দর॥
শূন্য ঘর দেখিঞা শৃঙ্গ ভাঙ্গিল পবন।
তোমা সভা আনাইল ইহার কারণ॥
তবে সব পর্ব্বতে করিল অঙ্গীকার।
লঙ্কা চাপিঞা পড়িব করিব চুরমার॥২০
আগুভগ্ন করিব তবে ভরিব সাগর।
জরে চাপিঞা পড়িব লঙ্কার উপর॥
মুনির বেশ ধরিঞা রহিলা স্থানে স্থানে।
ফল মূল দিল রাজা সকল পর্ব্বতগণে॥

(৩০)

বিস্তর সজ দিল আতিথ্য ব্যবহারে।
কোন কোন পর্ব্বত করিল ফলাহারে॥
স্নান সন্ধ্যা করিল পর্ব্বত প্রত্যুষ বিহানে॥
সকল পর্ব্বত মেলি বসিলা দেআনে॥
দেআন করি বসিলা রাজা সুমেরু শিখর।
সভাখণ্ডে বলে রাজা বিনয় বিস্তর॥৬
সভে ক্রিঞা দয়া করিলে হয় আমার উদ্ধার।
নানা দ্রব্যে তাহা সভায় করিল পুরস্কার॥
কৃত্তিবাস গাঞা দিল উত্তর কাণ্ডে সার।
ভক্তিতে জে জন শুনে তার রাম করেন
নিস্তার॥১০

শ্রীরাম বলেন মুনি কহ বিবরণ করিঞা।
কিকরিল পর্ব্বত সব রাজার আজ্ঞা পাঞা।
অগস্ত্য বলেন শুন আমার উত্তর।
ত্রিভুবনের জত কথা তোমাতে গোচর॥
সকল পর্ব্বতের জানিঞা সারা ভারি।১৫
এতেক জানিঞা নারদ গেলা স্বর্গপুরী॥
তোমার পুরী নাশ কৈল না জান কারণ
ভাঙ্গিয়া সুমেরু গিরি কৈলেন কোন
প্রয়োজন॥
শুনহ বাউ রাজা আমার বচন।
সত্বরে চিন্তহ আপনার রক্ষণ॥২০
এবে পুরী নাশ কইলে কাহারো নাহি রক্ষা
সকল পর্ব্বত একত্র হৈল কতেক করিব
লেখা॥
অনুমানে জানিল লঙ্কার নাহিক রক্ষণ।
ব্যর্থ পুরী নির্ম্মাইল ব্রহ্মা শুনহ বচন॥

নিদ্রা তেজি দুই ভাই মুখে দিল পানি।
হেন কালে গেল তথা সব বৃদ্ধ মুনি॥
চারি দিগে বসিলা সকল মুনিগণ।
তাহাদের মধ্যে বৈসে ভাই দুই জন॥
যুক্তি হেতু বৈসে দুই কুমারের পাসে।৫
দুজনারে বুঝান মুনি অশেষ বিশেষে॥
শ্রীরামের রাজ্যে বসি রাম মোর রাজা।
নানা মতে রাম করে সভাকার পূজা॥
সূর্য্য সম তেজে রাম মহা ধনুর্দ্ধর।
জার তেজে বন্দি হৈল অলঙ্ঘ্য সাগর॥১০
বালিরাজা মাল্য রাম না করিল রণ।
রাক্ষস চউদ্দ সহস্র খর দূষণ॥
মায়ার মারীচ মাল্য দেবতার বরে।
ত্রিভুবন দুর্জ্জয় মারিল লঙ্কেশ্বরে॥
কুম্ভকর্ণ মকরাক্ষ শ্রীরাম সংহারি।১৫
লক্ষ্মণ মারিল ইন্দ্রজিত দেব-অরি॥
মৈল দশরথ দিল রামে দরসন।
রামের প্রসাদে জিল মরা কপিগণ॥
পালিতে বাপের সত্য রাজ্যভোগ ত্যজে।
চৌদ্দবৎসর বনবাস মুনি সব পূজে॥২০
দেশে আসি শ্রীরাম মুনির করে পূজা।
পদতলে খাটে রামের উনকুটী রাজা॥
বিষ্ণু অবতার রাম লোকে হিতকারী।
তেজিল লোকের বোলে সীতা হেন নারী॥
সীতা হেন স্ত্রীকে দিলেন বনবাস।২৫
হেন রাম লঙ্ঘিলে মুনির সর্ব্বনাশ॥
বিনয় বলেন মুনি হাত করি জোড়া।
সর্ব্বসৈন্য ছাড় রামের আর যজ্ঞ ঘোড়া॥

রামের তেজে বিভীষণ পাল্য মন্দোদরী।
রাজপাট পাইল কনক লঙ্কাপুরী॥
মুনির গৌরব রাখ তেজহ সংগ্রাম।
যজ্ঞ ঘোড়া সৈন্য দিয়া তোষহ শ্রীরাম॥
আমাদের না করিহ বচন লঙ্ঘন।৫
নহে বা মেলানি দেহ ছাড়ি তপোবন॥
সত্যবাদী রামচন্দ্র মুনির দুর্ল্লভ।
গুণবান্ ধর্ম্মশীল সংসারে বল্লভ॥
বসিয়া রামের রাজ্যে রাম সনে বাদ।
ছাড়িলাঙ বিষ্ণুপদার বসতের সাধ॥১০
আপন মহত্ত্ব লোক রাখএ আপনি।
সুখে থাক দোঁহে মোরা মাগিব মেলানি॥
এত সব মুনিগণ কহিলেন কথা।
সুনি লব কুশ দোঁহে হেট কৈল মাথা॥
তপোবনে বসি হইলুঁ তোমার কুর্পর।১৫
তোমাদের হেথা হইতে জাব অন্তর॥
মায়ের সনে আগে গিয়া করি অনুমান।
তোমাদের পুরী থাকি জাব অন্যস্থান॥
এতবলি গেলা দুই সীতার কোঙর।
তপোবন ছাড়িয়া মায়ের গেলা ঘর॥২০
মুনির বচনে দুই ভাই কোপে জ্বলে।
কোপ মুখ হইয়া উঠিলা সভাতলে॥
এতেক রহস্য কথা সীতা নাহি শুনে।
দুই ভাই প্রণমিল মায়ের চরণে॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিত কবিত্বে বিচক্ষণ।২৫
শ্লোক ভাঙ্গি রচিল উত্তর রামায়ণ॥

(৩৩)

সুমেরুর শৃঙ্গ ভাঙ্গিঞা নিলেক পবন।
সদ্য শৃঙ্গ ভাঙ্গিল তার শতেক যোজন॥
সেই কাঞ্চন শৃঙ্গে লঙ্কার নির্ম্মাণ।
সাগরের মাঝে পুরী হইল নির্ম্মাণ॥*
কাহার তরে করিলে পুরী কৈলে কোন কাজ।৫
এবে পুরী নাশ গেল শুন দেবরাজ॥
তোমা হৈতে সুমেরু পাইল অপমান।
সংসারের সার হৈল উত্তম স্থান॥
রাজমণ্ডল পর্ব্বত পবনের বাস।
আশু তাহা ভাঙ্গিঞা করিব বিনাশ॥১০
তবে ভাঙ্গিবেক বরুণের মেঘমণ্ডপ গিরি।
তাহার অন্তরে ভাঙ্গিবেক অমরাবতীপুরী॥
আমার বসতি তোমার স্থাতব্য।
উত্তম লোক তাহাতে আছএ অবশ্য॥
তোমার নগর চাপিঞা করিল বসতি।১৫
ব্রহ্মার পুরীর তরে করিবেক বিতথি॥
সকল স্বর্গবাসীর তবে করিবেক দুর্গতি।
দেবতা নহিলে তুমি কিসের সুরপতি॥
তুমি আমি চল জাব ব্রহ্মার স্থান।
এ সব কহ গিঞা ব্রহ্মার বিদ্যমান॥২০
ইন্দ্রে নারদে দোঁহে করিল যুগতি।
ব্রহ্মার ঠাই দুঁহে গেলা শীঘ্রগতি॥
ব্রহ্মার ঠাই দোঁহে প্রণাম করে।
দুইজনা দেখিঞা ব্রহ্মা হরিষ অন্তরে॥
দুইজনা দেখিঞা ব্রহ্মার হরষিত মন।২৫
বসিতে আসন দিল কহ প্রয়োজন॥

* সাগরের মাঝে নির্ম্মাণ হৈল পুরীখান।"
ইহাই সঙ্গত পাঠ।

(৩৪)

পৃথিবী রাখিতে দুহেঁ করিলা আগমন।
নারদের বচনে হাসে দেব নারায়ণ॥
আছিল সুমেরু সভার হিতকারী।
সুমেরুর বিনাশে পত্তন হৈল লঙ্কাপুরী॥
তিনকোটী পঞ্চলক্ষ পঁচইশ সহস্র শিখর।৫
পর্ব্বত চাপিঞা নাশ হইবেক পুরন্দর॥
পর্ব্বত চাপিলে তবে কোন্ মতে তরি।

* * *

আপনি আপনার সৃষ্টি রক্ষা কর।
সুমেরুর বিচার দেখিঞা বড় লাগে ডর॥১০
পবনের ঝড়া বরুণের বরিষণ।
পর্ব্বত চাপিলে হব লোকের মরণ॥
কেনে দেবরাজে গোসাঞি দিলেক আরতি।
এবে নাশ গেল গোসাঞি লোকের বসতি॥
সুমেরুর প্রবোধ করাহ দেবগণ।১৫
সৃষ্টি রক্ষা পাউক বলেন নারায়ণ॥
এতেক বোল বলেন বিষ্ণু ব্রহ্মার বিদ্যমান।
দেবগণের মাঝে কিছু বলেন্ত ঈশান॥
জদি শক্তি করিতে পারহ পুরন্দর।
এবার এড়াব দুঃখ কাহাকেহো নাহি ডর॥
মহাদেবের বরে সকল দেব হরষিত।২১
উত্তরকাণ্ড গাইল কৃত্তিবাস পণ্ডিত॥

অগস্ত্য বলেন অপূর্ব্ব কথা শুনহ শ্রীরাম।
চলিলাতো দেবরাজ করিতে সংগ্রাম॥২৪

* লিপিকর প্রমাদবশতঃ এই স্থলের কয়েক পংক্তি ছাড় হইয়াছে বলিয়া প্রতীতি হয়। সং

(৩৫)

ব্রহ্মা বলেন স্থজিল সকল আমার পুরী।
দৈবে বিপরীত করে কি করিতে পারি॥
স্থজিল সকল পুরী অনেক শক্তিতে।
সকল পুরী নাশ আমার করিল পর্ব্বতে॥
বারেক ইন্দ্র তুমি যদি কর রক্ষা।৫
হাথে বজ্র করিঞা পর্ব্বতের কাট পাখা॥
স্থমেরুর ঘরে সব আছেন নানা বেশে।
সব এক হইলা কেহ নাহি দেশে॥
ব্রহ্মার বচনে ইন্দ্র করিল অঙ্গীকার।
সকল দেবগণে করেন্ত আগুসার॥১০
ইন্দ্র যম কুবের বরুণ পবন।
অষ্টলোকপাল লড়িল সকল দেবগণ॥
মাতলি রথ সাজে চড়েন পুরন্দর।
আবর্ত্ত সামর্ত্ত আর দ্রোণ পুষ্কর॥
ইন্দ্রের বোল শুনি বলেন নারদ মুনিবর।১৫
পর্ব্বতের আগে বৈসে গন্ধর্ব্ব কিন্নর॥
হাথে অস্ত্র করিঞা জাএ গন্ধর্ব্বগণ।
যুদ্ধ করিতে সব হৈলা একমন॥
উড়িঞা২ পর্ব্বত চাপিঞা চাপিঞা পড়ে।
ঠাঞি প্রাণ ছাড়ে কেহ কাণ নাহি নাড়ে॥
আকর্ণ পূরিঞা বাণ এড়েন পুরন্দর।২১
রণে ভঙ্গ দিঞা পালাঅ গন্ধর্ব্ব কিন্নর॥
অসুর না রহে ডরে পালাঅ দানব।
সাহস করিঞা রণে প্রবেশে গন্ধর্ব্ব॥
তাহা দেখিঞা অসুরগণ সামাইল রণে।২৫
অসুর দেখিঞা পালাঅ দেবগণে॥
উর্দ্ধমুখ করিঞা পর্ব্বত উড়ে গগনে।
পর্ব্বতের চাপ দেখিঞা পালাঅ দেবগণে॥

(৩৬)

ইন্দ্র দেখিঞা রহিলা সকল দেবগণ।
যম কুবের রহিলা বরুণ পবন॥
প্রথমে পাখা কাটা গেল পড়িলা মহেন্দ্রশিখর
সাধু সাধু করিঞা বাখানেন দেব পুরন্দর॥
বাণ বর্ষে ইন্দ্ররাজ অতি অদ্ভুত।৫
কাটা গেল পাখা পর্ব্বত পড়িল বিদ্যুত॥
পাখা কাটা গেল পড়িল কলিঙ্গ কেশরী।
সাগরের মাঝে রহিলা পর্ব্বত বিন্ধ্যগিরি॥*
কোপে পাখা কাটিয়া পেলায় পুরন্দর।
সাগরের কূলে পড়িলা† চন্দ্রশেখর॥১০
তপোবনের ভিতর পড়িল পর্ব্বত মাল্যবান‡
সহস্র যোজন যুড়িঞা পড়িলা গন্ধমাদন॥
গোকুল চাপিঞা পড়িলা গোবর্দ্ধন।
চন্দ্রগিরি রাজগিরি স্থমেরু স্থদর্শন॥
বিন্দপর্ব্বত পড়িল কুমুদ অঞ্জন।১৬

* * *

উদয়গিরি অস্তগিরি হেমগিরি কৃষ্ণগিরি।
পাখা কাটা গেল সভার লড়িতে না পারি॥
জতেক পর্ব্বতগণ বৈসে কোশে কোশে।
তাহা সভার পাখা কাটিঞা ইন্দ্র বেড়ায়
রোষে॥২০

---

* 'সাগরের উত্তর পড়িল বিন্ধ্যগিরি।'
গ চিহ্নিত পুঁথির পাঠ।

† 'পশ্চিমে পড়িল' গ. পুঁথির পাঠ।'

‡ স্থসেনের দেশেতে পড়িল শূর্য্যবান।
শ্রীহট্টদেশ চাপি পড়িল শ্রীমান॥
ঋষির আশ্রমে পড়ে ঋষ্যমুখ পর্ব্বত।
যক্ষ পুরে দক্ষিণে পড়িল মরকত॥'
অন্য পুঁথির পাঠ।

(৩৭)

সুমেরু ছাড়িঞা পর্ব্বত পালায় দেশে দেশে।
তথা জাঞা পাখা ইন্দ্র কাটএ হরিষে॥
প্রাণ লঞা পর্ব্বত সব পালায় পবন বেগে।
তের কোটী পর্ব্বত রহিলা চারিদিগে॥
তিনকোটী পর্ব্বতের ইন্দ্র কাটিল পাখা।৫
সবেমাত্র চারি পর্ব্বতের পাখ গেল রক্ষা॥
হিমালয় পর্ব্বত আর সুমেরু কৈলাস।
বিষ্ণুদাস কৃষ্ণদাস ব্রহ্মদাস রোহিদাস॥
নীলাচল সুচল সোমনাথ।
বেহারি কেদারি রহিলা নিপাত্র॥১০
ত্রাসে পালায় মৈনাক হিমালয় নন্দন*।
পালাইতে পথে হৈল পবন সনে দরশন॥
পবন কহেন ঝাটপালাহ আমায় করিঞা ভর।
পাছখেদা করিঞা তোমাকেআইসে পুরন্দর॥
দুই ভাইকের পবন হৈঞা গেল সখা।১৫
জে যথা পালায় ইন্দ্র তাহার কাটে পাখা॥
সমুখ হৈঞা রহে পবন দারুণ ঝড়।
দুই ভাই পর্ব্বত পালায় দিঞা লড়॥
জলগিরি পর্ব্বত সমুদ্রে পড়িলা জয়ঢাক।
মহোদধি মধ্যে পড়িলা মৈনাক॥২০
†পর হইতে দুই ভাইর পাখা গেল রাখ।
সাগরে পবনে হৈতে পাখা গেল রাখ॥
দিগ বিদিগ নাহি পর্ব্বত শিখরে।
সকল পর্ব্বতের পাখা কাটে পুরন্দরে॥২৪

* "মৈনাক জয় ঢাক হিমালয় নন্দন॥"
† "পবন হৈতে দুই ভাইর রক্ষা হৈল পাখ।
সাগরে রহিল দুঁহে মৈনাক জয় ঢাক॥"
গ চিহ্নিত পুঁথির পাঠ।

(৩৮)

পর্ব্বতগণ পড়িল রহিল স্থানে স্থানে।
পরাজয় পাঞা সব পালাইল অপমানে॥
রণজয় করিঞা লড়িল দেবগণ।
সকল দেবগণ বন্দেন ব্রহ্মার চরণ॥
পর্ব্বতের আগে বৈসে জত মুনি।৫
সকল মুনি মেলি ইন্দ্রকে দিল শাপবাণী॥
মেঘনাদ নামে হইব রাবণ কুমার।
তার ঠাঞি অপমান পাইবে পুরন্দর॥
মহাপুরুষ হইবেক রাবণ তনয়।
তার ঠাঞি ইন্দ্র তুমি পাবে পরাজয়॥১০
অযোনিসম্ভবা কন্যা কুলে পতিব্রতা।
অহল্যা তাহার নাম ব্রহ্মার দুহিতা॥
গুরুর পত্নী হরিবে তুমি শাপ দিব মুনি।
তাহার শাপে তোমার গাএ হব সহস্রযোনি
মুনিগণ শাপ দিল কভু নহে আন।১৫
তেকারণে ইন্দ্রজিতের ঠাঞি পাইল অপমান
মুনির শাপে ইন্দ্র হইলা বিহ্বল।
তেকারণে ইন্দ্রের নহিল কুশল॥
মুনির কথা শুনিঞা সভাখণ্ড হাসে।
উত্তরকাণ্ড গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবাসে॥২০

অগস্ত্য বলেন শ্রীরাম শুনহ বচন।
রাক্ষস বৃত্তান্ত কহি ইহাতে কর মন॥
পৌলস্ত্য মহামুনি ব্রহ্মারনন্দন।
মহামতি মহোদর মহা তপোধন॥
তপ করিতে গেলা তেহোঁ সুমেরু গিরি।২৫
কেলি করিতে আইসে তথা অনেক* সুন্দরী

* প্রায় সর্ব্বত্রই 'অনেক' পাঠ দৃষ্ট হয়।

(৩৯)

দেবকন্যা নাগকন্যা গন্ধর্ব্বী অপ্সরা।
সকল কন্যা কেলি করিতে তৎপরা॥
হাসন্তি নাচন্তি গায়ন্তি সত্বরে স্বুদূরে*।
কোপে মুনি শাপ দিল সকল কন্যারে॥
কন্যা হঞা জেই জন আসিবে এখানে।৫
বিনি পুরুষে গর্ভ হইবে পাইবেক অপমানে।
অবস্থিত কন্যা তার নাম কলাবতী।
মুনি শাপ দিলা কন্যা হৈলা গর্ভবতী॥
অপ্সরা† হৈল কন্যা পরম রূপধরে।
মুনি শাপ দিল কন্যার স্তনে দুগ্ধ ঝরে॥১০
মুনির শাপে কন্যা পাইল অপমানে।
বাপ মোর তৃণবিন্দু কিছু নাহি জানে॥
অপমান পাঞা কন্যা রহিলা তপোবনে।
একেশ্বরী আছে কন্যা সেই তপোবনে॥
স্তনে দুগ্ধ দেখিঞা সত্বরে গেলা ঘর।১৫
গর্ভবতী কন্যা দেখি বাপ মাএ ডর॥
তৃণবিন্দু দেখি গেল আপন আশ্রম।
তোমার‡ কন্যা মোর পাইল অপমান॥
আপনি বিভা করহ কন্যা আমি করি দান।
তবে সে ঘুচে মোহার অপমান॥ ২০
ব্রহ্মার নন্দন পৌলস্ত্য মহামুনি।
কলাবতী বিভা করিল পরম কামিনী॥
বিভা করিঞা তুষ্ট হৈলা কন্যার গুণে।
বরদানে তুষ্ট করিলা কন্যা ততক্ষণে॥
মোর বীর্য্যে প্রসবিবে উত্তম কুমার।২৫
পিতৃ মাতৃ কুলে কীর্ত্তি বাঢ়াব বিস্তর॥

(৪০)

বিশ্বশ্রবা নামে পুত্র প্রসবিল সুন্দরী।
তপে মহাতপা তেঁহ মহাগুণ ধারী॥
তপ কৈল বিশ্বশ্রবা চৌদ্দসহস্র বৎসর।
জল পবন আহার কৈল উপবাসে ভর॥
ব্রহ্মা বলেন পৌলস্ত্য শুন আমার বচন।৫
ভরদ্বাজ নামে মুনি মহা তপোধন॥
তাহার কন্যা আছে ধরে সর্ব্ব সুলক্ষণ।
বিশ্বশ্রবার তরে তাহার করহ বচন॥
বাপের বচনে তপোবন গেলা মুনি রাজ।
পাদ্যঅর্ঘ্য দিঞা প্রণাম করিল ভরদ্বাজ॥১০
দেবতার পুত্র তুমি ব্রহ্মার নন্দন।
আমার ঠাই আইলা কহ কোন প্রয়োজন॥
পৌলস্ত্য বলেন তোমার কন্যা আছে গুণবানে।
আমার পুত্রকে তুমি কন্যা দেহ দানে॥
ভরদ্বাজ মুনি কহেন তুমি পরম পিতা।১৫
তোমার পুত্রকে দিব আপন দুহিতা॥
বৈধাত্রী নামে কন্যা আছে পরম সুন্দরী।
বিশ্বশ্রবা বিভা করি গেলা সুমেরু গিরি॥
রাত্রি দিনে কন্যা লঞা করএ বিহার।
কন্যা লঞা ক্রীড়া করে বিবিধ প্রকার॥২০
ধনের অধিকারী পুত্র হৈল দেবতার বরে।
শুভক্ষণে কুবের নাম থুইল তাহারে॥
বিশ্বশ্রবার পুত্র হৈল মহা তপোধন।
তপ ছাড়ি তাহার আর নাহি মন॥
কঠোর তপ কৈল চৌদ্দ সহস্র বৎসর।২৫
জল পবন আহার উপবাসে ভর॥

---

* 'গীত গায়ন্তি সুস্বরে' গ পুথির পাঠ।
† 'গর্ভবতী' ‡ 'তোমা হৈতে' সঙ্গত পাঠ।

(৪১)

* * * *

লোক পাল কৈল তারে ধনের ঈশ্বর ॥
ইন্দ্র বরুণ যম সনে হইল সমান।
পুষ্পকরথ সাজিঞা ব্রহ্মা তাহাকে দিলদান॥
ব্রহ্মার বরে তুষ্ট হইলা বাপেরে নমস্করি।
জত বর পাইল তাহা বাপকে গোচরি ॥
দুর্ল্লভ বর ব্রহ্মা মোকে দিল দান।৫
ব্রহ্মা না দিল মোকে বসিবার স্থান ॥
বাপ হঞা পুত্রকে কর বসিবারে স্থিতি।
লোক স্থানে বুক্তি আইসে আমার যুগতি ॥
বিশ্বশ্রবা বলেন শুন ধনের অধিকারী।
বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মাণ আছে লঙ্কাপুরী ॥১০
রাক্ষসের রাজ্য ছিল রাক্ষসের অধিকার।
বিষ্ণু সনে রণ করিঞা রাক্ষস সংহার।
মণিমাণিক্য নির্ম্মিত রত্ন মিশাল।
হেন লঙ্কায় তুমি কর ঠাকুরাল ॥
বাপের আজ্ঞাতে কুবের বৈসে লঙ্কাপুরী।১৫
গন্ধর্ব্ব কিন্নর যক্ষ সভে সেবা করি ॥
সুমেরু পর্ব্বতে বাপ মাএ নমস্করি।
পুষ্পক রথ চাপিঞা গেলা লঙ্কাপুরী ॥
লঙ্কা দেখিঞা হৈল সভে হরষিত।
লঙ্কা চাপিঞা রহিলা কাহারো নাহি ভীত ॥
অগস্ত্য মুনির কথা হইল অবসান। ২১
মুনির কথা শুনিয়া পুনঃ পুছেন্ত শ্রীরাম ॥
পৌলস্ত্য হইতে হৈল রাক্ষসের প্রচার।
সর্ব্বকালের রাক্ষস লোক কৈল ঠাকুরাল ॥
রাক্ষস কাহা হৈতে হৈল মনে বিস্ময় করি।
সে রাক্ষস কোথা গেল কেবা বা সংহরি ॥২৬

(৪২)

তোমা হৈতে শুনি পূর্ব্ব রাক্ষস কাহিনী।
কথাতে উত্তম তুমি কহ মহামুনি ॥
কাহার বরে তাহা সভার বাড়িল ঠাকুরাল।
বিষ্ণুর সনে রণ করিঞা গেলা পাতাল ॥
কি কারণে বাদ কৈলেক নারায়ণে।
অগস্ত্য মুনি কথা কহেন শ্রীরাম শুনে ॥
কৃত্তিবাস উত্তরকাণ্ড গাইল রামায়ণ।৫
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে পাপ বিমোচন ॥

অগস্ত্য বলেন সৃষ্টিকর্ত্তা আগে সৃষ্টিল আপনি।
প্রাণী রাখিতে আগে সাজিলেন আপনি॥
সকল প্রাণী গেলা ব্রহ্মার স্থান।
কোন কার্য্যে করিলে আমা সভার উপাদান
ব্রহ্মা বোলেন্ত প্রাণি রাখিতে তোমা সভার উৎপত্তি।১১
*প্রাণী রাখিতে আপন শকতি ॥
কেহ বলে ভোখে মরি প্রাণ রাখিতে নারি।
পানী খাব পানী পিব পানীতে সাঁতরি॥১৬
কেহ বলে প্রাণ শক্ত্যে রাখিব পানী।১৫
তাহার বচন শুনি ব্রহ্মা বোলন্তি আপনি ॥
যেই বলিল পানী রাখিব সেই হউ রক্ষ।

* * * * * ২০

হিড়িম্বা নামে রাক্ষসী রাজার দুহিতা।
কথু নামে শম্ভু রাজা তাহার বিবাহিতা ॥*

---

* এ স্থানে গ চিহ্নিত পুথির পাঠ এইরূপ :—
"অগস্ত্য বলেন সৃষ্টি কথায় সৃজিল পানী।
পানী রাখিতে ব্রহ্মা সৃজিল অনেক প্রাণী ॥
প্রাণিগণ মেলি সভে গেলা ব্রহ্মার স্থান।
কোন কার্য্যে আমা সভায় কৈলে উপাদান ॥

(৪৩)

প্রতি দিন পানীর ভিতর করএ শৃঙ্গার।
হেতু প্রহেতু নামে হৈল দুই পুত্র তাহার॥
উগ্রতপ কৈল প্রহেতু বাতাস ভক্ষণ।
নারায়ণ চিন্তিঞা তেঁহ করিল স্বর্গকে গমন
হেতু নামে হৈল রাক্ষসের রাজা।৫
বিদ্যুৎকেশ নামে পুত্র রাক্ষসের পূজা॥
বিদ্যুৎকেশ বিভা কৈল সন্ধ্যা কুঙরী।
সমানষ্টা নামতার পরম সুন্দরী॥
মন্দার পর্ব্বতে স্ত্রী লঞা করে রঙ্গকেলি॥
ক্রীড়া রসে তেঁহ পর্ব্বতে পর্ব্বতে বুলি॥১০
পুত্র এড়িঞা ক্রীড়া দোহে করেন্ত সানন্দে।
ক্ষুধায় ব্যাকুল শিশু আঙ্গুলি চুষিঞা কান্দে॥
হেঠে ছাওয়াল কান্দে দেবী জান উপর গগনে।
শঙ্কর পার্ব্বতী জান্তি বৃষভ বাহনে॥
অনাথ হেন বালক কান্দে মা বাপ দারুণ।
বলদ রহাঞা দেবী শুনন্তি ক্রন্দন॥১৬
দেবীর বরে পুত্র হৈল অজর অমর।
তখনি অমৃত শিশু বাপের শোষর॥

ব্রহ্মা বলেন তোমা সভার পানীতে উৎপত্তি।
পানী রাখ গিয়া সভে করিয়া শকতি॥
কেহ বলে ক্ষুধা শোকে পানী রাখিতে নারি।
পানী খেয়্যা পানী রাখি পানীতে সাঁতরি॥
কেহ বলে অনেক শক্তিতে রাখিতে পারি পানী।
তার কথা শুন্যা ব্রহ্মা তাহাকে বাখানি॥
যে বলে রাখিব পানী সে হউক যক্ষ।
যেই বলে পানী খাব সে হউক রক্ষ॥
জালদি নামে কন্যা হৈল জলদদুহিতা।
কুম্ভনামে শঙ্খ কৈল তারে বিবাহিতা॥

(৪৪)

আকাশে হইল পুরী মহাদেবের বরে।
আকাশে হইল পুরী সুখে রাজ্য করে॥
সংসারের দুর্লভবর তাকে দিলেন্ত পার্ব্বতী।৫
তাহার হেন গর্ব্ভে ধারা ধরিহে স্ত্রী জাতি(?)॥
ততক্ষণে বাঢ়িঞা হৈল পর্ব্বত প্রমাণ।
দেবা দেবীর বরে হৈল রাক্ষস খরসান॥
মহাদেব নাম তার থুইল সুকেশে।
অনেক তপ কৈল সেই ব্রত উপবাসে॥ ১০
বরদান শুনিল তার সকল দেবগণ।
গ্রামলীলা নামে কন্যা গন্ধর্ব্বে দিল দান॥
দুই জনা মেলিলা পরম পিরীতি।১৫
মহাবল পুত্র হৈল তিন বেকতী॥
মাল্যবান্ সর্ব্বজ্যেষ্ঠ সুমালী মালী।
তিন ভাই মহাবল সর্ব্বগুণ শালী॥
তিন ভাই সহোদর তাড়কা বহিনী।
মাংস খাইঞা বুলে সেই পিএ বধিনী* ॥২০
ধুন্ধমালী রাজার পুত্র ধুন্ধ মহাগুণী।
তাহাকে বিভাঞা দিল তাড়কা বুহিনী॥
ধুন্ধুসনে তাড়কা থাকে রাত্রি দিনে।
প্রাণিগণ খাঞা বুলে কাহো নাহি গণে॥
কথোক দিন স্বামীর সনে নানা রঙ্গকরে।
তবেত তাড়কার গর্ভ হইল উদরে॥২৬
গর্ভবতী তাড়কা নাড়িতে নারে না পায় আহার। ২৫
আহার না পাঞা খাইলেক আপন ভাতার

* পিএ = প্রিয়। বধিনী = নাশিনী।

(৪৫)

অনেক দুঃখে বৈসে তাড়কা বনের ভিতরে।
মারীচ নামে পুত্র হৈল নানা মায়া ধরে॥
মায়া মারীচ লঞা বেড়ায় তাড়কা রাক্ষসী।
মাতাপুত্রে খাঞা বেড়ায় জত মুনি ঋষি॥
কালাদিত্য নামে রাজার বেটা নাম কুলাচার।৫
তাহারে বোলে মোকে করহ শৃঙ্গার॥
তোমার সঙ্গে রাজা নানা শৃঙ্গার করোঁ।
শৃঙ্গার না কইলে তবে সবংশে খাবোঁ॥
কালাদিত্য রাজারপোলা নানা শৃঙ্গার জানে
তাহার বীর্য্যে তাড়কা গর্ভ ধরিল কথোক দিনে॥১০
তাহা হইতে হইল দুই সহোদর।
দুইজনে বেড়ায় তপোবনের ভিতর॥
মায়ারূপে বেড়ায় মারীচ তপোবনে।
মুনি মনির পুত্র বেড়াএ স্থানে স্থানে॥
শিশুকালে বেড়াহ তুমি শ্রীরাম লক্ষ্মণ।১৫
মৃগরূপে বেড়ায় মারীচ তিনজন॥
তোমার তেজ বিক্রম মারীচ নাহি জানে।
তাহারা দুই অনুজ পড়িল তোমার স্থানে॥
তপ করে মারীচ আরাধে প্রজাপতি।
ব্রহ্মা বলে রাজা হবেতোমাকে করিব নৃপতি
তপোবনে জত ছিল রাক্ষস কোটী কোটী
মারীচের সৈন্য মেলিল তিনকোটী॥২২
তিনকোটী সৈন্য মারীচ পরিবার।
যজ্ঞনাশ করে রাক্ষস না করে বিচার॥
মাএ পুত্রে তাড়কা সব করিল সংহার।২৫
কৃত্তিবাস গাঞা দিল উত্তরকাণ্ডের সার॥

(৪৬)

কথা শুনিঞা শ্রীরাম হরষিত মন।
আর সব রাক্ষসের কহত কথন॥
অগস্ত্য বলেন শ্রীরাম কথাতে দেহ মন।
মাল্যবানের কথা শুনহ বিচিত্র কথন॥
তিন ভাই মাল্যবান তপে দিল মন।৫
কভু উপবাস করে কভু ফল মুল ভক্ষণ॥
সুমেরু পর্ব্বতে তপ করয়ে দুষ্কর।
তুষ্ট হঞা ব্রহ্মা তাকে দিতে আইলা বর॥
দুর্জ্জয় শত্রু জিনিবে না পাবে পরাজয়।
চিরঞ্জীব হৈতে তোকে নাহিক সংশয়॥১০
তিন ভাই তুষ্ট হৈলা শুনিঞা ব্রহ্মার বাণী
দেবপুরী সৃজিতে বিশ্বকর্ম্মা আনি॥
দেবের তুল্য পুরী সাজাহ অতি মনোহর।
* আমার পুরী সাজাহ সত্বর॥
বিশ্বকর্ম্মা বলেন পুরী সৃজিল ব্রহ্মার বরে।
লঙ্কা নাম পুরী সৃজিল অতি মনোহরে॥১৬
সুমেরু ত্রিকূট দুই পর্ব্বতের তলে।
শতেক যোজন আড়ে শতেক যোজন দীঘলে
সোণার আওয়াস সোণার চৌরী।
তাহাতে নির্ম্মাণ কৈল কনক লঙ্কাপুরী॥২০
গড় পরিখা তার লঙ্ঘিতে না পারি।
বিশ্বকর্ম্মার বোলে তেঁহ গেলা লঙ্কাপুরী॥
লঙ্কাপুরী সৃজিল অতি মনোহর।
লঙ্কাপুরী দেখিল ব্রহ্মা পরম সুন্দর॥
লঙ্কাপুরী দেখিঞা রাক্ষস হরষিত।২৫
লঙ্কা লঞা রাক্ষস করে কারো নাহি ভীত॥
লড়িলা বিশ্বকর্ম্মা করিঞা মেলানি।
কৃত্তিবাস গাঞা দিল উত্তরকাণ্ডের কাহিনী

(৪৭)

অগস্ত্য বলেন শ্রীরাম শুনহ বচন।
কহিব বিচিত্র কথা তাতে দেহ মন॥
নর্ম্মদা নামে কন্যা গন্ধর্ব্ব ঝিআরি।
তিন কন্যা আছে তার পরম সুন্দরী॥
তিন ভ্রাতাকে তিন কন্যা দিল দান।৫
তিন পত্নী ছাড়িঞা তিনের গতি নাহি আন
মাল্যবানের ভার্য্যা পরম সুন্দরী।
পুত্র প্রসবিল সেই দেব দানবের বৈরী॥
বজ্রমুষ্টি বিরূপাক্ষ যজ্ঞ কোপন।
মত্তা উন্মত্তা * বীর তপন॥১০
সপ্তহ্যা সম্পত্তি জার কন্যা সুরেণা।
* * *
মাল্যবানের দশ বেটা বলে মহাবল।
* * *
সুমালীর ভার্য্যা নামে কেতুমতী।১৫
বীর প্রসবিল সেই রাবণের সেনাপতি॥
প্রহস্ত অকম্পন ধুম্রাক্ষ বিকট।
কালিকামুখ মেঘমালী বলে উৎকট॥
তাম্বক পার্শ্বকর্ণ ঘস প্রঘস।
সুমালীর দশ বেটা বীর রাক্ষস॥২০

---

* তারা চিহ্নিত স্থানগুলিতে গ পুথির পাঠ এইরূপ:—
"বজ্রমুষ্টি বিরূপাক্ষ যজ্ঞকোপ নাম।
মাতা আর উমাতা মিত্রতপন আখ্যান॥
সপ্তম সম্পাতি হৈল আর মহাবল।
মাল্যবানের পুত্র সব হইল প্রবল॥
দশ পুত্র প্রসবিল কন্যা একখানি।
নিকসা তাহার নাম অতি সুরূপিণী॥"

(৪৮)

নিকসা নামে কন্যা হৈল পরম সুন্দরী।
রাবণ তিন ভাই সেই গর্ব্ভে ধরি॥
রাবণ তিন ভাই হৈলা জাহার উদরে।
সীতা লাগিঞা সেই বুঝাইল বিস্তরে॥
মালীর ভার্য্যা হইল নাম কলাবতী।৫
নল আনল প্রসবিল ভীম সম্পাতি॥
চারি মন্ত্রী লঞা মন্ত্র করে বিভীষণ।
আর যত মন্ত্রী ভাগ নিলেক রাবণ॥
সুকেশের তিন বেটা সুখে রাজ্য করে।
ত্রিভুবন জিনিঞা বেড়ায় ব্রহ্মার বরে॥১০
মুঞি ব্রহ্মা মুঞি বিষ্ণু মুঞি মহেশ্বর।
কুবের বরুণ যম দেব পুরন্দর॥
হেন সব রাক্ষস করে অহঙ্কার।
দেব দানব জিনিঞা নিলেক অধিকার॥
রাজ্য হারাইঞা দেবগণ দিলেক ভঙ্গিআন
রাক্ষসের ডরে মহাদেবের ঠাই পশিলা শরণ
রাক্ষস মারহ তুমি করহ সংহার।১৭
রাক্ষস মারিঞা দেবগণের খণ্ডাহ ডর॥
সুকেশের পুত্র না মারেন মহেশ্বর।
কেমনে মারিব তাকে দিঞাছি বর॥২০
*অসমর্থ অসাহস না ধরি মনে।
এ সব রাক্ষস মারিতে শরণ পশিলা নারায়ণে॥
জয় করিঞা সকল দেবগণ হরষিত।
নারায়ণ শরণ পৈশহ হবেক মনোহিত॥

"আমায় উপদেশ' দেব, মারিব কেমনে।
রাক্ষস মারিতে শরণ পৈশ নারায়ণে॥"
গ পুথির পাঠ।

(৪৯)

এই মতে গেলা সভে বৈকুণ্ঠপুরী ।
রাক্ষসের বিবরণ সকল গোচরি ॥
নারায়ণ বলেন স্থকেশ আমি ভালে জানি ।
মহাদেবের বরে সে ত্রিভুবন জিনি ॥
বংশক্ষয় করিবোঁ তার যদি দেবগণ হিংসে।৫
ঘর জাহ দেবগণ নারায়ণ আশ্বাসে ।
রাক্ষসের শ্রেষ্ঠ সেই মাল্যবান্ শুনে ।
মন্ত্র করিতে দুই ভাই ডাক দিঞা আনে ॥
আমা সভা মারিতে দেবগণ বেড়াস্ত ঘরে ঘরে ।
মহাদেব পরিহরি বিষ্ণুতে কৈল ভরে ॥১০
আমা সভা মারিতে নারায়ণের অঙ্গীকার ।
হিরণ্যাক্ষ হিরণ্যকশিপু জাহার সংহার ॥
দুই ভাই বলে আমাদের বাদ নাঞি বিষ্ণুর সনে ।
দেবগণে বিষ্ণু আনে আমা মারিবার মনে ।
দেবগণ উপর আজি সাজিবোঁ ধাড়ি ।১৫
দেবগণ মারি প্রলয় না বাহুড়ি ॥
হস্তী ঘোড়া রথে কৈল আরোহণ ।
গাধা গরুতে চড়িল কেহো সর্পবাহন ॥
সিংহ ব্যাঘ্র কেহ শূকর বাহন করি ।
কুম্ভীরে মকরে কেহো ধাঞা অস্ত্রসারি ॥২০
জলচর স্থলচর ঘোড়ার উপরি ।
আগুজাএ মাল্যবান্ বীর অহঙ্কার করি ॥
যুঝিবারে গেলা রাক্ষস নারায়ণ গিরি ।
শুনিঞা আইলা নারায়ণ গরুড় বাহন করি ॥
বিষ্ণুর স্থানে দূত পাঠাইল তুরিত ।২৫
গরুড়ে চড়িয়া বিষ্ণু আইলা আচম্বিত ॥

(৫০)

নারায়ণে রাক্ষসে হইল দরশন ।
ততক্ষণে দুঁহাতে হইল মহারণ ॥
নারায়ণ উপরে করে অস্ত্রের ঝন্‌ঝনি ।
পর্ব্বত উপরে জেন বর্ষএ পানী ॥
নারায়ণের শঙ্খনাদে ত্রিভুবন জোড়ে ।৫
হস্তী ঘোড়া রাক্ষস সব মোহিঞা পড়ে ॥
রাক্ষস উপরে অস্ত্র করিল অবতার ।
বাণে ফুটিয়া রাক্ষস সংভ্রম অপার ॥
মালী রাক্ষস হইল রণে আগুআন ।
বিষ্ণুর বাণে রাক্ষস হৈল খান খান ॥ ১০
মাল্যবান্ মালী সুমালী তিন জন ।
তিন জনার রণ একা সহিল নারায়ণ ॥
মালী রাক্ষস গরুড় উপরে মারে গদার বাড়ি ॥
রণে বিমুখ হৈলা গরুড় বিষ্ণু লঞা উড়ি ।
গরুড় উড়িঞা বেড়ায় রাক্ষস দিলা টিটকারী ।১৫
লেউটিঞা চক্রবাণ এড়িল শ্রীহরি ॥
চক্রবাণ এড়ে হরি কি কহিব কথা ।
এক চক্রে কাটা গেল তিন ভাইর মাথা ॥
মুণ্ড কাটা গেল লোটায় ভূমিতলে ।
রণে ভঙ্গ দিঞা পলায় রাক্ষসগণে ॥২০
কোপে গরুড় বিষ্ণুকে নিঞা উড়ে ।
পৃষ্ঠোপরি হঞা বিষ্ণু চক্রে রাক্ষস মারে ॥
চক্রবাণ এড়ি বিষ্ণু রাক্ষস লণ্ড ভণ্ড ।
মহাদেবের বরে রাক্ষসের লাগে মুণ্ড ॥
তিন ভাই রণে যুঝে দুর্জ্জয় ধনুর্দ্ধর ।২৫
দেবগণ ভঙ্গ দিল রহিলা গদাধর ॥

(৫১)

বিষ্ণু এড়িঞা পালায় সকল দেবগণ।
ইন্দ্র চন্দ্র পালায় যম পবন ॥
সকল দেবগণ পালায় এড়িঞা নারায়ণ।
গরুড় উপরে বাণবর্ষে রাক্ষসগণ ॥
তিন ভাই বাণ মারে বিষ্ণুতে গিঞা বাজে।
বাণে বাণে ফুটিলা গরুড় পক্ষরাজে ॥৬
নারায়ণ বাণ মারে তিন ভাইকে বাজে।
বিষ্ণুর বাণ সহিঞা তিন ভাই যুঝে ॥
হাথে শেলপাট নিল বিষ্ণু মারিবার তরে।
দৃঢ় মুষ্টি মারিলেক গরুড়ের শিরে ॥১০
দুইজন মারিঞা বহিলা ধনুক আপে (?)।
সকল রাক্ষস গরুড় ঝাপিলেক পাখে ॥
গরুড়ে আরোহণ করি বাণ মারিল জগন্নাথে।
তিন ভাই মেলিঞা বিষ্ণুকে জোড় কৈল হাথে ॥
ডাক দিঞা বলে মাল্যবান শুন দেব হরি।
রণে বিমুখ হৈলে যোদ্ধে নাহি মারি ॥১৬
ব্রহ্মার বরে আমি হইলাহোঁ অমর।
না মরিব তোমার বাণে শুন নারায়ণ ॥
বিষ্ণু বলেন মাল্যবান্ শুনহ সাবধানে ॥
প্রতিজ্ঞা করিল আমি দেবগণের স্থানে ॥২০
রণ সহিতে না পার পৈশহ পাতাল।
তোমাকে মারিঞা দেবগণের ঘুচাইব শাল॥
বিষ্ণুর চরণে রাক্ষস হৈলা নমস্কার।
তিন কোটী দেখিল রাক্ষস স্থলুঙ্গ দুআর ॥
বিষ্ণুর ডরে রাক্ষস পশিল পাতাল।২৪
বিষ্ণু হৈতে এড়াইল অষ্ট লোকপাল ॥

(৫২)

বিষ্ণু হৈতে রাক্ষস পশিল পাতাল।
বিষ্ণু হৈতে দেবগণ এড়াইল জঞ্জাল ॥
সে সব রাক্ষস তুমি মারিলে বাণে।
ততোধিক রাক্ষস শুনিএ সংগ্রামে ॥
বরের তেজে রাক্ষস ত্রিভুবন জিনে।৫
রাক্ষস জিনিতে নারি বিনি নারায়ণে ॥
তখন নারায়ণ তুমি এখন নারায়ণ।
তেঁঞি সে মারিলে তুমি লঙ্কার রাবণ ॥
অজয় প্রতাপ তুমি বিষ্ণু অবতার।
তে কারণে কৈলে তুমি রাক্ষস সংহার ॥১০
শুনিঞা মুনির কথা সভাখণ্ডে হাস।
উত্তরকাণ্ড গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবাস ॥

বিষ্ণুর তেজেতে রাক্ষস গেলত পাতাল।
লঙ্কাপুরীতে রাজা হৈল কুবের লোকপাল ॥
পুষ্পক রথ জায় কুবেরের সম্ভাষণে।১৫
দশদিগ আলো করে বর্ণের কিরণে ॥
দশদিগ দীপ্ত করে জ্যোতি জায় অন্তরীক্ষে।
স্থলুঙ্গ দ্বারে থাকিঞা সুমালী সকল দেখে ॥
লঙ্কা ছাড়িঞা রাক্ষস গুণে প্রমাদ।
কুবেরের সম্পদ দেখিয়া ছাড়ে নিশ্বাস ॥২০
আপনার ভাল রাক্ষস মনে মনে গুণে।
নিকষা নামে কন্যাকে ডাক দিঞা আনে ॥*

* তুমি যদি কর মাগো রাক্ষস পরিত্রাণ।
বেশ ধরি জাহ তুমি বিশ্বশ্রবার স্থান ॥
গ পুথিতে এইটুকু অধিক পাঠ আছে।

(৫৩)

জেই পুত্র উপজিবে বিশ্বশ্রবার বীজে।
লঙ্কা উদ্ধারিতে পারে আপনার তেজে ॥*
রাক্ষসী দেখিঞা বিশ্বশ্রবার হৈল হাস॥
আপন বেশ করি গেলা বিশ্বশ্রবার পাশ ॥
বিশ্বশ্রবার পাশ গেল বেশ অভরণে।৫
জেই বেলে বিশ্বশ্রবা অগ্নিতে ঘৃত হুনে ॥
কন্যা দেখিঞা পুছে তুমি কোন জন।
কোন কার্য্যে আইলা তুমি আমার সদন ॥
সুমালীর ঝি আমি জাতি রাক্ষসী।
বাপের ঠাঞি আজ্ঞা পাঞা তোমার ঠাঞি আসি ॥১০
মুনি বলেন পুত্র ইচ্ছ অতি উগ্রবেলে†।
কোপ যুক্ত পুত্র হবেক উচিত নহিবেক কুলে ॥
প্রণাম করিঞা বলে কন্যা না আইসে যুগতি।
তোমার পুত্র বলবান হবেক কুলের খেআতি ॥
মুনি বলেন সর্ব্বকনিষ্ঠ প্রসবিহ কুঙর।১৫
কুলোচিত কর্ম্ম করিবেক হৈবেক গুণের সাগর ॥
সকল বৈরি মারিঞা করিবেক নিঃসন্তান।
তাহাকে মারিঞা সাধিবেক আপন মান ॥‡

(৫৪)

রাক্ষস হইঞা সেই রাক্ষসপূজিত।
বিভীষণ নাম হবেক ভুবনে বিদিত ॥
আমার উচিত পুত্র কুবের লোকপাল।
ব্রহ্মার বরে চিরযুগ করিবে ঠাকুরাল ॥*
তুষ্ট হৈল কন্যা তবে মুনির বচনে।৫
গর্ভ ধরিল কন্যা মুনির সঙ্গমে ॥
জ্যেষ্ঠ পুত্র উপজিল নাম রাবণ।
দশমুণ্ড বিশ বাহু বিকট দরশন ॥
উল্কা নির্ঘাত পড়ে ঝড় বরিষণ।
পৃথিবী সমস্ত লড়ে সাগর জঙ্গম ॥১০
কুম্ভকর্ণ প্রসবিল অতি খরসান।
হৈলে মাত্র দেব দানব নাহি ধরে টান ॥
সূর্পনখা নামে কন্যা হইল কর্কসা।
ধার্ম্মিক পণ্ডিত হৈল বিভীষণ জশা ॥†
তিন ভাই সহোদর এক বুহিনী।১৫
পুত্র দুহিতা দেখি হরষিত হইলা মুনি ॥
সুরেখা‡ নামে কন্যা মাল্যবানের দুহিতা।
কাকে কন্যা দিব মাল্যবানের হৈল চিন্তা ॥
তপ স্থান তপ করিতে জায় মাল্যবান।§
লোমশ নামে মহামুনিকে কৈল কন্যাদান॥২০

---

* বিনয়ে পিতাকে কন্যা দিলেক আশ্বাস।
দিব্য বেশে জায় কন্যা বিশ্বশ্রবার পাশ ॥
গ, পুথির পাঠ।

† 'অগ্নিহোত্র বেলে' পাঠান্তর।

‡ মারিতে আসিবে বৈরি করিতে নিঃসন্তান।
তার পাত্র হঞা তার বাঢ়াব সম্মান ॥
পাঠান্তর।

* আমার উচিত পুত্র কুলের ভূষণ।
ব্রহ্মার বরে চারিযুগ তাহার জীবন ॥
গ পুথির পাঠ।

† বিভিষণ প্রসবিল সকলের শেষা।

‡ 'সুবলা' গ, পুথির পাঠ।

§ পাতালে তপ করে মুনি গেলা তার স্থান।
পাঠান্তর।

(৫৫)

তপোবনে সেই তপ করে রাত্রি দিনে।
রাত্রিকাল হৈল শৃঙ্গার করে দুই জনে॥
দুই জনে কেলি করে পাতাল পুরে।
কথোক দিনে গর্ভ রহিল তাহার উদরে॥
গাছের বাকল পরিধান মাথায় ধরে জটা।৫
আগে কুম্ভিলাসী* হৈল পাছে ত্রিজটা॥
তবেত সুরেখার হৈল পঞ্চ পুত্রবর।
বিদ্যুৎজিহ্বা খর দূষণ মহাপাশ সহোদর॥
ধর্ম্মশিলা গন্ধর্ব্ব পাতালপুরে জানি।
তাহাকে বিভাঞা দিল কন্যা রোহিণী॥১০
বজ্রকণ্ঠ শোণিতাক্ষ প্রজঙ্ঘ শাঙ্খোপন।
চারি মহাবীর হৈল ত্রিজটার নন্দন॥
পাতালপুরে রাক্ষস আছে পরিবারে।
তিন ভাই রাবণ বাঢ়ে ব্রহ্মার বরে॥
ব্রহ্মার বরে রাবণ বাঢ়ে দিনে দিনে।১৫
দেব দানব গন্ধর্ব্ব কাহো নাহি গণে॥
বাপের আদেশে কুবের গেলা লঙ্কাপুরে।
পিতৃসম্ভাষণে গেল সুমেরু গিরিবরে॥
বাপের চরণে কুবের হৈলা নমস্কার।
বসিতে আসন দিল করিল পুরস্কার॥২০
ধন্য ধন্য বলিঞা সভে করেন্ত প্রশংসা।
হেন বেলে তিন পুত্র লঞা গেল নিকষা॥
বাপের ঠাই চারি ভাই বসিলা এক ঠাই।
উঠিয়া বন্দেন কুবের সতমাই॥
রাজরাজেশ্বর গেলা কুবের বাপ সম্ভাষণে।
কুবের সম্বোধিঞা নিকষা বুঝাএ বিবিধ বিধানে॥২৬

* 'কুম্ভনসী' পাঠান্তর।

(৫৬)

বৈমাত্র ভাই দেখ বাপু ঐশ্বর্য্যতেজে।
জেই বীর্য্যে জন্মিলা তুমি রাবণ সেই বীর্য্যে।
রাবণ বলে মাতা তুমি না পাত জঞ্জাল।
কুবের জিনিঞা নিবুঁ লঙ্কার ঠাকুরাল॥
গোকর্ণ তপোবন বিশ্বশ্রবায় বিদিত।৫
তপোবন জাত্রা করে সহোদরে বেষ্টিত॥
অগস্ত্য মুনি কথা কহেন রাক্ষসের বাখান।
কেমন তপ করিল তাহারা পুছেন্ত শ্রীরাম॥
শুন শুন শ্রীরাম কথায় দেহ মন।
জেমতে তপ করিল তাহারা তিন জন॥১০
কঠোর তপ করিল রাবণ কথোক দিনে।
তপের কথা কহে মুনি শুনে জনে জনে॥
কেমন তপ কৈল তাহারা জনে জনে।
কৃত্তিবাস উত্তরকাণ্ড গাইল রামায়ণে॥

রাম বলেন কতেক তপ কৈলেক রাবণ।১৫
বিস্তারিয়া কহ মুনি শুনিউঁ কথন॥
কুম্ভকর্ণ তপ করিল অগ্নি চারিপাশে।
গ্রীষ্মকালে মাথার উপর* সূর্য্য আকাশে॥
বর্ষাকালে কুম্ভকর্ণ থাকে একাসনে।
বরিষণের পানীতে বিরতি রাত্রিদিনে॥২০
রাত্রিদিনে শীতকালে থাকে পানীর ভিতর।
হেন তপ করিল দশ সহস্র বৎসর॥
বিভীষণ তপ করিল এক পাএ ভর।
পবন আহার পঞ্চ সহস্র বৎসর॥
আর পঞ্চসহস্র বৎসর সূর্য্য উদানে (?)।
উভকরি দুই বাহু লাগিল গগনে॥২৬

* 'গ্রীষ্মে অগ্নি চারি পাশ' অন্য পাঠ।

(৫৭)

দশ সহস্র বৎসর তপ কৈল রাক্ষস বিভীষণ
গন্ধর্ব্ব গীত গায় দেব করে পুষ্পবরিষণ ॥
দশ সহস্র বৎসর তপ কৈলেক রাবণ।
সহস্র বৎসর গেলে একমুণ্ড কাটে ততক্ষণ ॥
নবমাথা কাটিল নব সহস্র বৎসরে।৫
ব্রহ্মা বর দিতে আইলা দশসহস্র বৎসরঅন্তরে।
বর মাগ রাবণ বোলন্ত পরিহার।
যত বর মাগ দিব করিল অঙ্গীকার ॥
রাবণ বলে মরণ বহি আর নাহি ডর।
তোমার বরে হব আমি অজয় অমর ॥১০
ব্রহ্মা বলেন অমর বর দিতে বড়ই দুষ্কর।
ইহা ছাড়িঞা রাবণ তুমি আন মাগ বর ॥
রাবণ বলে দেব দানব রাক্ষস যক্ষ।
ইহার ঠাই মরণ নাঞি আমার বিপক্ষ ॥
ব্রহ্মা বলেন যেই বর বাহির হব তুণ্ডে।১৫
অস্থি সরিতে মাথার স্কন্ধে লাগুক মুণ্ডে ॥
নর বানর বহি তোমার নাহিক মরণ।
রাবণ বলেন নর বানর আমার ভক্ষণ ॥
তবে গেলা ব্রহ্মা বিভীষণের স্থান।
জেই বর চাহ সেই না করিবুঁ আন ॥২০
বিভীষণ বলেন ধর্ম্ম ছাড়ি আন বর না কহি
সর্ব্বকাল বিষ্ণুতে ভক্তি এই বর চাহি ॥
সদয় হৃদয় হৈলা দেব প্রজাপতি।
জন্মে জন্মে হইবে তোমার নারায়ণে মতি ॥
ব্রহ্মা বলেন তুষ্ট হইলাহোঁ তোমার বচনে।
অমর হই রহ তুমি আমার বরদানে ॥২৬
বিনিশ্রমে ব্রহ্মঅস্ত্র জানিহ ভাল মতে।
তবে বর দিতে গেলা ব্রহ্মা কুম্ভকর্ণের ভিতে।

(৫৮)

দেবগণ বলেন ব্রহ্মা পাড়িলে প্রমাদ।
ত্রিভুবন সহিতে নারিবে কুম্ভকর্ণের প্রতাপ ॥
দেবগণ বলেন ব্রহ্মা স্মরণ করহ সরস্বতী।
ততক্ষণে আসি দেবী হৈলা উপস্থিতি ॥
ব্রহ্মা বলেন জখন বর মাগিবেক নিকষাকুঙর
রাক্ষসের দেহে থাকিঞা তুমি মাগিহ বর ॥৬
ব্রহ্মা বলেন কুম্ভকর্ণ চাহ কোন বর।
সরস্বতী বলেন নিদ্রা জাব নিরন্তর ॥
বর দিঞা ব্রহ্মা গেলা স্বর্গ-ভুবন।
সরস্বতী ছাড়িলেক কুম্ভকর্ণ পাইলেক চেতন
কুম্ভকর্ণ বলে তপে নাহি কলেবর।১১
তপস্যা করিল আমি নহিলাহোঁ অমর* ॥
হেনমতে ব্রহ্মা রাক্ষসে দিল * ।
ভরিল সভাতে * * ॥

* গ—চিহ্নিত পুঁথিতে এই স্থানে আরো কিছু বেশী আছে।—

'এত বলি কুম্ভকর্ণ মনদুঃখে কান্দে ॥
ভূমে গড়াগড়ি দিঞা আপনাকে নিন্দে ॥
অচেতনে কুম্ভকর্ণ ভূমেতে লোটায়।
তাহা দেখি বড় দুঃখ রাবণ হিআয় ॥
রাবণ বলে কুম্ভকর্ণ সম্বন্ধেতে নাতি।
তপ কৈল নাদিঞা বর শাপিলে প্রজাপতি ॥
তোমার বর খণ্ডন নহে বাক্য নহে আন।
নিদ্রা জাবেক জদি কর রণের বিধান ॥
কুম্ভকর্ণ নিদ্রা জায় হঞা অচেতনে।
তুষ্ট হৈলা প্রজাপতি রাবণ বচনে ॥
রাবণের বাক্যে ব্রহ্মা তুষ্ট হঞা মনে।
ছয় মাস নিদ্রা এক দিন জাগরণে ॥
ব্রহ্মা বলেন বর দিলাম মনের বাঞ্ছিতে।
বর দিঞা গেলা ব্রহ্মা আপন আলয়েতে ॥
দেবের শাপ রাক্ষসের তপে নাই ছাড়ে।
ব্রহ্মার বরে কুম্ভকর্ণ নিদ্রা ভোলে পড়ে ॥'

(৫৯)

রাবণের বর শুনিঞা সভাখণ্ড নিশবদ।
কুবের সম রাজ্য করিব নানা পরিচ্ছদ
আপনাআপনি বসিঞা আছে রাক্ষসরাজ।
রাবণ রাক্ষসরাজে প্রহস্ত বুঝায় কাজ॥
ভাই গুরু করিঞা কোথাও নাহি শুনি।৫
ত্রিভুবন জিনিঞা ভাই বিরোধিঞা জানি॥
দেব দানব রাক্ষস চিন্তে আন কার্য্য।
ভাই মারিঞা ভাই নেই তার রাজ্য॥
ইন্দ্র শুক্র শনি তিন সহোদর ভাই।
ভ্রাতৃবিরোধে তিনে হইলা তিন ঠাঁই॥১০
শুক্র হইলা দৈত্যগুরু ইন্দ্র লোকপাল।
শুনিঞাছ শুনিবে তাহা সভার বিবরণ॥
বিষ্ণুর বিরোধে বলি গেলা পাতালভুবন।
সে সব কহিতে * * হৃদয়ের শাল॥
মহাপুরুষ হইলা দক্ষ প্রজাপতি।১৫
কশ্যপবনিতা হইল দিতি অদিতি॥
চারি কন্যা প্রজাপতি কশ্যপে কৈল দান।
চারি বংশ হৈল চারি মহাবলবান॥
অগ্নিতপা দান হৈল ভানু ভাস্কর।
দ্বিতীয় তনয় হৈল রবি পুরন্দর॥২০
বিনতা তনয় হৈল জতেক কলাবর।
উত্তরকাণ্ড রচিল কৃত্তিবাস কবিবর॥

রাবণ রাজা বর পাইল রাক্ষস হরষিত।
তপোবন হৈতে রাক্ষস উঠে কারো নাহি হিত॥
পাতাল হৈতে উঠে রাক্ষস লঞা পরিবার।
প্রহস্ত মহাপাত্র আর জতেক যুঝার॥২৬

(৬০)

মাল্যবান উঠে জতেক সেনাপতি।
সৈন্য সামন্ত উঠে জতেক ঘোড়া হাথী
রাবণে কোল দিঞা বোলে সুমালী
তোমার তেজে রাক্ষসের ঠাকুরালী॥
জথির তরে তোমার বাপে করিল কন্যাদান।
তুমি নাতি সর্ব্বভাবে করিলে পরিত্রাণ॥৬
দেবের ভয়ে সভেই হইলাহোঁ পাতালবাসী।
তুমি বর পাইলে এবে নির্ভয়ে বসি॥
রাক্ষসের রাজ্য ছিল এই লঙ্কাপুরী।
বিনয় বোল বিরোধ কর জেমতে উদ্ধারি॥
রাবণ বোলে মাতামহ হেন নাহি বলি।১১
জ্যেষ্ঠ পিতৃতুল্য সর্ব্বগুণশালী॥
কুবের বিরোধ মোর না জাবেক ভালমতে।
কোন বোল মুখে বলিলে আমাতে॥
গরুড় সঙ্গে দুই ভাই বুলিঞা বুলিঞা খেলি
বৈরি বলিঞা সাপ খায় গরুড় পাখী॥১৬
আমা সভা দেখিঞাও রাখ ভাইআল।
পর রাখ আমা সভার কিসের ঠাকুরাল॥
বিবাদ দরশনে সভার লাগে মন।
কুবের ঠাঞি প্রহস্ত পাঠায়ে রাবণ॥২০
দূরে থাকিঞা প্রহস্ত কুবেরে নোঙায় মাথা।
ভরিল দেআনে রাবণের কহে কথা॥
সিংহাসনে বসিঞা আছে রাজরাজেশ্বর।
সাবধানে শুন গোসাঞি রাবণ উত্তর॥
রাক্ষসের রাজ্য ছিল এই লঙ্কাপুরী।২৫
রাক্ষস ছাড়ি কুবের হইল অধিকারী॥
রাক্ষসের রাজ্য লঙ্কা সংসারে বিদিত।
রাক্ষস ছাড়িল দেবের পাঞা ভীত॥

(৬১)

এবেত রাক্ষস সব হৈল উপনীত।
এভুঁ রাজ্য করহ তুমি নহেত উচিত॥
কেনে ভাই রাবণে নাহি রাজ্য করদান।
রাজরাজেশ্বর তুমি জাহ আপনস্থান॥
এতেক বচন শুনিঞা ধনের ঈশ্বর* ।৫
মুনিজনার আগে তাকে ভচ্ছিব বিস্তর॥
বলদর্পে কাহো না মানে না মানে বাপ ভাই
আপনদোষে রাবণ হবেক অল্লাই॥
কৈলাস পর্ব্বতে বাপু বহে ভাগীরথী।
তোমার অন্ন পাঠাইব হও তুমি তথি † ॥১০
উত্তম জনা পাইবে থাইবে উত্তম ফল।
তোমার তরে পুলস্ত মুনি করিঞাছেন্ত স্থল॥
কুবের ক্রীড়া পর্ব্বতে বৈসে দেবগণে।
চিরযুগ রাজ্য করহ পরম কল্যাণে॥
বাপের বচনে কুবের মানিল যুগতি।১৫
রাবণের ঠাই প্রহস্ত পাঠাইল পিরীতি॥

* 'হেট মাথা রহে কিছু না দেই উত্তর॥
কুবেরের ঠাঁঞি প্রহস্ত মাগিল মেলানি।
বাপের ঠাঞি কহিতে কুবের চলিল আপনি॥
প্রহস্ত কহিল জত রাবণের উত্তর।
বাপের ঠাঞি গিয়া সব করিল গোচর॥
বাপ সম্ভাষিলা গিঞা সুমেরু শিখরে।
প্রণাম করিঞা বাপে সকল গোচরে॥
রাবণ দূত পাঠাইল আমার সন্নিধানে।
লঙ্কা ছেড়ে যেতে আমায় বলে অন্যস্থানে॥
বিশ্বশ্রবা বলে শুন ধনের ঈশ্বর।'
এই অংশ টুকু আদর্শ পুথিতে ছাড় বলিয়া বোধ হয়। ইহা গ চিহ্নিত পুথির পাঠ।
† 'তোমার যোগ্যস্থান বটে বঞ্চ গিঞা তথি।' গ পুথির এই পাঠই সমীচীন।

(৬১)

লঙ্কা লঞা রাজ্য করহ নাহি কোন কাঁটা।
ভাইএর বলে ভাইএর ধনে নাহি ভাই বাঁটা॥
কোটী কোটী বক্ষে কুবেরের ধন বহে।
লঙ্কা ছাড়িঞা কুবের কৈলাসে রহে॥
কুবেরের বচন শুনিঞা রাবণ হরষিত।৫
লঙ্কাপুরে রাজ্য করে রাক্ষসে বেষ্টিত॥
প্রহস্ত বলেন কুবের রাজরাজেশ্বর।
হেন পুরী ছাড়িঞা কৈলাসে কৈল ঘর॥
সুবর্ণের ঘর সব বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মাণ।
চিরযুগে* রাজ্য করিব পরম কল্যাণ॥১০
ত্রিভুবন জিনিঞা ধনের অধিকারী।
হেন কুবেরের চরণে কৃত্তিবাস নমস্করি॥

অগস্ত্য বলেন রামচন্দ্র কথাতে দেহ মন।
লঙ্কাপুরী পাইল জবে রাজা দশানন॥
সকল রাক্ষসের রাবণ হইল রাজা।১৫
ত্রিভুবনের লোকে কৈল রাবণের পূজা॥
কালকেয় কুলে জন্ম বর বিদ্যুজ্জিহ্বা জানি।
তাহাকে বিভাঞা দিল সূর্পনখা বহিনী॥
মৃগী মারিতে গেল রাবণ গহন কানন।
ময়দানব সনে পথে হৈল দরশন॥২০
কন্যারত্ন পাশে তার পরমসুন্দরী।
ত্রিভুবন মোহিনী তার নাম মন্দোদরী॥
রাবণ বলে কন্যা লঞা কেনে তুমি দণ্ডকবনে
আপনে দানবরাজ কহিল কারণে॥

* 'চির যুগ' সর্ব্বত্রই 'চারি যুগ' গ পুথির পাঠ।

(৬৩)

যুবতী কন্যা আমি থোব কার স্থানে।
রাত্রিদিবা চিন্তি এই মনে মনে॥
কন্যা দেআইলে বাপ মা হয় দুঃখিত।
কন্যা কাকে দিব মনে আমি এই চিন্তিত
রাজশ্রী ধর তুমি অতি মহাশয়।৫
কোন বংশে জন্ম তোমার দেহ পরিচয়॥
রাবণ বলে আমি বিশ্বশ্রবার নন্দন।
লঙ্কাপুরীর রাজা আমি নাম দশানন॥
দানবরাজ বলে আমি এবে সে তোমা জানি
তোমাকে কন্যা দিব করহ ছামানি॥১০
কন্যা বিভাঞা দানব দিলেক যৌতুক।*
তন্ত্রে মন্ত্রে শেল পাট দিলেত যৌতুক॥
যে শেলের তেজে ত্রিভুবন চমকিত।
সেই শেলে লক্ষ্মণ তোমার হইল মূর্চ্ছিত॥
রাবণের পিতৃশাপ আছে ময়দানব না জানে।১৫
কন্যাদান দিঞা পাছু বিষাদ ভাবে মনে॥
বিরোচনের ঝি † নামে বিদ্যুৎমালা।
কুম্ভকর্ণে বিভা দিল নাম চন্দ্রকলা॥
সরমা নামে কন্যা গন্ধর্ব্বকুমারী।
বিভীষণ বিভা করিল পরমসুন্দরী॥২০
মন্দোদরীর পুত্র হৈল অতি সে দুর্জ্জয়।
জাহার ঠাই তুমি পাইলে পরাজয়॥
মেঘ গর্জ্জনে গর্জ্জে লঙ্কা কাঁপে ডরে।
মেঘনাদ বলিঞা তার বাপে নাম ধরে॥

* 'কন্যা দান করিঞা ময়দানব কৌতুক।'
† 'বিরোচনের নাতিনী' খ পুঁথির পাঠ।

(৬৪)

রাত্রি দিন কুম্ভকর্ণ নিদ্রাতে ঢুলে।
নিদ্রাঘর সাজাইতে রাবণ রাজা বোলে॥
বার যোজন ঘর কৈল আড়েত প্রসর।
যাটি যোজন ঘর কৈল দেখিতে সুন্দর॥
ঘরের সমুখে রুপিল পুষ্প পারিজাত।৫
নানা পুষ্প বিকসিত সুগন্ধি বহে বাত॥*
সুবর্ণ খাটে নিদ্রা জায় পরম সুখে। †
ব্রহ্ম শাপে নিদ্রা জায় কাহো নাহি দেখে
ব্রহ্মশাপে কুম্ভকর্ণ নিদ্রা জায় অচেতনে
কুম্ভ নিকুম্ভ হৈল কুম্ভকর্ণের নন্দনে॥১০
ইন্দ্রজিৎ তপ কৈল দশ সহস্র বৎসর।
জল পবন আহার উপবাসেই ভর॥
আগু ইন্দ্রজিৎ সভাতে হইল বিদিত।
তবেত তাহার নাম হৈল ইন্দ্রজিৎ॥
ব্রহ্মার বরে সে পাইল জাপ্য মালা।১৫
যজ্ঞ করিতে স্থান পাইল নামে নিকুম্ভিলা॥
নিকুম্ভিলা যজ্ঞ করিবেক রাত্রি দিনে।
বিভীষণ তপ করে একাসনে॥
রাবণ আনিতে গেল পরের স্ত্রী।
হেন বেলে গেল মধুদৈত্য লঙ্কাপুরী॥২০

* ইহার পরে খ পুঁথির পাঠ—
'রত্নময় হেমঘর উপরে হেম বেড়া।
চারিভিতে নাম্বে তার গজমুক্তার ঝারা॥'
† 'ছয় মাসে উঠিল বীর নিদ্রা ভাঙ্গিআ।
নানা কেলি করে স্ত্রী বিদ্যুৎমালা লঞা॥
কথোদিনে বিদ্যুৎমালা হৈল গর্ভবতী।
মহাবীর প্রসবিল দুই বেকতি।'
খ পুঁথির পাঠ।

(৬৫)

অন্তঃপুরে রাখ থাকে সকল রাক্ষসী।
মধুদৈত্য বিভা করিল কন্যা কুম্ভিলাসী॥
রাবণ রাজার কুম্ভিলাসী হওত বহিনী।
মধুদৈত্য বিভা করিল রাবণ নাহি জানি॥
কুম্ভিলাসী লঞা ক্রীড়া করে রাত্রি দিনে।৫
মধুদৈত্যের পুত্র হৈল নাম লবণে॥
কুম্ভিলাসীর ঝি নামে কুম্ভবিলাসিনী।
খর বিভা করিল তাহার বার ভগিনী॥
কুম্ভ বিলাসিনী লৈঞা ক্রীড়া করে খর।
মকরাক্ষ পুত্র হৈল তাহার মহা ধনুর্দ্ধর॥১০
বাপ তার গো খর মাতা কুম্ভবিলাসিনী।
ইন্দ্রজিত সমান তাকে ধনুকে বাখানি॥
তপের ফলে রাক্ষস ত্রিভুবন জিনে।
হেন সব রাক্ষস পড়িল তোমার বাণে॥
সবংশে রাবণ তুমি করিলে সংহার।১৫
লঙ্কাকাণ্ডে উত্তর কাণ্ড গাঞা দিল সার॥

অগস্ত্যবলেন শ্রীরামচন্দ্র শুনহ বচন।
তবে জে কহিল শুন কমললোচন॥
ব্রহ্মার বরে রাবণ রাজা কাহো নাহি গণি।
ধাড়ি দিয়া রাজা সবে ধনভাণ্ডার আনি॥
পুষ্পক রথে চড়িঞা বেড়াএ রাবণ।২১
সভার আগে ভাঙ্গিলেক ইন্দ্রের নন্দনবন।
হেন বেলে গেলা কুবের ইন্দ্রের ঘর।
কুবের লঞা ইন্দ্র গেল নন্দনবনের ভিতর॥
নন্দনবন ভাঙ্গিল রাবণ সকল ডালে মূলে॥
কুবেরের হাথে ধরি ইন্দ্র দেখাঞা বুলে॥২৬

(৬৬)

জ্ঞানে গম্ভীর তুমি দেব অবতার।
তোমার ভাই রাবণের দেখ ব্যবহার॥
কুবের বলেন ইন্দ্র শুনহ বচন।
আমি দূত পাঠাইব বুঝাব রাবণ॥
সদয় হৃদয় কুবের ভক্ত বৎসল।৫
রাবণ বুঝাইতে দূত পাঠাইল কেবল॥
বিভীষণ প্রহস্তকরিঞা রাবণে নোঞায়মাথা
ভরিল দেআনে কহে কুবেরের কথা॥
বিশ্বশ্রবার পো তুমি দেব অবতার।
তোমাকে করিতে বুঝি উত্তম আচার॥১০
দেবগণ হিংস তুমি দেবতা অসুখী।
ঋষি তপস্বী মার তুমি কোন কার্য্যে লেখী॥
জ্যেষ্ঠ হৈঞা কনিষ্ঠের করিএ পালন।
বারে বারে বলি তোমাকে না শুনহ বচন॥
রুদ্রের* তপ করিতে গেলা কুবের হিমালয়ের ঘর।১৫
ক্রীড়ারসে বুলেন্ত তথা ভবানী শঙ্কর॥
পরম রূপ ধরিল দেবী ত্রিভুবনের সার।
মহাদেব লোভাইতে দেবী বাড়াইল শৃঙ্গার॥
আর রূপে ছিল দেবী চিহ্নিতে না চিহ্নি।
বাম চক্ষুর কোণে মোকে চাহিল ভবানী॥২০
আমার অলৌকিক দেখিঞা কুপিঞা গেলা মনে।
বাম আঁখি পুড়িঞা পিঙ্গল হৈল ততক্ষণে॥
তবে কঠোর তপ কৈল সহস্র বৎসর।
তুষ্ট হৈলা মহাদেব আমাকে দিলা বর॥

* উগ্রতপ—খ: পুথির পাঠ।

(৬৭)

অষ্ট সহস্র বৎসর আমি শুখিল কলেবর।
কোনজনা কৈল হেন ত্রৈলোক্য ভিতর॥
আজি হৈতে মিত্র মোর রাজ রাজেশ্বর।
তোমার ঠাই আমি বসিব নিরন্তর॥
বাম চক্ষু পুড়িল দেবীর কোপানলে।৫
তেকারণে নাম হৈল আঁখি পিঙ্গলে॥
আপনে বর দিল পার্ব্বতী বড় কুতূহলে।
মহাদেবের বরে চক্ষু হইল নির্ম্মলে॥
দেবগণ হিংস তুমি দেবতা অসুখী।
দেবগণে অপরাধ ভাল নাহি * দেখি॥১০
দেবগণ মুনিগণ হইঞা এক ঠাই।
তোমার বধ চিন্তেন শুনহ রাবণ ভাই॥
কোন বংশে জন্ম তোমার কাহার নন্দন।
আজি হৈতে সৌজন্য তুমি করহ দশানন॥
জ্যেষ্ঠ হৈঞা বলিল তোমাকে নিষেধ বচন।
আজি হৈতে দেবের হিংসা না করহ রাবণ॥
এতেক নিরিপেক্ষ জবে বলিল বচন।১৭
দন্ত কড়মড়াঞা উঠিলা রাবণ॥
হাথে হাথ মোচড়ে ওষ্ঠ কামড়াঅ দন্তে।
সভাখণ্ড অপমান চাহে রাবন ভিতে॥
রাবণ বোলে দূত তোমার শুনিল বচন।
আগু তোমা পাঠাইব যমের সদন॥২২
পাছে তাহারে মারিব জে পাঠাইল আমার ভিতে।
মহাদেবের মিত হইল বড়াই শুনাইতে॥

* 'নাহি' শব্দ পুঁথিতে সর্ব্বত্রই নাহিঁ লিখিত আছে।

(৬৮)

জ্যেষ্ঠ গৌরবে আমি তেকারণে সহি।
বড়াই শুনাইলি যম আজি জাবে কঁহি॥
লোকপাল বুলিঞা আজি না থুইবোঁ এথা।
হাথে খাণ্ডা করিঞা দূতের কাটে মাথা॥
দূত কাটা গেল সভাখণ্ড বিস্মিত॥৫
রাবণের জত চর খাইলেক শোণিত॥
মুনির কথা শুনিঞা সভাখণ্ডে তরাস॥
উত্তরকাণ্ড গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবাস॥

অগস্ত্য বলেন রামচন্দ্র কথাতে দেহমন।
কুবের জিনিতে তবে চলিলা রাবণ॥১০
কুবের জিনিতে চলিলা লঙ্কেশ্বর।
কুবেরের অনুচর করিল গোচর॥
জ্যেষ্ঠ গৌরব ছাড়িঞা যুঝিতে আইল লঙ্কেশ্বর।
মারীচ মহাপাশ লড়ে লড়ে মহোদর॥
মার মার করিঞা প্রবেশ কৈল কুবেরের নগর।১৫
শুনিঞা কুবের তবে আইলা সত্বর॥
কুবের বলে রাবণ জবে জুঝিবাকে আইসে।
রাবণের বিদ্যমানে মারহ রাক্ষসে॥
হাথে অস্ত্র করিঞা সব যক্ষ সান্তায় রণে।
সকল রাক্ষস উদ্যত হৈঞা সান্তাইলা রণে॥
পালাএ রাক্ষস কটক রণ নাহি সহে।২১
রণে আগুসরি রাজা সংগ্রাম সহে॥
শেল জাঠা ঝগড়া মুদ্গার মুসল।
যক্ষগণে অস্ত্র বর্ষে রাবণ উপর॥

(৬৯)

ব্যাকুল হৈল রাবণ অস্ত্র নারে সম্বরিতে।
সংগ্রামে প্রবেশ করিঞা যুঝে ভাল মতে
কুপিল রাবণ রাজা শীঘ্র বাণ এড়ে .
রাবণের বাণ দেখিঞা যক্ষ ভঙ্গ পড়ে ॥২৪
আগুসরিঞা যুঝে মারীচ প্রহস্ত মহাবল।
যক্ষসৈন্য মারিঞা সব করিল বিকল॥
* * * * কোলাকুলি হইল দুর্গতি।
যক্ষগণ দলিঞা আইসে রাবণ সেনাপতি॥
যক্ষগণ একত্র হৈঞা রাবণের কটক দলে।৫
পালাএ রাক্ষস কটক আউদড় চুলে॥
রাক্ষসের ভঙ্গ দেখিঞা রাবণ কোপে জ্বলে।
সকল কটক সিরাইঞা যক্ষগণ দলে॥
যক্ষগণ বলে শুন যক্ষ অধিপতি।
আপনে রাবণ আইসে লঞা সৈন্য
　　সেনাপতি॥১০
যোগদণ্ড নিন্দ্যক* নামে কুবেরের সেনাপতি
কুবের পাঠাইল যুঝিতে শীঘ্রগতি॥*
বিষ্ণুর চক্রের সমান তার চক্রের ধার।
মারীচের উপরে করে অস্ত্রের প্রহার॥
চক্রের ঘাএ রাক্ষস মোহ গেল রণে।১৫
মারীচ দেখিঞা ভঙ্গ পড়িল যক্ষগণে॥
যক্ষগণ যুঝিতে তার নাহিক আয়াসে।
খেদাড়িঞা যক্ষগণ রাক্ষসকে আইসে॥
আঁখির নিমিষে মারীচ আপনা সম্বরে।
রুষিঞা মারীচ আইসে যক্ষ পালায় ডরে॥২০
ত্রাসে হইল গিঞা দ্বারপালের আড়।
যুঝিবারে দ্বারপাল হৈলা সজাড়॥

* যোগবিন্দু খ, পুঁথির পাঠ।

(৭০)

সূর্য্যভানু নামে আছে তাহার দুআরে।
দ্বার এড়ি না দেয় রাবণ মহাবীরে॥
দ্বার এড়ি না দেঅ দ্বারী মহাবলী।
দ্বারী ঠেলিঞা রাবণ জায় পেলাপেলী॥
দ্বার বন্ধ পাথরখান্ দ্বারী উপাড়ে
　　হাথের টানে।৫
দুই হাথে পাথর তুলিঞা মারিল রাবণে॥
রক্তে রাঙ্গা হঞা পড়িল রাবণ।
প্রাণে না মরিল ব্রহ্মার বরের কারণ॥
সেই পাথর তুলিঞা যক্ষের ছিণ্ডে মুণ্ড।
পড়িল সূর্য্যভানু হৈঞা খণ্ড খণ্ড॥১০
দ্বারী পড়িল সকল যক্ষ পলায় ডরে।
পালাইঞা সান্ধাইল গুহার ভিতরে॥
যক্ষের ভঙ্গ দেখিঞা কুবের কোপে জ্বলে।
মন্ত্রিভদ্র* সেনাপতি পাঠায় রণস্থলে॥
মন্ত্রিভদ্র বলি শুনহ বিক্রমসাগর।১৫
রাবণ মারিঞা যক্ষের ঘুচাহ ডর॥
ষাটি সহস্র সেনা লঞা মন্ত্রিভদ্র লড়ে।
মন্ত্রিভদ্র দেখিঞা রাক্ষসে ভঙ্গ পড়ে॥
দেবদানব জত আছন্তি আকাশে।
যক্ষ রাক্ষসে যুদ্ধ দেখিঞা পড়িলা তরাসে।
এক সহস্র যক্ষ প্রহস্ত সংহারি।২১
দুই সহস্র যক্ষ মহোদরে মারি॥
তিন সহস্র যক্ষ মারীচ বীর দলি।
একলা মন্ত্রিভদ্র রহিলা রণস্থলি॥

* গ পুঁথিতে পার্শ্বমালী, ভদ্রমালী, এবং মালা ভদ্র এইরূপ পাঠ আছে। আদর্শ পুথিতেও মণিভদ্র ও মন্ত্রীভদ্র এই দুই প্রকার পাঠ দেখা যায়।

(৭১)

বড় বড় যক্ষ যুঝে ছুটিঞা আইসে বলে।
তাহা দেখিঞা মারীচা আইসে মহাবলে॥
মারীচার মুণ্ডে মারে গদার বাড়ী।
পড়িল মারীচ বীর জায় গড়াগড়ী॥
মারীচ দেখিঞা পলায় সকল রাক্ষসগণে।৫
কুপিল রাবণ রাজা যক্ষগণ হানে॥
রুষিল মন্ত্রিভদ্র রাবণের অহঙ্কারে।
শেলপাট তুলিঞা মারে রাবণের উপরে॥
মাথা ফুটিঞা রাবণের রক্ত বহে ধারে।
রণে চেতন হারাইল রাবণ আপনা পাসরে॥
মেরুভদ্র ভূম্যে যুঝে রাবণ যুঝে রথে।১১
কুপিল রাবণ রাজা গদা লৈল হাথে॥
গদার বাড়ী রাবণ তাহাকে মাইল নির্জ্জাস।
মাথার মুকুট তার হৈল এক পাশ॥
পাষমুনি শুনিলেক মণিভদ্রের নাস।
পাষমুনি রাবণে বাজিল সংগ্রাম॥১৬
কোপে রাবণ বাণ এড়িলেক ধনুকের গুণে।
বাণে ফুটিঞা মণিভদ্র মোহগেলা রণে॥
মণিভদ্র দেখিঞা পালায় যক্ষগণে।
পালাঞা সকল বার্ত্তা কহে কুবের স্থানে॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিত কবিত্বে শিঅলি।২১
অমৃত অধিক গাইল উত্তরকাণ্ড পাঁচালী॥

অগস্ত্যবলেন রামচন্দ্র কথাতে দেহমন।
ক্রোধ করিঞা কুবের যুঝিতে আইসে ততক্ষণ॥
পুষ্পক রথে চড়িঞা আইলা লোক পাল।২৫
যক্ষ রাক্ষসে দুইতে হৈলা মিশাল॥

(৭২)

রণস্থল আইলা কুবের পাত্রে বেষ্টিত।
ডাক দিঞা বলে, রাবণ নহেত উচিত॥
দুত পাঠাইল আমি না থাক প্রবোধে।
আমার দুত মার তুমি কোন অপরাধে॥
তপ করিঞা তোমার অস্থি চর্ম্ম সার।৫
অমর বর না পাইলে তবে এত অহঙ্কার॥
আমরা সব অমর হইলাহোঁ তপের প্রকার।
অমর বর না পাইলে আমাকে কর অহঙ্কার॥
অমর যদি না হইলা অবশ্য মরণ।
মরণ বেলে স্মরিবে আমার বচন॥১০
আমাত্য মান্য পুত্র বাঢ়ে পুণ্যবলের তেজে*।
অধার্ম্মিক পাপিষ্ঠ সবংশে মজে॥
বাপ মায় সোদর ভাই গৌরব নাহি রাখি।
হেন ছার চাণ্ডালের মুখ নাহি দেখি॥
কোন্ ছার সনে মোর হৈল সম্ভাষণ।১৫
আপন পাপে নাশ তুমি হৈবে রাবণ॥
এতেক ডাকিঞা বলে কুবের মহারাজে।
রাবণের মামা প্রহস্ত পলাইলা লাজে।
জ্যেষ্ঠ গৌরব ছাড়িলেক হৈল পাষণ্ডী।
দ্বার পালের মুণ্ডে মারিলেক দোহাথিয়া বাড়ি॥২০
দোঁহে নিরপেক্ষে করে অস্ত্রের প্রহার।
নানা বাণ নানা অস্ত্রে করে অবতার॥
অগ্নিবাণ রাবণ রাজা করেন অবতার।
বরুণ বাণে কুবের তাহা করিল সংহার॥

* ধনধান্যে পুত্রপৌত্রে বাঢ়ে ধর্ম্ম তেজে— খ, পুথির পাঠ।

(৭৩)

ব্রহ্ম অস্ত্র বিষ্ণু অস্ত্র কৈল অবতার ।
দেব দানব গন্ধর্ব্বে লাগে চমৎকার ॥
রাক্ষস মায়া ধরে রাজা রাবণ ।
নানা মায়া করিঞা কুবের সনে করে রণ
ব্যাঘ্র হৈঞা কাহাকেহো কামাড়াঞা মারে।
রুদ্ররূপ ধরিঞা কাহাকেহো চিরে ॥৬
মেঘরূপে রাবণ কাহাকেহো ফাঁফর করে জাড়ে ।
পর্ব্বতরূপে কাহাকেহো রাবণ চাপিঞা পড়ে ॥
খাল ডোভ হৈঞা রাবণ যক্ষ বুঝিতে নারে
আচম্বিতে গদার বাড়ী মারিল কুবেরশিরে ॥
পুষ্পকরথে হৈতে কুবের পড়িল ভূমিতলে।১১
কাটিল অশোকবন জেন পড়ে ডালে মূলে ॥
কুবের কান্ধে করিঞা নিলেক অনুচরে ।
কুবের থুইল নিঞা নন্দনবনের ভিতরে ॥
লুকাঞা থুইল নিঞা ধনের অধিকারী ।
কটক সনে রাবণ সান্তাইল অন্তঃপুরী ॥১৬
ধন্যমালী নামে কন্যা কুবেরের দুহিতা ।
এতেক অগস্ত্য মুনি কুবেরের কহেন কথা ॥
সেই কন্যা লঞা রঙ্গরতি করে লঙ্কারনাথে ।
লাজে বিভীষণ হেঠ কৈল মাথে ॥
সেই কন্যাতে উপজিল অতিকা কুঙর ।২১
শুন কথা শ্রীরঘুর কুঙর ॥
সেই অতিকায় বীর ধর্ম্মস বীর ।
হেন অতিকায় মারিল লক্ষ্মণ মহাবীর ॥
পুষ্পকরথ বন্দি হৈল ভাণ্ডার লোড়ে ।
পুষ্পকরথে চড়িঞা রাবণ দিগবিজয় করে॥২৬

(৭৪)

মুনির কথা শুনিঞা সভাএ লাগিল চমৎকার ।
কৃত্তিবাস পণ্ডিত গাঞা দিল সার ॥

অগস্ত্য বলেন রাম কথাতে দেহ মন ।
দিগবিজয় করিতে লড়িলা রাবণ ॥
পুষ্পকরথে চড়িলা রাজা রাবণ ।৫
রথে চড়িঞা জায় সোণার শরবন ॥
কার্ত্তিকের জন্ম জথা সোণার শরবন ।
দিগ আলোক করে রত্নের কিরণ ॥
রথখান ঠেকিল গিঞা নাহি আগুসরে ।
মন্ত্রিগণ লঞা রাবণ নানামন্ত্র করে ॥১০
মারীচ মহাপাত্র রাবণে কথা কহে ।
দানবের রথখান তোমাকে নাহি বহে ॥
হেন রথে সভে আছে রথ নাহি লড়ে ।
হেন বেলে মহাদেবের দূত আইল রড়ে ॥
না জাহ রাবণ রাজা কহিল তোমারে ।১৫
গৌরী লঞা মহাদেব নানারঙ্গ করে ॥
হেন পর্ব্বত আইলা তুমি মরিবার তরে ।
আপনা চিহ্নিঞা ঘর জাহ নিশাচরে ॥
দেব দানব গন্ধর্ব্ব জাকে ডর করে ।
একলা নির্ভয়ে রহে চন্দ্রশেখরে ॥২০
কোপিল রাবণ রাজা দূতের বচনে ।
রথে হৈতে নাম্বিঞা জাএ মহাদেবের স্থানে
মহাদেবের দ্বারী মহাদেবের সমান ।
বানরের হেন মুখ দ্বারীর বানর হেন ঠান ॥
মুখ দেখিঞা রাবণ দিলেক টিটকারী ।২৫
মহাদেবের দ্বারী মো নন্দী নাম ধরি ॥

(৭৫)

আমাসনে রাবণ তোর কিসের ঢামালি।
নর বানর তোর করিবেক আউলী ॥
আমাকে দেখিসি বানর হেন ঠান।
সবংশে রাবণ তোর করিব নিঃসন্তান ॥
মন পবন জিনিঞা আমার গমন।৫
সবংশে মারিব তোকে সেই বানরগণ ॥
তোমাকে রাখিঞা মোর কোন প্রয়োজন।
আপন দোষে অল্পায়ুঃ হৈবেক দশানন ॥
কোন ছার সনে মো করিবোঁ সম্ভাষণ।
আপন পাপে নাশ যাবেক রাবণ ॥১০
কোপিল রাবণ রাজা নন্দীর বচনে।
দুই হাথে পর্ব্বত তোলে মারিবার মনে ॥
রাবণে পর্ব্বত তোলে মহাদেব হাসে।
পাএ চাপিল পর্ব্বত রাবণে তরাসে ॥
তুলিতে নারে পর্ব্বত চাঁকরাই করে*।১৫
স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল উফড়িঞা পড়ে ॥
মহাদেব বলেন শুন দশানন।
তোর রাএ উফড়িল এ তিন ভুবন ॥
বিপরীত শব্দ তোর শুনিল রাবণ।
রাবণ বলিঞা তোর থাকিল ঘোষণ ॥২০
পুষ্পকরথ মুক্ত হৈল মহাদেবের বরে।
রথে চড়িঞা চলে রাবণ দিগবিজয়ের তরে ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের সরস আলাপ।
উত্তরকাণ্ড গাইল রাবণে নন্দীদিল শাপ ॥

-

* 'হাথে বেথা পাঞা রাবণ পর্ব্বত গোটা ছাড়ে
—গ পুথির পাঠ।
বুকে ব্যথা পাঞা রাবণ চিকরাই পাড়ে—
খ পুথির পাঠ।

(৭৬)

অগস্ত্য বলেন রামচন্দ্র কথাতে দেহ মন।
দিগবিজয়ে চলিল তবে রাজা দশানন ॥
নন্দীর শাপ নাহি শুনে রাজা লঙ্কেশ্বর।
রথে চড়িঞা যায় রাবণ হৈঞা বীরবর ॥
হিমালয় পর্ব্বত গেল লঙ্কার অধিকারী।৫
তথা গিঞা কন্যা দেখিল পরম সুন্দরী ॥
জটা বাকল ধরে কৃষ্ণচর্ম্ম পরিধান।
মূর্ত্তিমান দেখি জেন দেব অধিষ্ঠান ॥
সূর্য্যের ছায়া জেন সাবিত্রী বেদমাতা।
ইন্দ্রাণী রুদ্রাণী জেন প্রত্যক্ষ দেবতা ॥১০
অতিথি ব্যবহারে কন্যাদিল আসন পানী।
কামভাবে কন্যাকে কহেত কাহিনী ॥
রূপ যৌবন কেনে না কর বিলাস।
কাহার তরে কঠোর তপ কর উপবাস ॥
কাহার ভার্য্যা তুমি কাহার বহুআরী।১৫
কোন কার্য্যে মর্ত্ত্যালোকে তপ করিঞা মরি ॥
কন্যা বলে আদ্য উপান্ত কহিতে বিস্তর।
জাহার তপ করি শুন আমার উত্তর ॥
কুশধ্বজ বাপ আমার মা বৃহস্পতী*।
কুশধ্বজের ঝি আমি নাম বেদবতী ॥২০
বেদ পঢ়িতে বাপের মুখে আমার উৎপত্তি।
তেকারণে বাপে নাম থুইল বেদবতী ॥
বিষ্ণুকে দান দিতে আমা বাপ চাহে।
দান না করিল কন্যা পাঞা রজ মোহে ॥

* কুশধ্বজ পিতা পিতামহ বৃহস্পতি—
গ পুঁথির পাঠ।

(৭৭)

কাহাকেহো না দিব কন্যা বাপের অঙ্গীকার।
শম্ভু* নামে দৈত্যহাথে বাপ গেল মার॥
বাপ মরণে মাএ নিরাপ পাব কহি†।
বিষ্ণুর উদ্দেশে তপ করি যৌবন নাহি চাহি
মরিল বাপের জবে সিদ্ধ করিব অভিলাষ।৫
বিষ্ণুর উদ্দেশে তপ করি উপবাস॥
কন্যার বচন শুনিঞা রাবণে উঠে হাস।২৫
রথে হৈতে গেলা রাবণ কন্যার পাশ॥
ত্রৈলোক্যমোহিনী কন্যা পরম রূপ ধরে।
হেন কন্যা কেনে তপ করিঞা মরে॥১০
আমি ব্রহ্মা আমি ইন্দ্র আমি নারায়ণ‡।
পাইল তোমাকে কন্যা ছাড়িব কোন কারণ
কন্যা বলে হেন বোল মুখে নাহি আনি।
ত্রৈলোক্যবিজই নাম কোন দোষে হানি॥
এবোল শুনিঞা রাবণ কন্যার হাথে ধরি।১৫
হাথে ধরিঞা শৃঙ্গার করে রাবণ অধিকারী
হাথ পা আছাড়ে কন্যা রাবণ ধরিলেক চুলে।
শৃঙ্গার করিঞা রাবণ এড়িলেক চুলে॥
কন্যা বলে জাতিনাশ কর কিসের কারণে।
অগ্নিতে প্রবেশকরিব তোমার বিদ্যমানে॥২০
ব্রহ্মার বরে রাবণ তোমাকে ত্রিভুবনে নারি
কি করিতে পারি আমি নারী অকুমারী॥১২
তপের তেজে ভস্ম করোঁ তপ জাবেক নাশ
আপনার সতীত্ব আমি করিব প্রকাশ॥

* 'সিন্ধু' পাঠান্তর।
† অনুমৃতা হৈল মাতা বাপ পাব কঁহি। অন্য পুথির পাঠ।
‡ 'কহি হরি কহি বিষ্ণু কহি নারায়ণ।' খ; পুথির পাঠ।

(৭৮)

নানা কাষ্ঠ আনিল কন্যা উঠিল অগ্নিরাশি
অগ্নি প্রদক্ষিণে বুলে কন্যা রূপসী॥
দানবকুমারী আমি বিস্তর কৈল সেবা।
উত্তম কুলে জন্ম হইবেক অযোনিসম্ভবা॥
বিষ্ণুর রমণী হৈব জন্ম জন্মান্তরে।৫
আমার লাগিঞা যেন রাবণ রাজা মরে॥
রাবণ লাগিঞা মরি আমি দেবগণ দেখি।
আমার লাগিঞা রাবণ মরিবেক তোমরা হৈহো সাক্ষী॥
পতিব্রতার শাপ নামানে আপন অহঙ্কারে।
পুষ্পবৃষ্টি দুন্দুভি হইল স্বর্গপুরে॥১০
হাল ধরিঞা জনক রাজা যজ্ঞভূমি চষি।
লাঙ্গলে উপজিল কন্যা রূপসী॥
ইহার লাগিঞা তার নাম থুইল সীতা।
বিষ্ণু অবতার তুমি সীতা পতিব্রতা॥
পতিব্রতার কঠোর তপে হএ বিপরীত।১৫
সীতা লাগিঞা রাবণ মরিল সংসারে বিদিত॥
সীতার জন্ম রহস্য কহেন অগস্ত্য মুনিবর
উত্তরকাণ্ড গাইল কৃত্তিবাস কবিবর॥

অগস্ত্য বলেন রঘুনাথ কথাতে দেহ মন।
দিগবিজয় করিঞা বুলেন লঙ্কার রাবণ॥২০
ব্রহ্মার বরে রাবণ কাহো নাহি গণে।
শাপ গালি জত পাড়ে কিছু নাহি শুনে॥
জত জত রাজা বৈসে পৃথিবী ভিতরে।
সকল রাজা জিনিলেক আপন বাহুবলে॥
মরুৎ রাজা যজ্ঞ করে বলে মহাবলী।২৫
উত্তম ব্রাহ্মণ যজ্ঞ করায় মহাজ্ঞানী॥

(৭৯)

যজ্ঞভাগ নিতে আইলা সকল দেবগণ।
আচম্বিতে রথে চড়িঞা গেল রাবণ॥
বিন্ধ্য পর্ব্বত* উপরে যজ্ঞের অনুবন্ধ।
রথে চড়িঞা উঠিলা রাজা দশস্কন্ধ॥
দেবগণ চমকিত দেখিঞা রাবণ।৫
পঙ্কের ভিতর লুকাইল সভে হৈলা অদর্শন॥
ইন্দ্র ময়ুর হৈলা কুবের কেকলাস।
যম কাক হৈলা বরুণ হৈলা হাঁস॥
মরুত রাজা যজ্ঞ করে বেঢ়িঞা লোকে।
সংগ্রাম দেহ সংগ্রাম দেহ রাবণ রাজা ডাকে॥১০
মরুত বলে আমি তোমা নাহি জানি।
পরিচয় দেহ যেন আমি চিহ্নি॥
রাবণ বলে ত্রিভুবনে আমি পরিচয়।
ত্রিভুবন জিনিয়া বুলি আমি মহাশয়॥
সব দেব বড়াই করে ধনের অধিকারী। ১৫
তাহাকে জিনিয়া নিল লঙ্কাপুরী॥
অষ্টলোকপাল কুবের ধনের ঈশ্বর।
হেন কুবেরের রথ আনিল সত্বর॥
আপনে বড়াঞি করে ভরিল সভাতলে।
রাবণের বড়াঞি দেখিঞা মরুত কোপেজ্বলে।
জ্যেষ্ঠ ভাই মারিঞা কহে অপূর্ব্বকাহিনী।২১
হেন কথা কহিতে লাজ না বাস আপনি॥
ধার্ম্মিকের অপমান ধার্ম্মিক নাহি করে।
ধার্ম্মিক শুনিলে তার কিছু নাহি সহে॥
বিক্রম করিয়া বেড়াসি কাকেহো নাহি ডর
মানুষের হাথে তুমি জাবে যমঘর॥২৬

'উম্বিবীর্য্য পর্ব্বতে' পাঠান্তর।

(৮০)

ধনুক বাণ লইঞা আইসে যুঝিবার মনে।*
হাথপ্রসারিঞা আমা লঞা বৈসি সভাতলে।
যজ্ঞ সজ খাঞা রাক্ষস সব বুলে॥
সংগ্রাম জয় করিঞা চলিলা রাবণ।
আপন মূর্ত্তি দেবগণ হইলা ততক্ষণ॥৫
ময়ুর হৈতে বাহির হৈঞা ময়ূরে দিলা বর।
আমার সহস্র চক্ষু হউ তোমার পুচ্ছেরউপর॥
পূর্ব্বে ময়ূর ছিল নীল আকার।
ইন্দ্রের বরে সহস্রলোচন হৈল তাহার॥
আমার বরে হউক তোমার নীল কলেবর।
মনের সুখে ইন্দ্র ময়ূরে দিল বর॥১১
মেঘ পাতিঞা জখন করিব বর্ষণ।
লেজ প্রসারিঞা তুমি করিহ নাচন॥
বরুণ বলেন হংস তোমাকে দিল বর।
চন্দন হেন হউক তোমার কলেবর।
বরুণ বোলে আমি জলের অধিপতি।১৬
জলে থাকি তোমার বাঢ়িএ পিরীতি॥

* হস্ত পসারিঞা রহায় সকল ব্রাহ্মণে॥
পরামর্শ যজ্ঞ করিতে কোপ নাহি করি।
মারকাট কৈলে যজ্ঞে সবংশেতে মরি॥
পুরোহিত বাক্য ধর কোপ কর দূর।
পিরীতে প্রবোধি পাঠাও রাক্ষস নিঠুর॥
যজ্ঞ পূর্ণ না হইলে হয় বড় দোষ।
পরাজয় মেঙ্গা কর রাবণে সন্তোষ॥
পরাজয় মানিল রাজা সকল সভাতলে।
যজ্ঞের সামগ্রী খেয়্যা রাবণ কটক বুলে॥
খ ও গ, চিহ্নিত পুথিতে এইরূপ অধিক পাঠ আছে।

(৮১)

নীলবর্ণ ছিল হংস হৈল ধবল।
বরুণের বরে হৈল শরীর নির্ম্মল ॥
কেঁকলাসে বর দিল ধনের ঈশ্বর।
সুবর্ণ হেন দেহ হউক তোমার কলেবর
সুবর্ণ হেন হউক তোমায় পা খণ্ডে।৫
ঘন মাথা নাড়িহ মুকুট ধরিহ মুণ্ডে ॥
যম বলেন কাক তোমাকে দিল বর।
আমার বরে হহ তুমি অজয় অমর ॥
রোগ পীড়াতে তোমার কিছু করিতে নারি।
মানুষ যদি কাক মারিবেক তবে সে মরি॥১০
তোমার বন্ধু বান্ধব তোমাকে যোগাবে
আহার।
যম করণে তার তৃপ্তি হবেক আপার ॥
যজ্ঞ সংপূর্ণে পক্ষে দিঞা বর।
অষ্টলোক পাল গেলা আপনার ঘর ॥
গৌড়ে পূজিত কৃত্তিবাস পণ্ডিত।১৫
মরুত রাজার যজ্ঞ সাঙ্গ সংসারে বিদিত ॥

প্রাতঃস্নান করি রাম বসিলা দেআনে।
সভা খণ্ড লঞা রাম মুনির কথা শুনে ॥
অগস্ত্য বোলেন রামচন্দ্র কথাতে দেহ মন
দিগবিজই করিঞা তবে বেড়ায় রাবণ ॥২০
পুষ্পক রথে চড়িঞা বেড়ায় ত্রিভুবন।
সৈন্যশব্দ রথশব্দ শুনি ঘনে ঘন ॥
বড় বড় রাজা রাবণ জথা জথা শুনে।
কাহার কথা না জানে সকল রাজা জিনে ॥
সংগ্রাম চাহিঞা বুলে দেহ মোরে রণ।২৫
রণ না দিহ বোল হারিল সর্ব্বজন ॥

(৮২)

হারিল বুলিঞা ছাড়িএ নিশ্চয়।
আপনার মুখে সকল রাজা মাগিলপরাজয়।
কখনো জদি আমাকে করহ অহঙ্কার।
তবেত আমার ঠাই তার নাইক নিস্তার ॥
ব্রহ্মার বরে রাবণ রাজা নানা মায়া ধরে।৫
পরাজয় মানিল তবে সকল নৃপবরে ॥
সুমন্ত রাজা বলে সর্ব্বলোক লেখে।
পরাজয় মানিল সেই আপনার মুখে ॥
পুরোরবা সুরথ আদি জত মহাশয়।
আপন মুখে সব রাজা মানিল পরাজয় ॥ ১০
সকল রাজা জিনিলেক আপনার বলে।
অযোধ্যা জিনিতে জাএ জয় জয় রোলে ॥
অনারণ্য রাজ্য করে অযোধ্যার রাজে।
রাবণ রাজার বার্ত্তা পাঞা যুঝিবারে সাজে ॥
রাক্ষস কটক লাগিল গিঞা গড়ের দুআরে ॥
দ্বারী ভিতর গিঞা রাজাকে গোচরে ॥১৬
রাবণ রাজা আইল সংগ্রাম চাহে।
তোমার অনারণ্য রাজা ডরে গেল কহে ॥
কুপিল অনারণ্য রাবণের অহঙ্কারে।
কটক লঞা বাহির হৈল যুঝিবার তরে ॥
অষ্টকোটী পাইক তিন কোটী ঘোড়া।২১
কোটী সহস্র হস্তী জেন পর্ব্বতের চূড়া ॥
সূর্য্যবংশে অনারণ্য বীর অবতার।
দিনে সূর্য্য অস্ত গেল হৈল অন্ধকার ॥
তাজি অষ্ট ঘোড়াতে বহে কাঞ্চন রথখান।
রথে চড়িঞা অনারণ্য করিল পয়ান ॥২৬
জন্মেজয় মহাবীর রাজার নন্দন।
বাপের চরণ বন্দিঞা বলএ বচন ॥

(৮৩)

আমি হেন পুত্র থাকিতে তুমি করিবে রণ।
মোকে আজ্ঞা কর মারিবোঁ রাবণ ॥
এ বোলশুনিঞা অনারণ্য পুত্র কৈল কোলে
পুত্রকে রাজ্য সমর্পিল ভরিল সভাতলে ॥
পুত্রকে কহিল করিহ প্রজার পালন।৫
নানা অস্ত্র লঞা রাজা করিতে জাএ রণ ॥
পাত্র বোলেন তুমি কথা শুন মহাশয়।
তুমি থাক আমরা সব করিব পরাজয় ॥
পাত্র ভাগের কথা শুনিঞা হরষিত মনে।
শুভ দৃষ্টি করিঞা চাহে পাত্রভাগপানে ॥১০
জন্মেজয়ে দিল রাজা কনক নবদণ্ড।
সমর্পিল পুত্রকে রাজা সকল রাজ্য খণ্ড ॥
রাজ্য করিহ বাপু হইঞা সুস্থির।
আমার আজ্ঞা লঙ্ঘহ যদি হহ গড়েরবাহির
বসিষ্ঠের চরণে রাজা হৈলা নমস্কার।১৫
রথে চড়িঞা রাজা করিল আগুসার ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিত সকল শাস্ত্র জানে।
আশ্চর্য্য গীত করিল উত্তর রামায়ণে ॥

অগস্ত্য বলেন রামচন্দ্র কথাতে দেহমন।
যুঝিবারে লড়িলা তবে রাজা অনারণ্য ॥২০
রাম রাম করিঞা রাজা সামাইল রণে।
দশদিগ আলোক করিঞা বাণে হানে ॥
দুই কটকে দেখা দেখি দুর্জ্জয় বাঝিল রণ।
মন্ত্র পঢ়ি বাণ সভে করি বরিষণ ॥
দুই কটক যুঝিয়া মরে রণের বিবাদী।২৫
রক্তে পূর্ণিত হঞা বহে সব নদী ॥

(৮৪)

হস্তীর মুণ্ডে মারে খরসান অঙ্কুশে।
দন্তে ধরিঞা হস্তীর ঘড় মারে রাক্ষসে ॥
এক চাপে হঞা চাপে জতেক ঘোড়াঘুড়ী।
লেঞ্জে ডাবুস মারে কাণ্ড চিআড়ি ॥
ধনুকী সব যুঝে লইঞা ধনুক।৫
বড় বড় রাক্ষসের বাণে বিন্ধে বুক ॥
এক চাপ হঞা কটক করে মহারণ।
রাক্ষস কটক ভঙ্গ দিল সহিতে নারে রণ ॥
আকাশে থাকিঞা দেখে সকল দেবগণ।
রাবণ এড়িঞা পালায় রাক্ষস নাহি সহে রণ॥
রহিল অতিকা মকরাক্ষ যোদ্ধপতি।১১
বড় বড় বীর যুঝে সামন্ত পতি ॥
সেনাপতি সব যুঝে ধনুকে দিঞা চড়া।
যুথে যুথে যুঝিঞা মরে পর্ব্বতিয়া ঘোড়া ॥
তিন বীরের বাণ বর্ষণে ত্রিভুবন কাটে।১৫
রাক্ষসে মানুষধরিঞা গিলে গোটেগোটে ॥
কটকের দুর্গতি দেখিঞা রাজা বড় দুঃখী।
তিন কোটী পড়িল রাজার যুঝার ধনুকী ॥
কুড়ি সহস্র পড়িল রাজার ধনুক যুঝার।
চৌরাশী লাখ পড়িল ঘোড়ার উরুমাল ॥২০
হস্তী ঘোড়া পড়িল রক্তে ভাসে পালান।
একশত কাটা কান্ধ উঠিঞা মাগে দান ॥
ডালে বসিঞা রক্ত পিএ শগুনি গৃধিনী।
খাপর ভরিঞা রক্ত পিএ ভবানী ॥
সুমন্ত্র সারথী কহে হাথ করিঞা জোড়া।২৫
পড়িল সকল সৈন্য রথের সব ঘোড়া ॥
সুমন্ত্র বলে ইন্দ্র রাজা করহ স্মরণ।
শব্দভেদিবাণ এড় মরুক রাক্ষসগণ ॥

(৮৫)

শব্দভেদিবাণ রাজা জুড়িল ধনুকে ।
বজ্র হেন বাণ বাজিল মকরাক্ষের বুকে ॥
বাণে ফুটিঞা মকরাক্ষ হৈল অচেতন ।
আপনে সামাইল রাবণ করিতে রণ ॥
অগ্নিবাণ রাবণ রাজা করিল অবতার ।৫
বরুণ বাণে অনারণ্য করিল সংহার ॥
অনারণ্য বাণ এড়ে রাবণ রাজা ফুটে ।
রাবণরাজার সানাটোপর বাণের তেজেকাটে
অনারণ্য করিল নানা বাণ অবতার ।
রাবণের কটক পালায় সম্ভ্রম-আপার ॥১০
মারীচ মকরাক্ষ পালায় রহিল রাবণ ।
মায়ামই বাণে রাবণ যুঝে ততক্ষণ ॥
বাণে খান খান হৈলা রাজা অনারণ্য ।
বাণের ডাহে রাজা হইলা অচেতন ॥
খান খান হইল রাজার সানাটোপর ।১৫
সর্ব্বাঙ্গ ফুটিঞা রাজা হৈলা জর্জ্জর ॥
অনারণ্যের মুণ্ডে মারে গদার বাড়ি ।
রথ সারথি রণে পড়িল জায় গড়াগড়ি ॥
বিরথী হইঞা রাজা পড়িলা ভূমিতলে ।
রাজা এড়ি সৈন্য সব পালায় রণস্থলে ॥২০
অনারণ্যের মুণ্ডে রাবণ মারিল চাপড় ।
ভূমি পড়িলা রাজা করে ধড়ফড় ॥
হাসিঞা রাবণ গেল অনারণ্যের নিকট ।
রাবণ বলে অনারণ্য পড়িল শঙ্কট ॥
আমার সনে রণ কর জাবে যমঘর ।২৫
পরাজয় করি তোমে আপন মুখে বল ॥
ত্রিভুবন জিনিল আমি আপনার তেজে ।
অনারণ্য রণ করে আমাতে নাহি রজে ॥

(৮৬)

অনারণ্য বলে রাবণ বোলসি অহঙ্কার ।
কভুঁ হারি কভুঁ জিতি রণের ব্যবহার ॥
বিক্রমে টুটিলাঙ আমি বৃদ্ধ বএস বেলে ।
তোমাকে শাপ দিব আমি সংগ্রাম স্থলে ॥
দান পুণ্য বিস্তর করিল আমিঅগ্নি সন্তর্পণ।
বিস্তর সুবর্ণ দিঞা তুষিল ব্রাহ্মণ ॥৬
এতেক তপ মোর জানিস্ ভালে ভালে ।
তোর বধের তরে রাজা জন্মিব মোর কুলে ॥
জতেক শাপ দিল রাজা কিছু নহে আন ।
তেকারণে তোমার হাথে তেজিল পরাণ ॥
জন্মেজয় পুত্রকে রাজা রাজ্য করিল সমর্পণ
বিষ্ণু স্মরণে রাজা তেজিল জীবন ॥১২
জন্মেজয় পুত্র তার করিল সৎকার ।
রণে পড়িঞা রাজা গেলা স্বর্গ দুআর ॥
রথে চড়িঞা রাজা গেল স্বর্গ ভুবন ।
পৃথিবী দলিঞা বেড়ায় রাজা দশানন ।
তোমার পূর্ব্বপুরুষ মারে অযোধ্যা জিনে ।১৭
হেন রাবণ রাজা পড়িল তোমার বাণে ।
পূর্ব্বপুরুষের শাপ শুনিঞা শ্রীরামের হাস ।
উত্তরকাণ্ড গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবাস ॥

রাত্রি প্রভাত হৈল প্রত্যুষ বিহান ।
মুনি রাক্ষস লঞা শ্রীরামের দেআন ॥২২
রাম বলেন সেকালের রাজা বলে টুটন ।
তেকারণে মারিঞা কাটিঞা বেড়ায় রাবণ ॥
বীর শূন্য পৃথিবী ছিল সে সব কালে ।
তেকারণে রাবণ রাজা মারিঞা কাটিয়া
বুলে ॥

(৮৭)

সে কালের রাজা ব্রহ্মঅস্ত্র নাহি জানে।
তেকারণে রাবণ ঠাই পরাজয় মানে॥
অগস্ত্য বলেন সেকালের রাজা মায়া জানে
সভারে রাক্ষসের মায়াতে কাহো নাহি জিনে॥
রাক্ষসের মায়াতে মানুষের অনেক অন্তর।৫
তেকারণে পরাজয় না মানে লঙ্কেশ্বর॥
জে জে বড় রাজা ছিল বিষ্ণুঅবতার।
তাহার ঠাই রাবণ রাজার নাহিক নিস্তার
সেই কথা কহি রাম তাতে দেহ মন।
জে জে রাজারঠাই অপমান পাইল দশানন
কার্ত্তিকবীর্য্য অর্জ্জুনরাজার জন্ম চন্দ্রবংশে।১১
সহস্র বাহু ধরে রাজা জন্ম বিষ্ণু অংশে॥
অর্জ্জুন মহারাজা সহস্র বাহু ধরে।
মানুষের কার্য্য দেবে নাহি পারে॥
সহস্র যোজন ডাকাচুরি নাহি বলাবল।
প্রত্যেখ হঞা তার করে ফলাফল॥১৬
দানপুণ্য করিঞা সভাখণ্ড রাখে।
প্রতাপে আগল রাজা সর্ব্বলোক রাখে॥
জাহা স্মঙরণে হারাইল ধন পায় লোকে।
মানুষ হঞা রাজা প্রতি তুল্য দেখে॥
জলকেলি করিতে গেল নর্ম্মদার কূলে।২১
স্ত্রীর শব্দে হুড়াহুড়ী বড়ই কল্লোলে॥
মাহেষ্মতী নগরী ছাড়িঞা তৎপর।
তথা গিঞা জিজ্ঞাসে রাবণের অনুচর॥
লঙ্কার রাবণ আমি সংগ্রাম চাহি।
তোমার অর্জ্জুন রাজা এখন গেল কাহিঁ॥২৬
রাক্ষস কটক দেখিতে ভয়ঙ্কর।
অর্জ্জুন রাজার লোক না করে উত্তর॥

(৮৮)

লোক বলে কি চাহ শূন্য নগরে।
নর্ম্মদা গেল রাজা জলক্রীড়া করিবারে॥
নর্ম্মদা জায় রাজা অর্জ্জুন উদ্দেশে।
বাটে বিন্ধ্যপর্ব্বতে রাবণ বসিল হরিষে॥
নানা পুষ্প ফুটে তাতে গন্ধে মনোহর।৫
নানা পক্ষ কেলি করে শোভিত সরোবর॥
দেব দানব গন্ধর্ব্ব কিন্নর বিদ্যাধরী।
পর্ব্বত উপর কেলি করে পুরুষ স্ত্রী॥
ময়ূর পেখন ধরিঞা নাচে ভ্রমর গুঞ্জরে।
সিংহ শার্দ্দূল রা কাড়ে উচ্চস্বরে॥১০
নর্ম্মদা নদীর জল পর্ব্বত জেন বহে।
সকল কটকে রাবণ রাজাকে চাহে॥
বিন্ধ্য পর্ব্বত দিঞা গেল নর্ম্মদার কূল।
জলকেলি করে মহিষ সিংহ শার্দ্দূল॥
দুই কূল শূন্য হৈল সকল জন্তু দেখি।১৫
হংস সারস তথি জলচর পাখী॥
স্নান করিতে রাজা করিলেন মন।
সকল কটক লঞা তথা রহিলা রাবণ॥
মহাদেবের পূজা করিব রাজা লঙ্কেশ্বর।
অন্তরীক্ষে রথে তাহা দেখিল দিবাকর॥২০
রাবণ পূজা করিবেক দেব শূলপাণি।
মন্দরশ্মি হৈলা ঠাকুর দিনমণি॥
দুই প্রহর বেলাতে পোড়এ পৃথিবী।
রাবণ দেখিঞা মন্দতেজ হৈঞা গেলা রবি॥
কোনজনা বুঝিতে পারে রাবণের মায়া।২৫
রাবণরাজার উপরে হৈঞা গেল ছায়া॥
নর্ম্মদার কূল হৈঞা গেল অতি সুশোভন।
ধীরে ধীরে বাত বহে সুগন্ধি চন্দন॥

(৮৯)

স্নান করিল রাবণ রাজা নর্ম্মদার জলে।
গাএর রক্ত পাখালে জত লাগিঞাছিল রণে॥
সাঁতরিঞা যায় রাবণ নর্ম্মদার জলে।
স্নান করিঞা রাবণ চাহে চারি পানে॥
সুবর্ণের শিবলিঙ্গ আনিলেক রাজা।৫
নানা ধূপ ধুনাতে তাহার করে পূজা॥
সোণার শিবলিঙ্গ পূজে দুই প্রহর বেলা।
রাবণের গলাতে শোভে মাণিক জাপ্য মালা॥
মন্ত্র জপে রাবণ রাজা লঞা জাপ্যমালা।
মৌনব্রত করে রাবণ পূজিবার বেলা॥১০
জতেক মহাপাত্র চারি ভিতে সাজে।
শঙ্খ দুন্দুভি শিঙ্গা চারি পানে বাজে॥
শিঙ্গা ডম্বুর বাজে কাংস্য করতাল।
পাঢ়া মাদল ভেরু দোসরি কাহাল॥১৪
এতেক বাদ্যকা বাজে অর্জ্জুন নাহি জানে।
ঢাক ঢোল মাদল বাজে কটকেরমিশালে॥
করড়া করড়ী বাজে কুণ্ডলা কুণ্ডলী।
বেণু বাঁশী সরমণ্ডল বাজে চন্দ্রাবলী॥
নানা বাদ্য বাজে শুনি মধুর ধ্বনি।
মোহন বাঁশী কবিলাস বাজে বেণু বেণী॥২০
এক ছন্দে বাদ্য বাজে নর্ম্মদার জলে।
ত্রিভুবনে রাজা নাহি রাবণের সমতুলে॥
সহস্রেক ভার অইল কর্পূর মধু জল।
দুই কুল চাপিয়া বহে নর্ম্মদার জল॥
ফল মুল স্থান হইল কেবলে।২৫
ফল মুল রাশি রাশি ভাসে নর্ম্মদার জলে॥

(৯০)

দশ অঙ্গ ধূপ ধুনা প্রদীপ জ্বলে।
সুবর্ণের শিব লিঙ্গ ভাসিলেক জলে॥
সুগন্ধি চন্দন ভাসে শুনি কলকলী।
পুষ্প নৈবেদ্য ভাসে আথালি পাথালী॥
কুড়িহাথ প্রসারিঞা নাচে ভঙ্গে বিভঙ্গে।৫
দণ্ড প্রণাম করে সোণার শিবলিঙ্গে॥
দণ্ড প্রণাম করে রাবণ পূজি ত্রিলোচন।
রাবণের দেবার্চ্চন না জানে অসুর ব্রাহ্মণ॥
মহাদেব পূজে রাবণ বিস্তর ফল ফুলে।
পুষ্প রাশি রাশি ভাসে নর্ম্মদার জলে॥১০
হেন মত দেবার্চ্চন করে লঙ্কেশ্বর।
তখন অর্জ্জুন রাজার শুনহ উত্তর॥
বারহ বৎসরের লৈঞা যুবতী।
রাবণের ভাটী কেলি করে লইঞা স্ত্রীজাতি॥
নদীর মাঝে দুই হাথ পসারিল দীঘল।১৫
জাঙ্গাল বান্ধিঞা রাখে নর্ম্মদার জল॥
কাঁকালেক পানী ছিল হইল পাথার।
সহস্র যুবতি তাতে এড়িল সাঁতার॥
হাথ কুঢ়াইলেক রাজা নিকলিল পানী।
শুখানাতে লোটায় রাজার সহস্র রাণী॥২০
হাথ পসারিলেক রাজা রাণী সব ভাসে।
দেখিঞা অর্জ্জুন রাজা কৌতুক হেনবাসে॥
হাথে হাথ প্রসারিল লাগিল কান্ধে।
দুই কূল বাহিঞা জল উচ্ছাল বান্ধে॥
রাবণের ফল মূল পর্ব্বত আকার।২৫
ভাটি এড়ি উজান বহে রাবণে চমৎকার॥
আপনে গীত গায়ে রাবণ আপনে জে নাচে
পানীরবার্ত্তা জানিতেরাজা শুকসারণপাঁচে॥

(৯১)

মৌন নাহি ভাঙ্গে রাজা হাথে দেয় থুড়ি।
পানীর বার্ত্তা জানিবারে শুকসারণ লড়ি॥
শুকসারণ মূর্ত্তি ধরে মানুষের বেশ।
জলক্রীড়া স্থান গিঞা করিল প্রবেশ॥
মানুষ রূপে প্রবেশ কইল শুক সারণ।৫
বার্ত্তা উদ্ধারিঞা আইল না জানে কোনোজন
বার্ত্তা উদ্ধারিঞা রাবণের আগে কহে।
না জানিএ নদীর তীরে কোন জনা রহে॥
সুন্দর পুরুষ নাহে সুন্দর আকৃতি।
তাহার সঙ্গে স্নান করে সহস্রেক যুবতি॥১০
সহস্রেক হাথে বান্ধে নর্ম্মদার পানী।
ভাট পানী উজানি ধরে অপূর্ব্ব কাহিনী॥
নদীর মাছ মকর কুম্ভীর উথলে।
গাছের কানে যাবড়ি ভাঙ্গে তাহা দেখিলে॥
বসন্তের নদী হৈল হেমন্তের নদী।১৫
তেকারণে ভাসে তোমার পুষ্প গাদিগাদি॥
রাবণ বলে জা চাহিঞা দেশে দেশে বুলি।
হেন রাজা স্নান করে আউদড় চুলী॥
জোড় হাথে বলে শুক সারণ।
আমার বচন শুন রাজা দশানন॥২০
সহস্রেক কন্যা স্নান করে স্বর্গ বিদ্যাধরী।
সভা বন্দি কর গিঞা লঞা জাব লঙ্কাপুরী॥
শুক সারণের বোলে রাবণ হরষিত।
রথে চড়িঞা পাত্র মিত্রে লড়িলা তুরিত॥
অস্তে ব্যস্তে চড়িঞা গেল রাজা লঙ্কেশ্বর।
অর্জ্জুন রাজা দেখে স্ত্রীগণের ভিতর॥২৬
অর্জ্জুনের দ্বারী দেখিঞা বলে দুরাক্ষর।
ঝাঁট জাঞা অর্জ্জুন রাজাঅ করাহ গোচর॥

(৯২)

স্ত্রী লঞা তোর রাজা কোন সুখে নাহে।
লঙ্কার রাবণ আমি সংগ্রাম চাহে॥
এতেক বচন জবে লঙ্কেশ্বর বলে।
উঠ উঠ এঁত বোল যোদ্ধ সব বলে॥
রাজা হঞা স্ত্রী লঞা করে জলকেলি।৫
হেন বেলে রণ চাহে কোন ছারে বুলি॥
রণের বেলা না জান জাতি নিশাচর।
অর্জ্জুনের সেনাপতি তোকে না করে ডর॥
সহস্রেক স্ত্রী লঞা হাস পরিহাস।
হেনবেলে আমি কেনে জাব রাজার পাশ॥১০
কুড়িখানা হাথে তোঁ করিস্ অহঙ্কার।
সহস্রেক হাথের বার্ত্তা না জান আমার॥
মরা হেন সংসার জিনিলি অহঙ্কারে।
পরের বল না জান ব্রহ্মার বরে॥
অর্জ্জুন রাজার ঠাই আইলা মরিবার তরে।১৫
দশমুণ্ড চুর হবেক অর্জ্জুনের শরে॥
চূর করিবেক দশমুণ্ড ভাঙ্গিবেক হাড়।
হেলায়ে মরিবে কেনে কর অহঙ্কার॥
আগে আমা সনে করহ সংগ্রাম কেলি।
এড়াইঞা গেলে দেখিহ অর্জ্জুনমহাবলী॥২০
দেব দানব গন্ধর্ব্ব জিনিলে সব সর্প।
তেঁ সি বাড়িল তোর এত বড় গর্ব্ব॥
অর্জ্জুন রাজাকে না করিহ মানুষ গেআন।
মানুষ মূর্ত্তি রাজা হএ বিষ্ণুর সমান॥
অশেষ মায়া না জানসি বরে লঙ্কেশ্বর।২৫
তোমা হৈতে মোর রাজা মায়ার সাগর॥
অশেষ মায়া জানে রাজা দেখিতে না দেখি
মেঘ হঞা জল বর্ষে উড়িঞা হয়ে পাখী॥

(৯৩)

উচ্চকে উচ্চ রাজা বঙ্কে বঙ্ক।
যাহার বাণে চন্দ্র সূর্য্য পড়ে জয়ভঙ্গ ॥
অর্জ্জুন ঠাই আইলিস্ মরিবার তরে।
আপনা চিহ্নিঞা ঘর জাহ নিশাচরে ॥
আমা সভার ঠাই যদি পাসি অব্যাহতি।৫
তবে গিঞা জিনিস তোঁ অর্জ্জুন নৃপতি ॥
রাক্ষসে মানুষে রণ বড় ভয়ঙ্কর।
অস্ত্র বরিষণে কটক পড়িল বিস্তর ॥
রাক্ষসে মানুষে রণ দেখিতে ভয়ঙ্কর।
রাক্ষস কটক লঞা ঘর জাহ নিশাচর ॥১০
দুই কটকে যুদ্ধ হয় অতি ঘোরতর।
ভাঙ্গিল রাক্ষস সেনা পড়িল ফাঁফর ॥
শুক সারণ প্রহস্ত মহাবীর।
সর্ব্বাঙ্গে ফুটিল কেহ রণে নহে স্থির ॥
পঞ্চপাত্র ভঙ্গ দিল এড়িঞা লঙ্কেশ্বর।১৫
মানুষের বাণে হৈল রাক্ষস ফাঁফর ॥
একলা রাবণ রাজা সহিলেক রণ।
মনে মনে করে রাজা অস্ত্র বরিষণ ॥
অষ্টপাত্র রাজার বড়ই যুঝার।
রাবণের উপরে করে অস্ত্র প্রহার ॥২০
কোপে রাবণ রাজা এড়ে নানা বাণ।
বাণে পাত্র বিন্ধিঞা করিল খান খান ॥
রাবণের বাণ বর্ষণে মানুষ কটক পড়ে।
পালায় অর্জ্জুনের কটক গগনে ধূলা উড়ে ॥
অর্জ্জুনের কটক ভঙ্গ দিল রণ সহিতে না পারি
রণের বার্ত্তা রাজার ঠাই জানায় দুআরি ॥২৫
রাবণ নামে রাজা গোসাঞি পুলস্ত্যের নাতি
বাণে পোড়ায় গোসাঞি নগর মাহেষ্মতী ॥

(৯৪)

ক্রীড়ারসে থাক তুমি না জান কারণ।
সেনাপতি অষ্টপাত্র সহিতে নারে রণ ॥
পাত্র মিত্র ধাঞা আইসে ডরে।
শুনিঞা অর্জ্জুন রাজার স্ত্রীগণে ভঙ্গ পড়ে ॥
স্ত্রীগণে কেয়ঙ্কার উঠিল গভির।৫
অভয়দান দিঞা রাজা সভায় করিল থির ॥
স্ত্রীলোকের বোল শুনিঞা রাজা অর্জ্জুন।
পেলাইঞা তিতা বস্ত্র পহিলা শুখান বসন ॥
প্রবোধিদিঞা স্ত্রীলোক পাঠাইল অন্তঃপুরী
বাহির হৈল অর্জ্জুন রাজা সংগ্রামকেশরী ॥১০
রথ সারথিকে রাজার পড়িল হাঁকার।
সাজিঞা রথ যোগাইল রথকার ॥
যুগান্তের অগ্নি জেন সংসার পোড়ে।
হাথে কাঞ্চনগদা রাজা যুঝিবারে লড়ে ॥
দোহাথিঞা গদার বাড়িতে রাক্ষসের মুণ্ড ছিণ্ডে।১৫
সূর্য্যের কিরণে জেন অন্ধকার খণ্ডে ॥
গরুড় মূর্ত্তি ধরে রাজা দেখিতে আপার।
গদার বাড়ীতে রাক্ষসের মুণ্ড করে চুর মার ॥
পশিল সংগ্রাম রাজা লঞা কাঞ্চনগদা।
হাথে গদা লঞা রাক্ষসে করে খেদা ॥২০
জাহার উপরে রাজা গদার মারে বাড়ি।
চারিদিগে রাক্ষস পড়িল জায় গড়াগড়ি ॥
খর দুষণ আর প্রহস্ত মহাবল।
অর্জ্জুন রাজার বুকে মারে লোহার শাবল ॥
হাথে গদা রহিল রাজা প্রহস্তের আগে।২৫
গদায় হৈতে অগ্নি বাহিরায় আলোক দশদিগে ॥

(৯৫)

মারিল গদার বাড়ি অর্জ্জুন নৃপতি।
রণে পড়িল মোহ গেল প্রহস্ত সেনাপতি॥
প্রহস্ত বীর পড়িল সংগ্রামের ভিতর।
তা দেখিঞা অর্জ্জুন রাজাকে বলে মহোদর॥
হাথে মুদ্গর করিঞা সান্তায় সংগ্রামের ভিতর।৫
দেখিঞা অর্জ্জুনের সেনা হয় কাতর॥
অর্জ্জুনকে মুদ্গর মারিলেক রোষে।
বুকে বাজিঞা মুদ্গার ভাঙ্গিল অর্জ্জুন রাজা হাসে॥
সংগ্রামে রুষিঞা রাজা বলে ধর ধর।
গদার বাড়ি মারিলেক পড়িলা মহোদর॥১০
রণে রুষিল মকরাক্ষ শুক সারণ।
গদার বাড়িতে রাজা মারিল তিনজন॥
পুষ্পকরথে চড়িঞা আইলা রাবণ।
অর্জ্জুন উপরে করে বাণ বরিষণ॥
সহস্রেক হাথে গদা লইল নৃপতি।১৫
রাবণের বুকে মারিলেক প্রাণ শকতি॥
ব্রহ্মার বরে তার রহিল পরাণ।
গদার বাড়িতে রাবণ রাজা হারাইল গেআন
মোহ গেল রাবণ রাজা গদার আঘাতে।
ধনুক না পাতে বসিল ফোঁফাইতে॥২০
লাফ দিঞা অর্জ্জুন ধরিল লঙ্কেশ্বরে।
গরুড় পক্ষ জেন সাপ জাঞা ধরে॥
সহস্রেক হস্ত প্রসারিঞা চাপিলেক কাঁকালে
নারায়ণ জেন বলি বান্ধিঞা থুইল পাতালে
সর্প বাসুকি জেন বেড়িল মহেশ্বরে।২৫
অর্জ্জুনের হাথে বন্দি হৈল লঙ্কেশ্বরে॥

(৯৬)

হস্তী ধরিঞা সিংহ জেন ছাড়ে সিংহনাদ।
মৃগ মারিঞা শ্রম জেন পাএ ব্যাধ॥
হাথে হাথে বান্ধিঞা চাপিল কাঁখতলে।
বান্ধিঞা ঘরকে আনিলা অর্জ্জুন মহাবলে॥
রাবণ বন্দি করিঞা ভূমিতে বাট বহে।৫
অর্জ্জুনের কাঁখে রাবণ লাম্বে স্বর্গলোক চাহে
সাধু সাধু করিঞা দেবগণ বাখানে।
অর্জ্জুন উপর করে পুষ্প বরিষণে॥
শুক সারণ মারীচ * মহোদর।
রাজা রহাইতে রণ করিল বিস্তর॥১০
অস্ত্র বরিষণ রাজা করে চারি ভিতে।
রাক্ষসের বাণ রাজা ধরে হাথে হাথে॥
কথোক হাতে ধরিঞা কথোক খেদিল নিশাচর।
পবনে খেদাড়ে জেন আকাশের জলধর॥
রাক্ষসের উপর করে বাণ বরিষণ।১৫
ভাঙ্গিল রাক্ষস কটক সহিতে নারে রণ॥
চতুর্দ্দিকে ভঙ্গ পাইল পালায় রাক্ষসে।
রাবণ লঞা অর্জ্জুন রাজা সান্তায় আওয়াসে॥†

---

* শুক সারণ মারীচ রাক্ষস মহোদর।
রাজা সনে যুঝে রাখিতে লঙ্কেশ্বর॥
খ পুথির পাঠ।

† খ চিহ্নিত পুথিতে এই স্থানে নিম্নলিখিত পাঠ অধিক আছে।

"কুড়ি হাথে রাবণের বান্ধিল শিকল।
দশ গলে বান্ধি তার লোহার শিকল॥
তেয়জ বিহঙ্গে তারে রাখে বন্দিশালে।
নির্য্যাস ঢাড়ুকা দিল লোহার শিকলে॥

(৯৭)

রাবণ বন্দি করি থুইল বন্দিআন ঘরে।
কেলি করিতে সাম্বাইল স্ত্রীর অন্তঃপুরে॥
সহস্র কামিনী লঞা করে হাস পরিহাস।
উত্তরকাণ্ড গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবাস॥

অর্জ্জুন রাজা বন্দি করিঞা থুইল রাবণ।
ঘরে ঘরে বার্ত্তা কহে সকল দেবগণ॥৬
রাবণের কথা শুনিঞা হরিষ পুরন্দর।
সকল দেবগণে গেল ব্রহ্মার ঘর॥
জোড়হাথ করিঞা বোলে দেব সুরপতি।
অর্জ্জুন বন্দি করিল তোমার পড়িনাতি*॥
পুলস্ত্য মহামুনি স্বর্গভুবনে বৈসে।১১
নাতির বার্ত্তা পাঞা মুনি মর্ত্ত্যলোক আইসে॥
গাএর জ্যোতিতে দশদিগ আলোক করে।
আসিঞা বসিলা মুনি রাজার দুআরে॥
সভা সহিতে গেলা রাজা মুনির গোচরে।
পাদ্য অর্ঘ্য দিঞা রাজা মুনিকে নমস্কার করে॥১৬
সহস্রেক হাথে বান্ধে পঞ্চশত পুটাঞ্জলি।
মুনিকে স্তবন করে অর্জ্জুন মহাবলী॥
অমরাবতী ছাড়ি কেনে আইলা বসুমতী।
মাহেস্মতী পুরী মোর আজি সে সুকৃতি॥

লোহার শিকল দিয়া বান্ধিল কাঁকালি।
পায়ে দড়ি দিঞা বান্ধে দশমাথার চুলি॥
পুনরপি হাথ সব বান্ধে দড়ি দিঞা।
পাথরের স্তম্ভে তারে বান্ধিল চালিঞা॥
গলে দড়ী দিঞা বান্ধে বুকে পা কণ্ঠায়।
চাহিঞা অর্জ্জুন পানে ঘন ছাড়ে শ্বাস॥"
* পড়িনাতি = পরনাতি = প্রপৌত্র।

(৯৮)

তাহাকে কল্যাণ কর সেই সমুকৃতি।
হরিহয় বংশে আমি আজি সে নৃপতি॥*
হরিহয় বংশ মোর আজি সে নির্ম্মল।
তোমার চরণ দেখি মোর জনম সফল॥
পুত্র সহিত আমি আছি বিদ্যমান।৫
কেনে আগমন গোসাঞি কহ বিদ্যমান†॥
মুনি বলেন রাজা তোমার সফল জীবন।
রূপে কামদেব তুমি অভিনব মদন॥
রাবণ দেখিঞা পালাএ সকল দেবগণ।
রাবণ উপরে চন্দ্র সূর্য্য না করে গমন॥১০
রাবণ দেখিঞা কাঁপে অষ্ট লোকপাল।
সপ্ত সমুদ্র কাঁপে আর সপ্ত পাতাল॥
তিন লোক নিদ্রা না জায় রাবণের ডরে।
রাবণ দেখিলে ঢেউ না করে সাগরে॥
রাবণ দেখিলে নদ নদী স্রোত না বহে।১৫
রাবণ রাজার বিক্রম কোন জনা সহে॥
রাবণ রাজার বিক্রম ত্রিভুবনে জানে।
মানুষ হঞা জিনিলে তুমি হেন রাবণে॥
অজয় প্রতাপ তুমি বিষ্ণুঅবতার।
তোমার বিক্রম রাজা বুঝিব সংসার॥২০
রাবণ রাজা হয় মোর সম্বন্ধে নাতি।
আমার নাতি ছাড়িঞা দেহ আমার পিরীতি॥

* "হৈহয় বংশে" থ পুথির পাঠ।
† কি কার্য্য করিমু আজ্ঞা কর সন্নিধান। থ পুথির পাঠ।

(৯৯)

নাতি মোর বন্দি আছে তোমার বন্দিশালে।
হাথে পদে বন্দি আছে লোহার শিকলে ॥
মান্য গৌরব মোর রাখ একবার।
কোপ রাগ ছাড় নাতিকে দেহ জে একবার ॥
মুনির বচন রাজা করিতে নারে আন।৫
রাবণ আনিতে পাঠাএ পাত্র প্রধান ॥
পাত্র সব দেখি রাবণের ডাণ্ডুকা নিয়লী (?)
হাথে গলে বন্দি আছে লোহার শিকলী ॥
কুড়ি হাথে লাগিল তাহার জোড়ে জোড়।
পাত্র সকলের বচনে রাবণের ঘুচে নিঅড় ॥
স্নান করিঞা গাত্রে লেপিল চন্দন।১১
পুষ্প মালা গলে দিল উত্তম বসন।
জে জে কাড়িঞা নিঞা ছিল রত্ন অভরণ।
সে সব আনিঞা তাকে দিল ততক্ষণ ॥
জথা মুনি বসিঞা আছেন সহস্র অর্জ্জুন।১৫
সকল পাত্র ভেঠাইল নিঞা রাজা দশানন ॥
নানা রত্নে রাবণের বাঢ়াইল সম্মান।
সহস্র হাথে ধরিঞা রাবণ মুনিকে দিল দান ॥
অপমান পাইল রাবণ ভরিল সভায়।
মাথা তুলিঞা রাবণ অর্জ্জুন নাহি চায় ॥২০
দোঁহে নমস্কার হৈলা মুনির চরণে।
* * * প্রীত মৈত্র হৈল দুই জনে ॥
অর্জ্জুন রাবণে হৈল মিত মিতালি।
মুনির বচনে অগ্নি ততক্ষণে জ্বালি ॥
ব্রহ্মলোক গেলা মুনি রাবণ গেল লঙ্কা।
সর্ব্বত্র বিজই অর্জ্জুন রাজা কাকেহো নাহি শঙ্কা ॥২৬

(১০০)

হৈহয় বংশ রাজা হইল নিঃসন্তান*।
বিষ্ণুর আরাধনে যজ্ঞ করিল বিবিধান ॥
প্রত্যক্ষ হঞা বর দিল কমললোচন।
অর্জ্জুন রূপে জন্মিলা দেব নারায়ণ ॥
ছোট ছোট জিনিলে আপনা নাহি নিন্দি।
বড় বড় জিনিলে আপনা হইএ বন্দি ॥৬
অর্জ্জুন রাজার ঘর জখন গেলা সন্তান।†
অর্জ্জুন রাজা করিতে গেলা পাত্র প্রধান ॥
অর্জ্জুন বলে আপন বলে পালিব পরজা।
ছাতা দণ্ড ধরিএ তবেসি হৈএ রাজা ॥১০
উপবাসে কায়ক্লেশে শোধে কলেবর।
দত্তাত্রেয় আরাধিঞা দুর্ল্লভ মাগে বর ॥
দত্তাত্রেয় বরে সহস্র বাহু ধরে।
দেব দানব গন্ধর্ব্ব জিনিতে না পারে ॥
সোণার খাটে নিদ্রা জায় আপনার সুখে।
নাহি জাহাকে দেখে শুনে তাকে আনিঞা দেখে ॥১৬
সহস্রেক স্ত্রী লঞা থাকে নিজ ঘরে।
সহস্রেক কীর্ত্তি রাজার বেড়ায় সংসারে ॥
পথে তেপাতন্তে (?) রাজা করে বলাবল।
তথা গিঞা রাজা করে ফলাফল ॥

---

* হৈহয় বংশে রাজার হইল সন্তান।
গ, পুথির পাঠ।
অর্জ্জুনের পিতার নাম ধরেন সান্তান।
খ, পুথির পাঠ।

† অর্জ্জুন রাজার বাপ স্বর্গ গেলা সে সান্তান।
খ পুথির পাঠ।

(১০১)

পরের ধনে জেবা বাড়ায় হাথ।
তখন ফলাফল করে চন্দ্রবংশের নাথ॥
রাজার প্রতাপে না হয় ডাকা চুরি।
রাজ্যে কোটাল নাহি আপনে প্রহরি॥
বিষ্ণুর যজ্ঞ করে তপে নাহি হেলা।৫
সকল দুঃখ তরিতে বিষ্ণুনাম ভেলা॥
উপবাসে বিষ্ণু আরাধে শরীরে না করে আস্থা।
অর্জ্জুন রাজার শরীর নাশ আনের কিবা কথা॥
তপ করি পুণ্য করি ব্রাহ্মণে দিয়ে সোণারতি।
সে সব পুণ্য পাই স্মরিলে অর্জ্জুন নৃপতি॥
বিষ্ণু অবতার রাজা সহস্র বাহু ধরে।১১
হেন অর্জ্জুন রাজা পরশুরামে মারে॥
স্বর্গলোক গেল রাজা ঘোষেত সংসারে।
কৃত্তিবাস গাইল অর্জ্জুন রাজার অবতারে॥

শ্রীরাম বলেন তোমার সকল গোচর।১৫
ত্রিভুবনে বীর নাহি অর্জ্জুন রাজার সোঁসর॥
বিষ্ণুর বরে রাজা সহস্র বাহু ধরে।
কোন অপরাধে তাকে পরশুরাম মারে॥
চন্দ্র সূর্য্য বংশে নাহি এত গুনে।
হেন অর্জ্জুন ভৃগুরাম মারিল কি কারণে॥
মহাদেবের বরে বীর ত্রিভুবনের সার।২১
নিঃক্ষত্রী করিল (পৃথ্বী) তিন সাত বার॥
বড়ই কৌতুক কথা কহ মুনিবর।
তোমার কথা শুনিতে মোর হরিষ বিস্তর॥

(১০২)

মুনি বলেন রামচন্দ্র শুন সাবধানে।
পরশুরামে অর্জ্জুন মারিল যে কারণে॥
মন দিঞা শুন তুমি দশরথের নন্দন।
অপূর্ব্ব কথা কহি শুন রাক্ষস বানরগণ॥
অমৃত খাই জত সন্তোষ পাই মনে।৫
ততোধিক তৃপ্তি পাই এ কথা শ্রবণে॥
দিগবিজয় করিঞা বেড়ায় অর্জ্জুন নৃপতি।
সকল রাজ্য জিনিয়া রাজরাজচক্রবর্ত্তী।
সিন্ধুনগরী নদীর কূলে নগর রত্নাবতী।
বিদর্ভ নগরে রাজা ভোজ নৃপতি॥*১০
তাহারে জিনিঞা গেলা করিঞা শকতি।
জিনিতে নারিলে রাজ্য ভোজ নরপতি॥
নানা টাট করে ভোজ করে নানা মায়া।
মেঘাগম কোথাহোঁ করে কোথাহোঁ করে ছায়া॥
আগু অন্ধকার করে মেঘ গর্জ্জনে।১৫
তবে টাটক দিল অগ্নি বরিষণে॥
আগে ভঙ্গ দিলেক জত ঘোড়া হাথী।
তবে ভঙ্গ দিলেক জতেক সেনাপতি॥
তবে পাছে ভঙ্গ দিল সহস্রঅর্জ্জুন।
রণে হারিঞা আইল মুনির তপোবন॥২০
নিদাঘ সময় সেই জ্যৈষ্ঠ মাস।
তপোবনে রহিলা রাজা করিঞা উপবাস॥
ঘোড়া হাথী রাজার জতেক পাওদল।
তপোবনে পাইল কটক সরোবরের জল॥২৪

* সিন্ধু নদীর তীরেতে নগর রত্নাবতী।
বিদর্ভ নগরে বৈসে ভোজ নরপতি॥
গ, পুথির পাঠ।

(১০৩)

উপবাসে কটক রহিলা শুতিঞা।
যমদগ্নিমুনি আইল রাজার শব্দ পাইঞা
পাদ্য অর্ঘ্য দিল মুনি ঘরের ব্যবহার।
মুনির চরণে রাজা হৈলা নমস্কার ॥
কুশল বার্ত্তা পুছে মুনি রাজার বিদ্যমানে ৫
রাজা বলেন সকল কুশল তোমার বরদানে॥
দিগবিজই করিঞা আমি বেড়াই
দেশে দেশে।
ভোজ নামে রাজা রত্নপুরীতে বৈসে ॥
জিনিতে নারিল তাকে মায়ার বিশেষে।
তোমার তপোবনে আসিঞা করিল প্রবেশে
তোমার তপোবনে বসি করিব উপদেশ।১১
ভোজ রাজা না জিনিলে কেমতে জাব দেশ॥
মুনি বোলেন্ত আজি তুমি করহ বিশ্রাম।
ভোজ রাজার সনে কালি করিহ সংগ্রাম
বেলা অবশেষ হৈল দিবস অবসান।১৫
আমার ঘরে অতিথ হয় করহ ভোজন ॥
মুনির বচন শুনিঞা হাসিলা নৃপবর।
একা কেমতে ভুঁজিব ছাড়িঞা অনুচর ॥
কটক উপবাসে আছে আমি করিব ভোজন।
একাকী ভোজন করিলে নরকে গমন ॥২০
মুনি বলেন রাজা জতেক কটক তোমার।
কটক সহিতে তুমি অতিথ আমার ॥
মুনির বচন রাজা করিতে নারেন আন।
রাজপাত্র লঞা রাজা করিছেন অনুমান ॥
রহাইল কটক মুনি দিঞা আশোআস।২৫
নিশ্চয় জানিঞা গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবাস ॥

(১০৪)

পাত্র মিত্র যোদ্ধ সব যতেক সেনাপতি
সভেঞি বসিয়া করেন যুগতি ॥
সভার কথা শুনিঞা হাসেন মুনিবর।
রাজা সম্ভাবিঞা মুনি গেলা আপনার ঘর
কপিলার চরণে গিঞা কৈল নমস্কার।৫
রাজা অতিথ করিল তোমারে দিল ভার ॥
শুনিঞা মুনির কথা গাবীতে উঠে হাস
কুড়িআ বেড়িঞা হৈল বিচিত্র আওআস
রাজা বোলেন্ত তোমার পুণ্যস্থান তপোবন।
পালিব তোমার বাক্য স্বরূপ বচন ॥১০
সপ্তসাগর বলিঞা করিল ধেয়ান।
ত্রাসে সপ্তসাগর আইলা মুনির বিদ্যমান
গব্য ঘৃত দধি দুগ্ধ আনিল আপার।
মুনির চরণে আসিঞা করিল নমস্কার ॥
অম্বু লবণ রত্নাকর জলনিধি অমৃত *।১৫
মুনিকে বেড়িঞা সভে রহিলা চারিভিত ॥
মুনি বোলেন্ত সপ্তসাগর আইলা আমার
ঠাঁই।
জাহাকে জে চাহি তা ততক্ষণে পাই ॥
বিজয় করি রাজার ঠাঁই গেলা মুনিবর।
মুনি বলেন শুন তুমি রাজরাজেশ্বর ॥২০
তপোবনের বৃক্ষচ্ছায়া বড় সুশীতল।
জেই জার যোগ্য সেই করুক আপন স্থল
তৈলসাগরে তৈল স্নান জলসাগরে।
নানা ফল খাও জে জতেক পারে ॥

---

* লবণ ইক্ষু ক্ষীর নীর আদি দধি ঘৃত।
—গ, পুঁথির পাঠ।

(১০৫)

মুনির বরে তপোবনে হৈল নানা ফল।
ফল খাঞা লোক সব হৈলা সুশীতল॥
হেন বেলে রাজার ঠাই মুনি গেলা।
স্নান সন্ধ্যা কর হৈল ভোজনের বেলা॥
রাজাকে বেড়িঞা বসিল সৈন্য কোটি কোটি।৫
মুনির ঘরের কথার শুন পরিপাটি॥
অগ্নি আরাধন করিল মহামুনি।
দশ সহস্র কন্যা আইল পরম কামিনী॥
মুনির আগে দাণ্ডাইলা জোড় করিঞা হাথ
মুনি বলেন সকল কটকে আনিঞা দেহ ভাত॥১০
অষ্টসহস্র কন্যায়ে অন্ন দেঅ তুরিত।
আর সহস্র কন্যাকে বলেন্ত আনিঞা দেহ ঘৃত॥
আর সহস্র কন্যাকে বোলেন্ত থাকহ আমার পাশে।
দধি দুগ্ধ আনিঞা দিবে ভোজন অবশেষে॥
ভোজন করিতে বসিলা পাত্র প্রধান।১৫
হাসিঞা হাসিঞা কন্যা দেয় শাল্যন্ন॥
পরমান্ন পিষ্টক দেন্ত সোণার থালে।
অমৃতের ভাণ্ড কন্যা সব ঢালে॥
লবণ সমুদ্রে আনিঞা যোগাএ লবণ।
ঘৃত লবণে জড় করি সভার ভোজন॥২০
পরমান্ন সিদ্ধান্ন লাড়ু পিষ্টক।
চিনি নবাতখণ্ড দেয় মর্ত্তমান কদলক॥
শাক হৈতে দিল ঊনপঞ্চাশ ব্যঞ্জন।
নানা উপহারে কটক করিল ভোজন॥

(১০৬)

পালাইল দারিদ্র্য জ্বালা পাইল পঞ্চনিধি।
কদলক মর্ত্তমান দিল দুগ্ধ দধি॥
মহাসুখে সকল কটক করিল ভোজন পান।
আঁচমন করিঞা সভে গেলা রাজার স্থান॥
সর্ব্বলোক কোলাহলে পরম সানন্দে।৫
সোণা রূপার থাল নেয় কেহো বাটাবাটী বান্ধে॥
নানারত্ন নিঞা মুনি গেলা রাজার স্থান।
রাজাকে কল্যাণ করিল শাস্ত্র বিধান॥
রাজমন্ত্রী সুখী হৈল সকল পাত্রভাগে।
সভা পরিতোষ করিঞা মুনি পরিহার মাগে॥১০
রাজা বলে গোসাঞি আমি বড় ভাগ্যবান।
নানা সুখে ভুঞ্জিল পাইল নানা দান॥
রাজা পুরস্করিঞা মুনি গেলা নিজ স্থান।
স্নান সন্ধ্যা করিঞা মুনি করিল ভোজন পান
রেণুকা সনে মুনি কহেন্ত সব বাণী।১৫
ঘুচিল সব আওয়াস রহিল কুড়িআ খানি॥
নদনদী উপাইল সপ্তসাগর।
তপোবনে রহিল মাত্র মুনির কুড়িআ ঘর॥
কুড়িয়াতে ভিতর আছে কামধেনু গাই।
জেই জখন মাগিএ তাই তখন পাই॥২০
কটক বলে সেবা করিল রাজার অনেক বৎসর।
ইহা ধন বসিঞা খাব এহো জন্মান্তর॥
সোণার থাল সোণার গাড়ু সোণার বাটাবাটী।
উভালিঞা চাহে কটক নাহি এক গোটী॥২৫

(১০৭)

ধনের তাপে কটক গুণিল হাতাস।
উপগারে শত্রু হইল গাইল কৃত্তিবাস॥

পাত্র মিত্র জে জত সব গেলা রাজার স্থান
মন্ত্রিগণ লঞা রাজা করেন অনুমান॥
মাথায় জটা ধরেন মুনি পরিধান বাকল।৫
তপের প্রসাদে সৃজিল মুনি মধুর ফুল ফল॥
একখানি কুড়িআ দোসর নাহি আর।
এতেক কটকের মোর করিলেক পুরস্কার॥
রাজার অনুচর কুড়িআতে দিল উঁগি।
লক্ষ্মী অধিষ্ঠান আছে এক গোটি গাবী।।১০
রাজার আগে বার্ত্তা কহে সকল ভৃত্যগণ।
সর্ব্বাঙ্গে সুন্দর গাবী অতি সুলক্ষণ॥
চন্দ্রের হেন তেজ গলার জ্যোতি।
দুই চক্ষু দেখি যেন প্রভাতের সূর্য্যকান্তি॥
দুই কর্ণ জেন প্রবালের ঝারা।১৫
নানারত্ন দুই শৃঙ্গী মণি মাণিক হীরা॥
চন্দ্রবদনী গাবী চৌরস ললাট।
কালবর্ণে সুরেগ ভ্রুহি দুই পাট॥
উরু নিতম্ব সব দেখিতে সুন্দর।
লেঞ্জের লোমাবলী যেন শ্বেত চামর॥২০
চারি পাএর খুর জেহ্ন সুবর্ণের কান্তি।
দেখিতে সুন্দর গাবী মোহন মুরুতি॥
চারি বাটে গাবীর সদায় ক্ষীর ঝরে।
যাহার ক্ষীরের তেজে ত্রিভুবন তরে॥
এক বাটের ক্ষীরে জীএ সপ্তপাতাল।২৫
আর বাটের ক্ষীরে জীএ অষ্ট লোকপাল॥

(১০৮)

তৃতীয় বাটের ক্ষীরে জীএ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর
চতুর্থ বাটের ক্ষীরে ভরে ক্ষীরোদ সাগর॥
লই গাবী গুটী গোসাঞি যারে দেই বর।
ধনপুত্র পায়ে সে হয় অজয় অমর॥
মন্ত্রীভাগ বলে রাজা কি চাহ অনুমান।৫
সভেই বলিল গাবী মাগিঞা নেহ মুনিস্থান॥
পাত্রভাগ বলে রাজা জবে কটকাঞি।
সভার ভরণ করিবেক কামধেনু গাই॥
অর্জ্জুন রাজা চিন্তে বসিঞা সভামাঝ।
মুনির গাবী মাগিঞা লব এহো বড়লাজ॥১০
পাত্রবলে রাজা শুনহ বচন।
কামধেনু গাবী বটে বড় সুলক্ষণ॥
জে চাহিলে তাই পাই গাবী দেঅ দান।
হেন গাভী নিতে তুমি কেন ভাব অনুমান॥
যদি না দেয় গাবী তবে দেশে নাহি থোব।১৫
প্রীতে না দেয় তবে বলে কাড়িঞা লব॥
সভাকার বচনে রাজা মানিল যুগতি।
গাবী মাগিঞা নিব আমার লইলেক মতি॥
মুনির ঠাই পাঠাইল রাজা পাত্র প্রধান।
রাজার আজ্ঞাতে মুনি আইলা রাজার স্থান॥
মুনির চরণে রাজা হৈলা নমস্কার।২১
একদান মাগি মুনি জদি করঅঙ্গীকার॥
জোড় হাথে বলেন মুনি রাজার সন্নিধান।
না জানি আমাকে তুমি মাগ কোন দান॥
তোমার ঘরে আছে গোসাঞি কামধেনু গাই
সেই গাবী গুটী আমি মাগি তোমার ঠাই॥২৬
প্রীতে দেহ অপ্রীতে দেহ অবশ্য নিব গাই,
মুনির গৌরবে আমি মাগি তোমার ঠাই॥

(১০৯)

রাজার বাক্য শুনিঞা মুনি কহে বিদ্যমান।
রেণুকা সঙ্গে গাবী স্থানে করিঞা অনুমান॥
চিত্তে দুঃখ ভাবেন্ত মুনি শুনিঞা রাজারকথ
বিরস বদনে ঘর গেলাহ ঠকরিঞা মাথা॥
রেণুকা বলেন প্রভু কেহ্নে বিরস বদন।৫
লোহে ভরিল নয়ন কেনে করহ ক্রন্দন॥
মুনি বলেন প্রিয়ে না জান কারণ।
কামধেনু মাগেন্ত রাজা অর্জ্জুন॥
কুড়িআতে সামাইঞা গাবীর চরণ বন্দে।
ধরিঞা গাবীর চরণ মুনির পত্নী কান্দে॥১০
রাজার কটক অতিথ্য করিল তোমার প্রসাদ।
ভালর তরে অতিথ্য করিল হইল প্রমাদ॥
রাজা হঞা দান মাগে মনে বিস্ময় করি।
উহার রাজ্যে বসতি করি কোন বুদ্ধে তরি॥
গাবী বলে মুনি জদি দিলে তুমি দান।১৫
ইচ্ছা সুখে তবে আমি জাব রাজার স্থান॥
মুনি বলেন মা গো নাহি করি দান।
বলে নিতে চাহে রাজা করিঞা অপমান॥
এতেক বলিল মুনি গাবীর চরণে।
কুপিল কামধেনু রক্ত লোচনে॥২০
কামধেনু বলেন বাছা না করিহ ডর।
কাহার শক্তে নিতে পারি আমি কাহার কুর্পর॥
গাবীর কথা শুনিঞা মুনিতে উল্লাস।
উত্তর কাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাস॥

(১১০)

মুখ হৈতে তেজঃপুঞ্জ সৃজে রথখান।
সহস্র ঘোড়া বহে রথ বিচিত্র নির্ম্মাণ॥
নানা অস্ত্র রথের উপর দেখিতে ভয়ঙ্কর।
জাঠি ঝগড়া গদা টাঙ্গী মুষল মুদ্গর॥
গায়ে সাহ্না মাথাতে টোপর হাথে ধনুক বাণ।৫
রথে চাপিঞা মুনিরাজ করিল পয়ান॥
যজ্ঞ আরাধিল মুনি পশুপত দেবা।
সুন্দর শরীর হইল জেন পুনর্নবা (?)॥
দশ সহস্র মত্তহস্তী জত বল ধরে।
তত বল হৈল যমদগ্নি মুনির শরীরে।১০
হাথে গাণ্ডি লইল মুনি যুঝিবার মনে।
সহস্র বাণ পূরিঞা লইল টনে*।
গাবী প্রদক্ষিণ করিঞা মুনি রথে গিঞা চড়ে
যাত্রা মঙ্গল করিঞা মুনি যুঝিবারে লড়ে॥
মুনিরাজ রথে চড়ে জেন সুরপতি।১৫
চন্দ্রমণ্ডল জিনিঞা মাথাতে ধরে ছাতি॥
চতুরঙ্গ বল যোদ্ধ সেনাপতি।
চিত্র গতি নামে রথের সারথি॥
মুনিরাজ যুঝিতে গেলা গাবী চিন্তিত।
গাবীর মুখে হৈতে ক্ষেত্রী বাহিরায় চারিভিত।২০
উদরে হৈতে বাহির হৈল জাতি উজান।
চক্ষে হৈতে বাহির হৈল জাতি চৌহান।
পাএ হৈতে বাহির হৈল জাতি পাঠান।
খুরে হৈতে বাহির হৈল জাতি গোরাসান॥

* 'তুণে'—পাঠান্তর।

(১১১)

ললাট ফুটিঞা গাবীর বাহির হৈল কাল ঘাম।
ললাটিআ বলিঞা ক্ষেত্রীর হৈল নাম॥
কাণে হৈতে বাহির হৈল তাহার নাম কর্ণলাল।
গুহ্য দ্বার হৈতে বাহির হৈল তার নাম গল* !
জিহ্বা হৈতে বাহির হৈল জাতি জিবনা।৫
যোনি দ্বার হৈতে বাহির হৈল তার নাম জোনা॥
নাকে হৈতে বাহির হৈল জাতি নিসাবলী।
কণ্ঠে হৈতে বাহির হৈল জাতি সিবাকুলী॥
লেঞ্জে হৈতে বাহির হৈল জাতি নিগড়।
পাশে হৈতে বাহির হৈল জাতি পাশড়॥১০
মহাবংশে জন্ম হৈল জাহার জন্ম হৈল শৃঙ্গে
বাসুকী বলিঞা তাহার বসত তেলেঙ্গে॥
কুলে শীলে রূপে গুণে বলে রণে অদ্ভুত।
ছয়কুল ছত্তিশ জাতি হৈল রজপুত॥
কুড়িআতে ভিতর আছে গাবী নহেত বাহির।১৫
চৌরাশি লাথ হৈল ক্ষেত্রী রণে মগ্ন বীর॥
বাজনদার সিলইদার আর সানীদার।
চির্ণ্য চণ্ডা গাছল বম্বল ভাটি কয়বার॥
ফলাকার ফরিকার থাণ্ডার চিকিমিকি।
অউনিঞা পাইক যুঝার ধনুকী॥২০

* মল দ্বারে বাহির হৈল জাতি মোগল।
গ 'পুঁথির পাঠ।

(১১২)

রাউতঘড় চলিল চাপিঞা ঘোড়াঘুড়ী।
হাথে অস্ত্রে রণস্থলে জাএ রড়ারড়ি॥
ঘোড়া সব জাইতে বাজে কিঙ্কিণী।
হস্তীর ঘড় জাইতে বাজে ঘণ্টার ঢন্ ঢনী॥
কোটি সহস্র চলিল পর্ব্বতীয়া ঘোড়া।৫
কোটি সহস্র মত্ত হস্তী জেন পর্ব্বতের চূড়া॥
সিংহনাদ ঢাক ঢোল নানা বাদ্য বাজে।
একচাপে কটক জাএ সংগ্রামের মাঝে॥
রথের উপর মুনিরাজ জেন পুরন্দর।
তিমির বিনাশিতে জেন উঠিলা ভাস্কর॥১০
শুনিঞা মুনির কথা শ্রীরামে উঠে হাস।
উত্তরকাণ্ড গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবাস॥

রথের উপর মুনিরাজ আগে ক্ষেত্রীগণ।
দুই কটকে দেখাদেখি দুর্জ্জয় বাজিল রণ॥
মানুষ কটক মারিঞা বুলে ক্ষেত্রী বল।১৫
ভার সহিতে নারে পৃথিবী করে টলবল॥
ক্ষেত্রী সব যুদ্ধ করে মানুষ না ধরে টান।
দুই কটকে বল করিঞা হৈল শরীরখানখান
পালায় মানুষ সব ছাড়িঞা তপোবন।
ক্ষেত্রীর চাপ দেখিঞা কুপিল রাজা অর্জ্জুন॥
আকর্ণ পূরিঞা রাজা এড়ে নানা বাণ।২১
রণ সহে ক্ষেত্রী সব অশঙ্ক পরাণ॥
সহস্র হাথে করে রাজা বাণ বরিষণ।
ভাগিল ক্ষেত্রীগণ সহিতে নারে রণ॥
যমদগ্নি মুনি করে বাণ বরিষণে।
জারে জারে বাজে বাণ তার না রহে জীবনে॥

(১১৩)

দুই কটকে যুঝিঞা মরে রণের বিবাদী।
রক্তে পূর্ণ হঞা বহেন নর্ম্মদা নদী॥
গিদ্ধিনী শৃগালী করে মাংস ভক্ষণ।
দুই হাতে মুণ্ড করিঞা নাচে ভূতগণ॥
মুনি রাজাতে দেখা হৈল দুই জন।৫
দুই জনের বাণ বরিষণ সহে দুই জন॥
নানা বাণ এড়ে মুনি মন্ত্র স্মরণে।
বাণে ফুটিঞা রাজা মোহ গেলা রণে॥
ভূমিতে পড়িঞা রাজা হৈঞা অচেতন
রাজাকে এড়িঞা পালায় সকল সৈন্যগণ॥
ক্ষণেক্ষণে রাজা পাইলেন সম্বিত।১১
সারথি রথ জোগায় ত্বরিত॥
লাফ দিঞা অর্জ্জুন রাজা রথে গিয়া চড়ে।
সহস্র হাথে সহস্র বাণ ধনুকে যোড়ে॥
একবারে এড়ে রাজা পাঁচশত বাণ।১৫
মুনির গায়ের সাঙ্গা টোপর করে খান খান॥
খান খান করিয়া পেলে সাঙ্গা টোপর।
সর্ব্বাঙ্গে ফুটিলা মুনি হৈলা জর্জ্জর॥
সর্ব্বাঙ্গে ফুটিঞা মুনি হারাইল সম্বিত।
মুনি এড়িঞা ক্ষেত্রীবল পালায় চারিভিত॥
পালায় ক্ষেত্রীবল সান্তাইল তপোবনে।২১
সেথা সম্বরিঞা মুনি পাইল চে নে
আপনা সম্বরিঞা মুনি রথের উপর চড়ে।
অর্জ্জুন রাজার উপর মুনি নানা অস্ত্র এড়ে
ব্রহ্ম অস্ত্র এড়ে মহাঋষি।
রাজার কটক পোড়াইঞা করে ভস্মরাশি॥
বরুণ বাণ রাজা করিল অবতার।২৭
নিভাইল অগ্নিরাশি হৈল জলাকার॥

(১১৪)

নিজ মায়া ধরে রাজা সহস্র অর্জ্জুন।
সেই মায়াতে রাজা হৈলা অদর্শন॥
সহস্র বাহুতে বাণ বর্ষে ধনুকে দিঞা চড়া।
বাণে কাটিঞা পেলে রথের অষ্ট ঘোড়া॥
ব্রহ্ম অস্ত্র এড়ে রাজা সহস্র অর্জ্জুন।৫
সর্ব্বাঙ্গে ফুটিঞা মুনি হৈলা অচেতন॥
সহস্র হাথে মুনিকে মারিল গদার বাড়ী।
পড়িলা জমদগ্নি মুনি যায় গড়াগড়ী॥
গড়াগড়ী জান মুনি ঘাএ অচেতন।
মুখে রক্ত উঠে ঘন বহে পবন॥১০
তপোবনে সামাইল ক্ষেত্রী কোটী কোটী।
ঘাএর ডাহে সবেঁই করেন ছটফটী॥
শুনিঞা মুনির কথা সভাখণ্ডে চমৎকার।
কৃত্তিবাসে উত্তরকাণ্ড গাঞা দিল সার॥

বিরথী হৈঞা মুনি লোটায় ভূমিতলে।১৫
হাথে ধনুকে মুনি লোটায় চারিপানে॥
সর্ব্বাঙ্গ পুড়িল মুনির বাণঅগ্নিজ্বালে।
মুনিকে ধরিঞা নাম্বাইল নর্ম্মদার কূলে॥
তীরে মুনির শরীর জলে দুই পা।
প্রভু প্রভু করিঞা ধাইলা রেণুকা॥২০
সতী পতিব্রতা নারী ধাইল আউদড় চুলী।
মুনির চরণ ধরিঞা লোটাইঞা বুলে ধূলি॥
ভৃগুবংশে জন্ম পুত্র তোমার মহাতপোধন।
মাএর মাথা কাটিঞা বাপের করিলেক
আজ্ঞা পালন॥
দুইজন মহাগুরু জানি মাতা পিতা।২৫
বাপের সত্যপালিতে মায়ের কাটিলেক মাথা

(১১৫)

মাকে কাটিঞা বাপের সত্য করিলে পালন
রাজত্ব ছাড়িঞা তপস্যা করিলে তপোধন ॥
তপ করিলে মুনির বাঢ়ে পরমাই।
তপের প্রসাদে পাইলে কামধেনু গাই ॥
জে গাইর প্রসাদে রাজাকে আতিথ্য।৫
সেই গাই নিতে রাজার বড় হইল চিত্ত ॥
এতেক বিলাপ করেন মুনির ব্রাহ্মণী।
হোথা সকল কটকে রাজার বেঢ়িল কুঢ়িআ খানি ॥
আতি ব্যথে ব্রাহ্মণী সামাইল কুঢ়িআ ঘরে
কুঢ়িআতে ভিতর গাবী আছে বসিঞা দুআরে ॥১০
গাবী ধরিঞা আন রাজা ঘন ডাক ছাড়ে।
পাত্রমিত্র সব আমাত্য মুনির কুঢ়িআ বেঢ়ে ॥
পাইক রাউত ধাইল জতেক অনুচর।
নিয়ড় হৈতে নারে কেহ সভাকে লাগে ডর
গাবী আন গাবী আন রাজা বলে বারে বারে।১৫
মুনির ব্রাহ্মণী দ্বারে কেহ আসিতে না পারে
হীরামণি মাণিক জত মুনির কুডিআ খানি।
হেন কুঢ়িআতে হৈতে গাবী বাহির হৈলা আপনি
বাহির হঞা গাবী চারিপানে চাহে।
ধর ধর বলিঞা রাজা অর্জ্জুন ধাএ ॥২০
চতুর্দ্দিগে ধায় কটক পরম হরিসে।
অন্তরীক্ষ হৈলা গাবী উঠিলা আকাশে ॥
সকল কটকে দেখে গাবী উঠিল গগনে।
অর্জ্জুন রাজা রথে চঢ়িঞা ধায় পবন গমনে

(১১৬)

পবন গমন জিনিঞা গাবীর গমন আকাশে
না পাইঞা গাবীর লাগ রাজা নেওটিঞা আইসে ॥
গাবী না পাইঞা রাজার বিরস বদন।
আপন কটক লঞা রাজার দেশকে গমন ॥
অনেক কটক পড়িল অনেক ঘোড়া হাথী।
সৈন্য সামন্ত পড়িল অনেক যোদ্ধপতি ॥
অপমান পাঞা রাজা গেলা আপনার দেশ।
মাহেষ্মতী নগরীতে রাজা করিলা প্রবেশ ॥
সিংহাসনে বসিলা রাজা সহস্র অর্জ্জুন।
স্নান সন্ধ্যা করে রাজা অমৃত ভোজন ॥১০
সহস্র সুন্দরী লঞা রাজা করে উপহাস।
উত্তরকাণ্ড গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবাস ॥

তপোবনে জত পড়িল ক্ষেত্রীগণ।
কেহো প্রাণ ছাড়ে কেহো ঘাএ অচেতন ॥
দুই কটক যুঝিঞা পড়িল কোটী কোটী।
ঘাএ জর্জ্জর করে ছটপটি * ॥১৬
কাখে করিঞা লইল সব অমৃত কলসী।
জেখানে পড়িঞা আছে কটক রাশি রাশি ॥
সভার মুখে অমৃত দিঞা বুলে ঋষির রাণী।
ঘা বেথা পালাইল জুড়াইল পরাণী ॥

---

* ঘাএ জর্জ্জরিত সভে করে ছটপটী ॥
কাখে করা নৈল রেণুকা অমৃতকলসী।
রণ করিয়া ক্ষেত্রীগণ পড়্যাছে রাশি রাশি ॥
সভার মুখে অমৃত দিল মুনির রমণী।
বেদনা হইল দূর জুড়াল্য পরাণী ॥
গ পুঁথির পাঠ।

(১১৭)

সতীর বচন ব্যর্থ নহে তিনলোকে জানে।
নিতে নারে যমে সভে জীলা পরাণে॥
অদ্ভুত তপোবন নানা ফল ফুলে।
ফল খায় ঘা পালায় সভেই হরষিত মনে॥
এতেক বলিয়া রাণী গেলা মুনির পাশ।৫
ঘাএ জর্জ্জর মুনি ঘন ছাড়ে নিশ্বাস॥
পরম ভক্তি করিঞা রাণী স্বামীর চরণবন্দে।
স্বামীর চরণ ধরিঞা আঝরনয়ানে কান্দে॥
প্রেত পিচাস গন্ধর্ব্ব বিদ্যাধর।
মহারৌরব হৈল মুনিএ ভয়ঙ্কর॥১০
রক্তমাংস খাঞা বুলে স্নগনা স্নগনী।
গায়ের মাংস শৃগাল করে টানাটানি॥
ধর্ম্মসত্য পাল প্রভু মহাতপোধন।
আর ভৃগুর সনে তোমার নাহিক দরশন॥
মরিবার তরে করিলে অর্জ্জুন সনে সংগ্রাম।১৫
তাবত থাকুক তোমার প্রাণ যাবত না আইসে ভৃগুরাম॥
পতিব্রতা ধর্ম্ম মোর কভু আন নহে।
আইস্নক ভৃগুরাম তবেসি প্রাণ জাইহে॥
তুমি না শাপিলে অর্জ্জুনকে ধর্ম্ম প্রতিভএ
আমি শাপ দিব তাকে ফলিব নিশ্চএ॥২০
ভৃগুরামের বাণে অর্জ্জুনের কাটিবেক মাথা।
তাহার সহস্র বাহু আমাকে সাজিঞা দিবেক চিতা॥
রেণুকা জন্ম হৈল আমার নাম বেদমাতা।
রেণুকা নাম ধরিল আমার আমি জার দুহিতা॥

(১১৮)

স্বামীর সঙ্গে মরিঞা আমি স্বর্গপুরি জাব।
কত ধনের তরে বাপু তুমি মহাদেব সেব॥
তুমি হেন মহাপুরুষ জন্মিলা আমার উদরে
তোমা হেন পুত্র থাকিতে তোমার বাপকে মারে॥
পুত্র হঞা মা বাপের তুমি দুঃখ নাহি জান।৫
হেন পুত্র তবে থাকে কি কারণ॥
ঠাকুরাল করিলে তুমি না পুষিলে মা বাপ।
তুমি মোর ঘুড়াহ বাপু হৃদয়ের তাপ॥
তপোবনে থাকিব আমি কাহা সনে করিব যুগতি।
মহাভয়ঙ্কর বন আইল কাল রাতি॥১০
তপোবনে কাহা সনে কহিব কাহিনী।
সম্বিত দেহ প্রভু খাহ আহার পানী॥
ফল খাহ প্রভু মোর হয় স্নশীতল।
চেতন করহ সম্বিত দেহ প্রাণ মোর কান্দিঞা বিকল॥
ক্ষেত্রীর ভিতর ভৃগুরাম মুনিতে মহামুনি।
হেন পুত্র ভৃগুরাম তাহার না পাইলে আগুনি॥১৬
কিসের তরে সেব বাপু উমা মহেশ্বর।
বৃদ্ধ বাপ দেখিতে তুমি আইস সত্বর।
এতেক বলিঞা দেবী ছাড়িল নিশ্বাস।
উত্তরকাণ্ড গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবাস॥২০

হা কান্দনে কান্দে রেণুকা বুক নাহি বান্ধে
ভৃগু ভৃগু বলিঞা দেবী উচ্চস্বরে কান্দে॥

(১১৯)

নর্ম্মদার কূলে দেবী করিছেন ক্রন্দন।
হোথা কৈলাস পর্ব্বতে ভৃগু দেখিল স্বপন
নিদ্রাভঙ্গ হৈলে ভৃগুরাম পাইল গেআন
মনে মনে চিন্তে ভৃগু করেন অনুমান॥
আমার বাপকে মারিল সহস্রবাহু অর্জ্জুন।৫
আমাকে নিন্দিঞা মা আমার করিছে ক্রন্দন।
মহাদেবের ঠাঁই ভৃগু করিল গমন।
মহাদেবে মেলানি করিঞা জাব তপোবন॥
রাজদ্বারে ভৃগুরাম উচ্চশ্বরে কান্দি।
ভৃগুর ক্রন্দন শুনিঞা কপাট ফেড়িল নন্দী
আমার দুঃখের কথা শুন নন্দী ভাই।১১
মহাদেবের দেখা আমি কোন মতে পাই॥
এতেক বলিঞা আর দ্বার জাএ শীঘ্রগতি।
সে দ্বারে আছেন দ্বারী হৈঞা গণপতি॥
গণেশে ডাকিঞা বলে ভৃগু আপন উত্তর।
আমার বচন গিঞা কর গোসাঞিগোচর॥
আমার বচনে ভৃগু কর অবধান।১৭
কেমতে জাইব আমি মহাদেবের স্থান॥
বাপ মা আমার নিদ্রা যায় সুবর্ণের খাটে।
এতেক রাত্রি কেমতে জাব তাঁহার নিকটে॥
হাস পরিহাস করিতেছেন দুই জনে।
পুত্র হৈঞা আমি যাইব কেমনে॥২২
রাত্রি প্রভাতে হব অরুণপ্রকাশ।
তবে জাইব ভৃগু, মহাদেবের পাশ॥
এতেক কহিল জবে হরের নন্দন।
শুনিঞা কুপিলা ভৃগুরাম গণেশের বচন॥
সহিতে নারিল ভৃগু বচন নিসাট।২৭
লাথির ঘাএ ঘুচাইল দ্বারের কপাট॥

(১২০)

কপাট ভাঙ্গিঞা ভৃগু করিল গমন।
গণেশে ভৃগুরামে বাজিল মহারণ॥
দুই বীরে রণ করে দুঁহে রাজার কুমার।
চড় চাপড় মুটুকা মুটুকী দারুণ প্রহার॥
কেহো পড়ে কেহো উঠে রণ বাজিলদুইজনে
অদ্ভুত সংগ্রাম হৈল সেই স্থানে॥৬
মহা বীর দুই জন রণের প্রচণ্ড।
দুই বীরের বাণে দুই বীর হৈলা খণ্ড খণ্ড॥
ভৃগুরামের রণের কিবা দিব সিদ্ধান্ত।
রণের তেজে উপাড়িল গণেশের দাঁন্ত॥*১০
ঘাএ অচেতন গণেশ পড়িলা ভূমিতলে।
হাথে দন্ত করিঞা ভৃগু গেলা মহাদেবের আগে॥
আধর দ্বারে সামাই ভৃগু রাজবিছন্দে।
বাপ বাপ বলিঞা ভৃগু উচ্চস্বরে কান্দে॥
* * * * *
রোদন করিঞা ভৃগু আপনাকে নিন্দে॥ ১৬
ভৃগুর ক্রন্দন শুনিঞা জাগিলা ত্রিলোচন।
মহাদেব বলেন ভৃগু কান্দ কি কারণ॥
ভৃগু বলেন শুন গোসাঞি আমার বচন।
নিদ্রাকালে দেখিল কুস্বপন॥

ঘাএর ডাহে গণপতি হৈলা অচেতন।
মুখে রক্ত উঠে ঘন বহেত পবন॥
ঘাএর ডাহে ভূমে পড়ি ছাড়এ নিশ্বাস।
হাথে দন্ত ভৃগু জায় মহাদেবের পাশ॥
অন্ধকারে ভৃগুরাম সাম্ভাল্য ভিতরে।
বাপ বাপ বল্যা ভৃগু কান্দে উচ্চস্বরে॥
গ, পুঁথির পাঠ।

(১২১)

আমার বাপকে মারিলেক সহস্র অর্জ্জুন
* * * * *
সকল তত্ত্ব জানিঞা বলেন্ত শূলপাণি।
নানা অস্ত্র মন্ত্র শিখাইল তখনি॥
মহাদেব দিল পরশুরামকে নানা অস্ত্র-শিক্ষা।৫
তুমি অস্ত্র জুড়িলে কারো নাহিক নিস্তার॥
ভৃগুর কাণে কথা কহেন্ত ত্রিপুরারি।
জিনিলে মরণ তুমি নানা অস্ত্রধারী॥
অজয় ধনুক দিল টাঙ্গি খরসান।
দুই টন পূরিঞা দিল নানা বর্ণের বাণ॥১০
ভৃগুর কাণে মহাদেব কহেন অস্ত্র স্মরণ।
অস্ত্র-গুরু হবে তুমি জিনিবে ত্রিভুবন॥
সকল শাস্ত্র জানিল আদি অন্ত।
হেন বেলে দিল ভৃগু গণপতির দন্ত॥
বড় দারুণ কর্ম্ম করিল গোসাঞি বড়ই প্রমাদ।১৫
আনে খণ্ডিতে নারে গোসাঞি আমার অপরাধ
ভৃগু বোলে শুন গোসাঞি ত্রিদশের নাথ
অপরাধ ক্ষেম মোকে জোড় করোঁ হাথ।
মহাদেব বলেন্ত ঝাঁট পালাহ ভৃগুপতি।
জাবত জাগেন নাহি দেবী পার্ব্বতী॥২০
সেবক বৎসল দেব শূলপাণি।
ক্ষেমিলেন সকল দোষ দিলেন্ত মেলানি।

* আমা স্মঙরিয়া মাতা করিছে ক্রন্দন।
শোকে কাতর হয়্যা রাত্রে আমার গমন॥
শোকেতে কাতর আমি কিছুই না জানি।
কোন কার্য্য করি গোসাঞি শুন শূলপাণি॥
গ, পুঁথির পাঠ।

(১২২)

মেলানি করিঞা ভৃগুরাম জায় ঘর
পুত্র দেখিতে আইলা ভোলা মহেশ্বর
ধূলা ঝাড়িঞা পুত্র করিল কোলে।
পদ্ম হস্ত বুলাইল পুত্রের কুম্ভস্থলে॥
মন্ত্রে পুত্র দঢ় করিল পশুপতি।৫
পুত্রের বার্ত্তা পাইঞা ধাইলা পার্ব্বতী॥
কোনজন করিল এতেক প্রমাদ।
আমার পুত্র মারিঞা জীবার বড় সাধ॥
আমার পুত্র মারিতে কাহার অহঙ্কার।
আজি ত্রিভুবন মুঞি করিবোঁ সংহার॥১০
মহাদেব বলেন্ত শুন দেবের গতি।
ইহার দন্ত উপাড়িলেক ভৃগুপতি॥
তাহার বাপকে মারিলেক সহস্রবাহু অর্জ্জুন
দ্বার এড়িঞা না দেয় দুই ভাইতে রণ॥
শুনিঞা দেবের কথা জতেক আদি অন্ত।
এক মুণ্ড এক শুণ্ড রহিল একদন্ত॥১৬
একদন্ত উপাড়িলেক ভৃগুরাম।
একদন্ত বলিয়া গণেশের হৈল নাম॥
একদন্ত মহাপুরুষ বীর মহাকায়।
আগু গণেশের পূজা তবেসি আনে পায়॥
আগু গণপতির পূজা পাছু দেবের সমাঝ।
একমনে পূজিলে সিদ্ধি হয় তার কাজ॥২২
সিন্দূরে ভূষিত গণেশের ত্রিনয়ন।
অবিঘ্নেশ্বর দিব নাম গজানন॥
কৃত্তিবাস গাইল উত্তর রামায়ণ।*

এখানে 'গ' পুথির পাঠ এইরূপ—
"একভাবে সেবে জেই দেব গজানন।
অবিঘ্নে থাকয়ে বিঘ্ন না হয় কখন॥

(১২৩)

হাথে গণ্ডিবাণ ভৃগুরাম গেলা তপোবন।
দূরে হৈতে শুনে ভৃগু মায়ের ক্রন্দন॥
মায়ের চরণে ভৃগু হৈলা নমস্কার।
বাপ দেখিঞা ভৃগু করে হাহাকার॥
রেণুকা কথা কহেন ভৃগুরাম শুনে।৫
অনেক ক্ষেত্রীগণ পড়িল মহারণে॥
রক্ত মাংস খাঞা বেড়ায় প্রেত বিস্তর।
শৃগাল কুকুর গৃধিনী যক্ষ কিন্নর॥
বাণের ডাহে কেহ করে ছটপটি।
মন্ত্রের তেজে কুঢ়া কৈল সৈন্য কোটি কোটি
মন্ত্রের তেজে দঢ় কৈল ঘোড়ার সারথি।১০
মায়ের চরণ বন্দিঞা রথের উপর চড়ি॥
বাহির হৈল ভৃগুরাম সঙ্গে ক্ষেত্রীগণ।
চলিল কটক ছাড়িঞা তপোবন॥
রেণুকা বলেন শুন বাপু ভৃগুরাম।১৫
ঝাঁট অর্জ্জুন মার করিঞা সংগ্রাম॥
উহার সহস্র বাহুতে চিতা সাজিঞা।
মা বাপের অগ্নি দেহ তুমি সংযোগ করিঞা।
ভৃগু বলেন ভাল আজ্ঞা করিলে জননী।
তোমারআজ্ঞা পালিব অর্জ্জুন মারিঞা আনি।
সতী স্ত্রীর আজ্ঞা কভু নহে আন।২১
অর্জ্জুন মারিতে ভৃগুরাম করিল পয়ান॥
বাণের মুখে ভৃগুরাম করিল লিখন।
আমার স্থান নর্ম্মদার আইস দোঁহে করিব রণ

(১২৪)

আমার বাপকে মারিলে গাবীর ছলে।
আমি আজি দেখিব তোমার কত বলে॥
আজি বিনা সংহরে কভু না রহোঁ অর্জ্জুন।
এতেক বচন লেখে পত্র করিঞা তর্জ্জন॥
জ্ঞানগুরু বলিঞা বাণের ধরে নাম।৫
সংবাদ পত্র পাঠাইল ভৃগুরাম॥
এড়িলেক বাণ ভৃগু জুড়িঞা ধনুকে।
পড়িল আসিঞা বাণ অর্জ্জুন সম্মুখে॥
রাজার সম্মুখে বাণ পড়িল আচম্বিত।
বাণের শব্দে সভাখণ্ড হৈল চমকিত॥১০
দুন্দুর শব্দে পড়িল বাণ জেন বজ্রাঘাত।
বাণের মুখে পত্র পাইল লিখনসঞ্জাত॥
রাজার নিকটে বসিঞা আছেন জত পাত্রগণ॥
না জানি হেন বাণ এড়িল কোন জন॥
পত্র পড়িঞা শুনাইল মুনি সান্তন।১৫
সাবধানে শুন গোসাঞী সহস্র অর্জ্জুন॥
জ্ঞানগুরু বলিঞা বাণের ধরে নাম।
তোমাকে পত্র পাঠাইল ভৃগুরাম॥
রণ হারিঞা তুমি আইলা তপোবনে
আতিথ্য করিঞা আমার বাপ রাখিল যতনে॥২৫
আমার বাপ তোমার করিল পুরস্কার।
তাহার সনে রণ কর নহে ব্যবহার॥
বৃদ্ধ মুনি মারিলে তোমার মুখে নাহি লাজ।
আমার সনে রণ করিতে আইস মহারাজ॥
ব্রহ্ম বধ করিঞা তুমি লুকাইলিস ডরে।২৫
তোমার অপযশ ঘুষিব সংসারে॥

কৃত্তিবাস পণ্ডিতের জন্ম শুভক্ষণ।
জাহার প্রসাদে লোক শুনে রামায়ণ॥"

(১২৫)

এতেক বচন শুনিঞা কুপিল অর্জ্জুন।
কোপে রাঙ্গা মুখ হৈল রাঙ্গা লোচন॥
পুনরপি দিলেক রাজা পত্রে লেখন।
তাহার আমার অবশ্য করিব রণ॥
তাহার আমার রণ নর্ম্মদার কূলে। ৫
সেই বাণ এড়ে অর্জ্জুন মন্ত্রের বলে॥
বাণের মুখের পত্র পড়িঞা ভৃগুরাম।
নর্ম্মদার কূলে আইল করিতে সংগ্রাম॥
রথ সারথি ঘোড়া হাথী সৈন্য অপার।
দিনে সূর্য্য অস্ত গেলা হৈল অন্ধকার॥ ১০
রণধূলি উড়িঞা লাগিল গগনে।
নর্ম্মদার কূলে রাজা রহিল অর্জ্জুনে॥
দুই কটকে দেখা দেখি সংগ্রাম অপার।
নানা অস্ত্র গাছ পাথর করিল অবতার॥
দুই কটকে জুঝিঞা মরে রণের বিবাদী। ১৫
রক্তে পূর্ণ হঞা বহে নর্ম্মদানদী॥
পরশুরাম জানে নানা অস্ত্র শিক্ষা।
অর্জ্জুনের কটক পোড়ে কারো নাহি রক্ষা।
অর্জ্জুন রাজা বাণ এড়ে অগ্নি অবতার।
বরুণ বাণে ভৃগুরাম করিল সংহার॥ ২০
ব্রহ্ম অস্ত্র এড়েন ভৃগুরাম তপস্বী।
অর্জ্জুনের কটক পোড়াঞা করে ভস্মরাশি॥
অশ্ব বাণ এড়ে অর্জ্জুন তারা হেন ছুটে।
পবন বাণ পেলে ভৃগু অশ্ববাণ কাটে॥
অগ্নিবাণ এড়ে ভৃগুরাম মহামুনি। ২৫
চতুর্দ্দিগে ছুটে বাণ জলন্ত আগুনি॥
বরুণ বাণ এড়ে অর্জ্জুন মহাবলে।
ভৃগুরামের অগ্নিবাণ নিভাইঞা জলে॥

(১২৬)

ব্রহ্ম অস্ত্র এড়ে অর্জ্জুন বড়ই প্রতাপ।
জত বাণ এড়ে রাজা সকল হয়ে সাপ॥
গগনে ফেণা ধরে মাথাতে ধরে মণি।
মুখে হৈতে ধিকি ধিকি জলে বিষ আগুনি।
তপোবনে সামাইল জতেক ক্ষেত্রীগণ। ৫
তাহা দেখিঞা হাসে সহস্র অর্জ্জুন॥
ভৃগুরাম বাণ এড়েন নামে পশুপত।
সুবর্ণের গরুড় পক্ষ হৈল জেনক পর্ব্বত॥
উধা করিঞা বুলে বাণ গগনমণ্ডলে।
অর্জ্জুন রাজার বাণ ধরিঞা ধরিঞা গিলে॥
দুই জনে বাণ বর্ষে নাহিক বিশ্রাম। ১১
বিষ্ণুর বাণের তেজে গর্জ্জেন ভৃগুরাম॥
সহস্র হাথে বাণ বর্ষে সহস্র অর্জ্জুন।
পালায়ে ক্ষেত্রীগণ ছাড়িঞা তপোবন॥
কটক রহাইতে ভৃগুরাম আইসে। ১৫
অর্জ্জুন বলে ভৃগু না পালাহ তরাসে॥
কুপিল ভৃগুরাম লেউটিঞা আইসে।
অর্জ্জুনের বচনে ভৃগুরাম রোষে॥
হাথে গাণ্ডি করিঞা ভৃগু সামাইল রণে।
মহা সংগ্রাম বাজিল দুই জনে॥
দুই বীরে বাণ বর্ষে বাণের ঠনঠনি। ২১
দুই বাণে কাটাকাটি বাহির হয় আগুনি॥
জাঠি ঝগড়া এ টাঙ্গী মুদ্গর।
খাণ্ডা কাটি কাকেহ মারি শর॥ ২৪
সূচীমুখ বজ্রঘাত অগ্নিমুখ বাণ।
উল্কাবাণ মেঘগর্জ্জন বাণের ঠান॥
বিদ্যুত ছটা বাণ নিকলে নানা জ্যোতি।
বাণের শব্দ শুনিঞা কম্পিত বসুমতী॥

(১২৭)

দুই জনে বাণ বর্ষে অগ্নির উচ্ছাল।
চন্দ্র সূর্য্য ত্রাসে কম্পে সপ্ত পাতাল॥
বাণের চটচটি ধনুকের টঙ্কার।
শুনিঞা ত্রিভুবনে লাগিল চমৎকার॥
বাণ বর্ষে অর্জ্জুন রাজা সহস্র বাহুধরে।৫
ভৃগুরাম রণ করে মহাদেবের বরে॥
কম্পমান বাসুকি সপ্তসাগরের জল।
ইন্দ্রের সিংহাসন করে টলবল॥
বাণের শব্দ কটকের রোলে।
নাগলোক কম্পমান সব পাতালে॥১০
দুই জনে মহাবীর করে বাণ বরিষণ।
আকাশে থাকিঞা দেখে সকল দেবগণ॥
দুই মহাবীর রণে ধনুকী প্রচণ্ড।
দুই বীরের বাণ বর্ষণে দুই বীর খণ্ড খণ্ড॥
আকর্ণ পুরিঞা বাণ এড়ে ভৃগুপতি।১৫
কাটগেল অর্জ্জুন রাজার রথের ঘোড়ার সারথি॥
নানা বাণ এড়ে ভৃগু ধনুকে দৃঢ় চড়া।
রথের ধ্বজ কাট গেল সহস্রেক ঘোড়া॥
আকর্ণ পূরিঞা ভৃগু এড়ে নানা বাণ।
অর্জ্জুন রাজার সানা টোপর করে খান খান॥২০
বজ্র সমান বাণ মারে অর্জ্জুনের বুকে।
দুর্দ্দুর শব্দে ডাকে বাণ ত্রাস লাগে লোকে॥
বাণবর্ষে ভৃগুরাম নামে পশুপত।
ফুটিল অর্জ্জুন রাজা ধারে বহে রকত॥
দশ অক্ষরে বিষ্ণু সহস্রেক নাম।
হেন বাণ ভৃগুরাম পূরিল সন্ধান॥

(১২৮)

চক্রবাণ কোপে পেলে ভৃগুপতি।
কাটা গেল রাজার চৌরাশী লাখ হাথী॥
সহস্রেক রথ পড়িল পর্ব্বত প্রমাণ।
সর্ব্বাঙ্গে ফুটিল সৈন্য শরীর খান খান॥
বাণবর্ষে ভৃগুরাম শুনিএ চটচটী।৫
বাণে ফুটিঞা পড়িল পাইক কোটি কোটি
চৌরাশী লাখ হাথী পড়িল জেন পর্ব্বতের চূড়া।
তাজি অষ্টকোটি পড়িল পর্ব্বতীআ ঘোড়া॥
আউনিঞা পাইক পড়িল যুঝার ধনুকী।
রাউতখড় পড়িল সোণার চুম্বুকী॥১০
গাহন পৌঙ্গল পড়িল চিল চণ্ডা জাতি।
কোটি কোটি রথ পড়িল কোটি কোটি সারথী॥
তাহা দেখিঞা মায়া ধরে সহস্র অর্জ্জুন।
মেঘে লুকাইঞা রাজা হৈল অদর্শন॥
নানা মায়া ধরে রাজা দেখিতে না দেখি।১৫
ক্ষণে জীব জন্তু হএ ক্ষণে হএ পাখী॥
বজ্র সম দেয় রাজা ধনুকে টঙ্কার।
মায়ামই বাণ রাজা করল অবতার॥*
সহস্র বাণ এড়ে ভৃগু বংশের নাথ।
সহস্রেক বাণে কাটে সহস্রেক হাথ॥২০
অর্দ্ধচন্দ্র বাণ এড়ে ভৃগুরাম কি কহিব কথা
বাণের তেজে অর্জ্জুনের কাটিঞা পাড়ে মাথা॥

---

* মায়ামই বাণ ভৃগু কৈল অবতার,
গ—পুঁথির পাঠ।

(১২৯)

রথ হইতে পড়ে রাজা নর্ম্মদার জলে।
সহস্রেক হাথ রাজার ভাসে চারি পানে ॥
সহস্রবাহু জড় করি টানিয়া ধনুকের ছলে।
সারি সারি করিয়া এড়ে নর্ম্মদার কূলে ॥
সাঁতারিয়া আনে ভৃগু অর্জ্জুনের শরীর
খান।৫
নর্ম্মদার কূলে এড়ে পর্ব্বতপ্রমাণ ॥
অস্ত্র মন্ত্রশিক্ষা পাইল ভৃগুরাম।
সহস্র অর্জ্জুন পড়িল করিয়া সংগ্রাম ॥
সাধু সাধু প্রশংসে সকল দেবগণ।
ভৃগুরামের মুণ্ডে করিল পুষ্প বরিষণ ॥১০
ধন্য ধন্য পরশুরাম বিষ্ণু অবতার।
কৃত্তিবাসে উত্তরকাণ্ড গায়া দিল সার ॥

পড়িলা অর্জ্জুন রাজা পর্ব্বত প্রমাণ।
দুই উরাত কাটিঞা করিল দুইখান ॥
কটিতে কাটিঞা দুইখান করিল খড়ে।১৫
চারিখান শরীর কাটিঞা মেলাইল গড়ে ॥
শিঅর বুঝিঞা এড়ে অর্জ্জুনের মাথা।
সহস্র বাহু প্রসারিঞা মেলাইল চিতা ॥
ব্রহ্মার সদন গেলা সহস্র অর্জ্জুন।২০
পুত্রের কোলে জামদগ্ন্য তেজিল জীবন ॥
নর্ম্মদার জলে মুনিকে স্নান করাইঞা।
চিতার উপর মুনিকে এড়ে শোআইঞা ॥
ব্যর্থ না জায় মাগো তোমার বচন।
স্বামীর অনুগচ্ছ কর স্বর্গ গমন ॥২৫
শুনিঞা পুত্রের বোল রেণুকা ব্রাহ্মণী।
ধন্য ধন্য করিঞা ভৃগুরামকে বাখানি ॥

(১৩০)

চিতার উপর বসিঞা পুত্রে দিল আশীর্ব্বাদ।
প্রতিজ্ঞা সত্য রহিল বাপু তোমার প্রসাদ ॥
মনের সুখে সুখী রেণুকা পুত্রে দিল বর।
সূর্য্য সমান তেজ হৈছে তোমার কলেবর ॥
সতী পতিব্রতা স্ত্রী সত্যে করে ভর।৫
স্বর্গে রাজ্য করে আউট কোটি বৎসর ॥
স্বামী সনে অনুমরণে মরে জেবা স্ত্রী।
দেবের রথে চড়িঞা জায় স্বর্গপুরী ॥
তাহার উপর যমের নাহিক অধিকার।
স্বর্গলোক যাইতে পড়ে জয় জয় কার ॥১০
তোমার দীক্ষা থাকিবেক আমর্ত্ত্য ভুবনে।
সতী স্ত্রীর গতি নাহি স্বামী বিহনে ॥
স্ত্রী হঞা স্বামীর সেবা বৈ আন নাহি জানে।
যশ পুণ্য ধর্ম্ম পাত্র লোক তাকে বাখানে ॥
স্বামী সনে মরে যে স্ত্রী আপন সাহসে।১৫
দুইকুল উদ্ধারে সে চৌদ্দ পুরুষে ॥
আন জঞ্জাল ছাড়িঞা শুন সাবধানে।
কৃত্তিবাস গাইল উত্তর রামায়ণে ॥

স্নান করিল রেণুকা রাণী নর্ম্মদার জলে।
রাম কদলী বৃক্ষ নারী রূপিল দুই কূলে।২০
নদীর কূলে নারী পুতিল দুই সারি কলা ॥
ইন্দ্র আসিঞা যোগাইল পারিজাতমালা ॥
বরুণ আসিঞা যোগাইল চন্দন আগর।
পবন আসিঞা দিল শ্বেত চামর ॥
চন্দ্র আসিঞা যোগাইল গুবাক
নারিকেল।২৫
গঙ্গা আসিঞা যোগাইল নানাতীর্থের জল ॥

(১৩১)

তপোবনে বৈসেন যত ঋষি তপস্বী।
তাঁহারা আনিয়া দিল তিল তুলসী॥
সর্পিস সাগরে যোগাইল ঘৃত।
ক্ষীরোদসাগরে আনিঞা যোগাইল অমৃত॥
কাষ্ঠ আনিয়া দিল সকল ক্ষেত্রীগণ।৫
অগ্নিহোত্র দ্রব্য আনিয়া দিল ব্রাহ্মণ॥
দেবতা সকলের স্ত্রী আইলা দেখিবার তরে
তিনলোক আইল কেহ না থাকে ঘরে॥
কৃত্তিবাস গান গীত দেবতার বরে।
উত্তরকাণ্ডের গীত বুঝান সংসারে॥১০

নারায়ণী ব্রহ্মাণী সে শিবানী ভবানী।
রেবতী রোহিণী আদি আইলা ইন্দ্রাণী॥
শর্ব্বাণী সাবিত্রী পদ্মা আইলা রুক্মিণী।
রতি সতী জাম্বুবতী আইলা পদ্মিনী॥
অরুন্ধতী লীলাবতী আর মধুমতী।১৫
মাহেশ্বরী স্বধা শ্রদ্ধা আকুতি প্রকৃতি॥
আইলা অদিতি দিতি কদ্রুর বনিতা।
লজ্জাবতী পুষ্টি ধৃতি আল্যা বেদমাতা॥
ষষ্ঠী জয়া বিজয়া কমলা ভানুমতী।
তিলোত্তমা শীলাবতী রম্ভা সরস্বতী॥
আইলা গায়ত্রী গঙ্গা যামিনী মালতী।২০
মালাবতী কলাবতী সন্ধ্যা ভগবতী॥
সুমতি কুমতি বিষহরী সত্যবতী।
তারা প্রিয়া চন্দ্রকলা ক্ষমা ইন্দুমতী॥
ভাগীরথী বসুমতী লক্ষ্মী মূর্ত্তিমতী।
উর্ব্বশী মনসা আল্যা আর মায়াবতী॥২৫

(১৩২)

স্বর্গকন্যা মর্ত্ত্যকন্যা হঞা এক মেলি।
সবে সুখে করে মঙ্গল হুলাহুলি॥
সিঁথাতে সিন্দুর দিল মাথে মুড়্যালা।
দুকুলে প্রদীপ দিয়া রূপিলেন কলা॥
কুবের আনিয়া দিল বিলাবার ধন।৫
মন্ত্র পড়ি আনলে করিল আরোহণ॥
শত পল সুবর্ণেতে সূর্য্যে অর্ঘ্য দিয়া।
পতি কোলে কৈল বামা শ্রীহরি বলিয়া॥
চিতাতে শোয়ায় ভৃগু জনক জননী।
ঘৃত বস্ত্র দিয়া মুখে দিলেন আগুনি॥১০
মাতা পিতা দুইজনে ছোআল্য আগুনি।
তবে সহে অগ্নি দিল ভৃগুরাম মুনি॥
স্বামীর সহিত মরি চড়ি দিব্য রথে।
দুই জনে ব্রহ্মলোকে গেলা স্বর্গ পথে॥
অর্জ্জুনের শরীর পুড়িঞা ছারখার।১৫
রথে চড়ি গেলা রাজা স্বর্গের দুয়ার॥
বিষ্ণু বাণে পড়ি রাজা সহস্র অর্জ্জুনে।
মুনির সংহতি গেলা বৈকুণ্ঠ ভুবনে॥
স্বর্গবাসে গেলেন ভৃগুর মাতা পিতা।
নর্ম্মদার জল দিয়া নিভাইলা চিতা॥২০
স্বর্গলোকে দেবগণ করিলা পয়ান।
কন্যাগণ গেলা সভে জার জেই স্থান॥
নর্ম্মদার জলে মুনি পাখালিল ঝিল।
পুরোহিত হঞা আল্য মুনি বাল্যখিল॥
বালির পিণ্ডিকা বান্ধি দিল ক্ষেত্রিবল।২৫
চতুর্দ্দিকে রহে যথা নর্ম্মদার জল॥
উড়ির তণ্ডুল দুগ্ধ আনিলেন হাণ্ডি।
পঞ্চবর্ণে বান্ধিল তখন শতকাণ্ডি॥

(১৩৩)

পরমান্নে আমান্নে দিলেন পিণ্ডদান।
মাতা পিতা উদ্দেশে দিলেন স্থানে স্থান॥
মা বাপের পিণ্ড দিল কৈল বৃষোৎসর্গ।
সকল কর্ম্মের পার হৈলা মুনি ভার্গ॥
মহাযুদ্ধ করিয়া মুনিকে দিল দান।৫
সর্ব্ব মুনি বলে ভৃগু মহাপুণ্যবান্॥
নর্ম্মদার তীরে ভৃগু দিলা পিণ্ডদান।
ক্ষেত্রিগণে বসিবারে দিলা স্থানে স্থান॥
হাতে গণ্ডি বাণে ভৃগু বেড়ায় সংসারে।
যেইখানে শুনে ক্ষেত্রী তথা গিয়া মারে॥১০
ক্ষেত্রী বলি পৃথিবীতে না থুইল আর।
নিক্ষেত্রী করিল ধরা তিন সপ্তবার॥
শ্রীরাম বলেন মুনি করি নিবেদন।
কেমনে বাঁচিল মোর বাপের জীবন॥
মুনি বলে রামচন্দ্র কর অবধান।১৫
বাঁচিল যেরূপে দশরথের পরাণ॥
আচম্বিতে আল্য ভৃগু অযোধ্যা নগর।
ভৃগুরে দেখিয়া রাজা হইল সত্বর॥
ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ভৃগু বলে মারমার।
দশরথ সুবুদ্ধি না করে অহঙ্কার॥২০
সম্ভ্রমে বন্দিল রাজা ভৃগুর চরণ।
সেবকে মারিয়া হব কোন্ প্রয়োজন।
বিনয় বলিয়া রাজা করেন স্তবন।
তোমার সেবক আমি রাখহ জীবন॥
ভৃগু বলে এদেশে না থাক একদণ্ড।২৫
তোমা মারি ব্রাহ্মণে দিব রাজ্যখণ্ড॥
দশরথ বলে প্রভু শুন নারায়ণ।
সেবকে মারিয়া কি সাধিবে প্রয়োজন॥

(১৩৪)

তুমি দেব নারায়ণ অনেকগুণ জানে।
তে কারণে এড়াইল ভৃগুরামের স্থানে॥
দশরথ রাজা ছিলা মহাগুণবান্।
পাইল অনেক রাজ্য ভৃগু ঠাক্রি দান॥
মরণ এড়াল রাজা স্তবের কারণে।৫
অনেককাল বেড়াইল ভৃগুরাম সনে॥
দুখান ধনুক পাল্য শঙ্করের বরে।
একখান থুল্য তার জনকের ঘরে॥
আজগব ধনুক সদাই থাকে হাতে।
যাহা হাতে করিয়া আগুল্যা ছিল পথে॥১০
আর ধনুক আপনি ভাঙ্গিলে বাহুবলে।
চমৎকার থুইলে সকল ঋষিকুলে॥
অযোধ্যা আসিতে পথে আগলিল রাম।
হাতে দিল শরাসন না কৈল সংগ্রাম॥
আজগব ধনুক দিলেন হাতে হাতে।১৫
ভৃগুরাম স্তবন করেন দশরথে॥
ধনুকে মারিলে বাণ দেখি চমৎকার।
লইলে আপন তেজ ভৃগু মাত্র সার॥
সেই বাণে স্বর্গপথ করিলে রোধন।
বিদায় মাগিয়া ভৃগু গেলা তপোবন॥২০
ত্রিভুবন জিনে ভৃগু সংগ্রামে শূর।
হেন ভৃগুরামের তুমি দর্প কৈলে চুর॥
মহাদেবে সম্ভাষিতে গেলা দশানন।
ভৃগুরাম সনে তথা হৈল দরশন॥
ভৃগুরামে রাবণ করিলা নমস্কার।২৫
পরিচয় দিল তারে বিনয় বেভার॥
সংসার জিনিল আমি বিক্রমে দুর্জ্জয়।
পৌলস্ত্যের নাতি বিশ্বশ্রবার তনয়॥

(১৩৫)

কুবের বরুণ যম জিনিল পবন।
লঙ্কার ঠাকুর আমি নাম দশানন ॥
বড় উপকার কৈলে মারিলে অর্জ্জুনে।
ঘুষিব তোর যশঃ সকল ভুবনে ॥
ভৃগুবংশনাথ তুমি মহাবলবান্ ।৫
ত্রিভুবনে বীর নাহি তোমার সমান ॥
অর্জ্জুনেরে জিনিতে আমি গেনু জয়রোলে
আমারে করিয়া বন্দি রাখে বন্দিশালে ॥
হেন জনে মারি প্রভু বড় কৈলে কাজ।
তোমা হৈতে খণ্ডিল আমার সব লাজ ॥১০
নড়িলা রাবণ দেবে করিয়া মেলানি।
মুনির বচন শুনি হাসে রঘুমণি ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিত রাজসভায় পূজিত।
উত্তরকাণ্ড গান ভৃগুরামের চরিত ॥

স্নান সন্ধ্যা করি রাম প্রত্যুষ বেহানে।১৫
সভা খণ্ড লইয়া বসিলা সিংহাসনে ॥
ডান পাশে বসিল যতেক মুনিবর।
বাম ভিতে বৈসে যত রাক্ষস বানর ॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ আর ভরত শত্রুঘন।
পূর্ব্ব কথা কহেন অগস্ত্য তপোধন ॥২০
শাস্ত্রচিন্তা রাজ্যচিন্তা প্রজার পালন।
সুখে রাজ্য করেন রাম কমললোচন ॥
জোড়হাথে মুনিরে করেন নিবেদন।
কহিবে কেমনে বালী জিনিল রাবণ ॥
শুনিতে মুনির কথা রামের আনন্দ।২৫
অগস্ত্য কহেন কথা বিচিত্র প্রবন্ধ ॥

(১৩৬)

ইন্দ্রের তনয় বালী কশ্যপের নাতি।
কিষ্কিন্ধ্যার নৃপতি বানর অধিপতি ॥
বড় বড় রাজা জিনি বুলে লঙ্কেশ্বর।
জিনিতে গেলেন যথা বালী নৃপবর ॥
ত্রিভুবনজয়ী রাজা বরের কারণে।
বানরের বিক্রম রাবণ নাহি জানে ॥
বীর চাহি লঙ্কেশ্বর সংসারে বেড়ায় ।৫
শুনিয়া বালীর কথা কিষ্কিন্ধ্যাতে যায় ॥
সকল কটকে রাজা প্রবেশে কিষ্কিন্ধ্যা।
ঘরে নাহি বালী রাজা করিছেন সন্ধ্যা ॥
দেখিল বালীর দ্বারে অনেক বানর।
তাহাকে জিজ্ঞাসে বার্ত্তা রাজা লঙ্কেশ্বর ॥১০
তারা বলে জিনি বুল বিধাতার বরে।
কিষ্কিন্ধ্যা আইলি কেন মরিবার তরে ॥
বালী সনে তোর যবে হবে দরশন।
অহঙ্কার চূর্ণ হবে সঙ্কট জীবন ॥
বলদর্পে যেইজন যুঝিবারে আসি ।১৫
হেরে দেখ তা সভার হাড় রাশি রাশি ॥
পাইয়া ব্রহ্মার বর হইলি অমর।
পড়িলি বালীর হাতে যাবে যমঘর ॥
দেখিতে সুন্দর বালী সংগ্রামে সাগর।
বালীর বিক্রম কহি শুন নিশাচর ॥২০
প্রভাত যখন হয়ে অরুণ উদয়।
চারি সাগরেতে সন্ধ্যা করে মহাশয় ॥
উপাড়ি আকাশে পেলে পর্ব্বতশিখর।
দুই হাত পাতি লোফে বালী মহাশয় ॥
জম্বুদ্বীপ খান বালী ক্ষণমাত্রে যায় ।২৫
আছুক অন্যের কার্য্য পবন না পায় ॥

(১৩৭)

সন্ধ্যা করিবারে গেলা দক্ষিণ সাগর।
খানিক থাকিলে দেখা পাবি লঙ্কেশ্বর॥
বিলম্ব নাহিক আলি মরিবার তরে।
বালী রাজা দেখ গিআ দক্ষিণ সাগরে॥
ধর্ম্মেতে ধার্ম্মিক বালী জগতের মিত।
যাহার বিক্রম সব সংসারে পূজিত॥
কুপিয়া রাবণ সে তারকে পাড়ে গালি।৫
দক্ষিণ সাগরে যায় যথা আছে বালী॥
সুমেরু পর্ব্বত যেন সাগরের কূলে।
সূর্য্যের মণ্ডল যেন সাগরের জলে॥
দূরে থাকি বালী রাজা নেহালে রাবণে।
গজ দেখি সিংহ যেন মনে নাহি গণে।১০
সর্প দেখি গরুড় যেমন হয়ে জ্ঞান।
রাবণ দেখিয়া বালী করে অর্দ্ধধ্যান॥
নিঃশব্দে বালীর পাছে গেলেন রাবণ।
সিংহের নিকটে যেন গেলেন পবন॥
চিত্তে গুণে দশানন মনে মনে হাসে।১৫
বালী বলে করুক যেমন মনে আইসে॥
নির্জ্জীব করিব আজি রাজা লঙ্কেশ্বর।
লেজে বান্ধি ফিরাইব সাতটা সাগর॥
কাকতলি চাপিআ রাখিব দশানন।
কৌতুক দেখুক যেন সআল ভুবন॥
বালীর নিকটে রাজা যায় ধীরে ধীরে।২০
বিড়ালের পাছু যেন বেড়ায় ইন্দুরে॥
বালী বলে দশানন মায়ার সাগর।
বিড়ালের পারা আসে আমার গোচর॥

(১৩৮)

মনে মনে হাসে বীর বাসব-নন্দন।
পায়ে পায়ে ধীরে ধীরে আসিছে রাবণ॥২৫
পিছে গিয়া দশানন ধরিল কাঁকালি।
প্রাণ শক্তে নাড়িতে নারিল রাজা বালী॥
দুই বাহুবলে তোলে যেই কৈলাসশিখর।
সে জন নাড়িতে নারে বালী কপিবর॥
হাসিয়া রাবণে বালী ধরে কাঁকতলি।৫
কাঁখে চাপি আকাশে উঠিল রাজা বালী॥
দুই পদ জুড়ি হাত করে লড় বড়।
সর্প ধরি গরুড় যেমন দিল রড়॥
বালীর তরঙ্গে রাজা হরিল সম্বিত।
সর্ব্বাঙ্গে রাবণে কৈল লাঙ্গুড়ে জড়িত॥১০
চলিলা পবন বেগে কাঁখে দশানন।
পশ্চিম সাগরে গেলা তিন লক্ষ যোজন॥
রাখিবারে নিশাচর ধায় চারিভিতে।
মেঘ যেন ধাঞা যায় সূর্য্যে আচ্ছাদিতে॥
বালী কোপে ধাইতে পর্ব্বত হয় চির।১৫
রাক্ষস কি ধায়ে রক্ত মাংসের শরীর॥
অবসাদে রাক্ষস ধাইতে নারে লগে।
রাবণ কাঁখে ধায় বালী পবনের বেগে॥
নড়িতে না পারে রাজা চাপা কাঁখতলি।
সাগরে আপন সুখে সন্ধ্যা করে বালী॥২০
গলে লেজ রাবণেরে পেলায় সাগরে।
তরাতরি রাবণ সাঁতরে আথান্তরে॥
উত্তর সাগরে গেলা লেজে দশানন।
পশ্চিম সাগর হইতে সহস্র যোজন॥
লেজে বান্ধা আছেন নৃপতি লঙ্কেশ্বর।২৫
তথাতে তপস্যা কৈল বালী কপিবর॥

(১৩৯)

দশমুখে দেখে রাবণ জ্বলন্ত উলুকা।
লেজের উপরে দেখে যেন ধ্বজ পতকা॥
পূর্ব্ব সিন্ধু গেল চারি সহস্র যোজন।
তথা গিয়া সন্ধ্যা কৈল বাসব নন্দন॥
হরিষে করিলা সন্ধ্যা বালী কপিবর।
কথন ডুবান জলে রাজা লঙ্কেশ্বর॥
লেজ সনে ডুবাইল জলের ভিতর।৫
জল খাঞা দশানন হৈলা ফাঁফর॥
আকট বিকট করে পাইআ তরাসে।
কুড়ি হাথে টানে তমু বন্ধন না খসে॥
পূর্ব্বেতে করিআ সন্ধ্যা বাসব নন্দন।
লেজে লড় বড় করে রাজা দশানন॥১০
চারি সাগরে সন্ধ্যা কৈল বিন্দু নাহি উলে
রাবণে লইয়া বালী নিজ দেশে চলে॥
সমাপ্ত করিয়া সন্ধ্যা চলিলা আকাশে।
লেজে বান্ধা দশানন দেখি লোক হাসে॥
দেবগণ হাসে নাচে রাবণে দেখিয়া।১৫
অহঙ্কার চূর্ণ হৈল বালী ঠাঞি গিয়া॥
উদয়গিরির পূর্ব্ব ক্ষীরোদসাগর।
করিয়া সামান্য সন্ধ্যা বালী আল্য ঘর॥
চারি সিন্ধু গেলা চৌদ্দ সহস্র যোজন।
কিষ্কিন্ধ্যা আইলা কাঁথে দেখি দশানন॥২০
স্ত্রীলোকে দিলেন মঙ্গল হুলাহুলি।
সিংহাসনে বসিলা বানর রাজা বালী॥
মনের হরিষে বালী সিংহাসনে বসি।
রাবণ লেঙ্গুড়ে থাকি করে উসিমুসি॥
বালীকে দেখিয়া পাত্র নোঙাইল মাথা।২৫
সভাকারে কহে বালী রাবণের কথা॥

(১৪০)

শুনিঞা বালীর কথা হাসে পাত্রগণ।
ছাড় কাঁথতলি গোসাঞি দেখি যে রাবণ॥
পাত্রের বচনে বালী তারে কৈল ছাড়া।
হাসি বলে কোথা হৈতে আইলি বাপুড়া॥
বান্ধা থাকি পাণি পিয়া নাহিক চেতন।
অনেকক্ষণ বই মুখে নিকলে বচন॥
রাবণ বলেন শুন বাসব-নন্দন।৫
পৌলস্তের নাতি আমি নাম দশানন॥
সংসারে বেড়াই আমি বিপক্ষের পক্ষে।
তোমা হেন বীর নাহি দেখি নিজ চক্ষে॥
পবন গরুড় আর তুমিত বানর।
সভার বিক্রম দেখি একই সোসর॥১০
চারি সিন্ধু গেলে তুমি পৃথিবীর অন্ত।
তোমার ঠাঁই হৈল মোর পশুর বৃত্তান্ত॥
আমা হেন বীর তুমি নিলে কোলে।
তোমা হেন বীর নাহি পৃথিবীমণ্ডলে॥
পবনের বেগে যাই আমি কাথতলে।১৫
সন্ধ্যা জপ কর তুমি মন কুতূহলে॥
বলে টুটা হৈলা আমি আছাড়িয়া মারি।
বলের অধিক হৈলে মৈত্র তারে করি॥
আজি হৈতে তুমি মোর ভাই সহোদর।
মোর যত ধন তোর ভোগের ভিতর॥২০
বন্ধনে তোমার ঠাঁঞি পাল্য অবসাদ।
বালী বলে তোরে দিল অভয় প্রসাদ॥
দুই জনে মিতা কৈল অগ্নি করি সাক্ষী।
সর্ব্ব ভোগ ভুঞ্জিব সকল লোকে দেখি॥
আর না মারিব তোরে শুনহ রাবণ।২৫
আপন ইচ্ছায় দেশে করহ গমন॥

(১৪১)

নানা অলঙ্কার দিয়া করিল বিদায়।
বালীকে মেলানি করি নিজ সৈন্যে যায়
হেন দুই বীরেরে তুমি মারিলে বাণে।
বিষ্ণু অবতার তুমি কীর্ত্তিবাস ভণে।

শুনিয়া মুনির কথা রামচন্দ্র হাসে।
হাসিতে ২ রাম মুনিকে জিজ্ঞাসে॥
জোড় হাতে বলে রাম কমললোচন।৫
বালীকে হারিয়া কোথা গেল দশানন॥
শুনি মুনি বলিলেক রাবণ বুলে রথে।
মুনিকে দেখিয়া সম্ভাষিল ব্যোমপথে॥
ত্রিভুবন জিনিঞা বেড়ায় দশানন।
নারদ সহিতে পথে হৈল দরশন।১০
চড়িয়া পুষ্পকরথে রাজা দশানন।
মেঘে থাকি নারদেরে কৈল সম্ভাষণ॥
মুনি বলে বর পাঞা হইলি অমর।
তিনলোক জিনি বুলি কারে নাহি ডর॥
ব্রহ্মার নিকটে বর পাল্যে বড় তপে।১৫
দেবতা দানব কাঁপে তোমার প্রতাপে॥
রোগে শোকে অনুক্ষণ মনুষ্য পীড়িত।
কেহ হাসে কেহ কান্দে দেখি বিপরীত॥
অলংঘ্য মরণ বটে দেখিয়া না দেখি।
বন্ধু শোকে কান্দিয়া সংসার হৈল
দুঃখী॥২০
পড়িল যমের মুখে সকল সংসার।
যমে ছাড়ি নরে মার এনহে বিচার॥
তোমার সংগ্রামে যম হবে পরাজয়।
যমে মারি সর্ব্বলোকে করহ নির্ভয়॥

(১৪২)

দৈত্য দানব মরে বিষ্ণু নহে সুখী।২৫
লোকেরে রাখিতে সর্প খায়ে গরুড় পাখী।
দুষ্টেরে দলিয়া তুমি বুল ত্রিভুবনে।
দেখিয়া তোমার পরাক্রম নানাস্থানে॥
বিধাতার বরে তুমি জিনিলে মরণে।
কি করিতে পারে তোর যত দেবগণে॥
যম জিনি দূর কর লোকের তরাস।৫
ইহা ছাড়ি লোকে মার করি উপহাস॥
যমেরে জিনিতে তুমি কর আগুসার।
আর কার সঙ্গে যুদ্ধ নহে ব্যবহার॥
হাসিয়া মুনির পদ বন্দিল রাবণ।
অষ্টলোকপালে জিনি সুখে দেখ
তপোধন।১০
সর্ব্ব আগু ক্ষিতি জিনি জিনিব পাতাল।
তবে সে জিনিব ইন্দ্র অষ্টলোকপাল॥
ছোট জিনি বড় জিনিব রণে পরিপাটী।
বড় জিনিয়া ছোট জিনিলে পৌরুষে
ঘাটি॥
এখন যম থাকিতে অন্য নাহি গণি।১৫
জগতে ঘুচাহ তুমি মরণ কাহিনী॥
কুড়ী পাটী দন্ত শোভা দশমুখে হাসে।
চতুর্দ্দিগে কেয়া যেন ফুটে ভাদ্র মাসে॥
রাজা বলে ধরা জিনি কৌতুকের তরে।
লড়িনু তোমার বোলে যমে জিনিবারে॥২০
মুনিকে প্রণাম করি চলিলা দক্ষিণে।
দেখিয়া নারদ মুনি মনে মনে গণে॥
রাবণ চলিল যুদ্ধ হবে যম সনে।
যম রাজা ঠাঞি বেটা তেজিব জীবনে॥

(১৪৩)

রাবণের মৃত্যু আমি করিল উপায় ।২৫
মরিবার তরে বেটা যমপুরে যায় ॥
হেন জন নাহি যে যমের নহে বশ ।
হেন যম জিনিবারে করিল সাহস ॥
ধাতা কর্ত্তা যম বটে জগত ঈশ্বর ।
ত্রিভুবনে জত কথা যমের গোচর ॥
দুই বীরেরে জিনিবে বুঝিতে না পারি ।৫
রণ দেখিবারে যাব যমের নগরী ॥
সুখে থাকি বিসম্বাদ উপজান সুখে ।
উপজিলে মহারণ মন সাধে দেখে ॥
যমরে জিনিতে যায় লোকের তরাস ।
উত্তরকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাস ॥১০
সুখে থাকি বিসম্বাদ ভেজায়ে নারদ ।
যে জনে ভেজায় তার সঞ্চারে বিপদ ॥
শনি দৃষ্টি হৈলে যেন লোক পড়ে দুখে ।
রাবণে বলিয়া গেলা যমের সম্মুখে ॥
যমেরে জিনিতে সাজে রাজা লঙ্কেশ্বর ।১৫
আগুআন যমের ঠাঞি গেলা মুনিবর ॥
অগ্নি সাক্ষী করে যম সংসার বিচার ।
নারদে দেখিআ যম কৈল নমস্কার ॥
আচম্বিতে মুনিবর কৈল আগমন ।
আইলে আমার ঠাঞি কোন প্রয়োজন ॥২
মুনি বলে নিচিন্তে আছহ কি কারণ ।
তোমা সনে যুদ্ধ হেতু আসিছে রাবণ ॥
হাতে দণ্ডে মার আজি রাজা লঙ্কেশ্বর ।
আইনু দেখিতে তোমা দোঁহার সমর ॥
নারদের বোলে যম হইলা চিন্তিত ।২৫
বুঝিতে রাবণ কেন আইসে আচম্বিত ॥

(১৪৪)

উচ্চেতে উঠিয়া যম দেখে অতি দূর ।
রাক্ষস কটক দেখে বিশেষ প্রচুর ॥
পুষ্পক রথে চড়ি আসে রাজা দশানন ।
রাক্ষস কটকে বেড়ে যমের ভুবন ॥
যমের ভবন খান দেখিতে সুন্দর ।
সারি২ দেখে তথা নানা চিত্রঘর ॥
নানাবর্ণে সৈন্য দেখে যমের নগরে ৫
নানাবর্ণে পরিচ্ছদ দিব্যমূর্ত্তি ধরে ॥
পুরীখানে চারিদ্বার অতি মনোহর ।
লেখা পড়া করে তথা কায়েত বিস্তর ॥
চিত্রগুপ্ত আসি তথা বৈসয়ে অপার ।
ভাল মন্দ ফলাফল করিছে বিচার ॥১০
ক্ষিতিতলে জন্মে যেবা পাপ নাহি করে ।
মধুর বচনে যম সম্ভাষে তাহারে ॥
আদর গৌরবে দেন বসিতে আসন ।
কুটুম্ব সমান তারে করে সম্ভাষণ ॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম বুঝি তার বাড়ায় সম্মান ।১৫
উত্তর নগর দেব বসিবার স্থান ॥
তপধর্ম্মে যেই জন পাপ না পরশে ।
পশ্চিম দুয়ারে যম তাহারে সম্ভাষে ॥
পুণ্যফল পুণ্যবল করয়ে বিচার ।
তা সভার মত হএ পশ্চিম দুআর ॥২০
ধর্ম্মেতে ধর্ম্ম যার একই শোসর ।
অমৃত মধুর তাকে করন্তি উত্তর ॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম বুঝি তার না করে অপেক্ষা ।
পূর্ব্বদ্বারে থাকি যম তারে দেন দেখা ॥
যতি সতি সমান সন্ন্যাসী যেই জন ।২৫
উত্তর দুয়ারে তারে করে সম্ভাষণ ॥

(১৪৫)

আর জন্মে পাপ করে পুণ্য নাহি জানে।
দক্ষিণ দুয়ারে তাকে করে সম্ভাষণে।
ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি সেই দ্বারে দরশন।
দশন বিকট যম পিঙ্গল লোচন॥
লোহার মুদ্গর হাতে চর্ম্ম পরিধান।৫
অঙ্গে লোমাবলী যেন খাণ্ডের সমান।
বাম পদে গোদ যম পর্ব্বত আকার।
বিশ্বম্ভর মূর্ত্তি যম অতি ভয়ঙ্কার॥
বিষম বিকট মূর্ত্তি বড় ভয়ঙ্করী।
দেখিলে সকল লোক কাঁপে থরহরি॥১০
এমন আশ্চর্য্য তথা দেখে দশানন।
আপন ভক্ষণ মত করয়ে ভক্ষণ॥
গোদান করিল জেবা তুলসী ব্রাহ্মণ।
ঘৃত দুগ্ধ ভক্ষ্য তার দেখে দশানন॥
ভোজ্যে অন্ন দিলা জে তৃষাতে দিল পানি।১৫
তাহার ভোজন পান দেখিল আপনি॥
বস্ত্রদান করে জেবা নানাবস্ত্রধারী।
গৃহদান কৈল যে পাইল রম্যপুরী॥
মণি মুক্তা প্রবাল কাঞ্চন দিল দান।
অলঙ্কারে ভূষা সেই অধিক সম্মান॥২০
নানাদান দিল জে সংসার অধিকারী।
নৃত্য গীত বসিআ দেখন্তি সারি সারি॥
দানপুণ্য সংসারেতে জাহার শবদ।
তারা সব বসিআছে নানা পরিচ্ছদ॥
মধ্য তেপান্তরে জেবা দিল পণ্যশালা।২৫
খাইছে শীতল জল বসি তরুতলা॥

(১৪৬)

খাট পাট দান জেবা দিলা দোড়া দোলা।
খাটেতে শয়ন করায় গন্ধর্ব্বের কলা॥
ইটাতে বান্ধিল জেবা অশ্বথের তলা।
ছায়াতে বসিয়া সেই করে নানা খেলা॥
অশ্ব গজ ভূমি কন্যা জেবা দিল দান।৫
সারি দিআ বসিআছে জত পুণ্যবান্॥
পড়িল সম্মুখ যুদ্ধে আপন সাহসে।
বিদ্যাধরী চামর ঢুলাএ তার পাশে॥
জে জন জাঙ্গাল দিল মণ্ডপ দেউল।
বিলক্ষণ পুরে সে বঞ্চাছে নিরাকুল।১০
জে জন করিল ব্রতরাজ একাদশী।
সে জন কৌতুকে হইল স্বর্গলোকবাসী॥
অষ্টমী উপাস করি জে পূজিল চণ্ডী।
তারা সব বসিআছে সুবর্ণ চৌখণ্ডী।
মেষ মকর স্নান করে প্রত্যুষ বিহানে।১৫
তারা সব বসিআছে রত্ন সিংহাসনে॥
স্বামী সনে জে নারী হইয়া মরে সতী।
করিছে অমৃতপান পতির সংহতি॥
যতি সতী সন্ন্যাসী তপস্বী ব্রহ্মচারী।
তা সভার সেবা করে স্বর্গবিদ্যাধরী॥২০
নানা দান দিল জেবা হরষিত মনে।
নানা সুখ ভুঞ্জে সেই যমের সদনে॥
সোনা দানে জেইজন তুষিল ব্রাহ্মণে।
বসিল সোনার খাটে দেখল রাবণে॥
মৃত্তিকাতে গড়ি জেবা পূজে পশুপতি।২৫
নানাভোগ ভুঞ্জে সেই অনেক বিভূতি॥
অতিথি দেখিআ জেবা করায় ভোজন।
শীতল গাছের তলে করএ শয়ন॥

(১৪৭)

নানা তীর্থ ভ্রমি জে শরীরে দেই দুখ।
পরকালে যমপুরে ভুঞ্জে নানা সুখ ।
বৈশাখ মকর তুলা করে নিরামিষে ।
সেই পুণ্যে তারা সব রম্যস্থানে বৈসে ॥
শরীর সাধিল জেবা করি নানা-যোগ ।৫
স্বর্গপুরে বসিআ করয়ে নানা ভোগ ॥
গঙ্গাস্নান করি জেবা গায়ে লেপে মাটী।
তারা সব বসিআছে নানা পরিপাটী ॥
জত রাজা রাবণ জিনিল নানাদেশে।
দেখিল সে সব রাজা যমের সকাশে ।।১০
দেখিল যমের পুরে সকল ভুবন।
দক্ষিণে রৌরব দেখে রাজা দশানন ॥
রথে চড়ি রাবণ দক্ষিণ দিগে জায়।
রচিয়া উত্তর কাণ্ড কৃত্তিবাসে গায় ॥

(১৪৮)

মারএ ঝাটার বাড়ী কোন পাপীর মুখে।
বজ্রশিলা পাথর চাপায় কার বুকে ॥
কার বুকে শেল শূল মারে টাঙ্গি জাঠি ।
কার বা কাটএ হাত কার মাথা কাটি ॥
তাম্রের সিচিকা কার মুখে ঢুকাই ।৫
করাতের ধারে কার কাটী পাড়ে বাই ॥
সম্মুখে বসিআ আছে বক্রনখা পাখী।
তারে বলি পাপীর উপাড়ি খায় আঁখি ॥
হেটে অগ্নি উপরেতে রবির কিরণ।
তাতে নিঞা কোন দূতে পেলে পাপী জন ॥১০
তপ্ত তৈল কুণ্ডে উঠে অগ্নির উথাল।
ধরিআ পেলায় পাপী গায়ে নাহি ছাল ॥
নরককুণ্ডে কোন পাপী ডুবাইয়া মারে।
বিষ্ঠাতে ফাফর হৈঞা উডু ডুবু করে ॥
পর দ্রব্য লৈয়া জেবা করি ডাকা চুরি ।১৫
মহাঘোর অন্ধকারে তারে নিঞা মারি ॥
নরবধ করে জে ধনের পাঞা আশ।
বাঘে তার গায়ের ছিণ্ডিআ খায় মাস ॥
সর্ব্বমাস খায় তার অস্থি মাত্র সার।
নির্ম্মহ নরকে তার নাহিক নিস্তার ॥২০
মনুষ্যেরে খায় জেবা হইআ ডাকিনী।
তাহার শরীর ভাজে তপ্ত তৈল আনি ॥
জে জন ভাঙ্গিলেক পরের জাঙ্গাল।
চিত করি পাড়ি তার বুকে মারে শাল ॥
ইষ্ট বন্ধু না মানে না মানে বাপ মায় ।২৫
ঘোর নরকে যম তাহাকে পাঠায় ॥

জে ভিতে লোকের রোল সুনিল বিস্তার।১৫
সেই ভিতে রথে চড়ি গেলা লঙ্কেশ্বর ॥
বৈতরিণী নদী বহে অগ্নির উথাল।
ধীরি ধীরি লোকে পেলে গায় নাহি ছাল॥
তাহার সুতপ্ত পানি অগ্নি হেন পুড়ি ।
চুলে ধরি কারে তাহে পেলায়ে ছেঁছড়ি ॥২০
বজ্রদন্ত পোকা খায়ে কামড়ায় ডাঁস।
তপ্ত করি সাঁড়াসী গায়ের টানে মাস ॥
নাড়ী ঝাড়ি খায়ে পোকা গায়ের মাসছিণ্ডে
লোহার মুদ্গর কেহ মারে কার মুণ্ডে ॥

(১৪৯)

পরস্ত্রীকে জে জন করয়ে আলিঙ্গন।
সেইরূপ লৌহস্ত্রী করিল গঠন ॥
অগ্নিতে পেলায়ে তাহে অগ্নি হেন জ্বলে।
সেই তপ্ত নারী নিঞা দেই তার কোলে ॥
অগ্নির জ্বালাতে তার সর্ব্ব অঙ্গ পোড়ে।৫
পরম যাতনা পাঞা করে ধড় ফড়ে ॥
পরের স্ত্রীকে জেই জন দেখে কাম চিত্তে।
দুই চক্ষু তাহার উপাড়ে যমদূতে ॥
রাজা হঞা জে জন প্রজার করে দণ্ডে।
হাতে গলে বান্ধি তারে পেলে নরক-কুণ্ডে ॥১০
সেআন হইআ জেবা উদারেরে ভাণ্ডে।
শিলে মুখ ঘসিআ মুদ্গর মারে মুণ্ডে ॥
দেবতা করয়ে চুরি চুরি করে পুথি।
দশনে চিবাআ তারে মারে মত্ত হাথি ॥
পরস্ত্রীকে দেখিয়া জেজন ধরে বলে।১৫
তপ্ত তাম্রখোল যম দেন তার কোলে ॥
পরদার করি জেবা বেড়ায় কৌতুকে।
খাণ্ডাতে কাটিআ তারে পেলে কুম্ভীপাকে
বিবস্ত্র করিয়া স্ত্রীকে জেইজন দেখি।
কাক পক্ষী তাহার উপাড়ি খায়ে আঁথি ॥২০
পর নারী দেখিআ জে জন ধরে স্তন।
কাটয়ে তাহার হাত যমদূতগণ ॥
পুত্রের বনিতা হরে আপন দুহিতা।
খান ২ করি তার কাটি পাড়ে মাথা ॥
বট অশ্বথ নিম বৃক্ষের প্রধান।২৫
ইহা জেই কাটে তার নাহিক কল্যাণ ॥

(১৫০)

এই বৃক্ষ উপাড়য়ে জেই জেই নর।
কোটীকল্প থাকে সেই নরক ভিতর ॥
ধর্ম্মকথা ছাড়ি জে অধর্ম্ম কথা শুনে।
লোহার সাবল তাতাইয়া দেই কাণে ॥
গুরুপত্নী হরে জেবা হরয়ে ব্রাহ্মণী।৫
করাতে চিরিয়া তারে করে খানি খানি ॥
আইবড় স্ত্রীকে জে জন করে বল।
হাতে পায়ে বান্ধি তাকে পেলায় অনল ॥
তাম্র হরে জে জন হরয়ে সোনা রূপা।
সবে মেলি মারে তারে নাহি করে কৃপা ॥১০
পর ধন হরে জে পরের হরে ধান।
গলে দড়ি দিআ তারে সভে দেই টান ॥
পাত্রে কন্যা দিআ জে কন্যার লয়ে কড়ি।
তাহার মাথাতে দেন মাংসের চুপড়ী ॥
নাক মুখ বাহিআ মাংসের জল পড়ে।১৫
মাংস নিবে মাংস নিবে ঘন ডাক ছাড়ে ॥
ধিকাধিক বলে জেই গুরুকে বচন।
তার পায়ে বড় গোদ দেখয়ে রাবণ ॥
সভাতে বসিআ জেবা দেই মিথ্যা সাখী।
জিহ্বা কাটি খায় তার বজ্রনখা পাখী ॥২০
গুরু গর্ব্বিত ছাড়িয়া অধর্ম্মে করে পূজা।
তার সাক্ষী দেন আপনি যম রাজা ॥
বিশ্বঘাতী করিয়া জে জন স্থাপ্য হরি।
গলে দড়ি দিআ দূত তার তরে মারি ॥
ক্ষুধার্ত্তিকে যে জন না দিল অন্ন পানি।২৫
গলে দড়ি দিআ তারে পাড়ে টানাটানি ॥

(১৫১)

গোবধ ব্রাহ্মণবধ করে জেই জন।
নরককুণ্ডে পেলে তাকে দেখয়ে রাবণ ॥
পরস্ত্রী লইয়া ঘর করে জেই জন।
ষষ্টিবর্ষ সহস্রাণি নরকে গমন ॥
তাহাতে অপত্য জাহার হয় পরিবার।৫
কোটী কল্প নরকেতে নাহিক উদ্ধার ॥
বধূ ঝিয়ে সপ্তমায়ে হরয়ে ভগিনী।
তাহার প্রহারের কথা বিষম কাহিনী ॥
ডাবুস্ মুসল লোহা আনে গোটা ২।
সেই সব ডাবুসে সকল ঠাঞি কাটা ॥১০
হাতে গলে বান্ধিআ ছেদিআ চর্ম্ম দাড়ি।
মাথাতে তুলিআ মারে মুদ্গরের বাড়ি ॥
মস্তক ফুটিয়া তার রক্ত পড়ে ধারে।
খান খান করি মাংস ছিণ্ডয়ে কুকুরে ॥
মাথা ভাঙ্গি খানি খানি করয়ে তার নাশ।১৫
খুলিয়া খুলিয়া পোকা খায় তার মাস ॥
দেখিয়া রাবণ এত পাপীর যাতনা।
তাহা হৈতে অষ্টগুণ পাইল বেদনা ॥
নর হঞা মরে জেবা লইল পরাণ।
করাতে চিরিআ তারে করে খান খান ॥২০
পরিত্রাহি ডাক ছাড়ে বুক ফাটি শোষে।
পানি যদি চাহে দূত তাহে অতি রোষে।
পরে দান দিতে জেবা করিয়াছে হাতা।
তার বুকে বিষম লোহার দিল জাঁতা ॥
সভাতে বসিয়া জেবা করয়ে নাবড়ি।২৫
গলে দড়ি দিআ দূত তাহাকে ছেছুড়ি ॥

(১৫২)

ব্রাহ্মণে অধিক বলে মারে জ্যেষ্ঠ ভাই।
মুসলে দলয়ে বুক ডাকে পরিত্রাই ॥
বিদ্যা পাঞা নাহি করে গুরুর সেবন।
কর্ম্ম করি দক্ষিণা না দেই জেই জন ॥
আপনা বাখানে যে পরের নিন্দা করে।৫
ইহাকে অধিক পাপ নাহিক সংসারে ॥
জীয়ন্তেতে কীট পোকা করয়ে ভক্ষণ।
তাহার প্রহার দেখে রাজা দশানন ॥
মহাভয়ঙ্কর নাদ ছাড়ে চিক্‌রাই।
তরাসে অনেক লোক সম্বিত না পাই।১০
যমের কিঙ্কর দেখি উড়য়ে পরাণ।
করাতে চিরিআ পাপী করে খান খান ॥
আর্ত্তনাদ করি পাপী কান্দে ভোক শোষে
পানি খাত্যে চাহিলে অধিক মারে রোষে
প্রাণ দান দেহ দূত দেহ অন্ন পানি।১৫
ক্ষুধাতে তৃষ্ণাতে মরি না রহে পরাণী ॥
নাঙ্গট উন্মত্ত পাপী নাহি বান্ধে চুলি।
গোছা গোছা কুটা নিঞা করয়ে বিকলি ॥
ধূলাতে ধূসর সর্ব্ব গায়ে পড়ে মলি।
তপ্ত তেলে পৈলে তারে ধরি তার চুলি ॥২০
অন্ধকারে নাহি দেখি বাক্য মাত্র শুনি।
কোথা কাচ ঢাল কোথা সোনা রূপা পানি ॥
আর্ত্তনাদ করে পাপী নাহিক এড়ান।
দেখিয়া রাবণ বলে করি পরিত্রাণ ॥
হাতে বাড়ি করি দূত ডাকে মার মার।২৫
দূতে মারি করে রাজা পাপীর উদ্ধার ॥
বন্দী মুক্ত কৈল রাজা আছিল বিস্তর।
সভাকারে বলেন পলাঞা যাহ ঘর ॥

(১৫৩)

বার বার বলে সভে যাত্যো চাহে ঘর।
আকুল হইআ বুলে পুরীর ভিতর॥
হামাগুড়ি পালাইতে বাট নাহি দেখে।
নয়ান থাকিতে কেহ চক্ষে নাহি দেখে॥
রাজা বলে বন্দী কেন পালাইতে নারি।৫
মারীচ বলে ধর্ম্মে বন্দীকে খণ্ডাইতে পারি॥
রাক্ষসের হাতে অস্ত্র অতি খরসান।
যমদূতে মারি সব লয়েত পরাণ॥
যমদূত বলে ভাই মোরে কেন গঞ্জি।
আপনার পাপ পুণ্য আপনারা ভুঞ্জি॥১০
দুত বলে কর্ম্মসূত্রে সভে হয় বন্দী।
বাড়িলে ব্রহ্মার বরে নাই জান সন্ধি॥
দূত বলে এখন করিবে যত পাপ।
মরিলে এথাই আসি ভুঞ্জিবে সন্তাপ॥
পরলোকে তোমা সনে এথা হব দেখা।১৫
তখন তোমার হবে এমন পরীক্ষা॥
যমদূত জত বলে রাবণ না শুনে।
সভাকারে মারে কোপে আপনার মনে॥
রুষিল যমের দূত নানা অস্ত্র হাতে।
জাঠি শেল শূল মারে রাবণের মাথে॥২০
কুপিল যমের দূত রণের প্রচণ্ডে।
নানা অস্ত্র পেলি মারে রাক্ষসের মুণ্ডে॥
মুদ্গর মুসল মারে গাছ জে পাথর।
রথের মণ্ডল ভাঙ্গে আওআস চাতর॥
বিধাতার বরে রথ অক্ষয় অব্যয়।২৫
জত ভাঙ্গে তত হয়ে নাহি পরাজয়॥
রাবণের সেনা সব বলে বিচক্ষণ।
সর্ব্বাঙ্গে ফুটিল তমু নাহি ছাড়ে রণ॥

(১৫৪)

যমের কিঙ্কর সব জুঝে ভয়ঙ্কর।
জোড়ে জোড়ে জাঠা মারে রাবণ উপর॥
ফুটিল রাবণ রাজা অঙ্গে রক্তে তিস্তে।
অশোক কিংশুক যেন ফুটিল বসন্তে॥
সেই ঘা সম্বরি জুঝে রাজা দশানন।৫
দূতের উপরে করে অস্ত্র বরিষন॥
যমের কিঙ্কর সব বড়ই চতুর।
রাবণের অস্ত্র জত সব করে চুর॥
রাবণে মারিআ বাণ নানা তার ছিড়ে।
ফুটিল রাবণ রাজা অঙ্গে রক্ত পড়ে॥১০
পুষ্পক রথ হইতে পড়িল অঙ্গ ডাহে।
সম্বিত পাইআ পুন চারি পানে চাহে॥
থাক থাক বলি তর্জ্জে রাজা দশানন।
পশুপতি দিব্য অস্ত্র জুড়িল তখন॥
আকর্ণ পুরিতে হৈল ধূমে অন্ধকার
যমের কিঙ্করগণে কৈল ছারখার॥
পড়ে যমদূত সব সেই অস্ত্র তেজে।
রাক্ষস কটক মাঝে জয়বাদ্য বাজে॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব সুসার।
উত্তরকাণ্ড গান যমদূতের সংহার॥২০

রাক্ষসের হাতে যম দূতের মরণ।
রথে চড়ি জান যম রবির নন্দন॥
সাজিআ আনিল রথ বিচিত্র নির্ম্মাণ।
রথে চড়ি যম কৈল জুঝিতে পয়ান॥
যাত্রা কৈল মহা মহা মূর্ত্তি আগুয়ান।২৫
হাতে জাঠা শেল টাঙ্গি অতি খরসান॥

(১৫৫)

জে মূর্ত্তিতে যম করে সকল সংহার।
হেন মূর্ত্তি নিঞা যম কৈল আগুসার॥
কালদণ্ড অস্ত্র যমে হৈল মূর্ত্তিমান।
আসিয়া যমের পাশে হৈলা অধিষ্ঠান॥
যম রাজা কালদণ্ড মৃত্যু তিন জন।৫
তিন জনা মূর্ত্তি দেখি কাঁপে ত্রিভুবন॥
রাঙ্গা বর্ণে ঘোড়া সেই রথ খান বহে।
রাবণের আগে গিআ দ্রুতগতি রহে॥
যম রাজা কালদণ্ড মৃত্যু নিল কান্ধে।
পালায়ে রাক্ষস সেনা কেশ নাই বান্ধে॥১০
বড় বড় পাত্র সব রাবণ গোসর।
তিন জনার তেজ দেখি হইল ফাঁফর॥
সে তিন জনের তেজ কার প্রাণে সহি।
সভে বলে পালায় কাহার বাট চাহি॥
পাত্র মিত্র পলাইল এড়ি দশানম।১৫
একেশ্বর রণ সহিলেক রাবণ॥
জুঝিবার কাজ থাকুক রাবণের তেজে।
হেন বীর নাঞি জে সম্মুখ হৈআ জুঝে॥
নির্ভয় রাবণ রাজা করে নাঞি ডর।
যমেরে মারিয়া বাণ করিল জর্জর॥২০
দশদিক্ ছাইল রাবণ বাণ বরিসনে।
রাবণের অস্ত্র যম কিছু নাহি গণে॥
শেল শূল ঝকড়া বরিসে বৈবস্বত।
ফুটিআ রাবণ রাজা হৈল নিরকত॥
ব্রহ্মা আদি দেবতা গন্ধর্ব্ব মুনিজন।২৫
দেখিআ দোঁহার যুদ্ধ বিস্মিত বদন॥
কোপিল রাবণ রাজা অতি ভয়ঙ্কর।
যমের উপর মারে চোখ চোখ্ শর॥

(১৫৬)

বাণে অন্ধকার কৈল রাজা দশানন॥
যমের সারথি বিন্ধি পড়িল তখন॥
চারি বাণ এড়ে রাজা মৃত্যুর উপর।
যমেরে সহস্র বাণ এড়ে লঙ্কেশ্বর॥
নিকলে যমের মুখে কোপে আগুনি।৫
দশ দিগ আলো করে অপূর্ব্ব কাহিনী॥
দেখিআ যমের কোপ মৃত্যু হরষিত।
দুজনার সিংহনাদে ভুবনকম্পিত॥
মৃত্যু বলে বৈবস্বত শুন এক মনে।
তোমার অস্ত্রের মধ্যে আমি সে
প্রধানে॥১০
দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু ভয়ঙ্কর।
বলি বিরোচন ত্রিভুবনের ঈশ্বর॥
মধু কৈটভ আদি জাহারে বাখান।
আমার কর্ষণে কার নাহি পরিত্রাণ॥
মধু কৈটভ জন্মিল ব্রহ্মার কর্ণমূলে।১৫
তাহাকে হানিতে জায় আপনার বলে॥
তাহারে বলেন বিষ্ণু সুনহ উত্তর।
আমার হইতে বল দুই সহোদর॥
দোঁহার সংহার কৈল কমললোচন।
সেই দুই জন ধরি বধিল জীবন॥২০
আমা দরসনে কার নাহিক পরাণ।
দরসন মাত্রে মরে কহিল নিদান॥
ছোবা মাত্রে সংহারিয়ে এ তিন ভুবন।
এখনি করিব নষ্ট দুরন্ত রাবণ॥
মারিব রাক্ষস বেটা কোন কার্য্যে
গণি।২৫
হেলাতে রাবণ মারি দেহ আজ্ঞা বাণী॥

(১৫৭)

যম বলে দেখ আগে সংগ্রামের রস।
দণ্ড হস্তে মারি পাড়োঁ রাবণ রাক্ষস ॥
দণ্ড পরে সুন্দর মুদ্গর খরসান।
জার দরসনে কার নাহি পরিত্রাণ ॥
চারি দিকে কালসর্প অদ্ভুত আকার।৫
হেন দণ্ড নিল যম লোকে চমৎকার ॥
সেই দণ্ড যম রাজা তুলি নিল হাতে।
দণ্ড হৈতে সর্প বারি হয়ে যূথে যূথে ॥
অজগর কাল সর্প শংখিনী চিত্রিণী।
বিষমুখে নিকলে মাথাত্তে জ্বলে মণি ॥১০
সাপের বিকট দন্ত দেখি ভয় করি।
দন্ত দরসনে লোক কাঁপে থরহরি ॥
জাঠা ঝগড়া যেন গায়ের লোমাবলি।
জাহার তরাসে খসে পায়ের অঙ্গুলি ॥
ছুইবার কার্য্য থাকু দরসনে মরি।১৫
দণ্ড দেখি ত্রিভুবন কাঁপে থর হরি ॥
দণ্ডমুখে অগ্নি জ্বলে লোকের তরাস।
সভে বলে রাবণের হইল বিনাশ ॥
দেখিআ যমের দণ্ড কুপিল রাবণ।
ময় দানবের শেল নিল ততক্ষণ ॥২০
সেই শেল দেখি সব দেব চমকিত।
হেন শেল তুলিয়া লইলে আচম্বিত ॥
দেবগণ নিঞা ব্রহ্মা সংগ্রাম দেখে।
যমের হাতে দণ্ড দেখি নামিল সম্মুখে ॥
কি কারণে কালদণ্ড করিলে স্মরণ।২৫
দেবগণ ঠাঞি নাঞি রাবণের মরণ ॥
দণ্ডকে সৃজিল আমি মৃত্যুর মিশালে।
দণ্ড অস্ত্র ব্যর্থ নহে সকল মণ্ডলে ॥

(১৫৮)

দরসনে মৃত্যু হয় পরসে কি কথা।
হেন দণ্ড এড় তুমি দেখি লাগে ব্যথা ॥
দণ্ড মিথ্যা নাহি হব মারিব রাবণ।
আমার বচন শুনি তুমি ত্যজ রণ ॥
ত্রিভুবনে মোর বোল কেবা করে আন।৫
সংসারে তাহার নাঞি কোন খানে স্থান ॥
মরিব রাবণ যদি দণ্ড বাজে মুণ্ডে।
ত্রিভুবনে মোর বাক্য কেহ নাহি খণ্ডে ॥
দণ্ড রাখ রাবণ আমায় পাইল বর।
পরাজয় মানি তুমি জাহ নিজ ঘর ॥১০
যম বলে তুয়া বরে মোর ঠাকুরাল।
লঙ্ঘিলে তোমার আজ্ঞা কিসে লোকপাল ॥
তুমি বর দিলে জারে করে ভূতে মারি।
সমুখে রাবণ জুঝে কোন মতে তরি ॥
তোমার চরণে প্রভু আমি করি গড়।১৫
সংগ্রামে ছাড়িআ আমি হের দিল রড় ॥
রথে চড়ি যমরাজ হৈলা অদর্শন।
যমেরে জিনিল বলি ডাকে দশানন ॥
প্রবেশি যমের ঘরে করি লণ্ডভণ্ড।
উদ্দেশ করিআ চাহে বাণ কালদণ্ড ॥২০
পাইল অনেক কন্যা রূপে বিদ্যাধরী।
রথে ভরি পাঠাইআ দিল লঙ্কাপুরী ॥
অগস্ত্য কহেন কথা রামচন্দ্র শুনে।
কৃত্তিবাস রচিল উত্তর রামায়ণে ॥

রাম বলে মুনি আমি জিজ্ঞাসি কারণ।২৫
শুনিলাম বিপরীত যমের তাড়ন ॥

(১৫৯)

পাপের প্রহার শুনি মোরে চমৎকার।
এসব পাপীর কিছু নাই প্রতিকার॥
মুনি বলে রামচন্দ্র কর অবধান।
তুমি অবতার কৈলে পাপী পরিত্রাণ॥
জে জন শুনিবে তব যুদ্ধ রামায়ণ।৫
সেই জন নাহি জাব যমের করণ॥
চারি বেদে সহস্র নামে জত হয় ফল।
তব নাম নিতে মুক্ত পাপিষ্ট সকল॥
সংসার নিস্তার হেতু তব অবতার।
লইলে তোমার নাম নরের উদ্ধার।১০
অগস্ত্যের কথা শুনি রামচন্দ্র হাসে।
হাসিআ হাসিআ রাম মুনিকে জিজ্ঞাসে॥
যম সনে যুদ্ধ কৈল রাজা দশানন।
তবে কোথা গেল তাহা কহ তপোধন॥
অগস্ত্য বলেন রাম কথায়ে দেহ মন।১৫
পাতাল জিনিতে গেলা রাক্ষত রাবণ॥
ত্রিভুবন জিনিঞা লঙ্কার অধিকারী।
সর্ব্ব সেনা লইআ রাজা গেল অধোপুরী॥
পুষ্পকরথে চড়ি জিনিল নানাদেশ।
কটক সহিতে কৈল পাতাল প্রবেশ॥২০
নানালোক দেখে নানা পরিচ্ছদধারী।
নাগলোক জিনিল করিআ মারামারি॥
শতশির সহস্রমস্তক কেহ ধরে।
জার দৃষ্টে পড়িলে তখনি লোক মরে।
শিরে মণি ধরে মুখে বিষ অগ্নি জ্বলে।২৫
হেন সব নাগরাজা জিনিল পাতালে॥
ত্রিভুবন দুর্ল্লভ দেখিলা নানা পুরী।
উনকোটী নাগের অনন্ত অধিকারী॥

(১৬০)

সকল নাগের রাজা অনন্ত বাসুকি।
মহাদেবে ছাড়িআ কোথায় নাহি থাকি॥
কেহ দেশে নাই রাবণ গেল শূন্য পুরে।
নাগগণে জিনিতে সন্তায় লঙ্কেশ্বরে॥
কুপিল অনন্ত রাজা জুঝিতে সজাড়।৫
উন কোটি নাগ আসি দিল পাটো আড়॥
আছিল জতেক নাগ করিল সউরণ॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য ছাড়িআ আইল নাগগণ।
যত নাগ নিবসয়ে অবনীমণ্ডলে।
অনন্তের আজ্ঞা পাঞা আইল পাতালে॥১০
পর্ব্বতে যতেক বৈসে সমুদ্রের কূলে।
সুলঙ্গ বাহিআ সভে গেলা রসাতলে॥
দশ সহস্র নাগেতে আইল মেঘবাল।
দশ সহস্র নাগ সঙ্গে আল্য উদয় কাল॥
দ্বাদশ সহস্রে নাগ আইলা বাঙ্কল।১৫
দশ সহস্র নাগে আল্য নাম মহিসল॥
দ্বাদশ সহস্রে আল্য নাগ খইছড়া।
দশ সহস্র সাপ সঙ্গে আল্য ইড়াই বোড়া॥
দশ সহস্র সাপ সঙ্গে আল্য মধুমতী।
অষ্ট সহস্র নাগে আইল বজ্রচিতি॥২০
আইল আদিত্য নাগ সূর্য্যের প্রতাপ।
নিঃশ্বনিআ মেঘাবলি আল্য রাজসাপ॥
মোমজিহ্বা সাপ আল্য হরিতাল জুতি॥
হিঙ্গলিয়া নাগ আল্য ভরিয়া জগতি॥
পারনিয়া মুরলিয়া কালিয়া কোঙর ২৫
কুচিলিয়া মধুলিয়া আর অজগর॥
আলাঙ্কিয়া লাঙ্গলিয়া কাল্যা কাঞ্জিনরা।
থরিস ধুলিয়া চিতি মুখরা গুখুরা॥

(১৬১)

বেতাল বেতাল আল্য কাঞ্চনি পাটাড়।
চন্দ্রভাগা নাউডগা কুহিয়া আছাড় ॥
কালিয়া সেআড় চান্দা ধল্যা বিগতিয়া।
আছুটী কাছুটী কালকেয়া কেউটিয়া ॥
রাঙ্গাবর্ণে নাগ আল্য অশোক
কিংশুক।৫
মণিনাগ পাণ্ডুনাগ নাগের তিলক ॥
আইল বাসুকি নাগ সাপ চূড়ামণি।
শত সহস্র নাগ আল্য কালিনী নাগিনী ॥
বড় বড় নাগ আল্য রসাতলপুরী।
তক্ষক আইল সর্ব্ব নাগ-অধিকারী ॥১০
ঊনকোটি নাগ আসি করে পাটোআড়ে।
নাগগণ দেখি রাক্ষসের প্রাণ উড়ে ॥
সারি দিয়া দাণ্ডাইলা যত সব নাগে।
মাথা নোঙাঞিআ রহে অনন্তের আগে ॥
রায়নাগ জাম্বুনাগ আল্য দুই ভাই।১৫
জারে খেদাড়িআ খায় তার প্রাণ নাই ॥
তেঁতলিয়া নাগ আল্য গাঠে গাঠে বঙ্কা।
পার্ব্বতিয়া নাগ দেখি মনে লাগে শঙ্কা ॥
নাগরাজা বলেন সভায় বিদ্যমান।
ছার নিশাচর বেটা করে অপমান ॥২০
প্রণাম করিয়া নাগ বলে তার আগে।
মারিব রাক্ষস-সেনা কোন কার্য্যে লাগে ॥
পুষ্পরথে চড়িয়াছে রাজা দশানন।
রাবণে দেখিয়া কোপে জ্বলে নাগগণ ॥
কুয়্যা বোড়া উলা বোড়া মণ্ডলিয়া
বোড়া।২৫
রাবণেরে ধরি গিলে লক্ষ জাতি বোড়া ॥

(১৬২)

আড়ই ভুজঙ্গরাজ মণিবজ্র চিতি।
রাবণের চৌরাশি সহস্র গিলে হাথি ॥
পর্ব্বত সমান নাগ স্বর্গে লাগে মাথা।
উভ ফনে চন্দ্রের মণ্ডলে ধরে ছাতা ॥
বিষধর নামে নাগ গাল নাহি নাড়ে।৫
ধরিয়া রাক্ষসগণ গিলে আড়ে আড়ে ॥
পর্ব্বতীয়া নাগ উঠে উভ করি ফনা।
বারি হয়ে তার মুখে আগুনের কণা ॥
বাহির হইছে অগ্নি ঝলকে ঝলকে।
পুড়্যা মরে নিশাচর দশানন দেখে ॥১০
বিষের জ্বালায় সর্ব্ব সেনাগণ পোড়ে।
সকল কটকে রাজা পুষ্পরথে চড়ে ॥
মহোদর প্রহস্ত মারীচ মহাপাশ।
রথে চড়ি উঠে রাজা উপর আকাশ ॥
বাজন্দার ঘোড় রথে চড়িতে না পায়।১৫
বেড়িয়া তক্ষকগণ সভাকারে খায় ॥
বড় বড় হাথিকে নাগ ভরিলেন পেটে।
মরিল নাগের বিষে করি ছট ফটে ॥
চারি পা আছাড়ে হাথি আর শুণ্ড দন্ত।
বাহির হইল হাথি ফুটি নাগ অন্ত ॥২০
ঘোড়া পেটে সান্তাইয়া চারি পা আছাড়ে।
পেটের ভিতরে পদাঘাতে অন্ত্র ছিঁড়ে ॥
হাথি ঘোড়া লাথি মারে নাগে ছিঁড়ে অন্ত।
মহাবল নাগ পড়ে নিকটিআ দন্ত ॥
রথে চড়ি বাণ মারে রাজা দশানন।২৫
বাণ খাঞা ব্যাকুল হৈল নাগগণ ॥
ভঙ্গ দিল ভুজঙ্গ সহিতে রণ নারি।
পলাইয়া প্রবেশ করিলা অধোপুরী ॥

(১৬৩)

সাম্ভায় রাবণ রাজা গড়ের ভিতর।
রাবণে দেখিয়া সাপ ধাইল সত্বর॥
রুষিল নাগের রাজা নানা অস্ত্র ধরি।
রথ নিঞা পালায় লঙ্কার অধিকারী॥
তরাসে রাবণ হৈলা গড়ের বাহির।৫
সর্পবল দেখিয়া রাক্ষস নহে স্থির॥
অনন্ত নাগের রাজা সর্পচূড়ামণি।
তাহাকে ডাকিয়া বলে পাত্র মহাগুণী॥
জয় লবে দশানন পৌলস্ত্যের নাতি।
মোর বোলে উহা সনে করহ পীরিতি॥১০
জনপ মুনির এত শুনিঞা কাহিনী।
হৃদয়ে মানিঞা সর্পরাজ বলে বাণী॥
ভাল কথা আপনে বলিলে নাগেশ্বর।
ত্রিভুবন কৈল জয় রাজা লঙ্কেশ্বর॥
রাবণেরে ডাকিআ বসে সর্প অধিকারী।১৫
নাগকন্যা বিভা কর পরম সুন্দরী॥
আছয়ে সুন্দরী কন্যা কুলে পতিব্রতা।
দুই কন্যা বিভা কৈল নাগের দুহিতা॥
অনন্ত বাসুকি নাগ বড়ই সেয়ান।
রাখিল পাতাল দুই কন্যা দিআ দান॥২০
কন্যাদান কৈল নাগ মনের কৌতুকে।
তন্ত্র মন্ত্র বিষদান দিলেন যৌতুকে॥
নাগে উগারিআ দিল বিষ রাশি রাশি।
লঙ্কাকে পাঠায় রাজা ভরিআ কলসী॥
রথে বিষ নিল আর সহস্র সুন্দরী।২৫
শুক সারণে দিআ পাঠাইলেন পুরি॥
সেই বিষ ইন্দ্রজিৎ কৈল বরিষণ।
কটক সহিতে জাথে হৈলা অচেতন॥

(১৬৪)

হনু বিভীষণ গেল গরুড়ের স্থান।
অমিয়া বরসি ইন্দ্র দিল প্রাণ দান॥
চলিলা পৌলস্ত্য মুনি বৈকুণ্ঠ ভুবন।
পাতাল জিনিঞা চলে রাজা দশানন॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিত জানেন নানা রাগ।৫
উত্তরকাণ্ড গাইল রাবণ জিনে নাগ॥

জিনিল সর্পের পুরী নামে ভোগবতী।
রথে চড়ি চলিলা রাক্ষস অধিপতি॥
নিবাতকবচ দৈত্য অধোপরে বৈসে।
নিশা চক্রবর্ত্তী রাজা কারে নাহি হিংসে॥১০
মহাতেজবান্ দৈত্য কারে নাহি ডর।
পাইআ ব্রহ্মার বর অজয় অমর॥
লঙ্কেশ্বর বলেন নিবাত গেল কহি।
লঙ্কার রাবণ জে সংগ্রাম তারে চাহি॥
জে জন না করে রণ হইআ কাতর।১৫
তারে নাহি মারি আমি স্বরূপ উত্তর॥
দশ লক্ষ সৈন্য রাজার বীরে মহাবীর।
সৈন্য সনে হৈল রাজা গড়ের বাহির॥
নানা রাজবাদ্য বাজে বিবিধ বাজনা।
রাক্ষস দৈত্যের সেনা বাজে মহারণা॥২০
শেল জাঠি ঝকড়া মুসল গদাবাড়ী।
পড়িল রাক্ষস-সেনা জায় গড়াগড়ি॥
প্রহস্ত মারীচ মহাপাশ মহোদর।
দৈত্যগণে বাণে বিন্ধি করিল জর্জ্জর॥
দৈত্যের কটক সব সংগ্রামে প্রচণ্ড।২৫
রাবণের সেনা বিন্ধি করে খণ্ড খণ্ড॥

(১৬৫)

দুইদলে যুদ্ধ করে রণের বিবাদী।
রণস্থল মধ্যে বহে ঘোর রক্ত নদী ॥
নিবাত দৈত্যের হাতে নানা প্রহরণ।
অস্ত্র বরিসন করি ছাইল রাবণ ॥
দৈত্য বাণ মারে মুখ না নাড়ে রাবণ।৫
চতুর্দ্দিকে বাণ মারে সব দৈত্যগণ ॥
রাবণ ব্যাকুল হৈল অস্ত্র সম্বরিতে।
সংগ্রাম সহিআ পুন জুঝে ভাল মতে ॥
মুদ্গর মুসল এড়ে বজ্র খরসান।
জাঠি শেল শূল টাঙ্গি দেবের নির্ম্মাণ ॥১০
রাক্ষস দৈত্যের রণ লোকে লাগে ভয়।
কেহ কারে সংগ্রামে করিতে নারে জয় ॥
বৎসরেক যুদ্ধে কেহ না পারে কাহারে।
দেবগণ নিঞা ব্রহ্মা আল্য তথাকারে ॥
নিবাতকে বলে শুন আমার উত্তর।১৫
তোর প্রাণে জিনিতে নারিব লঙ্কেশ্বর ॥
মোর বাক্য শুনহে রাক্ষস অধিপতি।
নিবাতে জিনিতে নাহি তোমার শকতি ॥
মোর বরে তোরা দোঁহে বিক্রমে দুর্জ্জয়।
প্রীত করি সর্ব্বকাল থাকহ নির্ভয় ॥২০
কোন জনে লঙ্ঘিবেক ব্রহ্মার বচন।
অগ্নি সাক্ষী করি মৈত্র করে দুইজন ॥
প্রীত কৈল দুজনে ব্রহ্মার বিদ্যমানে।
সম্বায় করিআ ব্রহ্মা গেলা নিজ স্থানে ॥
বৎসরেক দশানন আছিলা গৌরবে।২৫
নানা ভোগে লঙ্কেশ্বরে তুষিলা দানবে ॥
লঙ্কার অধিক ভোগ ভুঞ্জেন সাদরে।
বৎসরেক বই রাজা জান নিজ পুরে ॥

(১৬৬)

কৃত্তিবাস পণ্ডিত রাজসভায় পূজিত।
গাইল উত্তরকাণ্ড রামের চরিত্র ॥

অগস্ত্যের কথা শুনি রামে উচ্চহাস।
কহ কহ বলি রাম করেন প্রকাশ ॥
অগস্ত্য বলেন রাম কথায়ে দেহ মন।৫
বরুণ জিনিতে জান রাজা দশানন ॥
বারুণিকে চলিলা বরুণ জিনিবারে।
সেই সব কথা রাম শুনেন সাদরে ॥
নাগরাজে জিনি রাজা ঠাঞি ঠাঞি বুলে।
বরুণের পুর রাজা গেলেন পাতালে ॥১০
সুরভি দেখিল তথা লক্ষ্মীর সমান।
সদাই আপনি ক্ষীর খসে খরসান ॥
জার দুগ্ধে ভরিআছে ক্ষীরোদ-সাগর।
জাহাতে সুতিআ আছে প্রভু গদাধর ॥
যে ক্ষীরোদে জন্মিআছে দেব নিশাপতি।১৫
জেই খানে উপজিলা লক্ষ্মী সরস্বতী ॥
জে ক্ষীরোদে কালকূট হৈল উপনীতি।
জা হতে পাইল ইন্দ্র ঐরাবত হাথি ॥
জেই ক্ষীরসাগরেতে অমৃত উপজে।
হোম ধেনু প্রদক্ষিণ কৈল রাবণরাজে ॥২০
সুরভি দেখিআ হরষিত দশানন।
তিন বার প্রদক্ষিণ বন্দিল চরণ ॥
বরুণ জিনিঞা আগে আসি শীঘ্রগতি।
জাইবার কালে গাভী লইব সংহতি ॥
এত বলি দশানন করিল পয়ান।২৫
রাবণ গেলে সুরভি হৈল অন্তর্ধান ॥

(১৬৭)

বরুণের পুর দেখি সকল ধবল।
জল জন্তু কুম্ভীর মকর পক্ষ বল॥
রত্নের নির্ম্মাণ অন্ধকার দূর করে।
পাষাণের ঘর বারমাস পানি ঝরে॥
ডাকিয়া রাবণ বলে বরুণ গেল কহি।৫
লঙ্কার রাবণ আমি সংগ্রাম চাহি॥
হারিল বলিআ জেবা করে পুটাঞ্জলি।
তাকে নাহি মারি সংগ্রামে সঙ্কুলি॥
পুত্র পৌত্র জত ছিল বরুণের বীর।
আপন আপন সৈন্যে হইলা বাহির॥১০
নানা অস্ত্র পেলি মারে জাঠি জে ঝগড়া।
সংগ্রাম দেখিআ গায়ে পড়এ সিঞ্চড়া॥
রাবণের সেনা করে অস্ত্র বরিসন।
ভাঙ্গিল বরুণ সৈন্য নাহি সহে রণ॥
বরুণের পুত্র অস্ত্র করে অবতার।১৫
পালায়ে রাক্ষসসেনা নাহি সহে ভার॥
আপনি রাবণ দেখি সৈন্যের বিনাশ।
রথ নিয়া উঠে বীর উপর আকাশ॥
বরুণের পুত্র সব শূন্যে তারে দেখে।
তারা সব রথ নিঞা উঠে অন্তরীক্ষে॥২০
বরুণের পুত্র সব বীরে মহাবীর।
আকাশেতে রণ করে গহন গভীর॥
রাবণের বড় বীর জাহার বাথান।
বরুণ পুত্রের বাণে নাহি ধরে টান॥
অগ্নির উথাল সে বরুণপুত্রের বাণে।২৫
রাবণের সেনারা সম্মুখ নহে রণে॥
বরুণের বংশ হাথে তুলি নিল জাঠি।
রাবণে বিমুখ করে সেনাগণ কাটি॥

(১৬৮)

পালাল্য অমাত্যগণ রাবণ ফাঁফর।
তাহা দেখি কুপিল রাক্ষস মহোদর॥
বরুণের পুত্রের হাথি ঘোড়া খরসান।
মহোদরের গদা খাঞা তেজিল পরাণ॥
মহোদর জুঝে জেন মদমত্তহাথি।৫
গদার বাড়িতে মারে রথের সারথি॥
ঘোড়া হাথি মারে বীর নাহিক দোসর।
বরুণের পুত্র জুঝে শূন্যে করি ভর॥
বাণবৃষ্টি করে বীর অগ্নির সোসর।
বাণেতে বিমুখ হৈল বীর মহোদর॥১০
বরুণ-পুত্রের বাণে আগুন বরিসে।
বাণে বিন্ধি খণ্ড খণ্ড করিল রাক্ষসে॥
পালায়ে রাক্ষসগণ নাহি সহে রণ।
রণ সহি আগুসরে রাজা দশানন॥
কুপিল রাবণ রাজা অতি ভয়ঙ্কর।১৫
নানা অস্ত্র মারে বরুণ-বংশের উপর॥
মুদ্গর মুসল এড়ে বজ্র খরসান।
শেল জাঠা খাণ্ডা টাঙ্গি দেবের নির্ম্মাণ॥
বরুণের বংশের টুটিআ আল্য বলে।
আকাশে রহিতে নারে পড়ে ভূমিতলে॥২০
সিংহনাদ ছাড়ে রাজা বলে মহাবল।
বাণবৃষ্টি করে যেন মেঘে পেলে জল॥
মোহ গেল বরুণের বংশ বলধর।
করিআ পাথালি কোলা পাত্র নিল ঘর॥
তাহারে জিনিঞা রাজা বরুণেরে চাহে।২৫
আসিআ প্রভাস পাত্র দশাননে কহে॥
ব্রহ্মলোকে গন্ধর্ব্ব গাইছে মনোহর।
গীত সুনিবারে তথা গেলা জলেশ্বর॥

(১৬৯)

প্রধান না থাকে যদি শূন্য সেই পুরী।
জিনিলে কুমারগণে জাহ নিজপুরী ॥
বরুণ জিনিল বলি সিংহনাদ ছাড়ে।
পুষ্পরথে চড়ি রাজা লঙ্কেশ্বর লড়ে ॥
বরুণের পুরী লুঁটি নিল নাগপাশ।৫
উত্তরকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাস ॥

অগস্ত্যের কথা শুনি হাসেন শ্রীরাম।
তবে কোথা গেলা রাজা করিতে সংগ্রাম॥
অগস্ত্য বলেন রাম কথায়ে দেহ মন।
অশ্বপুরী জিনিবারে চলিল রাবণ ॥১০
অশ্বনগরী নামে পাতালপুরে বৈসে।
সৈন্যসনে দশানন তথাকারে আইসে ॥
দেবের নির্ম্মাণপুরী রত্ন বিভূষিত।
দেখিআ রাবণ রাজা হইল বিস্মিত ॥
আওআস চাতর দেখে রত্নে ঘরদ্বার।১৫
ঝল মল করে যেন রত্ন অবতার ॥
সুবর্ণের গাছ সব সুবর্ণের লতা।
জিনিঞা অমরাবতী অন্যে কিবা কথা॥
সেনাপতি প্রহস্তে পাঁঠিল জানিবারে।
বিহন্দে বিহন্দে বার সান্তাইল ভিতরে ॥২০
দ্বারী প্রহরী নাই দোসর একজন।
দেখিল পুরুষ এক রবির কিরণ ॥
রত্নময় আওআস পড়্যাছে চারিভিতে।
প্রবাল মুক্তার ঝারা অপূর্ব্ব দেখিতে ॥
পবন বহিতে বাজে চৌদিগে কিঙ্কিনী।২৫
প্রহস্তে দেখিআ কহে রাবণে কাহিনী ॥

(১৭০)

নাহিক আঁখির তারা ধল দুই ডিম্বা।
দুপাটী দশন ধল জেন ঘর থাম্বা ॥
পর্ব্বত সমান বীর গিরি পারা বুকে।
রাঙ্গামুখে অগ্নি জলে ঝলকে ঝলকে ॥
চাঁচর চিকুর ধরে নাহি দাড়ি লেশ।৫
ভুবনমোহন বীর অতি চিত্রবেশ ॥
পাকা তেলাকুচা জেন ওষ্ঠে শোভে রাঙ্গ।
পর্ব্বত প্রমাণ বীর হাতে লোহার ডাঙ্গ ॥
রাবণে বলেন তুঞি জাএ চাহিস্ কহি।
রাবণ রাজা বলে আমি সংগ্রাম চাহি ॥১০
যুদ্ধের উত্তর যদি বলেন লঙ্কেশ্বর।
হাসিআ পুরুষ বর দিলেন উত্তর ॥
বীর মহাবীর আমি তপস্যাতে মুনি।
জগত সৃজিল আমি দিবস রজনী ॥
তোর সনে যুদ্ধ মোর লোকে উপহাস।১৫
বলি সনে জুঝ গিআ সন্তাই আওআস ॥
এত বলি দ্বার ছাড়ি দিলা নারায়ণ।
প্রবেশে বলির পুরে রাজা দশানন ॥
কটক সকল রহে বাহির দুয়ারে।
একলা রাবণ রাজা প্রবেশিলা পুরে ॥২০
দেখয়ে বলির পুরী হরষিত মন।
ঘোড়ার সহিস সনে হৈল দরসন ॥
ডাক দিআ বলে রাবণেরে চেলাদার।
কোথা হৈতে আস্য বীর কি নাম তোমার॥
রাজা বলে আমি বিশ্বশ্রবার নন্দন।২৫
পৌলস্ত্যের নাতি মোর নাম দশানন ॥
সকল পৃথিবী আমি জিনি বাহুবলে।
বলিসনে যুদ্ধ আজি করিব পাতালে ॥

(১৭১)

রথে হৈতে নামি রাজা পুরীকে আইসে।
দ্বার চাপি পুরুষ দাঁড়ায় মহারোষে ॥
এতেক রাবণ জদি বলে অহঙ্কার।
বলির নিকটে গিআ কহে চেলাদার ॥
এক দুতে পাঠাইয়া ডাকিল রাবণে ॥৫
চলিল রাবণ রাজা বলি দরসনে ॥
বিহঙ্গ ছাড়িআ গেল ভিতর আওআসে।
রাবণে দেখিআ মন বলিরাজা হাসে ॥
হাতে ধরি বলি দশানন কৈল কোলে।
জিজ্ঞাসিলা কেন তুমি আইলে
পাতালে ॥১০
রাবণ বলেন তোমা বান্ধিল পাতালে।
বিষ্ণু জিনি মুক্ত করিব বাহুবলে ॥
বলি বলে হেন কথা না বলিহ তুণ্ডে।
ত্রিভুবন সাধ্যে মোর বন্ধন না খণ্ডে ॥
জেই বীর সনে হৈল দ্বারে দরসন ।১৫
সেই বীর স্বজে মারে সব ত্রিভুবন ॥
বড় বড় বীর হৈল বিক্রমে আগল।
জিনিতে না পারে কেহ সেই মহাবল ॥
তুমি আমি আদি করি জত মহাবীর।
তাঁর যুদ্ধে কোন জন হইবেন স্থির ॥২০
তাঁহার আগে না করিহ কোন অহঙ্কার।
বান্ধে মারে ত্রিভুবন করয়ে সংহার ॥
রাবণ বলেন জন্ম মৃত্যু কাল দণ্ড।
তিন জনা বই কেহ নাহিক প্রচণ্ড ॥
জার লোমাবলি যেন দেখি কাল-
সাপ ।২৫
দশন বিকট যেন সূর্য্যের প্রতাপ ॥

(১৭২)

জমেরে জিনিল আমি অন্যে কিবা ডর।
আর কোন জন হব তাহার সোসর ॥
বলি বলে দশানন না জান সকল।
তুমি আমি আদি সভে তাঁর করতল ॥
তাহার বিরোধে সভে জায় যমঘর ।৫
তাঁর বর পাইলে তুই অজয় অমর ॥
মধু কৈটভ আদি করি জত মহাবীর।
চন্দ্র সূর্য্য হেন দেখি জাহার শরীর ॥
দেবগণ জিনি জে লইলা অধিকার।
হেন মহাবীর সব করিল সংহার ॥১০
ইন্দ্র আদি করিআ জতেক দেব চাহি।
সেই স্বজে সেই মারে তাহা বই নাহি ॥
যুগে যুগে ইন্দ্র কত সহস্রেক ব্রহ্মা।
সেই স্বজে সেই মারে সেই বিশ্বকর্ম্মা ॥
সেই বিষ্ণু সেই ব্রহ্মা সেই ত্রিপুরারি।১৫
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম সারঙ্গ সে ধারী ॥
যজ্ঞ আরাধন করি জাহারে ভকতি।
ধেয়ানে ভাবিলে তাঁরে পাই মোক্ষগতি।
বলির বচন শুনি হইলা বাহির।
না দেখে পুরুষ নরে অদেখ শরীর ॥২০
অগস্ত্য বলেন রামচন্দ্র দেহ মন।
বলির পুরীর বাহির হইল রাবণ ॥
বলির বচন শুনি কুপিল রাবণ।
ডাক্যা বলে কি করিতে পারে নারায়ণ ॥
বলি বলে হেন বোল না বলিস্ আর ।২৫
আজু তোমা সনে যুদ্ধ হইল আমার ॥
জগতের নাথে তুঞি নিন্দিস রাবণ।
তাঁর কার্য্য থাকু আমা সনে কর রণ ॥

(১৭৩)

হাথে গতি বাণে জায় জুঝিবার মনে।
আওআস ভিতরে যুদ্ধ বলিতে রাবণে॥
রাবণের সেনা সব বাহির দুআরে।
দুই জনে বাজে যুদ্ধ পুরীর ভিতরে॥
দুই জনে সম কেহো জিনিতে না পারে।৫
বৎসরেক যুদ্ধ করে পাতাল ভিতরে॥
মায়াময় বাণ এড়ে দৈত্য নৃপবর।
তাহে অচেতন হৈল রাজা লঙ্কেশ্বর॥
রথ হৈতে দশানন পড়ে ভূমিতলে।
খাঁচাতে ভরিআ তারে রাথে বন্দিশালে॥১০
বন্দী হৈল দশানন খাঁচার ভিতর।
রাবণে বান্ধিআ ঘর গেলা দৈত্যেশ্বর॥
ঘোড়াশালে রাবণে থুইল খাঁচাসনে।
ধনুক ছাড়িআ রাজা বৈসে সিংহাসনে॥
স্নান সন্ধ্যা করি বলি করিল ভোজন।১৫
মায়াপাশে বন্দী হৈল রাজা দশানন॥
বন্দী হঞা রহে রাজা এক সম্বৎসর।
রাবণে বন্ধিআ পাশরিলা দৈত্যেশ্বর॥
সৈন্য সবে রহিলেক বাহির দুয়ারে।
বৎসরেক বন্দীরাজা খাঁচার ভিতরে॥২০
লইআ উচ্ছিষ্ট থালা জায় দাসীগণ।
তাহাকে দেখিয়া অন্ন মাগিল রাবণ॥
ক্ষুধাতে বিকল মোর নাহিক গেয়ান।
কিছু অন্ন দিআ সভে রাখহ পরাণ॥
এত শুনি বলেন বলির দাসীগণ।২৫
অন্ন দিব নৃত্য কর শুন হে রাবণ॥
রাবণ বলেন আগে অন্ন দেখি হাথে।
তবে নৃত্য করি আমি হরষিত চিত্তে॥

(১৭৪)

দাসীবলে বিলম্ব করহ একক্ষণ।
ঘরে হৈতে অন্ন আনি করিহ ভোজন॥
এত শুনি দাসীগণ গেলা অন্তঃপুরী।
আনিল ব্যঞ্জন অন্ন অতি যত্ন করি॥
থালে ভরি নিলা অন্ন বাটীতে ব্যঞ্জন।৫
রাবণের কাছে সভে করিলা গমন॥
অন্ন হাতে করিআ বলিছে দাসীগণ।
হের অন্ন দেখ নৃত্য করহ রাবণ॥
হাথ তালি দিলেন বলির দাসীগণ।
অন্ন দেখি হরিসে নাচেন রাবণ॥১০
খাঁচার ভিতরে নাচে রাক্ষসের নাথ।
ক্ষুধাতে বিকল হঞা পাতে কুড়ি হাত॥
রাবণের হাতে অন্ন দেন দাসীগণ।
সুস্থ হঞা দশ মুখে করেন ভোজন॥
পায়েস পিষ্টক দিল ভৃঙ্গারের পানি।১৫
ক্ষুধা তৃষা দূরে গেল জুড়াল পরাণী॥
অন্ন পাণি খাঞা বল হইল রাজার।
দাসীগণে বলে বারেক দেহ শৃঙ্গার॥
কুপিল বলির দাসী ঝাঁটা নিল হাতে।
আথালি পাথালি মারে রাবণের মাথে॥
বাড়ি হাথে করি খোঁচা মারে কোন জনা।
খাঁচাতে ভরিআ হাত কেহো মারে ঠেনা॥
মারণে কাতর হৈল রাজা দশানন।
বলিরাজা সোঙরিআ জুড়িল ক্রন্দন॥
খাঁচার ভিতরে থাকি কান্দেন করুণে।২৫
সিংহাসনে থাকি তাহা বলিরাজা শুনে॥
হেনকালে ব্রহ্মা আসি কহিল বলিরে।
আমার সম্মান রাখ ছাড় লঙ্কেশ্বরে॥

১৭৫)

বলিরাজা বলে প্রভু যে আজ্ঞা তোমার।
ছাড়িব রাবণে তুমি কর আগুসার॥
এত বলি ব্রহ্মা গেল আপন সদন।
বলিরাজা আল্য যথা কান্দেন রাবণ॥
খাঁচা হৈতে রাবণেরে করিলা মোচন।৫
জোড় হাতে দশানন করে নিবেদন॥
তোমার সমান বীর নাহি ত্রিভুবনে।
মুক্ত করি দেহ মোরে রাখহ জীবনে॥
বারেক আমার তরে কর পরিত্রাণ।
এত শুনি রাবণের করিল ছোড়ান॥১০
স্নান করাইআ দিল সুগন্ধি চন্দন।
মালা আভরণ দিল বিচিত্র বসন॥
বলিরে প্রণাম করি লড়ে অতি ভীতে।
কটক নিকট গিআ চড়ে পুষ্পরথে॥
রথে চড়ি রাবণ বাজায় জয় ঢোল।১৫
বলিকে জিনিল বলি করে গণ্ডগোল॥
পাতাল জিনিল বলি সিংহনাদ ছাড়ে।
পুষ্পরথে চড়িআ কটক সঙ্গে লড়ে॥
নির্ব্বল হইআ বারি হইলা পাতালে।
চন্দ্রকে জিনিতে জায় আপনার বলে॥২০
যথা যথা আছয়ে বিষ্ণুর অধিষ্ঠান।
তথা তথা রাবণের হয়ে অপমান॥
বিষ্ণু বলি দরসন গান কৃত্তিবাস।
শুনিলে খণ্ডএ পাপ সিদ্ধ অভিলাষ॥

অগস্ত্যের কথা সুনি শ্রীরামের হাস।২৫
কহ কহ বলি রাম করেন প্রকাশ॥

১৭৬)

অগস্ত্য বলেন রাম কথায়ে দেহ মন।
বলির দ্বারীর আঁঠা খাইল রাবণ॥
সুনি সভাখণ্ড হাসে রামের সমাজে।
সবে মাত্র বিভীষণ হেঁট মাথা লাজে॥
তার পর দশানন চড়ি পুষ্পরথে।
জয় জয় শব্দে জায় চন্দ্রলোকপথে॥
চন্দ্র জিনিবারে জায় সুমেরু শিখর ৫
দেখে এক রথে জায় পুরুষ সুন্দর॥
সুগন্ধি চন্দনমাল্য দিব্য কলেবর।
অপ্সরী বিদ্যাধরী বেষ্টিত বিস্তর॥
মধুপানে রতিশ্রমে ঢুলিছে নয়ন।
স্ত্রীর চুম্ব দানে অঙ্গ হএ অচেতন॥১০
অপূর্ব্ব দেখিয়া দৃষ্টে রাজা লঙ্কেশ্বর।
পর্ব্বত মুনিরে দেখি পুছেন উত্তর॥
চুম্বন শৃঙ্গার করে লাজ নাহি বাসে।
ডরের প্রসঙ্গ নাহি সৈন্য দেখি পাশে॥
এতেক জিজ্ঞাসা যদি কৈল লঙ্কেশ্বর।১৫
সুনিয়া পর্ব্বত মুনি দিলেন উত্তর॥
করিআ অনেক তপ হইলাও তপসী।
ব্রহ্মলোকে জায় বীর বেষ্টিত রূপসী॥
মহাবংশে জন্মি তপ করিল বিস্তর।
ব্রহ্মলোকে জায় বিঘ্ন নাহি লঙ্কেশ্বর॥২০
তার পর আর এক রথে একজন।
তার পানে এক দৃষ্টে চাহেন রাবণ॥
উত্তম পুরুষ দেখি দিব্য কলেবর।
গন্ধর্ব্বে গাইছে গীত নাচে বিদ্যাধর॥
রাবণ বলেন মুনি দেহ পরিচয়।২৫
কোন জনা জায় তারে করি পরাজয়॥

(১৭৭)

মুনি বলে মর্ত্ত্য লোকে আছিল জুঝার।
সংগ্রামে বিপক্ষ ক্ষয় করিল অপার॥
আগু রণ সহিআ আপন কার্য্য রাখে।
পড়িল সমুখ রণে মারিল বিপক্ষে॥
অসম সাহসে পড়ে বিপক্ষের হাথে। ৫
ইন্দ্রলোকে জায় বীর চড়ি দিব্য রথে॥
চলিলা উত্তম লোকে আপন সাহসে।
হেন জন সহ যুদ্ধ যুক্তি নাহি আইসে॥
রাজা বলে আর রথে জায় কোন জন।
সূর্য্যের কিরণ অঙ্গে নানা আভরণ॥ ১০
মুনি বলে ছিল অই ধনের ঈশ্বর।
নানা দান বিপ্রগণে দিলেন বিস্তর॥
সোনা দান দিয়াছিল সোনাতে ভূষিত।
মরা জন সহ রণ নহে ত উচিত॥
স্বর্গবাসী স্বর্গ জায় রণ নাহি চাহে। ১৫
হেন জন সহ রণ সমুচিত নহে॥
রাবণ বলেন তুমি মোর ধর্ম্ম বাপ।
মোর বাপ সনে স্বর্গে তোমার আলাপ॥
জাহা জাহা সনে আমি জুঝিবারে চাহি।
জাহারে নিষেধ কর তার কাছে কহি॥ ২০
দিগ্‌বিজয় করি ত্রিভুবন জিনি।
জুঝিব কাহার সঙ্গে কহ মহামুনি॥
নিশ্চিন্তে থাকিতে নারি সংগ্রাম বিহনে।
আজিকার রণ আমি করি কার সনে॥
মুনি বলে সূর্য্য বংশে নৃপতি মান্ধাতা। ২৫
সূর্য্য সম তেজ কল্পতরু সম দাতা॥
বলে মহাবলী রাজা অনেকের ভর্ত্তা।
সপ্ত দ্বীপ জিনি হৈল পৃথিবীর কর্ত্তা॥

(১৭৮)

আজি এথা আসিবে থাকহ কতক্ষণ।
মনুষ্যের মধ্যে তারে নারে কোন জন॥
এতেক বলিতে তথা আইল মান্ধাতা।
রত্নকাঞ্চন রথ মাথে দণ্ড ছাতা॥
সুন্দর শরীর অঙ্গে নানা আভরণ। ৫
রাবণ বলে আমা সহ তুমি কর রণ॥
এতেক শুনিয়া তারে বলেন মান্ধাতা।
তোমার সহিত যুদ্ধ করিব সর্ব্বথা॥
উভয় সম্মত দোঁহে করে মহারণ।
আকাশে থাকিআ তাহা দেখে দেবগণ॥১০
রাবণের সেনাপতি সমরে জুঝার।
মান্ধাতা উপরে করে অস্ত্র অবতার॥
সব বাণ কাটা গেল মান্ধাতার বাণে।
কুপিআ প্রহস্ত করে অস্ত্র বরিসনে॥
কোপেতে মান্ধাতা এক মুদ্গর এড়ে। ১৫
বাজিল রাবণে গিআ মোহ পাঞা পড়ে॥
রাবণে বেড়িআ বসে জত সেনাপতি।
সিংহনাদ ছাড়েন মান্ধাতা নরপতি॥
হাহাকার করে জত রাক্ষসের গণ।
থনেক সম্বিত পাঞা উঠিল রাবণ॥ ২০
কোপিল রাবণ রাজা অগ্নি হেন জ্বলে।
মান্ধাতার রথখান পাক দিআ ফেলে॥
বিরথি হইআ রাজা হাতে নিল শেলে।
শেলপাট কাটিতে রাবণ জাঠা ফেলে॥
জাটা-গাছ আস্যে যেন অগ্নি অবতার। ২৫
ভস্ম রাশি মান্ধাতার শেল ছারখার॥
কাঞ্চনের রথে আসে অঙ্গে আভরণ।
রাবণে মারিতে আইসে অতি কোপ মন॥

(১৭৯)

জল-রাজা জিনিঞা পাইল জেই বাণ।
হেন বাণে দশানন পুরিল সন্ধান॥
শব্দ করি আসে বাণ লাগে চমৎকার।
ফুটিল মান্ধাতা লোকে করে হাহাকার॥
পুনরপি উঠে রাজা আঁখির নিমিষে। ৫
রাক্ষস কটক দেখি ধায় অতি রোষে॥
বাণ বরিসএ রাজা করে সিংহনাদ।
ফুটিল রাক্ষস সেনা পাল্য, অবসাদ॥
দুজনার সিংহনাদে সাগর উলটে।
দোহার কটক ধরি দুই বীর কাটে॥ ১০
দুই বীর বাণ এড়ে বাণ করে ক্ষয়।
কেহ কারে সংগ্রামে করিতে নারে জয়॥
দুজনার বাণে দোঁহে হৈল খণ্ড খণ্ড।
দুই বীর বাণ বরিসে জেন যম-দণ্ড॥
রুদ্র বাণ রাবণ করিল অবতার। ১৫
মান্ধাতার অগ্নি বাণে করিল সংহার॥
রাবণ গন্ধর্ব্ব বাণ এড়ে খরশাণ।
মান্ধাতার রুদ্র বাণে করিল নির্ব্বাণ॥
কোপেতে মান্ধাতা বাণ এড়ে পাশুপত।
দেখিআ সভার উড়ে গায়ের রকত॥ ২০
স্থাবর জঙ্গম কাঁপে পৃথিবী সাগর।
গগন মণ্ডলে কাঁপে চন্দ্র দিবাকর॥
ব্রহ্মা পাঠাইঞা দিল পৌলস্ত্য তপসী।
অস্ত্র সম্বরিল আসি মান্ধাতারে তুসি॥
বুদ্ধিমান হঞা কেন হয় অচেতন। ২৫
অস্ত্র নষ্ট নহে তোমার জানে ত্রিভুবন॥
ব্রহ্মার গৌরব রাখ কোপ তেজ মনে।

(১৮০)

দুই জনে প্রীত কৈল মুনির বচনে।
দেখিআ গেলেন মুনি বিধাতার স্থানে॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতেরে সুখী দেবগণ।
গাইল উত্তরকাণ্ড মান্ধাতার রণ॥

অগস্ত্যের কথা সুনি রামের উল্লাস। ৫
কহ কহ বলি রাম করেন প্রকাশ॥
মুনি বলে সেই থানে ছিল লঙ্কেশ্বর।
চন্দ্রের উদয় দেখে গগন উপর॥
চন্দ্রের উদয় দেখি রাবণের হাস।
তাহারে জিনিব বলি রাজার উল্লাস॥ ১
রাবণ আকাশে উঠে চড়ি পুষ্পরথে।
বিস্তার যোজন দশ উঠে বায়ুপথে॥
সোনা বর্ণে রাজহংস পবনের গতি।
সর্ব্ব গুণ ধরে তারা চরে পাঁতি পাঁতি॥
দোয়জ মরুত দশ যোঞন বিস্তার। ১৫
নানা মূর্ত্তি মেঘ তথা হইছে সঞ্চার॥
তেয়জ মরুত পথ শতেক যোজন।
সিদ্ধগণ বাস তথা দেখিল রাবণ॥
চতুর্থ মরুত পথ গেলা দশানন।
ভূত বিনায়ক সহ তথা দরশন॥ ২০
পঞ্চম মরুত পথ গেলা মহাবলী।
আকাশগঙ্গার সুনে ঢেউ কলকলি॥
দেবগণ ক্রীড়া করে সেই গঙ্গার জলে।
স্নান করে দশানন সব সৈন্য বলে॥
সূর্য্যের কিরণ গঙ্গা জলের মিসালে। ২৫

(১৮১)

ষষ্ঠ মরুত পথে উঠিলা আকাশে।
সবংশে গরুড় পক্ষ জেই স্থানে বৈসে॥
সপ্তম মরুত পথে গেলা লঙ্কেশ্বর।
দেব ঋষি ব্রহ্ম ঋষি তথা নিরন্তর॥
অষ্টম মরুত পথে গেলা মহারথী। ৫
জেই খানে উজিলা গঙ্গা ভাগীরথী॥
নবম মরুত পথ ব্রহ্মার নির্ম্মাণ।
দশ সহস্র যোজন তাহার প্রমাণ॥
দশম মরুত পথে দিলা দরসন।
চন্দ্রের উদয় তথা দেখে দশানন॥ ১০
রণের আরম্ভ দেখি চন্দ্র কোপে রোষে।
হইয়া সহস্র গুণ তুষার বরিসে॥
হিম বরিসনে সব সেনা মরে জাড়ে।
প্রহস্ত ফিরিতে বলে রাজা না বাহুড়ে॥
প্রহস্ত বলেন জাড়ে জড়াইল হাথ। ১৫
কৃপা করি ফির‍্যা আস্থ রাক্ষসের নাথ॥
বিনা রণে না বাহুড়ি জানে ত্রিভুবন।
চন্দ্রকে বিন্ধিআ পাড়ো দেখ দেবগণ॥
ধন্নুকে বাছের বাছ বাণ নিঞা জোড়ে।
জর্জ্জর করিল চন্দ্রে বিন্ধিয়া চেআড়ে॥ ২০
বাণে চন্দ্র বিন্ধিল অমৃত গলে ধার।
সকল দেবতা মিলি করে হাহা কার॥
দেখি ব্রহ্মা চন্দ্রলোকে আইল সত্বরে।
রাখ রাখ বলি ব্রহ্মা বলে লঙ্কেশ্বরে॥
দ্বিতীয়ার চন্দ্র দেখি সর্ব্বলোকে বন্দে। ২৫
পূর্ণিমার চন্দ্র দেখি সভার আনন্দে॥
সভার আনন্দ হেতু চন্দ্রের উদয়।
হেন চন্দ্রে বিনাসিলে অপযশ হয়॥

(১৮২)

কার মন্দ না করে সভার করে হিত।
হেন চন্দ্রে মার তুমি এ নহে উচিত॥
জিনিবে বৈরীকে জাহে মহাঘোর রণে।
হেন মন্ত্র রাবণ কহিব তোর কানে॥
এক শত মন্ত্র মধ্যে এক মন্ত্র সার। ৫
ব্রহ্মা হৈতে রাবণের মন্ত্রের উদ্ধার॥
আত্মা রাখি পর মারে মন্ত্র সঙরি।
হেন মন্ত্র দিআ ব্রহ্মা গেলা নিজ পুরী॥
চন্দ্রলোক হৈতে রাজা নেউটিয়া আইসে।
উত্তরকাণ্ড গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবাসে॥ ১০

এত কথা কহিল অগস্ত্য তপোধন।
জোড় হাথে কহে রাম কমললোচন॥
চন্দ্র জিনিঞা কোথা গেল রাজা দশানন।
মুনি বলে দিগ্‌বিজয়ে করিছে রাবণ॥
পশ্চিম সাগরে গেল বিজয়ের তরে। ১৫
দেখিল পুরুষবর দ্বীপের উপরে॥
মূর্ত্তিমান্ যেন নারায়ণ অবতার।
সুমেরু পর্ব্বত যেন দেহের আকার॥
রাবণ বলেন বীর তুমি কোন জন।
তোমা সনে ইচ্ছা মোর করিবারে রণ॥ ২০
দন্তে ওষ্ঠ চাপি বীর রাবণেরে তর্জ্জে।
অজাগর সাপ যেন মহানন্দে গর্জ্জে॥
গ্রহ বা নক্ষত্র সিন্ধু পর্ব্বত কন্দর।
সর্ব্ব দেবগণ বৈসে শরীর ভিতর॥
রাবণে দেখিয়া বীর ডাণ্ডাইল রোষে। ২৫
সুবর্ণ পর্ব্বত যেন বেড়িল আকাশে॥

(১৮৩)

কুড়ি হাতে রাবণ রাজা নানা অস্ত্র এড়ে।
মুদ্গর মুসল গিআ তার গায়ে পড়ে॥
পুরুষ বলেন রাজা এত কর সাধ।
কতেক সহিব আমি তোর অপরাধ॥
রাবণের বিক্রম কাহার প্রাণে সহে। ৫
কত রাবণের শক্তি সেই জন বহে॥
মূর্ত্তিমান্ ধর্ম্ম তপ পুরুষের জাঙ্গে।
কামদেব মূর্ত্তিমান্ আছে তার অঙ্গে॥
বিশ্বদেব বিষ্ণু বৈসে কাঁকালের দণ্ডে।
সর্ব্ব দেবগণ বৈসে তার উপর মুণ্ডে॥ ১০
অষ্ট বসু বৈসে তার মধ্যম শরীরে।
সপ্তম সাগর বৈসে বীরের উদরে॥
মূর্ত্তিমান দিক্‌পাল বৈসে তার পাশে।
শরীর সন্ধির মধ্যে পবন বইসে॥
হৃদয় খণ্ডের মধ্যে ব্রহ্মার বসতি। ১৫
দুই হাথে বৈসে জে পর্ব্বত পাঁতি পাঁতি॥
গোদান কাঞ্চন আদি যত মহা দান।
তাহার গায়ের লোমে সবে অধিষ্ঠান॥
গঙ্গা ভাগীরথী বৈসে বীরের ললাটে।
কালাদিত্য বৈসে তার ভ্রূ দুই পাটে॥ ২০
ধাতা কর্ত্তা বিধাতা গন্ধর্ব্ব বিদ্যাধর।
দুই খান হাথে তার দেবতা বিস্তর॥
তক্ষক বাসুকি আদি যত বিষধর।
সর্ব্ব নাগ বৈসে তার নখের উপর॥
মুখে অগ্নি জ্বলে তার রুদ্র বৈসে স্কন্ধে। ২৫
ষড় ঋতু বসন্ত দন্তের অনুবন্ধে॥
নাসিকাতে অমাবস্যা তিথি অধিষ্ঠান।
অশ্বিনাকুমার সে বীরের দুই কান॥

(১৮৪)

গ্রীবাতে বৈসয়ে যজ্ঞ সরস্বতী গ্রীহে।
চারি বেদ বৈসে সেই পুরুষের দেহে॥
ব্যাল্লিশ রাগিণী রাগ তার অঙ্গে দেখি।
চন্দ্র সূর্য্য দুই সেই পুরুষের আঁখি॥
বিংশতি যোজন দেখি দুই খান হাত। ৫
হস্তের চাপনে পড়ে রাক্ষসের নাথ॥
তাড়নে পালায় সব রাক্ষসের বলে।
রাক্ষসে খেদাড়ি বীর সন্ধায় পাতালে॥
শুক সারণ প্রহস্তে রাবণ বার্ত্তা পুছে।
আমাকে মারিআ সে পুরুষ কোথা আছে॥ ১০
সবে বলে দেখিলাও সুলঙ্গ প্রবেশে।
রাবণ পাতাল চলে তাহার উদ্দেশে॥
কাল পুরুষ তিন কোটী অঞ্জন আকার।
নাচএ পরম রঙ্গে গাএ অলঙ্কার॥
তেমনি পুরুষ দেখে তেমনি আকৃতি। ১৫
সকল পুরুষ নাচে একই মূরতি॥
চতুর্ভুজ মূর্ত্তি অংশ তিন কোটী হরি।
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-বনমালা ধারী॥
তিন কোটী হরি নাচে দিআ বাহু নাড়া।
দেখি রাবণের গায়ে পড়এ সিঞ্চড়া॥ ২০
এড়াইল তিন কোটী পরম যতনে।
দেখিল পুরুষবর উত্তর শয়নে॥
পরম সুন্দরী দেখে পুরুষের পাশে।
পরে দিব্য আভরণ ধরে দিব্য বেশে॥
নিদ্রা জায় পুরুষ স্ত্রীগণ চামর চালে। ২৫
কামে দগ্ধ রাবণ ধরিতে জায়ে বলে॥
বলে ধরিবারে চাহে পরম রূপসী।
মুখে বস্ত্র দিআ সেই পুরুষের হাসি॥

(১৮৫)

পুরুষের কোপাগ্নিতে দশানন জ্বলে।
কাটা বৃক্ষ হেন রাজা পড়ে মহীতলে॥
উঠ উঠ বলিআ পুরুষ ডাক ছাড়ে।
উঠিআ রাবণ রাজা অঙ্গের ধূলা ঝাড়ে॥
রাবণ বলেন তুমি কোন অবতার।। ৫
পরিচয় দেহ প্রভু জানি বার্ত্তা সার॥
রাবণের বোল শুনি হাসে পুরুষরাজ।
আমারে জানিলে তোর হবে কোন কাজ॥
এত শুনি জোড় হাতে বলে লঙ্কেশ্বর।
ব্রহ্মার বরে ত্রিভুবনে মোর নাহি ডর॥ ১০
ত্রিভুবনে জত বীর হৈল উপাদান।
হেন বীর নাহি দেখি আমার সমান॥
বিধাতার বর কেবা করে বিপরীত।
সেই দর্পে আমার কাহারে নাহি ভীত॥
তুমি যদি মার মোরে তবে সে মরণ। ১৫
তোমা বই কার শক্তে না মরে রাবণ॥
পুরুষের অঙ্গে রাজা সর্ব্ব দেবে দেখে।
সমুদ্র পর্ব্বত সাপ দেখি লাখে লাখে॥
রাবণের কথা শুনি না দিল উত্তর।
তাহারে প্রণাম করি লড়ে লঙ্কেশ্বর॥ ২০
নির্ব্বল হইআ বারি হইল পাতালে।
আপন কটকে গেলা রাক্ষসের দলে॥
শ্রীরাম বলেন মুনি কহ বার্ত্তা সার।
সেই জে পুরুষবর কোন অবতার॥
রাবণেরে কেনে নাই দিলা পরিচয়। ২৫
ইহার কারণ মুনি কহিবে নিশ্চয়॥
মুনি বলে কপিলেরে শুন্যাছ শবদে।
সেই মুনি সহে রাবণের অপরাধে॥

(১৮৬)

পাপিষ্ঠ রাবণ রাজা জাতি নিশাচর।
কপিল বিষ্ণুর অংশ তাহার সোদর॥
তিন কোটী নারায়ণ জার পরিবার।
সেই জে কপিল নারায়ণ অবতার॥
শয়নে আছিলা মুনি সেবএ কামিনী। ৫
রাবণের অঙ্গে পাড়ে কোপের আগুনি॥
না মরিল বিধাতার বরের কারণ।
তে কারণে তাঁর ঠাঞি এড়াল্য রাবণ॥
তোমার বধ্য কারণ তোমরা নহ ভিন্ন।
তুমি বিষ্ণু তেঁহো বিষ্ণু দোঁহে এক চিহ্ন॥১০
রাবণ মারিতে হব তব অবতার।
তে কারণে দশাননে না কৈলা সংহার॥
কপিল আপনে রাম দোঁহে বিষ্ণু অংশ।
সবংশে রাবণ তেঁই করিলে নির্ব্বংশ॥
রাম বলেন অই কথা রাখহ বিশ্রামে। ১৫
তবে দশানন কি করিল পরিণামে॥
অগস্ত্য বলেন রাম কথায় দেহ মন।
পুষ্পরথে চড়ি লড়ে রাজাত রাবণ॥
কৃত্তিবাস গাইল কপিল অবতার।
সুনিলে উত্তরকাণ্ড খণ্ডে মহামার॥ ২০

কৈলাসে রাবণ গেলা বেলা অবসানে।
বিশ্রাম করিল রাজা সর্ব্ব সেনা সনে॥
দুই প্রহর রাত্রিকালে উঠে দশাননে।
চন্দ্রের উদয় দেখে নির্ম্মল গগনে॥
নানা পুষ্প বিকশিত গন্ধে মনোহর। ২৫
সুশীতল বায়ু বহে দেখিতে সুন্দর॥

(১৮৭)

স্ত্রীমনে পড়িল রাজা নারী নাহি পাশে।
হেন কালে রম্ভা জান মনোহর বেশে ॥
রম্ভা নাম ধরে সেই পরমা সুন্দরী।
চন্দন তিলক ভালে শোভিছে সুসারি ॥
আল্লা করি জায় কন্যা যেন চন্দ্রকলা।৫
তার রূপ দেখ্যা রাবণ হৈল ভোলা ॥
আস্ত আস্ত বলি তার ধরিলেক হাথে।
কোথাকে সাজিআ জাহ কাঞ্চনের রথে ॥
কোন পুরুষের সঙ্গে ভুঞ্জিবে সুরতি।
সেই পুরুষের মানি সফল জীবিতি ॥১০
ইন্দ্র চন্দ্র নাহি জানি কোন অবতার।
আমা ছাড়ি তার সঙ্গে ভুঞ্জিবে শৃঙ্গার ॥
কৈলাস পর্ব্বতে দেখ পাষাণ চিকন।
পুষ্প-শয্যা করিআ করিব সম্ভাষণ ॥
বিষ্ণুর বিক্রম জিনি দশাননে জানি।১৫
হেন জনে ছাড়ি কোথা বঞ্চিবে রজনী ॥
লজ্জাতে বিমুখ রম্ভা জোড় করে হাত।
খুড়তা শ্বশুর তুমি রাক্ষসের নাথ ॥
তোমার বহারী আমি না ধরিহ হাথে।
আপনা খাইআ কেন আলুঁ হেন পথে ॥২০
রাজা বলে তুমি মোর কোন্ পুত্রের নারী।
কোন্ সম্বন্ধে তুমি আমার বহারী ॥
রম্ভা বলে বহু বটী করহ বিচার।
নলকুবের নামে কুবের কুমার ॥
জ্যেষ্ঠ ভাই তোমার কুবের লোকপাল।২৫
নলকুবের তার পুত্র বিক্রমে বিশাল ॥
তপেতে তপস্বী তেহ ব্রাহ্মণে ব্রাহ্মণ।
ক্ষেত্রিতে ক্ষেত্রিয় গণি যদি করে রণ ॥

(১৮৮)

ক্রোধে অগ্নি সমান ক্ষমাতে বসুন্ধরা।
তার ঠাঁই জাই আমি রম্ভা অপ্ছরা ॥
পুত্র হেতু বেশ কৈলে শ্বশুরে না ভজে।
আমাকে ছাড়িলে তোমা সর্ব্বলোকে পূজে ॥
শ্বশুর হইআ কর বহুর পালন।৫
মোর লাগি বস্তা তোর ভাইর নন্দন ॥
ধর্ম্ম না লঙ্ঘিহ রাজা ছাড় পরিহাস।
রথ ছাড় জাই নলকুবেরের পাশ ॥
অশেষ বিশেষ বলে কাতর বচন।
ধরিআ শৃঙ্গার বলে করিল রাবণ ॥ ১০
রমণ সারিআ ছাড়ি দিলেন তাহারে।
জাইআ পতির পাশে কান্দে উচ্চৈঃস্বরে ॥
নলকুবের বলে কেন বেশ মলিয়ান।
কার ঠাঞি রম্ভা তুমি পাল্যে অপমান ॥
কোপ না করিহ রম্ভা বলে কর জোড়ে।১৫
তব কোপানলে সব ত্রিভুবন পোড়ে ॥
বহু বলিআছি আমি রাবণ না ছাড়ে।
কহিল কাতর কথা তবু নাহি এড়ে ॥
লোকধর্ম্ম নাহি মানে বড় অহঙ্কারী।
আমি নারী জাতি তার কি করিতে পারি ॥২০
সাপ অগ্নি এড় যদি তবে নাহি তরি।
মরিতে করিলে আজ্ঞা এইক্ষণে মরি ॥
ধ্যান করি দেখিলেন রম্ভা সতীরাণী।
কুপিল কুবের সুত হাতে নিল পাণি ॥
অসম্মত স্ত্রী হরে নিষেধে নাহি থাকে।২৫
আমার তপের বল দেখুক সর্ব্বলোকে ॥
রাজবলে তপবলে সম করি দেখি।
মোর শাপ আনল কাহার বাপে রাখি ॥

(১৮৯)

আজি হইতে স্ত্রী যদি করে বলাৎকার।
তাকে যদি বলে ধরে পাপী দুরাচার॥
তাহার একেক মাথা হয়ে সাতখান।
মাথা ফুটি রাবণের জাইবে পরান॥
আজি হৈতে থাকুক মোর তপের প্রচার।৫
মাথা ফুটি জাবেক বলে করিলে শৃঙ্গার॥
পুষ্পবৃষ্টি হইল দুন্দুভি ঘন বাজে।
ব্রহ্মা হাসে হরিস হইল দেবরাজে॥
শাপ স্থনি রাবণ করেন হাহাকার।
বলে ধরি সেই হৈতে ছাড়িল শৃঙ্গার॥১০
সতী স্ত্রী হরিতে রাজা না করে অপেক্ষা।
নলকুবেরের সাপে সীতার জাতিরক্ষা॥
উত্তর কাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাস।
সতী স্ত্রীর জাতিরক্ষা করিল প্রকাশ॥
জে বাঞ্ছা করিআ জে উত্তরকাণ্ড স্থনে।১৫
সেই বাঞ্ছা পূর্ণ হয় শ্রীরামের গুণে॥

—

অগস্ত্যের কথা স্থনি রামের উঠে হাস।
কহ কহ বলি রাম করেন প্রকাশ॥
এমন অধম নাহি স্থনি কোন কালে।
ভাইর পুত্রের নারী হরিলেক বলে॥২০
এতেক বলিলা রাম সভাখণ্ড মাঝে।
স্থনি বিভীষণ মাথা হেঁট করি লাজে॥
রাম বলেন কহ মুনি অপূর্ব্ব কথন।
অগস্ত্য বলেন স্থন রাম নারায়ণ॥
সভাখণ্ড স্থনহ হইয়া একমন।২৫
রামের চরিত্রে সর্ব্ব পাপ বিমোচন॥

(১৯০)

স্থনিতে রামরে কথা জার অল্পজ্ঞান।
নরক বাসী হয় তার নাহি পরিত্রাণ॥
রাম গুণ স্থনিতে পাষণ্ড কথা কয়।
কোটী কল্প নরকে থাকে উদ্ধার না হয়॥
তোমার চরিত্র স্থনে মজাইআ চিত।৫
বৈকুণ্ঠনিবাসী তার যমের নাহি ভীত॥
সংসার নিস্তার হেতু তব অবতার।
স্থনিলে রামের গুণ স্বর্গ আগুয়ার॥
জন্মিতে আছিল সাটি সহস্র বৎসর।
তখন বাল্মীকি কৈল রচনা সুন্দর॥১০
সে সব কবিত্ব তুমি করিবে শ্রবণ।
পাত্র মিত্র স্থনিব রাজ্যের লোকজন॥
আপন চরিত্র তুমি স্থনিবে আপনে।
পুনরপি সে কথা স্থনিব সর্ব্বজনে॥
বাল্মীকি পুরাণে সব হইব প্রচার।১৫
তা স্থনি নিস্তার পাব সকল সংসার॥
উঠিআ রাবণ রাজা বসিল প্রভাতে।
নলকুবেরের শাপে দুঃখ ভাবে চিত্তে॥
রাজা বলে কি করিব পর্ব্বত কৈলাসে।
আজি হৈতে দূর হৈল বলের সম্ভাষে॥২০
ভ্রাতুষ্পুত্র শাপ দিল খণ্ডাইতে নারি।
দুঃখ ভাবি লড়িলা রাক্ষস অধিকারী॥
জিনিঞা তক্ষক নাগে আনিলেক নারী।
নানা দেশ হৈতে আনে রাজার ঝিআরি॥
আনয়ে রাজার কন্যা চাপাইআ রথে।২৫
অমনি চালাঞে দেই লঙ্কাপুর পথে॥
মহোদর মারীচ প্রহস্ত সর্ব্বজন।
কটক লইআ নড়িলা রাজা দশানন॥

(১৯১)

ত্রিভুবন জিনি রাজা কৈল আগুসার।
কোথাহ বিপক্ষ বলি নাহি দেখে আর ॥
প্রসন্ন বদন জান সব সেনাপতি।
নানা রত্ন অলঙ্কারে ভূষিত সারথি ॥
কত রাজকন্যা রথে রূপে অপ্‌ছরা ।৫
গগনমণ্ডলে যেন শোভা করে তারা ॥
তা সভারে পূজে রাজা নানা আভরণে।
কান্দে সব কন্যাগণ বোল নাহি স্নুনে ॥
কান্দিআ বিকল কন্যা পেলে আভরণ।
করিআ পাকল আঁখি চাহে দশানন ॥১০
দিলেন দারুণ শাপ কুবের কোঙর।
তাহা ভাবি ক্রোধ সম্বরিলা লঙ্কেশ্বর ॥
হৃদয়ে ভাবয়ে দুঃখ রাজা দশানন।
জোড় হাতে বুঝাইল শুক সারণ ॥
ত্রিভুবন জিনিঞা তোমার ঠাকুরাল ।১৫
বরুণ কুবের যম জিনিল দিক্‌পাল ॥
হেন রাজা অস্নুখী কোথাহ নাহি স্নুনি।
দেশে গেলে কন্যাগণ হইবেক রাণী ॥
মহোদর বলে রাজা কর কোন কাজ।
রথেতে গর্ব্বিত আছে নাহি বাস লাজ ॥২০
কন্যা সব লাজ করে মোরা আছি পাশে।
দেশকে লড়হ রাজা পরম হরিসে ॥
লঙ্কার ভিতরে তোমার আছে কত রাণী।
স্ত্রীর অভাব নাহি অসুখ ভাব কেনি ॥
এত স্ত্রী থাকিতে কর এতেক বিষাদ ।২৫
কোন কার্য্য রম্ভা হরি পাড়িলে প্রমাদ ॥
অশেষ বিশেষ রম্ভা বলিল বিস্তর।
জাতি মত তাহার নাসিলে লঙ্কেশ্বর ॥

(১৯২)

দৈবের নির্ব্বন্ধ ছিল দিল অভিশাপ।
তেঞি রম্ভা হরিআ পাইলে মনস্তাপ ॥
মহোদর কনিষ্ঠ নাহিক লাজ ডর।
স্নুনিঞা তাহার বোল হাসে লঙ্কেশ্বর ॥
সারথিকে বলে রাজা জোড় ব্রহ্মজ্ঞান ।৫
দেশমুখ হঞা রথ করুক পআন ॥
রাবণের আজ্ঞাতে সারথি হরষিত।
দেশমুখ করি রথ চালায় ত্বরিত ॥
সেনাপতি সনে রাজা চড়ে চিত্ররথে।
ত্বরিত গমনে রাজা জায় সূর্য্যপথে ॥১০
অনেক রাজার কন্যা নিলা সেই রথে।
লঙ্কাকে লড়িলা হরষিত মনোরথে ॥
তারা হেন ছুটে রথ গগনমণ্ডলে।
বাজিল রথের শব্দ কালকেয়-কুলে ॥
তিন কোটী সৈন্য জার আছে মহাবল ।১৫
কার হাথে শেল জাঠা কাহার মুসল ॥
ইন্দ্র যম কুবের বরুণ দিক্‌পাল।
মোর দেশ দিআ জাত্যে নাহি ঠাকুরাল ॥
আর এক ভিতে স্নুনি জয় জয়কার।
রথের এক ভিতে স্নুনিএ নারীর হাহাকার ॥২০
কালকেয় বলে আমি অবশ্য যাইব।
কোন বীর জাএ তারে অবশ্য তুষিব ॥
রথে উঠি লড়ে কালকেয় অধিপতি।
নানা অস্ত্রে ছাইলেক রাক্ষসের পতি ॥
ঝগড়া মুসল জাঠা খাণ্ডা খরসান ।২৫
রাবণের সেনাপতি জুঝে আগুয়ান ॥
দুই জনে রণ বাজে দেখি ভয়ঙ্কর।
রাক্ষসের বাণে সৈন্য হইল জর্জ্জর ॥

(১৯৩)

বাণ সঞা দৈত্যসেনা করিল উঠানি।
রাক্ষস কটক বিন্ধি করিল চালুঁনি॥
মুখ নাহি পাতে সৈন্য পালাইছে রড়ে।
রাবণেরে বেড়িলেক কালকেয়ার ঘরে॥
তিন কোটী সৈন্য জুঝে হঞা আগুয়ান।৫
বাছিআ বাছিআ মারে চোখ চোখ বাণ॥
রণ করে কালকেআ মরণ না গণে।
কন্যার নিকটে গেলা ছাড়াবার মনে॥
তিন কোটি সৈন্য জুঝে রণের জুঝার।
রাক্ষস উপরে করে অস্ত্রের প্রহার॥১০
লক্ষ লক্ষ সৈন্য মেলি রাবণে আগলে।
স্ত্রীগণেরে মুক্ত করে সব সৈন্যবলে॥
রাক্ষস কটক সহিবারে নারে রণ।
কন্যাগণে মুক্ত দেখি কুপিল রাবণ॥
সর্ব্ব সেনা মারে কালকেয়ার ঘরে।১৫
অতি কোপে দশানন ব্রহ্ম অস্ত্র জোড়ে॥
ব্রহ্ম অস্ত্র এড়িল ব্রহ্মার পাঞা বর।
অগ্নির শিখা বাণ দেখিতে ভয়ঙ্কর॥
হেন বাণ রাবণ তুলিআ নিল বাহে।
ত্রিভুবন চমকিত বাণ পানে চাহে॥২০
বাণ দেখি সঘনে কম্পিত বসুমতী।
বাণ দেখি ত্রাস পাল্য কালকেয়পতি॥
বাণের শব্দে সৈন্যের হাতের বাণ খসে।
তরাসে কাহার মুখে বোল নাহি আইসে॥
রাবণ এড়িল বাণ দিআ হুহুঙ্কার।২৫
সেই বাণে তিন কোটী সৈন্যের সংহার॥
তিন কোটী সৈন্য পড়ে লাগে ঠক ঠান্দি।
বাছিআ বাছিআ সৈন্যের স্ত্রী করিল বন্দী॥

(১৯৪)

কৈলাস পর্ব্বত জায় এড়িয়া দক্ষিণে।
লঙ্কাকে লড়িল রাজা ত্বরিত গমনে॥
দেশে জায় রাবণ বৎসর বারশতে।
পুরমুখে জায় অতি হরষিত চিতে॥
দিগ্বিজয় করি জায় বাজে ঢাক ঢোল।৫
রথে শুনি স্ত্রীলোকের ক্রন্দনের রোল॥
চুল ছিণ্ডে বস্ত্র চিরে কেহ শঙ্খ ভাঙ্গে।
মাথা আছাড়িআ কার রক্ত পড়ে অঙ্গে॥
তাহাদের চক্ষু জলে রথখান নাহে।
তারা সব গালি পাড়ে কিছু নাহি সহে॥১০
সাপ গালি পাড়ে সভে পাঞা মনস্তাপে।
শ্রীভ্রষ্ট হৈল রাজা স্ত্রীগণের শাপে॥
দেব দানব গন্ধর্ব্বের পরম সুন্দরী।
রথে তুলি নিঞা গেল আপনার পুরী॥
রথে হইতে নামে রাজা লঙ্কার দুয়ারে।১৫
কটকে মেলানি দিআ গেলা অন্তঃপুরে॥
কন্যাগণে ডাকিআ সম্মতি নিল রাণী।
একে একে সভাকারে করিল ছামনি॥
জে জন সম্মতি নাহি দিল নিজ মুখে।
অনুচর রাখ দিআ অন্তঃপুরে রাখে॥২০
জত দিন তারা নাহি করে অঙ্গীকার।
তত দিন তারে নাহি করয়ে শৃঙ্গার॥
মরিল অনেক নারী তেজিআ আহার।
তা সভার শাপ গালি এই মাত্র সার॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিত কবিত্বে চমৎকার।২৫
উত্তর কাণ্ড গাইলেক রাবণবিহার॥

(১৯৫)

সতী স্ত্রীর শাপে নাহি রাবণের রক্ষা।
পতির মরণ শুনি আল্য শূর্পণখা।
শূর্পণখা নামে দশাননের ভগিনী।
রাবণের আগে কান্দে বলে কটুবাণী॥
বুহিনিরে পাড়্যাতে গেল তার পাশ।৫
কোন দুঃখে কান্দ ভগ্নি করহ প্রকাশ॥
শূর্পণখা বলে তুমি প্রাণের বউরী।
সোদর হইআ বুহিনীরে রাণ্ড করি॥
কালকেয়ার তিন কোটী সৈন্য বিশাল।
মোর স্বামী মাল্যে তুমি তাহার মিশাল॥১০
কনিষ্ঠা ভগ্নির স্বামী জামাই সম্বন্ধ।
তাহারে মারিলে তুমি নাহি লাজগন্ধ॥
ভাই হঞা কৈলা তুমি বুহিনীর কাজ।
ভগ্নীকে করিতে রাণ্ড না বাসিলে লাজ॥
কান্দিতে কান্দিতে রাতি জাব উচ্চৈঃস্বরে।
কলসী বান্ধিআ জায় মরিতে সাগরে॥১৫
কান্দিতে কান্দিতে রাত্রি জায় করি আত্মঘাই।
হাতে ধরি দশানন ভগ্নীকে বুঝাই॥
তোমা লাগি আজি আমি হৈনু রাণ্ডি।
সাগরেতে পসিব গলাতে বান্ধি হাণ্ডি॥২০
সংগ্রামে পসিলে নাহি জান নিজ পর।
জামাতা মারিআ তবু না হও কুর্পর॥
রাজা বলে হাতে ধরি তোমাকে বেওসি।
না জানিঞা দোষ কৈল বারেক খেমাসি॥
খর দূষণ মোর মাসতত্য ভাই।২৫
চৌদ্দ সহস্র রাক্ষস আছে তার ঠাঁই॥
দূষণ ত্রিশিরা আদি জত সেনাপতি।
সভে মিলি করিবেন তোমার অরাতি॥

(১৯৬)

আমা হেন লোক তোমার করিব সম্মান।
তোমার বচনে কেহ না করিবে আন॥
দণ্ডক বনে শুক্রমুনির পূর্ব্বে আছে শাপ।
রাক্ষস ছাড়িআ কার নাহিক প্রতাপ॥
খর অধিকারী হৈল বলে সেনাপতি।৫
চৌদ্দ সহস্র রাক্ষস জাহার পদাতি॥
দণ্ডকানন চাপি বৈসে মোর থানা।
তোমার বচন লংঘিবেক কোন জনা॥
এথানে থাকিলে তুমি পাবে যাতনা॥
স্বতন্তর হঞা তুমি রাখ গিআ থানা॥১০
রাণ্ড হঞা জেই নারী হএ স্বতন্তর।
স্নুনি শূর্পণখা হৈল হরিষ বিস্তর॥
নদ নদী জল যেন বহে খরস্রোতে।
শীঘ্রগতি জায় রাণ্ডি হরষিত চিতে॥
কাঞ্চনের রথে চড়ি করিল পআন।১৫
জাইআ দণ্ডক বনে হৈলা অধিষ্ঠান॥
সেই বনে সভার উপরে অধিকার।
শূর্পনখা রাণ্ডি হৈল হরিষ অপার॥
চাপিআ দণ্ডকবন হৈল তার থানা।
শূর্পণখার বোল নাহি লংঘে কোনজনা॥২০
স্বতন্তর হঞা রাণ্ডি বৈসে সেইখানে।
এতেক প্রমাদ হৈল যাহার কারণে॥
ঘরে নাহ থাকে রাণ্ডি বুলে বনে ভালে।
যেখানে মনুষ্য পায় তারে ধরে বলে॥
ধরিয়া তাহার সনে ভুঞ্জেয়ে শৃঙ্গার।২৫
শেষে তার রক্ত মাংস করয়ে সংহার॥
হইল থানার কর্ত্তা রাবণের আদেশে।
সবংশে রাবণ রাজা মরে তার দোষে॥

(১৯৭)

কৃত্তিবাস পণ্ডিতের সরস আলাপ।
উত্তরকাণ্ডে গাইল শূর্পণখার প্রতাপ॥

অগস্ত্যের কথা শুনি রামের উচ্চহাস।৫
কহ কহ বলি পুন করেন প্রকাশ॥
দিগ্বিজয় করি দশানন গেল ঘরে।
তবে কোন সময়ে জিনিল পুরন্দরে॥
মেঘনাদ পুত্র তার সংসারে বিদিত।
কোন কালে ইন্দ্র জিনি হৈল ইন্দ্রজিত॥১০
অগস্ত্য বলেন রাম কর অবধান।
ইন্দ্র রাবণের যুদ্ধ কহি বিদ্যমান॥
সুখে ক্রীড়া করে রাজা লইআ সুন্দরী।
আনন্দে আছে রাজা কনক লঙ্কাপুরী॥
পরস্ত্রী আনিয়া ঘর ভরিল রাবণ।১৫
রাত্র দিন ক্রীড়া করে নহে শান্তমনে॥
লঙ্কার ভিতরে রাজা আছে সিংহাসনে।
আচম্বিতে শূর্পণখা পড়্যা গেল মনে॥
রাণ্ডি হঞা ভগিনী কেমনে ধরে মন।
রাত্র দিন ক্রীড়া করে তবু উচাটন॥২০
অনুক্ষণ থাকি আমি নিআ নারীগণ
যত পাই তত রাখি হেন হয় মন॥
যৌবনের কালে ভগ্নী হীন হৈল পতি।
কেমনে বঞ্চিবে বোনে হইআ যুবতি॥
শূর্পণখা চিন্তি কুম্ভনসী পড়ে মনে।২৫
পুছিল তাহার কথা ভাই বিভীষণে॥
বিভীষণ বলে শুন তার বিবরণ।
পীড়িত তোমার পাপে রাক্ষসের গণ॥

(১৯৮)

করুণভাবে বিভীষণ উচ্চৈঃস্বরে কান্দে।
ধর্ম্মের ধার্ম্মিক দশানন রাজে কান্দে॥
ব্রহ্মকুলে জন্মিআ করহ পরদার।
সেই পাপ ফলে নাহি সবংশের উদ্ধার॥
দেবতা ব্রাহ্মণ যত আছে ঋষি মুনি।৫
ব্রহ্মার বরের তেজে কারে নাহি গুণি॥
বলাৎকারে আন তুমি সভার রূপসী।
ঘরে হৈতে পরে নিল ভগ্নি কুম্ভনসী॥
তুমি বলে আন ভাই কত জনার নারী।
মধুদৈত্য আসি তোর ভগ্নি কৈল চুরি॥১০
রূপে গুণে মন্ত্রণাতে সুবুদ্ধি ভগিনী।
আচম্বিতে দৈত্য নিল কিছু নাহি জানি॥
পাপ কৈলে মিথ্যা নহে অবশ্য সে ফলে।
মধুদৈত্য কুম্ভনসী নিঞা গেল বলে॥
মহাধনুর্দ্ধর দৈত্য মধুপুরে বৈসে।১৫
ছল পাঞা অন্তঃপুরে করিল প্রবেশ॥
ইন্দ্রজিৎ হৈল যখন যজ্ঞেতে তপসী।
জল পাই ব্রতে আমি থাকি উপবাসী॥
সন্ধি পাঞা সান্ধাইল পুরীর ভিতর।
অন্তঃপুরে রক্ষকে মারিল বিস্তর॥২০
কি করিতে পারে তার বনিতার বলে।
কুম্ভনসী মধুদৈত্য নিঞা গেল ছলে॥
জননীর জেঠা মাল্যবান্ মহাবলী।
তাহার ঝিয়ের সুতা কুম্ভনসী বলী॥
মাএর ভগ্নীর সুতা কনিষ্ঠা বুহিনী।২৫
মোর বিদ্যমানে মধু করিল ছামুনি॥
সৈন্য সনে সাজি গেলে ভগ্নী হয়ে রাণ্ডি।
বলে ছলে বিভা কৈল জানে রাজ্য খণ্ডি॥

(১৯৯)

তুমি পরনারী আন দুখ দিআ মনে।
তোমার বুহিনী নিল তোমা বিদ্যমানে
এত শুনি দশানন করএ বিষাদ।
কোন কার্য্য তরে ঘরে ছিল মেঘনাদ॥
সুমেরু পর্ব্বত কাটে মেঘনাদের বাণে।
এত অপমান মোর তার বিদ্যমানে॥
তোমা হেন আছে জার ভাই সহোদর।
বুহিনী রাখিতে নার ঘরের ভিতর॥
কুম্ভকর্ণ ভাই মোর লঙ্কাপুরে জাগে।
ত্রিভুবনে কেবা আছে আসে তার আগে॥
হেন ভাই নিদ্রাগত হইল অচেতন।
তোমরা লঙ্কার মাঝে ছিলে কি কারণ॥
দিগ্বিজয় করি আমি জিনি ত্রিভুবন।
আছুক দৈত্যের দায় নারে দেবগণ॥
ত্রিভুবন জিনিঞা আইলুঁ একেশ্বর।
এতেক প্রমাদ পাড়ে কোলের ভিতর॥
কুম্ভকর্ণ আমি সবে আছি দুইজন।
তোমাদের বিক্রম সকলি অকারণ॥
রাবণ বলিল ভাই কারে নাহি ডর।
আগে মধুদৈত্য মারো পাছে পুরন্দর॥
মধু দৈত্য করিল আমার অপমান।
সভাকার আগে তার বধিব পরাণ॥
মোর ভগ্নী হরে বেটা এত অহঙ্কার।
আগু এক বাণে তারে করিব সংহার॥
রাবণের বোলে লজ্জা পাল্য বিভীষণ।
কার দোষ নাহি ভর্ৎস অকারণ॥
জোড় হাত করিআ বলেন বিভীষণ।
করয়ে বিষম যজ্ঞ তোমার নন্দন॥

(২০০)

আরম্ভ করিল যজ্ঞ বটবৃক্ষতলা।
বার সত বৎসর অগ্নিপূজে নিকুম্ভিলা॥
যত দিন যজ্ঞ করে নারী নাহে চাহে।
অনাহারে যজ্ঞ স্থানে রাত্রি দিন রহে।
পঞ্চ লক্ষ যজ্ঞ হেতু করিল নিয়ম।
মহাপদ্মশত লক্ষ করিলেক হোম॥
যজ্ঞে পূর্ণা দিতে তার হয়েছে সময়।
পূর্ণা দিলে হইবে ত্রিভুবনে পরাজয়॥
যজ্ঞে পূর্ণা না দিআ করিতে জায় রণ।
রণের সময় নাহি দেখে কোনজন
হেন যজ্ঞ শুনি রাবণের চমৎকার।
যজ্ঞ দেখিবারে রাজা কৈল আগুসার॥
নিকুম্ভিলায় যজ্ঞ করে কোঙর ইন্দ্রজিৎ।
তথাকে রাবণ রাজা লড়িল ত্বরিত॥
আগু জান দশানন পাছে বিভীষণ।
অদভুত দেখিল গিয়া যজ্ঞ আয়োজন॥
প্রবাল মুকুতা বান্ধা বিচিত্র পাথর।
তিন কোস জুড়ি কুণ্ড আড়ে পরিসর॥
দশ সহস্র ব্রাহ্মণ যজ্ঞকুণ্ড স্থানে।
পর্ব্বত প্রমাণ অগ্নি জ্বলে রাত্রি দিনে॥
অগ্নি শব্দ করে যেন মেঘের গর্জ্জন।
উঠিয়া অগ্নির শিখা পরশে গগন॥
শরপত্র বোঝা বোঝা ঘৃতের কলস।
কালিয়া ছাগল আনি জোগায়ে রাক্ষস॥
রক্ত কাষ্ঠ ভারে ভারে আনয়ে চন্দন।
রক্ত ফুলমালা আনে রকত বসন॥
রক্ত বস্ত্র নিঞা সব জোবড়ায় ঘৃতে।
দশ সহস্র বিপ্র হুনে বসি চারি ভিতে॥

(২০১)

নানা জাতি পশু আনে ছাগ কোটী কোটী।
আতপ তণ্ডুল কুণ্ডে হুনে মুটি মুটি॥
যজ্ঞ আয়োজনে দেখি দেব অধিষ্ঠান।
ইন্দ্রজিতে দেখে কৃষ্ণ চর্ম্ম পরিধান॥
হাতে দণ্ড কমণ্ডলু মাথে শিখা ধরে।৫
ইন্দ্রজিতে আলিঙ্গন দিল লঙ্কেশ্বরে॥
কোন যজ্ঞ কর বাপু কহিবে নিশ্চিত।
রাবণেরে জোড় হাতে বলে ইন্দ্রজিত॥
অগ্নীষোম রাজসূয় করিল শতেক।
গোমেধ বৈষ্ণব যজ্ঞ করিল অনেক॥১০
যজ্ঞ ফলে বিধাতা হইল অধিষ্ঠান।
আপনি আসিআ ব্রহ্মা দিলা বরদান॥
কামগতি রথ দিল আকাশে সঞ্চরে।
তামসিক রথ দিল জুঝিবার তরে॥
সেই তামসিক নিঞা ইন্দ্রজিৎ জুঝে।১৫
দেবতা দানব তাহাকে নাহি বুঝে॥
নানা মায়া অস্ত্র দিল শত্রুর দলন।
যজ্ঞ করি ইন্দ্রজিৎ এ সব সাধন॥
যজ্ঞ ফলে ব্রহ্মা দিল এতেক সম্মান।
আপনি আইলা ইবে কর অবধান॥২০
রণে অষ্ট লোকপালে আমি দিল সাজি।
যজ্ঞে যজ্ঞ ভাগ দিয়া তারে কেন পূজি॥
যজ্ঞভাগ নিতে আস্যে যত দেবগণ।
দেবতার পূজা তুমি কর কি কারণ॥
সকল দেবের মধ্যে ইন্দ্র মহারাজা।২৫
তাহারে জিনিলে সব দেবে করে পূজা॥
বিপ্রের বচনে কর ছাওয়াল গেয়ানে।
যজ্ঞ এড় রথে চড় চল আমা সনে॥

(২০২)

মেঘনাদ বলে বাপা কর অবধান।
অগ্নিরূপে ব্রহ্মায়ে আনি অধিষ্ঠান॥
ব্রহ্মাপূজা বিনে নাহি পূজি অন্য জন।
কোন সাহসে এথা আসিব দেবগণ॥
অগ্নি বর দিলে মো জুঝিব অন্তরীক্ষে।৫
জাহারে মারিব সে আমারে নাহি দেখে॥
এই শিক্ষা পাই আমি যজ্ঞ পূর্ণা দিলে।
ত্রিভুবনজয়ী হব এই যজ্ঞ ফলে॥
রাবণ বলে দেখিব তোমার যজ্ঞশিক্ষা।
সাক্ষাতে আসিআ অগ্নি যদি দেন দেখা॥১০
মেঘনাদ বলেন থাকহ যজ্ঞ স্থানে।
সাক্ষাৎ হবেন অগ্নি তোমা বিদ্যমানে॥
শুক্র নামে দ্বিজ বলে কুলপুরোহিত।
তাঁহাকে লইয়া যজ্ঞ করেন ত্বরিত॥
ধেয়ান করিআ বসি অগ্নিকুণ্ড পূজে।১৫
কুণ্ড হৈতে উঠে অগ্নি মন্ত্র বল তেজে॥
অধিষ্ঠান হঞা অগ্নি রহিলা সমুখে।
যজ্ঞ পূর্ণা দিল তাহা দশানন দেখে॥
যজ্ঞ উপহার খাঞা অগ্নির সন্তোষ।
মেঘনাদে দিল বর মনে পরিতোষ॥২০
অগ্নি বলে মেঘনাদ বর দিল তোরে॥
যজ্ঞ করি জোথা জোথা জাবে জুঝিবারে॥
পূর্ণা দিআ সংগ্রামে জাইবে জেই দিনি॥
পরাজয় না হবে অবশ্য হব জিনি॥
যজ্ঞের দিবসে আমি হব অধিষ্ঠান।২৫
সংসারে না হব বীর তোমার সমান॥
ইন্দ্রজিৎ বলে মোর মরণে না ডর।
কৃপা করি প্রভু মোরে করহ অমর॥

(২০৩)

অগ্নি বলে মেঘনাদ না করিহ ভয়।
প্রকারে অমর হবে স্থনহ নিশ্চয়॥
চৌদ্দ বৎসর জেই কিছু নাহি খাবে।
তত দিন বনিতার মুখ না দেখিবে॥
নিদ্রা নাহি চৌদ্দ বৎসর জাগরণ।৫
নিয়মে থাকিবে নাহি করিবে শয়ন॥
হেন জন আসি যদি যজ্ঞ ভঙ্গ করে।
সেজন মারিতে পারে কহিল তোমারে॥
জথন করিবে যজ্ঞ হব অধিষ্ঠান।
এত বর দিআ অগ্নি গেলা নিজ স্থান॥১০
তাহা দেখি চমৎকার পাল্য দশাননে।
পুত্রেরে বলিল বাপু আস্ত মোর সনে॥
দেবতা দানবে আমি জিনি একেশ্বরে।
কুম্ভকর্ণ তোমা নিঞা জিনি পুরন্দরে
তোমার অস্ত্রের শিক্ষা করিব পরীক্ষে।১৫
ইন্দ্র সনে কেমনে জুঝহ অন্তরীক্ষে॥
দেখিব কেমন রূপে জিন দেবরাজে।
কেমন করিআ ইন্দ্র তোমা সনে জুঝে॥
আপন কটক সাজি লড়হ সত্বর।
মধু দৈত্যে আগে মারি পিছে পুরন্দর॥২০
কুম্ভ যে নিকুম্ভ দোঁহে লড়হ ত্বরিত।
মকরাক্ষ বীর লড় বিক্রমে পূজিত॥
বার বৎসর মেঘনাদ আছে অনাহারে।
মধুপানে মেঘনাদ সকল পাসরে॥
স্ত্রী সম্ভাষণে নাহি গেল পিতার লাজে।২৫
যজ্ঞশাল হৈতে বীর জুঝিবারে সাজে॥
সারথি জানিল মনে সংগ্রাম গমন।
নানাবিধ করি আনে রথের সাজন॥

(২০৪)

রথ খান সাজি আনে রথের সারথি।
নানারত্ন মাণিক নির্ম্মাণ আছে তথি॥
কনকরচিত রথ অপূর্ব্ব নির্ম্মাণ।
বায়ুবেগে অষ্ট ঘোড়া তাহার জোগান॥
শৈল জাত অষ্ট ঘোড়া রত্নের বিম্বুকি।৫
ক্ষণে দেখা দেই তারা খেনে হএ লুঁকি॥
রথের জ্যোতিতে দশ দিগ পরকাস।
নানা অস্ত্র তুলি নিল বন্ধন নাগপাশ॥
কটকের মহা শব্দে কাঁপিল মেদিনী।
মেঘনাদে বাদ্য বাজে তিন অক্ষোহিণী॥১০
কাড়াপড়া বাজে ঘন ঢাকে দিল কাঠি।
তোল পাড় হইল লঙ্কার সব মাটী॥
বাজিছে গভীর নাদে অনেক মাদল।
মেঘের গর্জ্জন যেন আঘোর বাদল॥
দগড়েতে ঘাই পড়ে নাহি অবসাদ।১৫
মেঘনাদ চলিল ছাড়িয়া সিংহনাদ॥
দৈব যোগে কুম্ভকর্ণ জাগে সেই দিনে।
বার্ত্তা পাইঞা দশানন হরষিত মনে॥
কুম্ভকর্ণ আইল রাবণ সম্ভাষণে।
আলিঙ্গন দিআ তারে বলেদশাননে॥২০
ত্রিভুবন জিনিআ আমি আলুঁ একেশ্বর।
তোমার সহায় করি জিনি পুরন্দর॥
কুম্ভকর্ণ বলে তুমি বৈসে থাক ঘরে।
দেবতা সহিত ইন্দ্রে আনি একেশ্বরে॥
তালজংঘ অতিকায় সিংহ জে বদন।২৫
মহোদর মহাপার্শ্ব খর দূষণ॥
স্থনিয়া ভাইর কথা দশানন হাসে।
রাজপ্রসাদ দিল জত মনে আইসে॥

(২০৫)

ত্রিভুবন আনে জত অমূল্য রতন।
নানা রত্নে কুম্ভকর্ণে কৈল বিভূষণ ॥
রাবণের রথ খান জোগায় সারথি।
ছত্রিশ কোটী সাজিল প্রধান সেনাপতি।
অকম্পন প্রহস্ত ধূম্রাক্ষ মুনিশঠ।৫
মকরাক্ষ বিরূপাক্ষ রণের উৎকট।
ঘণ্টাদর মহাবীর এ শুক সারণ॥
রাবণে বেড়িআ লড়ে সর্ব্ব পাত্রগণ।
অমরা জিনিতে রাজা লড়ে পুর সাজে।
সাত অক্ষৌহিণী বাদ্য রাবণের বাজে।১০
তবল বিশাল ঢাক বাজে জয় ঢোল।
প্রলয় সময়ে যেন উঠে মহারোল॥
কটক লড়িল চারি সহস্র অক্ষৌহিণী।
ধর্ম্ম হেতু বিভীষণ রহিলা আপনি॥
হাতী ঘোড়া রথ সেনা লড়িল অপার।১৫
আখির নিমিষে হৈল সাগরের পার॥
রাবণ বলেন ঝাটে সৈঁনা কর ত্বরা।
আখির নিমিষে গিয়া বেড়হ মথুরা॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিত সে জগতমোহন।
অমৃতের কণা যেন উত্তর রামায়ণ॥২০

রথে চড়ি ছাড়াইল দুরাজার দেশ।
মথুরা নগরে গিআ করিল প্রবেশ॥
সেনা সনে বেড়িল দৈত্যের বাড়ী ঘর।
নিদ্রা জায় মধুদৈত্য আওআস ভিতর॥
সুখে নিদ্রা জায় বীর খাটের উপরে।২৫
কুম্ভনসী বাহির হৈলা একেশ্বরে॥

(২০৬)

কটক দেখিআ মোহ কুম্ভনসী পড়ে।
কলার বাড়লি যেন কম্পমান ঝড়ে॥
ডর না করিহ ভগ্নী আমি দশানন।
মধুদৈত্য কোথা গেল বধিব জীবন॥
ত্রাস পাঞা কুম্ভনসী তার পাএ পড়ে।৫
রাবণের কথা শুনি মুখে ধূলা উড়ে॥
রাবণ বলেন ভগ্নী না ভাবিহ ব্যথা।
তোমা বলে আনিল কাটিব তার মাথা॥
আমি যদি থাকিতাঙ লঙ্কার ভিতর।
সেই দিনে উহারে পাঠাঙ যম ঘর॥১০
রাবণের সুনি কথা কুম্ভনসী হাসে।
ইহা সুনি স্বামী মোর মরিব তরাসে॥
পৃথিবীতে তোমার ঠাঞি কার নাঞি রক্ষা।
সোদর ভগিনী রাণ্ড কৈল শূর্পণখা॥
তার স্বামী মারি তুমি না বাসিলে লাজ।১৫
আমা রাণ্ডি করিবে অধিক নহে কাজ॥
বলে ছলে আনিআছে তবু মোর পতি।
তাহার বীর্য্যতে মোর জন্মিল সন্ততি॥
লবণ নামেতে পুত্র দেখ বিদ্যমান।
কোপ তেজ ভাই মোরে স্বামী দেহ দান॥২০
ভগিনীর বোল শুনি রাক্ষসের পতি।
বুহিনী করিতে রাণ্ড না আস্থে জুকতি॥
রাবণে বিনয় করে জোড় করি হাথ।
তাহার বিনয়ে তুষ্ট রাক্ষসের নাথ॥
রাজা বলে রাখিলাও তোমার বচনে।২৫
ইন্দ্র জিনিবারে সে আসুক মোর সনে॥
ইহা শুনি কুম্ভনসী চলিল ধাইআ।
নিদ্রাতে আছিল সৈন্য জাগাইল গিআ॥

(২০৭)

ঘূর্ণিত লোচনে মধু দৈত্য উঠে বৈসে।
ত্রাসযুক্ত দেখি কুম্ভনসীরে জিজ্ঞাসে॥
আচম্বিতে পুরীতে কিসের গণ্ডগোল।
গড়ের বাহিরে কার কটকের রোল॥
কুম্ভনসী বলে দৈত্য রাজার কারণ।৫
তোমারে মারিতে আজি আল্য দশানন॥
লঙ্কা হৈতে আমারে আনিলে অহঙ্কারে।
সেই কোপে আস্যাছিল তোমা কাটিবারে॥
দৈত্য বলে ঝাট আন মহেশের শূল।
সেনা সনে রাবণার করিমু নির্ম্মূল॥১০
কুম্ভনসী বলে তারে মধুর উত্তরে।
দশানন সনে যুদ্ধ মরিবার তরে॥
থাকুক তোমার কাজ না পারে দেবতা।
বিধাতা তাহারে হারে অন্যের কিবা কথা॥
তোমারে রাখিতে আমি গেনু তার পাশ।১৫
অভয় প্রসাদ দিল করিআ আশ্বাস॥
গলে থাণ্ডা বান্ধি তুমি জাহ তার পাশে।
রাজাকে সম্ভাষ গিয়া মধুর সম্ভাষে।
কুম্ভনসীর কথা দৈত্য শুনিলেন কাণে।
গলে থাণ্ডা বান্ধি গেল রাবণের স্থানে॥২০
মধুদৈত্য জাইআ রাজার পদ বন্দে।
কোলাকুলি কৈল দোঁহে পরম আনন্দে॥
রাবণ বলেন দৈত্য করিলে প্রমাদ।
আমার ভগিনী হর এত বড় সাধ॥
অতি বড় কর্ম্ম তুমি করিলে দারুণে।২৫
তোমা নাহি কাটি লড়ি ভগ্নীর কারণে॥
পায়ে পড়ি কুম্ভনসী করিল রোদন।
ভগ্নীর লাগিআ তার রহিল জীবন॥

(২০৮)

কত অস্ত্র আছে তোমার ঝাঠি ঝগড়া।
কত সৈন্য তোমার কতেক হাতী ঘোড়া॥
সকল কটক তুমি চলহ সত্বরে।
অমরাবতীকে গিয়া জিনি পুরন্দরে॥
জোড় হাতে বলে দৈত্য শুন মহারাজা।৫
দেবতা দানব সভে করে তোর পূজা॥
তুমি যদি অপরাধ ক্ষমিলা আমারে।
এক রাত্রি বঞ্চহ থাকি আমার ঘরে॥
কুম্ভনসী রন্ধন করিল তোমার তরে।
ভোজন করিআ আজি থাক মোর ঘরে॥১০
রাজা বলে কুম্ভকর্ণের আজি জাগরণ।
কুম্ভকর্ণ নিদ্রা গেলে জুঝে কোন জন॥
রাতারাতি গিআ অমরাবতী লুটি।
আসিবার কালে কালি রব তোমার বাটী॥
ইহা শুনি দৈত্য ধরে রাবণ বচন।১৫
আমার পীরিত রাখ করহ ভোজন॥
ভোজন সময় হৈল বেলা সাত ঘটী।
রান্ধিল তোমার ভগ্নী করি পরিপাটী॥
ভোজন না কৈলে তেঁহো ভাবিবেন দুখ।
কটক সহিত ভুঞ্জ তবে হয়ে সুখ॥২০
না থাকিবে আজি যদি জাইহ এখনি।
কটক সহিত সভে কর অন্নপানি॥
অলঙ্ঘ্য দৈত্যের বাক্য রাজা না লঙ্ঘিল।
কটক সহিতে রাজা ভোজনে চলিল॥
প্রবেশে দৈত্যের পুরী অতি মনোহর।২৫
দেখিতে সুন্দর যেন ইন্দ্রের নগর॥
সৈন্য সনে ভোজনে বসিলা দশানন।
লক্ষেক ব্রাহ্মণে আনি জোগায় ওদন॥

(২০৯)

কুম্ভনসী ঘৃত দেই সভাকার অন্নে।
মধু দৈত্য সনে রাজা ভুঞ্জিল সম্পন্নে॥
মধু দৈত্য রাবণে একোই স্থানৈ বসি।
তাহাদিকে অন্ন আনি দেন কুম্ভনসী॥
সকল কটক সনে করিলা ভোজন।৫
ভোজন করিআ সাঙ্গ কৈলা আচমন॥
বসিয়া কম্বলে রাজা খাইল তাম্বূল।
ঘরের ভিতরে দেখে মহেশের শূল॥
সৈন্যের সহিতে রাজা বৈসে সিংহাসনে
মধুদৈত্য ঠাঁই শূল মাগে দশাননে॥১০
দৈত্য বলে অই শূল দিল ত্রিলোচন।
আমারই কারণ হে শুন দশানন॥
তন্ত্রে মন্ত্রে শূল আমি দিয়াছি লবণে।
লবণ বিহনে শূল নহে অন্য জনে॥
যদ্যপি তোমারে দয়া করেন লবণ।১৫
ভগিনীর ঠাঁই শূল মাগ দশানন॥
কথা শুনি রাবণ শূলের ছাড়ে আশ।
উত্তর কাণ্ড গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবাস॥

স্নান সন্ধ্যা করি রাম প্রত্যুষ বিহানে।
সভাখণ্ড লইআ মুনির কথা শুনে॥২০
শ্রীরাম বলেন কথা কহ মুনিবর।
কেমনে রাবণ গিআ জিনে পুরন্দর॥
অগস্ত্য বলেন রাম শুন সাবধানে।
দশানন ইন্দ্রে যুদ্ধ হইল যেমনে॥
সপ্ত ঘটী বেলা গেল দ্বিতীয় প্রহর।২৫
অমর জিনিতে জান রাজা লঙ্কেশ্বর॥

(২১০)

বিষম অমরাবতী না পারে লঙ্ঘিতে।
বেড়িআ কটক সব রহে চারি ভিতে।
সহস্র যোজন আড়ে অমরা বসতি॥
দেঘেতে নাহিক ওর পবনের গতি।
চারি ভিতে চারি দ্বার দ্বাদশ যোজন।৫
এক দ্বারে চল্লিশ অক্ষৌহিণী সেনাগণ॥
সোণার কবাট খিল পর্ব্বতের গোড়া।
হুড়কা শোভিছে তাহে সুমেরুর চূড়া
ঐরাবত উচ্চৈঃশ্রবা আছে দুই দ্বারে।
কাহার সকতি তাহা লঙ্ঘিতে না পারে॥১০
ঠাঞি ঠাঞি সোণার রচিত পাট শালা।
দেবতা গন্ধর্ব্ব তাহে বিদ্যাধর মেলা॥
শোক দুঃখ নাহি তথা নাহিক মরণ।
অমর নগর নাম ইহার কারণ॥
উপমা দিতে নাহি অমরাবতীর নাম।১৫
সংসারে দুর্ল্লভ পুরী অতি অনুপাম॥
তাহাতে প্রমাদ পড়ে ইন্দ্র নাহি জানে।
আচম্বিত স্বর্গপুরী বেড়িল রাবণে॥
রাবণ বেড়িল পুরী ত্রাসে পুরন্দর।
দেবগণ নিঞা গেলা বিষ্ণুর গোচর॥২০
আসন হইতে বিষ্ণু উঠিলা সত্বরে।
নিবেদন দেবরাজ করে জোড় করে॥
চতুর্ভুজ নারায়ণ সভা মধ্যে বৈসে।
বুদ্ধি মাগিবারে ইন্দ্র গেলা তার পাশে॥
রাবণ ব্রহ্মার বরে ত্রিভুবন জিনে।২৫
হেন বীর নাহি দেখি তারে জিনে রণে॥
সভারে জিনিলে তুমি অষ্ট লোকপাল।
আপনি রাবণে মার বিক্রমে বিশাল॥

(২১১)

তোমার চরণ বিনে গতি নাহি আর।
রাবণে মারিআ কর দেবের উদ্ধার॥
সুনিঞা দেবের কথা বিষ্ণুদেব হাসে।
ভয় দেখি সভাকারে করিল আশ্বাসে॥
কহিলেন বিষ্ণু আমি মারিব রাবণ।৫
হেন অবতারে মারা না জায়ে কথন॥
বিধি বর দিয়া তার বাড়াল সম্মান।
পিতা পুত্রে ত্রিভুবনে করে অপমান॥
আমা বই রাবণে মারিতে নারে আনে।
রাবণের মৃত্যু কথা শুন দেবগণে॥
পূর্ব্বে মোরে কহিলেন দেব ত্রিলোচন।১০
জেমন প্রকারে বধ করিব রাবণ॥
দুষ্ট জনে বিধাতা আপনি দিল বর।
সবংশে মারিবে তোরে মানুষ বানর॥
পৃথিবীতে হইবে আমার অবতার।
বানরে করিআ সঙ্গে করিব সংহার॥১৫
দেবতার হাতে নাহি মরিবে রাবণ।
সংগ্রাম করিআ তারে খেদড়ে এখন॥
এখন নারিবে তারে হইআ সম্মুখ।
আমিত মারিব তারে দেখিবে কৌতুক॥
এইত শরীর নাহি মরিবে রাবণ।২০
ধরিআ মনুষ্যদেহ বধিব জীবন॥
তাহাকে মারিতে বান্ধ বান্ধিব সাগরে।
লঙ্কাতে প্রবেশি নাশ করিব সভারে॥
সূর্য্য বংশ জন্মিব দুই চারি অংশ।
তবে সে রাবণে আমি করিব নির্ব্বংশ॥২৫
তারে মারি বিভীষণে কর‍্যা দিব রাজা।
সংসারের লোক যেন করে তার পূজা॥

(২১২)

চিন্তি দেখাইবে নহে আমার বিষয়।
সর্ব্ব দেব মেলি কর তার পরাজয়॥
এতেক শুনিআঁ জান সবে লঘুগতি।
দেখিল রাক্ষসে বেড়ে অমরা বসতি॥
সংসারের উপরে ইন্দ্রের অধিকার।
পবনে আনিতে দূত গেলা আগুসার॥৫
সুমেরু পশ্চিম দিগে পবনের স্থান।
আপনগণের সনে আল্যা আগুয়ান॥
কুবেরের স্থান সেই কৈলাস উত্তর।
যক্ষগণ সঙ্গে আল্যা ইন্দ্রের নগর॥
একবার রাবণে হারিআ পাল্য লাজ।১০
উপরোধে ইন্দ্র ঠাঞি আইল যক্ষরাজ॥
পাতালে নাগের পুর জিনিল রাবণ।
সেই কোপে জুঝিতে আইল নাগগণ॥
বরুণের পুর খান জিনেন লঙ্কেশ্বরে।
তখন বরুণ নাহি ছিল নিজ ঘরে॥১৫
সেই কোপ বরুণের জাগরণ মনে।
সৈন্য সনে সাজি আল্যা ইন্দ্রের বচনে॥
দক্ষিণে আইলা যম মৃত্যু দুই জন।
যুদ্ধ ভঙ্গ দিল যম ব্রহ্মার কারণ॥
এক বার যমেরে জিনিল দশাননে।২০
সেই কোপে আল্যা যম ইন্দ্রের বচনে॥
বসুগণ মরুত গন্ধর্ব্ব বিদ্যাধর।
পিশাচ পেরেত ভূত আইল বিস্তর॥
শনি আদি নবগ্রহ যত যোগগণ।
জুঝিতে আইলা সভে সংহতি কারণ॥২৫
নক্ষত্র আইল আর জত তিথি বার।
পল ক্ষণ মুহূর্ত্ত দণ্ডের আগুসার॥

(২১৩)

যুদ্ধ দেখিবারে চণ্ডী আইলা আপনি।
রক্ত মাংস খাইতে আল্য চৌষটী যোগিনী॥
সংহতি আইল তাঁর অনেক কুমারী।
ব্রহ্মাণী বৈষ্ণবী আল্য আর মহেশ্বরী॥
নারসিংহী বারাহী ধরন নানা কলা।
কাত্যায়নী চামুণ্ডা গলাতে মুণ্ডমালা।৫
সংগ্রামে বিজয়ী দেবী অতি ভয়ঙ্কর।
দেখিআ দেবীর মূর্ত্তি দেবের লাগে ডর॥
নিশুম্ভ মহিষে দেবী মারিল কটাক্ষে।
তেঁহো যুদ্ধ দেখিবারে আইলা অন্তরীক্ষে॥
রথে চড়ি ভগবতী অট্‌অট্টো হাসে।১০
জেই জন দেখে সেই পড়য়ে তরাসে॥
দেবতা রাক্ষসে রণ বাজিল বিস্তর।
দুই জনে যুদ্ধ করে অতি ভয়ঙ্কর॥
দেবতা রাক্ষস বলে হইল মিসাল।
সংগ্রামের শব্দ শুনি কম্পিত পাতাল॥১৫
মহোদর মহাপার্শ্ব আর ঘণ্টোদর।
রাবণের সেনাপতি সংগ্রামে প্রথর॥
দেবতার বাণে পড়ে রাক্ষস বিস্তর।
রাক্ষসের বাণে কত লোটায় অমর॥
সংগ্রামের রোল যেন সাগরের কলকলি।২০
রাবণের মাতামহ জুঝিছে সুমালী॥
তার বাণ বরিষণে দেবগণ পড়ে।
আকাশের মেঘ যেন উড়াইল ঝড়ে॥
খরসান ধারে এড়ে জাঠা আর টাঙ্গি।
সূচীমুখ বাণ এড়ে আর শত সাঙ্গি॥২৫
ভঙ্গ দিআ দেবতা পালাএ রড়ারড়ি।
কোপেন সাবিত্র বসু হাতে গদা বাড়ী॥

(২১৪)

রণে প্রবেশিআ মাথে মারে তারে বাড়ি।
চতুর্দ্দিগে রাক্ষস পালাএ বড়াবড়ি॥
দুই জনে সংগ্রামে গগনে উঠে ধূলি।
রাবণের মাতামহ জুঝিছে সুমালী॥
সুমালীর রথ খান সর্পগণে বহে।৫
মাথে মণি জ্বলে তার বিষে দেশ দহে॥
সুমালী সাবিত্র বসু দোঁহে বাজে রণ।
দোঁহে দোঁহাকারে করে বাণ বরিষণ॥
এড়িল সাবিত্র বসু অর্দ্ধচন্দ্রবাণ।
সুমালীর সোনা কাটি করে খান খান॥১০
খান খান হৈল সোনা মাথায় টোপর।
বাণে ফুটী সুমালী হইল জর জর॥
আর এক বাণে রথ কৈল খণ্ড খণ্ডে।
মারিল গদার বাড়ি সুমালীর মুণ্ডে॥
সুমালী রাক্ষস রণ সহে কোন জন।১৫
সাবিত্র বসুরে সাধু বলে দেবগণ॥
হাড় গোড় চূর্ণ হঞা সুমালীয়া পড়ে।
ভস্মরাশি হৈল বীর ভস্ম ঘন উড়ে॥
পালায় রাক্ষস সব সম্মুখ নহে রণে।
সাবিত্রের সংগ্রামে হরিস দেবগণে॥২০
দেবতা দানব জত বৈসএ আকাশে।
দেখিআ তাহার রণ পড়এ তরাসে॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিত কবিত্ব মহাশয়।
উত্তর কাণ্ডে গাইল সাবিত্র বসুর জয়।২৫

কুপিয়া রাক্ষস সব করিল উঠানি।
নানা অস্ত্র পেলে যেন মেঘে বর্ষে পানি॥

(২১৫)

শেল শূল সাঙ্গি পেলে জাঠি ঝগড়া।
অমরা ছাইল সুনি ঝন ঝনে সাড়া॥
সকল অমরাবতী রক্তে হইল রাঙ্গা।
স্রোতে রক্ত বহে যেন ভাদ্রমাসের গঙ্গা॥
ঘোড়া হাতী রাউত রক্তে নদে ভাসে।৫
হরিসে পিশাচগণ খল খল হাসে॥
বিম্বুকী বিম্বুকী রক্ত বান্ধিয়া উঠে ফেনা।
শকুনী গৃধিনী তাহে করয়ে পারনা॥
আকাশে উঠিআ নাগে রক্ত কলকলি।১০
যুদ্ধে অন্ত নাহি কেহো যুদ্ধ না সঙ্কুলি॥
নাহি সুনি কোন কালে হেন যুদ্ধ হয়।
কল্পান্তে হইল মহা যেমন প্রলয়॥
জত ভুত গন্ধর্ব্ব পিচাশ বিদ্যাধর।
লেখা জোখা নাহি জত পড়ে নিশাচর॥১৫
ইন্দ্র বলেন রাবণ তোমার যুদ্ধ ছল।
একে একে জুঝিব কাহার কত বল॥
ইন্দ্রের বচনে হাসি বলে দশানন।
সব দেব জুঝ্যাছে মোর রণ॥
চন্দ্র সূর্য্য বরুণেরে জিনিল মান্ধাতা।২০
জুঝিব আমার আগে কেমন দেবতা॥
এই শুনি শনি গেলা রাবণ সম্মুখে।
শনিদৃষ্টে দশমুণ্ড খসে অন্তরীক্ষে॥
বিকৃত আকৃতি যেন নাড়া মুড়া গাছে।
পালায় রাক্ষস দেখি নাহি চাহে পাছে॥২৫
দশ মাথা খসিল রাবণ নাহি টুটে।
বিধাতার বরে পুন স্কন্ধে মাথা উঠে॥
এক বার বিনে শনিদৃষ্টে নাহি বল।
লঙ্কেশ্বর দেখি শনি হইল বিকল॥

(২১৬)

মাথা গেলে নাহি মরে বিধাতার বরে।
উঠ্যা রড় দিল শনি রাবণের ডরে॥
শনি পলাইল যদি পাইয়া তরাসে।
হেন কালে যম গেলা রাবণের পাশে॥
যমকে দেখিআ রাজা দশানন হাসে।৫
মরিবারে কেনে যম আল্যা মোর পাশে॥
একবার রণ করি পলাইলে ডরে।
আর বার কেন আল্যা মরিবার তরে॥
যম বলে রাবণ না কর অহঙ্কার।
সেই দিন তোকে আমি করিতাম সংহার॥
এড়াইলা মৃত্যু তুমি ব্রহ্মার কারণে।১০
আজি তোরে মারিব রাখিবে কোন জনে॥
আছিল যে ষষ্টিরোগ যমের সংহতি।
রাবণের দেহে পীড়া করে শীঘ্রগতি॥
জগতের মায়া জানে পাপিষ্ঠ রাবণ।
ব্রহ্ম নামে অগ্নি দেহে জ্বালিল তখন॥১৫
পুড়্যা মরে রোগ সব ডাকে পরিত্রাহি।
পালাইআ রোগ সব গেল যম ঠাঁহি॥
রোগ যদি পালাইল দশানন হাসে।
মোর ঠাঁই যম রাজা তোর মায়া কিসে॥
যম বলে অহঙ্কার না কর রাবণ।২০
মৃত্যু বাণে আজি তোর বধিব জীবন॥
যম রাজা রাবণে হইছে গালাগালি।
হেন কালে আল্য কুম্ভকর্ণ মহাবলী॥
ধাঞা কুম্ভকর্ণ জায় যম গিলিবারে।
উঠিআ পালায় যম কুম্ভকর্ণের ডরে॥২৫
ত্রাসে পালাইল যম ইন্দ্রের গোচর।
দেখিআ যমের ভঙ্গ বলে পুরন্দর॥

(২১৭)

ত্রিভুবন নষ্ট যম তোমা দরশনে।
তুমি যদি পালায় জুঝিব কোন জনে॥
দেখিআ তোমার ভয় চিন্তিত দেবতা।
যম হইয়া হারিলা অন্যের কিবা কথা॥
হেনকালে পবন দারুণ বহে ঝড়।৫
রাক্ষস কটক সব না হয় নিয়ড়॥
কুম্ভকর্ণ মহাকায় নাহি উড়ে ঝড়ে।
আর যত রাক্ষস পালায় উভ রড়ে॥
কুম্ভকর্ণ ধাইল পবন গিলিবারে।
পালায় পবন বীর মনে পাঞা ডরে॥১০
কুম্ভকর্ণ দেখিআ পবন দিল রড়।
দূর হৈল সকল জতেক ছিল ঝড়॥
একে একে দেবতারে জিনিল রাবণে।
তবে গিআ বরুণ প্রবেশ করে রণে॥
বরুণ করিল মায়া হৈল জলময়।১৫
জল দেখি রাবণ পাইল বড় ভয়॥
জেথা জায় রাবণ তথাই দেখে জল।
কোন থানে রহিতে নাহিক পায় স্থল॥
কুম্ভকর্ণ নাহি ডুবে দুর্জ্জয় শরীর।
আর জত রাক্ষস নহএ কেহ স্থির॥২০
বরুণের মায়াজাল জানিল রাবণ।
ব্রহ্ম অগ্নি ধনুকে জুড়িল ততক্ষণ॥
শোষক বাণ রাবণ যদি কৈল অবতার
তাহাতে সকল জল করিল সংহার॥
বরুণের মায়া দূর করিল রাবণ।২৫
বসুগণ মারুত আইল ততক্ষণ॥
একাদশ রুদ্র আইল দোআদশ রবি।
জল স্থল ত্রিভুবন পোড়াএ পৃথিবী॥

(২১৮)

এক কালে বার সূর্য্য হইল উদয়।
রাবণ প্রলয় গণি মানিল সংশয়॥
রাবণ জুড়িল বাণ নামে ব্রহ্মজাল।
আকাশে উঠিল বাণ অগ্নির উথাল॥
রাবণের বাণ দেখি ত্রিভুবন কাঁপে।৫
বার সূর্য্য নিবারণ বাণের প্রতাপে॥
একবারে দেবে করে বাণ বরিসন।
ভঙ্গ দিল রাক্ষস সহিতে নারে রণ॥
রাক্ষসের ভঙ্গ দেখি কোপে ইন্দ্রজিত।
দেবগণে বাণ মারে বিক্রমে পূজিত॥১০
ভঙ্গ দিল দেবগণ মেঘনাদের বাণে।
সভারে রহায় ইন্দ্র আশ্বাস বচনে॥
ইন্দ্রজিতে দেখি সব দেবতা কাতর।
জয়ন্ত ইন্দ্রের পুত্র নড়িলা সত্বর॥
জুঝেন জয়ন্ত বীর শচীর নন্দন।১৫
তারে দেখি হরিস হইলা দেবগণ॥
দেবতা রাক্ষস রণ হইল অন্ধকার।
দুই দলে কাটা কাটী হৈল মহামার॥
সম্মুখ সারথি রথে মাতুলি নন্দন।
বাণে বিন্ধে জয়ন্ত রাক্ষস জনে জন॥২০
জয়ন্তের বাণেতে সারথি তার ফুটে।
মেঘনাদ নানা বাণে দেবগণ কাটে।
তাহা দেখি রাক্ষসগণের বল বাড়ে।
মেঘনাদের বল দেখি জয়ন্ত বাহুড়ে॥
মেঘনাদে জয়ন্তে হইল মহারণ।২৫
শ্রাবণের মেঘ যেন বাণ বরিসন॥
দুই জনে রাজপুত্র ধনুকে প্রধান।
দুই জনে যুদ্ধ করে একোই সমান॥

(২১৯)

দুই জনে বাণ বরিসে ধানুকী প্রচণ্ড।
দোঁহে দোঁহা বিন্ধিআ করিছে খণ্ড খণ্ড ॥
বজ্র অগ্নি জিনিঞা দোহার খর বাণ।
দোহাকে বিন্ধিআ দোঁহে করে খান খান
অস্ত্র অবতার করি দুই বীরে জুঝে।৫
লাখে লাখে বাণ এড়ে সমরের মাঝে ॥
দোঁহে বাণ বরসিএ দোহে ধনুর্দ্ধর।
দোঁহাকে বিন্ধিআ দোহে করিল জর্জ্জর ॥
ইন্দ্রজিত বাণ এড়ে নাশিতে বিপক্ষে।
মহাশব্দ করি বাণ উঠে অন্তরীক্ষে ॥১০
শক্রক্ষয় বাণ সে অনন্ত অবতার।
জয়ন্তের বাণে তাহা করিল সংহার ॥
হেন অস্ত্র কাটা গেল রাক্ষস চিন্তিত।
জয়ন্তে মারিতে বাণ এড়ে ইন্দ্রজিত ॥
বাণ জোড়ে মেঘনাদ অতি ভয়ঙ্কর।১৫
বাণের বিক্রম দেখি দেবে লাগে ডর ॥
রাক্ষস কটকে গিআ জয়ন্তেরে বেড়ে ॥
রাক্ষসের বাণ দেখি জয়ন্ত বাহুড়ে ॥
পৌলম দানবরাজ সান্ধাইল রণে।
হাতে ধরি জয়ন্তে পালায় ততক্ষণে ॥২০
লুকাইতে ঠাঁই নাই রাক্ষসের ডরে।
নাতি নিঞা সান্ধাইল পাতাল ভিতরে ॥
পৌলম দানব বৈসে পাতাল ভিতরে।
পালাইআ জয়ন্ত রহিল তার ঘরে ॥
জয়ন্ত পড়িল বলি দেব কাঁপে ডরে।২৫
রথে থাকি মেঘনাদ সিংহনাদ করে ॥
ইন্দ্র ঠাঞি কহে গিআ সব দেবগণ।
আচম্বিতে জয়ন্ত না দেখি কি কারণ ॥

(২২০)

সুনিঞা ইন্দ্রের পুরে উঠিল ক্রন্দন।
ইন্দ্ররাজে বলে যম প্রবোধ বচন ॥
পরলোক গেলে মোর সনে হয় দেখা।
জয়ন্ত না মরে ইন্দ্র পাইআছে রক্ষা ॥
যমের প্রবোধে ইন্দ্র ক্রন্দন সঙ্কলে।৫
দেবগণ সঙ্গে নিঞা চণ্ডিকারে বলে ॥
তোমা বিদ্যমানে পুত্র দেবতা সংহার।
রাবণে হারিআ কর সভার উদ্ধার ॥
সব দেবগণে নিল অভয় শরণ।
বিসঙ্কটে রাখ দেবী যত দেবগণ ॥১০
তুমি ধাতা তুমি কর্ত্তা তুমি সে বিধাতা।
বিদ্যা শক্তি দেবী তুমি দেবতার মাতা ॥
তুমি বর্ত্তমানে মরে সব দেবগণ।
বারেক রাখহ মাতা লইনু শরণ ॥
চণ্ড মুণ্ড নিশুম্ভ মারিলে মহিষাসুর।১৫
রাক্ষস বেটার অহঙ্কার কর চুর ॥
দেবেরে বিকল দেখি দেবী কৈল দয়া।
রণ করিবারে জান দেবী মহামায়া ॥
সিংহনাদ ছাড়ে দেবী কেশরী বাহিনী।
স্বর্গ মর্ত্ত্য অধোপুর কম্পিত মেদিনী ॥২০
জুঝিবারে চণ্ডিকা গেলেন রণস্থলে।
কোটী কোটী যোগিনী নাচিছে কুতুহলে।
কেহ হাসে কেহ গায়ে কেহ কাচ কাচে।
রক্ত মাংস খাইআ যোগিনীগণ নাচে ॥
চণ্ডিকা বলেন কত সব অপরাধ।২৫
আমা সনে রণ তোর পড়িল প্রমাদ ॥
অকারণে মারিআ বেড়ালি দেবগণে।
আজি মোর হাতে তোর সবংশে মরণে ॥

(২২১)

আপনি চণ্ডিকা জুঝে চৌষাটি অঙ্গরে।
কোপে অগ্নি মূর্ত্তি হঞা রাক্ষস সংহারে॥
সংগ্রামের মাঝে হৈল ঘোর অন্ধকার।
কেহ কারে নাহি দেখে ডাকে মার মার॥
রাক্ষসের শোণিতে বহিআ জায় নদী।
রক্তের উপরে সেনা ভাসে গাদি গাদি॥৫
বিম্বুকে বিম্বুকে রক্ত বান্ধি উঠে ফেনা।
শকুনী গৃধিনী তাহে করয়ে পারণা॥
কর তালি দিআ ফিরে ডাকিনী যোগিনী।
খল খল হাসে সভে পিবন্তি রোহিনী॥
নানা অস্ত্র চণ্ডিকা করেন বরিসন।১০
কোন জন সহিবেক চণ্ডিকার রণ॥
তাহা দেখি দেবগণ করে গীত নাট।
পালায় রাক্ষস-সেনা নাহি দেখে বাট॥
জোড় হাতে রাবণ চণ্ডীকে স্তব করি।
তুমি রণ কৈলে আমি নাহি অস্ত্র ধরি॥১৫
তোমার প্রসাদে আমি ত্রিভুবন জিনি।
বীর বলি সংসারে কাহারে নাহি গণি॥
তুমি মোরে মারিলে কাহার বুদ্ধে রাখে।
রণে মোর মারিলে রাক্ষস লাখে লাখে॥
তোমার প্রসাদে মোর এত ঠাকুরালী।২০
তব তেজে সকল সংসার আমি দলি॥
কিছু নাঞি করিগো তোমার অপরাধ।
আমা সনে তুমি কেন কর বিসম্বাদ॥
মোরে হারাইলে তুমি কি সাধিবে কাজ।
দৈবে যদি তুমি হার বড় হয় লাজ॥২৫
মহেশের পত্নী তুমি আমার ঈশ্বরী।
তে কারণে তোমার ঠাঁই পরিহার করি॥

(২২২)

শিবের সেবক আমি জান ঠাকুরাণী।
সেবক সহিত কেন কর হানা হানি॥
রণে হারি পালাইল যত দেবগণ।
তার বোলে সেবক সহিত কর রণ॥
এ কথা হইবে মহাদেবের গোচর।৫
তাঁর ঠাই লজ্জা তুমি পাইবে বিস্তর॥
তাঁর আজ্ঞা নাহি মাতা আমারে মারিতে
দেবতার বোলে নষ্ট কর আচম্বিতে॥
মোরে বধিব যদি হয় তোমার সন্তোষ।
ভাগ্য করি মানি মৃত্যু নাহি রোষ॥১০
অমর নাহিলে মৃত্যু আছে এক বার।
মরিলে তোমার হাতে মুকতি আমার॥
রাবণের বোলে দেবী মনে মনে হাসে।
চৌষট্টি যোগিনী লৈআ গেলেন কৈলাসে॥
চণ্ডিকা চলিলা জদি রাবণ উল্লাস।১৫
উত্তর কাণ্ড গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবাস॥

চণ্ডী রণ ছাড়িলেন দেব কাঁপে ডরে।
ঐরাবতে চড়ি ইন্দ্র জান জুঝিবারে॥
নানা বর্ণে মেঘগণ পাতিলেক থানা।
ত্রিভুবন কাঁপে সবে পড়ে ঝন ঝনা॥২০
নাচয় অপ্সরাগণ গান নানা গীত।
অষ্ট বসু লড়ে আর দ্বাদশ আদিত॥
বিশ্বকর্ম্মার গড়া রথে উঠে বজ্রপাণি।
তাহা শুনি দশানন আইলা আপনি॥
দেবগণ সঙ্গে ইন্দ্র জুঝিবারে লড়ে।২৫
যাত্রা কালে অমঙ্গল স্থানে স্থানে পড়ে॥
চতুর্দ্দিকে উল্কাপাত সূর্য্য তেজ ছাড়ে।
আকাশে নক্ষত্রগণ দিনে খস্যা পড়ে।

(২১৩)

বিচিত্র নির্ম্মাণ রথ রাজহংস বহে।
ত্বরিতে গেলেন যথা দশানন রহে॥
চারি দিকে দেবতা রাবণ রাজা মাঝে।
ইন্দ্রজিতে পাছু করি দশানন জুঝে॥
যুদ্ধ পাইলে দশানন হয়েত পাগল।৫
রথ সনে আকাশে উঠিল মহারোল॥
দেবতা রাক্ষসে রণ হয়ে ভয়ঙ্কর।
কাটা কাটি করি সেনা পড়িল বিস্তর॥
রুদ্রগণ বিদ্যাধর ধায় বসুগণ।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর যক্ষ বরুণ পবন॥১০
এক চাপে চলিলা সকল দেবগণ।
কুম্ভকর্ণ রহিল ভাঙ্গিল সেনাগণ॥
কুম্ভকর্ণ সম্মুখে জে জন গিয়া পড়ে।
কারে লাথি মারে কারে দন্তের কামড়ে॥
রুদ্র সেনাগণ জুঝে অতি ভয়ঙ্কর।১৫
বাণে বিন্ধি রাক্ষস করিল জর জর॥
রুদ্র সেন্য কুম্ভকর্ণ করিল উঠানি।
নানা অস্ত্র ধরিয়া রুদ্রের সৈন্য জিনি॥
কারে ধরি গিলে কেহ লোটায় ভুমিতলে।
খাণ্ডাতে কাটএ কারে কারে বিন্ধে শূলে॥
কেহো হস্তিপৃষ্ঠে জুঝে কেহ ঘোড়ার পিঠে
বাহু প্রসারিয়া তারে ধরিয়া সাপটে॥২০
ঘায়ে অচেতন কেহো পড়ে রণ স্থলে
কটকের রক্তে নদী বহে ভুমিতলে॥
রুসিল দেবতাগণ গন্ধর্ব্ব কিন্নর।
বাণে বিন্ধি রাক্ষসেরে করিল জর্জ্জর॥
কোপ করি কুম্ভকর্ণ ধায় রণ স্থলে।২৫
একেশ্বর গিআ সব দেবতারে দলে॥

(২১৪)

কোপে ইন্দ্র মারে বজ্র কুম্ভকর্ণের বুকে।
বুকে বজ্র খাঞা বীর তিলেক নাচুকে॥
রোষে বীর কুম্ভকর্ণ দেখি ভয়ঙ্কর।
ঐরাবতে চড়িয়া পলায় পুরন্দর॥
দেখিয়া রাক্ষস সব দিলা টিট্‌কারী।৫
এই মুখে রাখো বেটা অমরানগরী॥
কুপিলেন ইন্দ্র কুম্ভকর্ণের বচনে।
কালান্তক যম যেন সান্তাইল রণে॥
একে একে রাবণ জিনিল দেবগণে।
মনে না করিস ডরে না আসিব রণে॥১০
ঐরাবতে চড়ি ইন্দ্র বজ্র নিল হাতে।
সম্মুখে রাবণ রহে চাপি পুষ্প রথে॥
ইন্দ্রের হাতের বজ্র অতি ভয়ঙ্কর।
গর্জ্জন স্থনিয়া সব কাঁপিল সংসার॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল কাঁপিল ত্রিভুবন।১৫
ইন্দ্র রাজা রাবণে দুজনে করে রণ॥
দেখিয়া ইন্দ্রের বজ্র কম্পিত রাবণে।
কুম্ভকর্ণ বলে ভাই ভয় নাহি মনে॥
রাবণে পশ্চাৎ করি কুম্ভকর্ণ রোষে।
দেখিআ দেবতা সব পলায় তরাসে॥
কুম্ভকর্ণ বলে ইন্দ্র পালাইবি কোথা।
নির্ম্মূল করিব আজি জতেক দেবতা॥
বজ্র বসু ইন্দ্র তোর নাহি কিছু ডাণ্ডা।
জত বজ্র চিবাইয়া কর‍্যা দিমু গুণ্ডা॥
ইন্দ্র বলে রাক্ষস না কর অহঙ্কার।২৫
বজ্রের আগুণে পুড়ি হবি ছারখার॥
মন্ত্র পড়ি ইন্দ্র বজ্র গোটা ফেলে।
বাম হাতে ধরি বজ্র কুম্ভকর্ণ গিলে॥

(২২৫)

বজ্র গিলে কুম্ভকর্ণ ছাড়ে সিংহনাদ।
দেখিয়া দেবতা সব গণিল প্রমাদ॥
ব্রহ্ম অগ্নি হেন বজ্র পেটে তার জ্বলে।
জীর্ণ না করিতে পারি উগরিয়া ফেলে॥
তাহা দেখি দেবগণ দিল টিট্‌কারি।৫
দেবতা গিলিতে বীর ধায় তরাতরি॥
সৃষ্টি নাশ করিবারে সৃজিল বিধাতা।
চারিভিতে সাপটিআ গিলিল দেবতা॥
অমর দেবতা সব নাহিক মরণ।
নাক মুখ দিআ বারি হয় দেবগণ॥১০
বারি হৈতে তুলি ফেলে গগনমণ্ডলে।
হাড় গোড় ভাঙ্গি দেব পড়ে ভূমিতলে॥
এক দিন কুম্ভকর্ণ সবে জাগরণ।
রজনী প্রভাতে হৈল ঘুমে অচেতন॥
দেখিআ তাহার নিদ্রা রাবণ চিন্তিত।১৫
দিব্য রথ করি লঙ্কা পাঠায় ত্বরিত॥
কুম্ভকর্ণ নিদ্রা গেল হরিস দেবগণ।
এক চাপে আল্য সভে করিবারে রণ॥
রাক্ষস কটক বিন্ধি করে খান খান।
দেখিআ রাবণ আল্যা ইন্দ্র বিদ্যমান॥২০
দেবসৈন্য রুদ্রসৈন্য বিন্ধে গোটে গোটে।
ধনুক টঙ্কারে জার ত্রিভুবন ফাটে॥২০০
ইন্দ্ররাজা বাণ এড়ে ঝলকে ঝলকে।
কত বাণ বাজে গিয়া রাবণের বুকে॥
রাবণ বরিসে বাণ চোক চোক ধার।২৫
দেবতা রাক্ষসে হৈল ঘোর মহামার॥
পাখী যেন উড়ি জায় ইন্দ্র এড়ে বাণ।
কৃত্তিবাস রামায়ণ করিল বাখান॥

(২২৬)

মায়া করি দেবগণ করে অন্ধকার।
রাক্ষসের সেনা ইন্দ্র করেন সংহার॥
অন্ধকারে রাক্ষসেরে করেন নির্ব্বংশ।
রাক্ষস কটক সবে রহে এক অংশ॥
অন্ধকারে দুই সেনা কাহা নাহি দেখি।৫
জলাধিপ বরুণ হইল মুখমুখি॥
কুড়ি আঁখি থাকিতে রাবণ হৈল অন্ধ।
রাক্ষসের সেনা পড়ে নাচএ কবন্ধ॥
রাবণ বলেন রথ লহ ত্বরা করি।
দেবতা রাক্ষস মারে সহিতে না পারি॥১০
তিন লোক জিনি আমি আঁখির নিমেষে।
ইন্দ্রকে জিনিয়া শচী লইব হরিসে॥
দেবগণে জিনি নিব দেবতার স্থান।
অসুরে সকল দিআ বাড়াবো সম্মান॥
আমি বিদ্যমানে কেহ না করিহ ডর।১৫
রথ খান নেহ ঝাট সংগ্রাম ভিতর॥
অন্ধকারে জায় রথ কেহ নাহি দেখে।
দেবগণ ছাড়ি আল্য ইন্দ্রের সম্মুখে॥
বিধাতার বরে মারা না জায় রাবণ।
ধরিয়া রাক্ষসে বান্ধ সব দেবগণ॥২০
বলি বান্ধি বিষ্ণু যেন থুইল পাতালে।
রাবণে ধরিয়া বান্ধ দেবতা সকলে॥
তারে ছাড়ি দক্ষিণে গেলেন পুরন্দর।
কটক দেখিয়া রাজা চলিলা উত্তর॥
উত্তরে চলিলা রাজা জুঝিবার ছলে।২৫
সেই দিকে জাইআ রাক্ষসগণ দলে॥
আপনা পাসরে রণে প্রবেশি রাবণ।
বাণে বিন্ধি জর জর করে দেবগণ॥

(২২৭)

তাহা দেখি ইন্দ্র আল্য চাপি হস্তিস্কন্ধে।
ত্বরিত গমনে আসি রাক্ষসেরে বিন্ধে ॥
কোপে দুই জন করে বাণ অবতার।
বাণে বাণে অন্ধকার হইল সংসার ॥
নানা বাণ এড়ে দশ দিক্ পরকাশ।
দোহাকার বাণে গিয়া ছাইল আকাশ ॥
দুই জনে বাণ এড়ে দোহে ধনুর্দ্ধর।
দোঁহা দোঁহা বাণে বিন্ধি করিল জর্জর ॥
কেহ কারে জিনিতে নারে একই সোসর।
দুই জনে যুদ্ধ করে অতি ভয়ঙ্কর ॥
সমযুদ্ধ জায় দোহে কেহ নাহি রড়ে।
মায়াময় বাণ জেই ইন্দ্রের মনে পড়ে ॥
ইন্দ্র বলে কৌতুক দেখহ দেবগণ।
মায়াময় বাণে বন্দী করিব রাবণ ॥
মায়ামোহ নামে বাণ যমে অবতার।
ছোঁবা মাত্র রাবণ পড়িব নিদ্রা ভার ॥
মন্ত্র পড়ি ইন্দ্র মায়ামোহ বাণ এড়ে।
সেই বাণে রাবণ নিদ্রাতে ঢুলি পড়ে ॥
ছোঁবা মাত্র নিদ্রা হএ মায়ামোহ বাণে।
রথ হৈতে রাবণ পড়িল অচেতনে ॥
নিদ্রাতে আবেশ হঞা পড়ে মহীতলে।
ধাঞা গিআ বাসব রাবণ কৈলা কোলে ॥
পাছু গিআ রাবণে করিল পাথালি কোলে।
হাতীর আন্দুতে তার বান্ধে দশ গলে ॥
কুড়ি আঁখি রাবণের তামা হেন জ্বলে।
বন্ধনে বিকল হঞা ইন্দ্রকে নেহালে ॥
রাবণ পড়িল বন্দি দেবতার হাতে।
রাক্ষস পালায়ে ডরে নাহি চলে পথে ॥

(২২৮)

ঐরাবতে হাকাইয়া দিল পুরন্দর।
দন্তাঘাতে রাবণেরে করিল জর্জর ॥
ঐরাবত দন্তে নহে রাবণ কাতর।
বজ্র তুলি মারে দশ মাথার উপর ॥
রাবণ কাতর হইলে ইন্দ্র নাহি ছাড়ে।৫
বান্ধিয়া রাখিল তারে ঐরাবত গোড়ে ॥
কুড়ি হাত বান্ধা গেল অস্ত্র ধরিতে নারি।
হস্ত পদে বান্ধিল লঙ্কার অধিকারী ॥
হস্তী চালাইল মুণ্ড করে লড় বড়।
ছেঁছড়িয়া নিল সব গায়ে গেল ছড় ॥১০
ঘা সহিতে নারে রাবণ বন্ধন না ছিঁড়ে।
ইন্দ্র ঘরে জায় রাজা চিকরাই পড়ে ॥
হাথির চরণে তার বান্ধিআছে চুলি।
ছেছড়িআ নিআ বুলে প্রতি কুলি কুলি ॥
সর্ব্বাঙ্গে রকত পড়ে পরিত্রাহি করে।১৫
কুলি ২ নিঞা বুলে চাতরে চাতরে ॥
রাবণেরে নিঞা বুলে আওআরি আওআরি।
বারি হঞা দেখে জত দেবতার নারি ॥
বিজুরি সঞ্চার যেন তা সভার রূপ।
দাণ্ডাইআ দেখে সভে দশানন ভূপ ॥২০
ত্রিভুবনে দশানন যুদ্ধ কৈল যথা।
কোন থানে নাহি হএ এমন অবস্থা ॥
পরিত্রাহি করে তমু ইন্দ্র নাহি ছাড়ে।
হাতে গলে বান্ধি তারে বন্দিশালে এড়ে ॥
রাবণ বান্ধিয়া ইন্দ্র রাখে বন্দীশালে ২৫
হাতে গলে বান্ধি তারে লোহার শিকলে ॥
রাবণ রহিলা বন্দী ইন্দ্রের দুয়ারে।
দাসীগণ চলিল রাবণ দেখিবারে ॥

(২২৯)

সুবেশ করিআ গেল যত দাসীগণ।
তাহারে দেখিআ রাজা কামে অচেতন॥
দাসীরে রাবণ বলে মধুরস বাণী।
মারণে বন্ধনে মোর বিকল পরাণী॥
ভোখে মরি তোরা মোরে দেহ অন্নপানি।৫
তোমা সভা হৈতে মোর বাচুক পরাণি॥
বন্দিশালে বন্দী রাজা নাহি পরিচ্ছদ।
দাসীকে শৃঙ্গার মাগে না গুণে আপদ॥
মোর প্রাণ রাথহ শৃঙ্গার দিআ দান।
তোমা সভা দেখি মোর আকুল পরাণ॥১০
রাবণের কথা শুনি দাসীগণ হাসে।
হাতে ঝাঁটা করিআ রাবণে মারি পিসে॥
রাবণে ঝাটার মুড়া মারে দাসীগণ।
তথাপি শৃঙ্গার দেহ বলে ঘন ঘন॥
বন্দীশালে থাকি তমু মাগএ শৃঙ্গার।১৫
কৃত্তিবাস গাইল উত্তরকাণ্ড সার॥

সব দেবে মেলিয়া রাবণে কৈল বন্দী।
রাক্ষস কটক সব চলে কান্দি কান্দি॥
হরসিত দেবতা বান্ধিয়া দশানন।
জার যথা স্থান সবে করিল গমন॥
রাবণ পড়িল বন্দি সুনে ইন্দ্রজিত।২০
চারি মেঘে অন্ধকার করে আচম্বিত॥
ব্রহ্মার বরে মেঘনাদ মেঘে অধিকার।
রহিল মেঘের আড়ে রাবণ কুমার॥
বাপ বন্দি হৈল মেঘনাদ পড়ে শোকে।
মেঘের গর্জ্জন জেন মেঘে থাকি ডাকে॥২৫

(২৩০)

সুনিতে গভীর নাদ বিষম গর্জ্জন।
কোণে কেন রহ ইন্দ্র আসি দেহ রণ॥
রাবণ কোঙর আমি নাম মেঘনাদ।
বাপ লাগি আজি তোর পাড়িব প্রমাদ॥
মোর বাপে বন্দি কর মোর বিগুমানে।৫
অমর নগর পোড়াইব বাণে॥
সুনিয়া তাহার কথা দেবরাজ হাসে।
মরিবার তরে বেটা আলি মোর পাসে॥
তোর ঠাঞি সুনি বেটা অপূর্ব্ব কাহিনী।
বাপ হৈতে পুত্র বড় কোথাহ না সুনি॥১০
মোর বাণে কাহার নাহিক অব্যাহতি।
বন্দি করি থোব তোরে বাপের সংহতি॥
কৌতুকে বাপের সনে আসিআছ রণে।
পিতা পুত্রে দুজনে থাকিবে একু স্থানে॥
এত বলি রথে চড়ি আল্য পুরন্দর।১৫
ফিরিআ চলিলা সঙ্গে সকল অমর॥
মেঘনাদে বাসবে হইল গালা গালি।
দুইজনে যুদ্ধ বাজে দোঁহে মহাবলী॥
থাকিআ মেঘের আড়ে জুঝে মেঘনাদ।
সংগ্রামে সান্তায় বীর করিআ বিবাদ॥২০
ইন্দ্র চন্দ্র সূর্য্য কুবেরাদি জনে।
মেঘনাদের বাণে সভে ভঙ্গ দিল রণে॥
মাতলি সারথি বাণে হইল জর্জ্জর।
সর্ব্বাঙ্গে ফুটিল ইন্দ্র ঘাএ গুরুতর॥
রথ ছাড়ি দেবরাজ ঐরাবতে চড়ে।২৫
হস্তী ঝিকি জায় ইন্দ্রজিতের নিয়ড়ে॥
মায়ারথে ইন্দ্রজিৎ হৈল অদর্শন।
দেখা নাহি পাএ ইন্দ্র চাহে ঘন ঘন॥

(২৩১)

বাণে ফুটী জর জর হৈল্য পুরন্দর।
দেবরাজে দেখি সব দেবতা ফাঁকর॥
বাণ জুড়ি বাসব আকাশ পানে চায়।
সহস্রলোচন চাহে দেখিতে না পায়॥
দেখিতে না পাঞা ইন্দ্র হইল ফাঁফর।৫
ইন্দ্রে বিন্ধি মেঘনাদ করিল জর্জ্জর॥
দেখিতে না পায় ইন্দ্র পাইল তরাস।
ইন্দ্রেরে বান্ধিতে বীর জোড়ে নাগপাশ॥
মেঘনাদ জানে নাগপাশ অস্ত্রশিক্ষা।
যুদ্ধ করি পাইল কাহার নাহি রক্ষা॥১০
কহনে না জায় নাগপাশের প্রতাপ।
মন্ত্র বলে হয় কত লক্ষ লক্ষ সাপ॥
এড়িলেক বাণ গোটা হৈল অজগর।
অজগর হাতে গলে বান্ধে পুরন্দর॥
সর্পের বিষেতে ইন্দ্র হইল মূর্চ্ছিত।১৫
ইন্দ্রে ছাড়ি দেবতা পালায় চারিভিত॥
একে একে পালাইল সব দেবগণ।
হরিসে রাক্ষস করে সংগীত নাচন॥
রণস্থলে পড়িআ লোটাএ পুরন্দর।
ইন্দ্রজিৎ তোলে তারে রথের উপর॥২০
ইন্দ্রে বান্ধি ইন্দ্রজিৎ নিজ রথে এড়ে।
জারে পায় তারে মারে যুদ্ধ নাহি ছাড়ে॥
রাবণ আছেন বন্দী বাসবের ঘরে।
সান্ধাইল মেঘনাদ তার অন্তঃপুরে॥
বাপেরে বন্ধন মুক্ত করে মেঘনাদ।২৫
লজ্জাতে রাবণ জুঝে ছাড়ে সিংহনাদ॥
ইন্দ্রে বায়ু বরুণ বিন্ধিআ পাড়ে বাণে।
ঘায়ে জর জর তনু নাহি ছাড়ে রণে॥

(২৩২)

বাপেরে ডাকিআ বলে বীর মেঘনাদ।
রাজা বন্দি কৈল আর না কর বিষাদ॥
রাজাকে বান্ধিল আর যুদ্ধ কার সনে।
নিষ্কণ্টকে রাজ্য ভুঞ্জ সকল ভুবনে॥
রাবণ বলেন তুমি বংশপ্রতিষ্ঠিত।৫
ইন্দ্রকে জিনিলে তুমি বিক্রমে পূজিত॥
ইন্দ্ররে লইয়া তুমি চল আগুয়ান।
অমরা লুটিয়া আমি করিব বিধান॥
আমার অবস্থা কত কৈল দেবরাজ।
হেন ইন্দ্র জিনি বাপু ঘুচাইলে লাজ॥১০
ইন্দ্র নিঞা আগে বাপু তুমি জায় ঘরে।
অমরা লুটিয়া আমি জাব লঙ্কাপুরে॥
ইন্দ্র নিঞা ইন্দ্রজিৎ চলিল সত্বর।
এথা সর্ব্ব স্বর্গপুরী লুটে লঙ্কেশ্বর॥
এতেক রাবণ রাজা পাল্য শূন্যপুরী।১৫
বাছিআ ২ লয়ে ভাল ভাল স্ত্রী॥
রত্ন মণি মাণিক ভাণ্ডার লুট করি।
বিংশতি সহস্র নিল স্বর্গ বিদ্যাধরী॥
শচীকে ছাড়িআ বুলে রাজা দশানন।
তারে লঞা পালাইল সব দেবগণ॥২০
শচীকে রাবণ করে বড় অভিলাষ।
না পাঞা রাবণ রাজা ছাড়এ নিশ্বাস॥
ইন্দ্রের নন্দনবন দেখিতে সুন্দর।
হেন বনে প্রবেশ করিল লঙ্কেশ্বর॥
পারিজাত উপাড়িআ নিল ডালে মূলে।২৫
অমরা লুটিআ রাবণ চলে কুতুহলে॥
লুটিয়া পুটীয়া পুরি কৈল ছারখার।
স্বর্গ ছাড়ি দশানন কৈল আগুসার॥

(২৩৩)

ইন্দ্র নিঞা মেঘনাদ গেলা লঙ্কাপুরী।
বন্দিশালে রাখিল দেবের অধিকারী॥
চলে গেল রাবণ লইআ সৈন্যগণ।
প্রহস্ত মারীচ সঙ্গে শুক জে সারণ॥
সৈন্য সঙ্গে ঘরে গেল রাজা দশানন।৫
এথা স্থরপুরে বড় উঠিল ক্রন্দন॥
লঙ্কা আসি দেবগণে দিলেন মেলানি।
দেবগণ ঘরে গেলা কান্দেন ইন্দ্রাণী॥
নিরুদ্দেশে জয়ন্ত বাসব হৈল বন্দী।
পতিপুত্রশোকে সতী অবিরত কান্দি॥১০
কৃত্তিবাস গাইলেন বিচিত্র প্রবন্ধ।
উত্তরকাণ্ডে ইন্দ্রবন্দী দৈবের নির্ব্বন্ধ॥

বসিলা রাবণ রাজা করিয়া দেআন।
সত্তিস কোটী কটক দাণ্ডাল সন্নিধান॥
ইন্দ্রজিৎ দাণ্ডাইল বাপের সন্নিধানে।১৫
দশানন বলিছে পুত্রের বিদ্যমানে॥
ইন্দ্র বেটা কৈল বড় আমার অবস্থা।
সে বেটারে বাপু তুমি রাখিআছ কোথা॥
জোড় হাতে বলে বীর বাপের নিকটে।
বন্ধনে আছেন ইন্দ্র বিষম সঙ্কটে॥২০
লোহার সিকল তার বান্ধা হাতে গলে।
বুকেতে পাষাণ দিআ থুল্য বন্দিসালে॥
এত যদি বলিল কোঙর মেঘনাদ।
স্থনিআ রাবণ দিল পুত্ররে প্রসাদ॥
জত কন্যা আনিল লুটিয়া স্বর্গপুরি।২৫
পুত্রে তার দিল দশ সহস্র বিদ্যাধরী॥

(২৩৪)

স্থরপুরী লুট জত আনিল রাবণ।
নানাধন দিল পুত্রে অমূল্য রতন॥
এইরূপে রাবণ রহিল লঙ্কাপুরে।
ওথা সব দেবগণ ব্রহ্মার গোচরে॥
দেবগণ বলে ব্রহ্মা স্থষ্টি গেল নাশ।৫
রাত্রি দিবা নাহি চন্দ্র স্থর্য্যের প্রকাশ॥
স্থর পুরী লুটিল রাবণ দুরাচারী।
ইন্দ্র বান্ধি নিঞা গেল আপনার ঘরে॥
সকল দেবতা ছাড়ি স্বর্গের বসতি।
ইন্দ্ররে আপনে তুমি কর অব্যাহতি॥১০
দেবতার কথা শুনি ভাবেন বিষাদ।
ব্রহ্মা বলে বর দিআ পাড়িল প্রমাদ॥
দেবগণ সঙ্গে ব্রহ্মা চলিলা সত্বর।
আপনি চলিলা প্রভু রাবণের ঘর॥
রাবণের ডরে দেব না হএ সম্মুখে।১৫
সকল দেবতাগণ রহে অন্তরীক্ষে॥
ব্রহ্মলোক ছাড়ি ব্রহ্মা করিল গমন।
রাবণের ঠাই গেলা ইন্দ্রের কারণ॥
দেআন করিআ বসিয়াছেন লঙ্কেশ্বর।
দেবগণ সঙ্গে ব্রহ্মা গেল তার ঘর॥২০
আস্তে ব্যস্তে উঠে বন্দে ব্রহ্মার চরণ।
কুড়ি হস্ত জুড়ি কৈল অনেক স্তবন॥
আজ্ঞা কৈলে যাইতাঙ তোমার বিদ্যমানে।
কোন কর্ম্মে গোসাঞি আইলে সন্নিধানে॥
ব্রহ্মা বলে দশানন স্থষ্টি কৈল নাশ।২৫
রাত্রি দিন গেল চন্দ্র স্থর্য্যের প্রকাশ॥
ইন্দ্র সনে যুদ্ধ কর কিসের কারণ।
স্বর্গ পুরী লুটিলে লংঘিতে দেবগণ॥

(২৩৫)

আপনার দোষেতে আপনি হবে নষ্ট।
রাক্ষস হইয়া কর দেবতারে রুষ্ট॥
পাইআ অমর বর নাহি দেখ চক্ষে।
দেবগণে হাত দেহ কাহার অপেক্ষে॥
মোর বরে মোর সৃষ্টি কর ছার খার।৫
স্বর্গপুরী লুট তুমি এত অহঙ্কার॥
রাক্ষস হইয়া ইন্দ্রে কর অপমান।
শীঘ্র গতি দেবরাজে আন মোর স্থান॥
এত শুনি জোড় হাতে বলে লঙ্কেশ্বর।
তোমার প্রসাদে মোর কারে নাহি ডর॥১০
ত্রিভুবন জিনি আমি তোমার প্রসাদে।
তুমি নাহি আস ইন্দ্র আনে মেঘনাদে॥
যজ্ঞশালে বন্দি আছে দেব পুরন্দর।
আজ্ঞা কর আনি গিআ তোমার গোচর।
ব্রহ্মা বলে ত্রিভুবন জিনিলে রাবণ॥১৫
আমি তুষ্ট হইনু দেখিআ তোর রণ।
প্রতিজ্ঞা করিআ জিন অষ্ট লোকপাল।
পৃথিবী জিনিঞা তুমি জিনিলে পাতাল॥
দেবতার মধ্যে মোর মুখ্য পুরন্দর।
হেন ইন্দ্রে বান্ধি আন আপনার ঘর॥২০
তোমার বিক্রমে আমি মান নাহি ধরি।
তোমার অধিক মেঘনাদে পুরস্করি॥
ইন্দ্রে বান্ধি আনিলে অন্যের কিবা কথা।
নানামতে দেবতার করিলে অবস্থা॥
আজি হৈতে তোমারে দেবতার হৈল ভীত।২৫
তোমার বিক্রম হৈল সংসারে পূজিত॥
ব্রহ্মা বলে রাবণ চল যজ্ঞশালা।
মেঘনাদের যজ্ঞ স্থান দেখি নিকুম্ভিলা॥

(২৩৬)

আগে ব্রহ্মা চলিলা পাছাতে দশানন।
তার পাছে চলিলা ধার্ম্মিক বিভীষণ॥
মেঘনাদ আইলেন বিধাতার স্থান।
দেখি ব্রহ্মা তারে কত করেন বাখান॥
রাবণ ইন্দ্রের ঠাই পাল্য পরাজয়।৫
হেন জনে জিনি তুমি বিক্রমে দুর্জ্জয়॥
ইন্দ্রেরে জিনিলে তুমি সংসারে বিদিত।
আজি হৈতে নাম তোর হৈল ইন্দ্রজিত॥
সুরপতি জিনিলে বাড়িল তোর যশ।
আজি হৈতে দেবতা তোমার হৈল বশ॥১০
আমার বচন রাখ শুন ইন্দ্রজিত।
ইন্দ্রকে ছাড়িয়া দেহ করহ পিরিত॥
ইন্দ্রজিত বলে যদি ছাড়ি পুরন্দর।
বর দিআ প্রভু মোরে করহ অমর॥
ব্রহ্মা বলে ইন্দ্রজিত সুন সাবধানে।১৫
অমর হইআ কেবা আছে ত্রিভুবনে॥
আমা আদি করিআ জতেক দেবগণ।
যুগান্ত প্রলয় কালে সভার মরণ॥
দুই পদ চতুস্পদ সকল সংসার।
জন্ম মৃত্যু দুখ সুখ এই সে বিচার।২০
মৃত্যু নামে ত্রিভুবনে সভাকার ডর॥
সংসার জিনিঞা দেখ মৃত্যু ভয়ঙ্কর॥
হেন মৃত্যু দুর নহে শুনহ উত্তর।
ইহা ছাড়ি অন্য মাগ রাবণ কোঙর॥
ইন্দ্রজিত বলে মোর অগ্নিতে ভকতি।২৫
তাঁর পূজা করিআ জিনিল সুরপতি॥
অগ্নিকে পূজিতে জেই করিবে বিসম্বাদ।
সে জনার হাতে মোর ফলিবে প্রমাদ।

(২৩৭)

তপ ফলে কত লোক হইল অমর।
রণ-জয় বর মাগি এই যে দুষ্কর॥
বর দিতে যদি তুমি কর পরিহার।
কেমনে ইন্দ্রের তরে করিবে উদ্ধার॥
ব্রহ্মা বলে ইন্দ্রজিত সুন সাবধানে।৫
দেবতার হাতে তোর না হবে মরণে॥
জেই বোল বাহির হইল তোর মুখে।
সেই বর দিল তোরে লেহ মহা সুখে॥
আপনার দিল ব্রহ্মা কর জাপ্যমালা।
যজ্ঞ করিবারে দিল তারে স্থান নিকুম্ভিলা॥১০
নিকুম্ভিলা পূজিআ মাগিবে জেই বর।
সেই বর পাবে রণে জিনিবে সত্বর॥
ব্রহ্মা বলে ইন্দ্রজিৎ শুন এক কথা।
জিনিতে নারিব তোরে কোনই দেবতা॥
দানব গন্ধর্ব্ব জত সংসার ভিতর।১৫
এ সব জনেরে তোর কারে নাহি ডর॥
যম কালদণ্ড তোকে মানিবেক ডর।
ত্রিভুবন তোমারে দেখিবে ভয়ঙ্কর॥
এত বর দিল ব্রহ্মা কেহ নাহি জানে।
বিভীষণ রাবণ আছিল সেই স্থানে॥২০
এ সন্ধান মাত্র বিভীষণ জানে।
তেঞি ইন্দ্রজিত পড়ে লক্ষ্মণের বাণে॥
মারিল তাহারে বড় করিআ সংগ্রাম।
সভাখণ্ডে লক্ষ্মণের প্রশংসে শ্রীরাম॥
বর পাঞা হরষিত রাবণ কোঙর।২৫
ইন্দ্রকে আনিআ দিল ব্রহ্মার গোচর॥
লাজে হেঁট মাথা করি রহে পুরন্দর।
অপমান মুখে নাহি নিস্বরে উত্তর॥

(২৩৮)

লঙ্কা হৈতে উদ্ধার করিয়া পুরন্দর।
তারে নিঞা গেল ব্রহ্মা আপনার ঘর
অগস্ত্য বলেন ধন্য ঠাকুর লক্ষ্মণে।
হেন বীর ইন্দ্রজিত মারিল লক্ষ্মণে॥
লক্ষ্মণের প্রশংসে সভার চমৎকার।৫
কৃত্তিবাস গাইল উত্তরকাণ্ড সার॥

বন্দিআন ছিল ইন্দ্র নাহি পরিচ্ছদ।
অপমানে হেট মুণ্ডে হৈল নিঃশবদ॥
ব্রহ্মা বলে ইন্দ্র কেনে শুন মনে মনে।
অপমান হৈল ব্রহ্মশাপের কারণে॥১০
সুরূপা সৃজিল আমি অনেক যুবতি।
চিনিবারে নাহি চিনি একোই আকৃতি॥
চিনিতে সভার রূপ নিল খানি খানি।
সেইরূপে অহল্যাকে সৃজিল আপনি॥
গৌতমের ঠাঁঞি দিলাঙ রাখিবারে।১৫
অনেক বৎসর রাখি দিলেক আমারে॥
সুন্দরী থাকিতে ঘরে গৌতম না ভুলে।
ধাম্মিক গৌতম মুনি খ্যাত মহাতলে॥
গৌতমের কর্ম্ম দেখি হইনু কুর্পর॥
ব্রাহ্মণী করিয়া দিলোঁ দোঁহে কর ঘর॥২০
অহল্যা গৌতমে দিল দেবগণ রোষে।
আমি সুখী হইনু তোমার অসন্তোষে॥
তপস্যাতে গেলেন গৌতম মুনিবর।
পড়িবার তরে তুমি গেলে তার ঘর॥
অহল্যার রূপে তুমি কৈলে অভিলাষ।২৫
ধরিয়া মুনির বেশ কৈল জাতি নাশ॥

(২৩৯)

গুরুপত্নী হর তুমি না কর বিচার।
অহল্যার সঙ্গে সুখে করিলে শৃঙ্গার॥
ধ্যান ভঙ্গ হইল গৌতম আল্য ঘর।
তোমারে দেখিয়া কোপে জ্বলে মুনিবর॥
মুনির ঠাঞি মায়া নাহি চিনিল তোমারে।৫
ক্রোধ করি সাপিলা তোমাকে অহল্যারে॥
কোপে মুনিবর হৈল লোহিত নয়ান।
সুররাজ বলি তোর রাখিল পরান॥
তোমাকে দেখিয়া মুনি সাপিলেন রোষে।
সেই শাপে তোমার পুরুষ অঙ্গ খসে॥১০
দুই অণ্ড খসে তোমার পরতেক দেখি।
গর্দ্দভের অণ্ড দিয়া পুরুষাঙ্গ রাখি॥
মুনির সম্পাতে বন্দী পরতেক দেখি।
দেবরাজ হঞা তুমি পরদারে সুখী॥
দেবতার রাজা হঞা কর পরদার।১৫
সেই পাপে ইন্দ্র তোর নাহিক নিস্তার॥
গুরুপত্না হরিলে সম্পাত দিল মুনি।
সেই শাপে অঙ্গে সহস্রেক যোনি॥
সূর্য্যযজ্ঞ করি তুমি সূর্য্যলোকে সুখী।
ভগাঙ্গ ঘুচিআ হৈল সহস্রেক আঁখি॥২০
লোভেতে হরিলে তুমি গুরুর ব্রাহ্মণী।
না করিছ পরদার মোর কথা শুনি॥
মুনি বলে পড়িতে আইল মোর ঘর।
মোর বেশে মোর নারী হর পুরন্দর॥
সংসারে জতেক লোক করে পরদার।২৫
তার অর্দ্ধ পাপ তোরে হইবে সঞ্চার॥
তোর এই ধর্ম্ম ইন্দ্র রহিল ঘোষণা।
পড়িয়া সুনিয়া দিলে গুরুর দক্ষিণা॥

(২৪০)

ভগেতে আক্রান্ত হঞা আল্যে মোর ঘর।
ভগময় হউক তোমার কলেবর॥
জেমন ব্যাকুলে তুঞি হরিলি ব্রাহ্মণী।
তেমনি সম্ভোগ থাক সহস্রেক যোনি॥
গৌতমের বাক্য কভু খণ্ডন না জায়।৫
শাপ দেবা মাত্র ভগ হৈল সর্ব্ব গায়॥
মুনির চরণ ধরি হইলে কাতর।
কাতর দেখিআ দয়া কৈল মুনিবর॥
মুনি বলে মোর বাক্য না জায় খণ্ডন।
সহস্র ভগেতে তোর হইবে লোচন॥১০
আর বার পড়ে ইন্দ্র মুনির চরণে।
পরদার পাপ সে ঘুচিবে কত দিনে।
মুনি বলে মিথ্যা নহে আমার বচন।
করিবে অনেক দিন নরক ভোজন॥
গৌতমের শাপ কভু না জায় খণ্ডন।১৫
এত দুখ পাও ব্রহ্মশাপের কারণ॥
কোটী মেঘনাদ তোর কি করিতে পারি।
গৌতমের শাপে তোর পুড়িল নগরী॥
ব্রহ্মা বলে ইন্দ্র তোর মন্ত্র কহি কানে।
রাম রাম দুই অক্ষর জপ রাত্রি দিনে॥২০
এ সব পাপের কিছু নাহি প্রতিকার।
রাম নাম স্মঙরনে হইবে উদ্ধার॥
চারি বেদ সহস্র নামে জত হয় ফল।
একবার রাম নামে পাইবে সকল॥
সর্ব্ব নাম সার তোকে দিল রাম নাম।২৫
খণ্ডিব সকল পাপ অবিশ্রাম॥
ব্রহ্মার প্রসাদে ইন্দ্র পাল্য অব্যাহতি।
অমরাবতীতে ইন্দ্র করিল বসতি॥

(২৪১)

রাম নাম দুই অক্ষর রাত্রি দিনে জপে
ইন্দ্র অব্যাহতি পাল্য পরদার পাপে ॥
ষাট্ট সহস্র বৎসর ইন্দ্র ভুঞ্জিল নরক।
রাম নামে ক্ষয় হৈল সকল পাতক ॥
মুনির বচন স্তুনি রামচন্দ্র হাসে।৫
উত্তরকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাসে ॥

রাম বলে মুনিবর কহ দেখি শুনি।
অহল্যার কোন গতি কৈল্য সেই মুনি ॥
অগস্ত্য বলেন রাম স্তুনহ উত্তর।১০
অহল্যাকে কোপে শাপ দিলা মুনিবর ॥
মুনি বলে অহল্যার রূপ অহঙ্কার।
তোর রূপ ছড়াইআ পড়ুক সংসার ॥
জেথা ২ মর্ত্যলোকে আছেন স্তুন্দরী।
অহল্যার রূপে তাহা সভা পুরস্করি ॥১৫
তোমার জতেক রূপ হৈক্ ছারখার।
পুত্র জাকে বলি তাকে ভুঞ্জায় শৃঙ্গার ॥
স্তুন্দর পুরুষ দেখি কম্পে তোর মন।
হেনই যৌবন তোর হৈল অলক্ষণ ॥
অহল্যা বলেন আমি ব্রহ্মার নন্দিনী।২০
ইন্দ্র আসি মোরে হরে ইহা নাঞি জানি ॥
পতিব্রতা নারী আমি জানে সর্ব্বলোকে।
তোমা বলি রতি দান করিল আমাকে ॥
তবে যদি তোমার আছয় কিছু মনে।
সংসার গুণিতে পার দেখহ ধেয়ানে ॥২৫
এত শুনি মুনি কৈল বাক্যের প্রকাশ।
পূর্ব্বে হৈতে ইন্দ্রের আছিল অভিলাষ ॥

(২৪২)

জেইকালে প্রজাপতি স্বজিল তোমারে।
ইন্দ্র নাহি বিভা দিআ দিলেন আমারে ॥
আমাকে দিলেন বিভা ইন্দ্র নাহি পায়।
সেই কোপে স্তুরপতি হরিল তোমায় ॥
বল ছলে হরে পাপ নাহিক এড়ান।৫
তপো বলে থাক গিআ হইআ পাষাণ ॥
জোড় হাতে অহল্যা মুনির ধরে পায়।
বিনা দোষে হেন শাপ দিতে না জুয়ায় ॥
স্ত্রীলোকে দারুণ শাপ নহে ত জুকতি।
শাপান্ত করহ প্রভু করি জে বিনতি ॥১০
এতবলি ধরে রামা মুনির চরণ।
কাতর হইআ বলে করুণ বচন ॥
কত দিন রব বনে হইআ পাষাণ।
কার হাতে আমার হইব পরিত্রাণ ॥
স্তুনি মুনি বলে তুমি স্তুনহ বচন।১৫
জেমনে হইবে মুক্ত তাহার কারণ ॥
পূর্ণব্রহ্ম অবতার হব সূর্য্যবংশে।
শ্রীরাম বলিআ নাম হব চারি অংশে ॥
দশরথ রাজা দশ সহস্র বৎসর।
তপ ফলে পুত্র পাল্য রাম গদাধর ॥২০
চারি ভাই রামচন্দ্র বিষ্ণু অবতার।
সজ্জনে পালিব করি দুষ্টের সংহার ॥
হেন রামে আনিবেক কৌশিকনন্দন।
সিদ্ধাশ্রম দিআ হব রামের গমন ॥
মুনির বচনে রাম পরশিব তোরে।২৫
সেই কালে মুক্ত হঞা যাব স্বর্গপুরে ॥
অগস্ত্য বলেন রাম কথায় দেহ মন।
সেই রাম তুমি সূর্য্যবংশের ভূষণ ॥

(২৪৩)

উত্তানপাদ হৈতে সাত পুরুষ অন্তর।
হেনকালে শাপিল গৌতম মুনিবর ॥
তোমাকে জন্মিতে ষাটি সহস্র বৎসর।
অহল্যা ততেক দিন আছিল পাথর ॥
মুনির সম্পাতে সেই হইল পাষাণ।৫
আছিলা অহল্যা রামে করিআ ধেয়ান ॥
শতানন্দ নিত্যানন্দ গৌতম-নন্দন।
মায়ের সনে দুইজন গেলা তপোবন ॥
যজ্ঞ রাখিবারে রাম আসিবেন বনে।
অহল্যা হইব মুক্ত রাম দরশনে ॥১০
গুরুপত্নী হরি ইন্দ্র পাল্য অপমান।
এতেক কহিল ব্রহ্মা সভা বিদ্যমান ॥
পূর্ব্বকথা কহিলে মানব হয় রুষ্ট।
স্থনিআ ব্রহ্মার কথা ইন্দ্র হৈল তুষ্ট ॥
তব নামে নিষ্পাপ হইলা স্থরপতি।১৫
তোমার পরশে মুক্ত হইলা মুকতি ॥
ব্রহ্মা বলে সেই পাপে পাল্য অপমান।
বিষ্ণু যজ্ঞ করিবারে চল নিজ স্থান ॥
পুত্রহেতু না ভাবিহ পুত্র নাহি মরে।
পৌলম জয়ন্ত নিআ গেলা অধোপুরে ॥২০
ইন্দ্র সম্বোধিআ ব্রহ্মা গেলা ব্রহ্মস্থান।
নিজ ঘরে আইল্য ইন্দ্র পাঞা অপমান ॥
অন্যের কি কথা জে জিনিল পুরন্দর।
রাবণ অধিক বল রাবণ কোঙর ॥
জেই ইন্দ্র বন্দী কৈল রাজা লঙ্কেশ্বরে।২৫
হেন জনে বান্ধিআ লইল নিজ ঘরে ॥
তে কারণে ইন্দ্রজিতে সভাই বাখানি।
রাক্ষসের বংশাবলী কহিল কাহিনী ॥

(২৪৪)

আইল অমরাবতী দেব পুরন্দর।
দেখিআ অমর লোক হরিস অন্তর ॥
জয়ন্ত লইআ আল্য পৌলম দানব।
পুত্র কোলে হরষিত বসিলা বাসব ॥
দিব্য বেশে সিংহাসনে বৈসে দেবরাজ।৫
ইন্দ্রবেড়ি বৈসে সব দেবতার সমাজ ॥
মাঝে স্থরপতি চারিদিগে দেবগণ।
কৃত্তিবাস রচিল উত্তর রামায়ণ ॥

রাম বলেন স্থনিলাও বড়ই উত্তর।১০
ত্রিভুবনে জত কথা তোমার গোচর ॥
তপেতে আপন জেই হয় মুনিবর।
দেবত্ব পাইয়া স্বর্গে হয় পুরন্দর ॥
ইন্দ্রের তনয় ইন্দ্র নাহি হয় কেনে।
কহিবে ইন্দ্রের পুত্র হল্য কোন জনে ॥১৫
মুনি বলে রামচন্দ্র স্থন সাবধানে।
হইল শচীর পুত্র অনেক যতনে ॥
ব্রহ্মযজ্ঞ করিবারে চাহে স্থরপতি।
স্থরপতি সম্বোধিআ বলে বৃহস্পতি ॥
অগ্নি মূর্ত্তি পুত্র হব অগ্নি অবতার।২০
রাখিতে নারিব সেই সকল সংসার ॥
রুদ্র-যজ্ঞ করিবারে চাহে পুরন্দর।
নিষেধ করিলা তারে মুনি পরাশর ॥
বিষ্ণু যজ্ঞ করিবারে চাহেন বাসব।
ধন্য ধন্য বলি সায় দিলেন ভার্গব ॥২৫
ইন্দ্র বলে মুনিগণ দেবগণ জত।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরে কোনজন বড় ॥

(২৪৫)

সুরপতি সম্বোধিআ বলে সুরাচার্য্য।
গৌতমে পাঠাঞা বুঝ সভাকার কার্য্য॥
ইন্দ্র বলে গৌতম আমার গুরুজন।
আপনে লড়হ তুমি দেবের সদন॥
মনগামী গৌতম সকল লোকে জানি।৫
ব্রহ্মার সদনে আগে গেলা মহামুনি॥
ব্রহ্মার সদনে গিআ দেখিলা কৌতুক।
জত জত গণ দেখে সম চতুর্ম্মুখ॥
দেখিতে সভার মূর্ত্তি ব্রহ্মার সমান।
ব্রহ্মাণী সভার পাশে দেখি স্থানে স্থান॥১০
সভারে দেখিআ গেলা ব্রহ্মার সদনে।
দুয়ার ছাড়িআ গেল ব্রহ্মা বিদ্যমানে॥
ব্রহ্মা বলে জামাতারে আনহ ত্বরিত।
গৌতমে দেখিআ ব্রহ্মা হৈলা হরষিত॥
পাদ্য অর্ঘ্য দিআ তারে কৈল পুরস্কার।১৫
ব্রহ্মার চরণে মুনি হৈলা নমস্কার॥
মুনিরে দেখিআ ব্রহ্মা হরিস বদন।
আতিথ্য ব্যাভারে দিল বসিতে আসন॥
ব্রহ্মাণীকে বলে ঝাঁট করহ রন্ধন।
জামাতারে নানা দ্রব্য করাহ ভোজন॥২০
তৈল আমলকী দিল করিবারে স্নান।
বেলা হৈল উচ্ছুর করহ অন্ন পান॥
ব্রহ্মার বচন সুনি বলে মহাঋষি।
ক্ষুধার্ত্ত হইআ নাহি ভোজনেরে আসি॥
ব্রহ্মাকে কৌতুকে মুনি করেন ঢউলি।২৫
সভা মাঝে বসিয়া ব্রহ্মাকে পাড়ে গালি॥
আদি কুলে জন্ম তোর কুলের খাঁথার।
ভাল মন্দ কার্য্য কর না কর বিচার॥

(২৪৬)

একে একে মূর্ত্তি সব চিনিতে না চিনি।
সভাকার পাশে আমি দেখিল ব্রহ্মাণী॥
মুনির সুনিঞা কথা ব্রহ্মা কোপে মনে।
নীলকণ্ঠ ভাবি গেলা মহেশের স্থানে॥
স্ত্রী পুরুষে একভাবে পূজে ত্রিপুরারি।৫
লাঙ্গট পুরুষ সব বিবসন নারী॥
সর্ব্ব দূতগণ যেন দেখি মহেশ্বর।
যক্ষগণ দানব পেরেত নিশাচর॥
দইত্য দানব দেখে পিশাচ কিন্নর।
সুরনর অপসরা সিদ্ধ বিদ্যাধর॥১০
সিঙ্গা ডম্বুর ত্রিশূল পরে বাঘছড়ে।
কপাল ভাজন হাতে গলে মালা হাড়ে॥
উন্মত্ত নাঙ্গট চিতা ভস্মবিভূষিত।
চারি দিকে ভূতগণ ডাকে বিপরীত॥
গলাতে বাসুকি ভালে জ্বলে হুতাশন।১৫
মহাকায় শরীর সভার ত্রিলোচন॥
সভারে দেখিআ গেলা শিবের দুয়ারে।
মুনির গমন নন্দী কহিলা শঙ্করে॥
সুনিঞা কৌতুক বড় দেব শূলপাণি।
পাদ্য অর্ঘ দিআ সম্ভাষিলা মহামুনি॥২০
মহাদেব বলে মুনি কেন আগমন।
শিব বলে প্রীত মুনি বলে কুবচন॥
ছারখার হৈলে তুমি কুল কৈলে নাশ।
কোনজন তোর নাম থুল্য কৃত্তিবাস॥
কোন গুণে নাম ধর দেব শূলপাণি।২৫
সর্ব্ব পুরুষের পাশে দেখিল সর্ব্বাণী॥
দেবরাজ হৈঞা তুমি সদাই ভিখারী।
যোগেন্দ্র বলায় তুমি কপট আচারী॥

(২৪৭)

কোন ছারে বলে তোরে দেব ত্রিপুরারি।
ভালমন্দ কর্ম্ম কিছু না কর বিচারি ॥
ভূত প্রেত সংহতি বলদ মাত্রে ভাণ্ডা।
ধুতুরার ফল খাও সক্রাষন (?) গুণ্ডা ॥
অভক্ষ্য সদাই খাও না কর বিচার।৫
ভাই ভাই অনাচারী হৈলে ছারখার ॥
মুনির বচনে মহাদেব কোপ জ্বলে।
ঢেকামারি মুনিকে ঘুচাহ সভাতলে ॥
মহাদেব বলেন শুনহ ভূতগণে।
গড়ের বাহির করি দেহরে ব্রাহ্মণে ॥১০
ব্রহ্মা হর ঠাঞি মুনি পাল্য পরাভব।
এত দুঃখ দিতে মোরে পাঠাল্য বাসব ॥
মনগামী মুনিবর বায়ে ভর করি।
নিমেষেকে গেলা মুনি নারায়ণগিরি ॥
সভাকার মূর্ত্তি দেখি যেন দেব হরি।১৫
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শার্ঙ্গসে ধারী ॥
সভাকার চারিভুজ একোই মুরতি।
সভাকার সঙ্গে দেখে লক্ষ্মী সরস্বতী ॥
এসব দেখিয়া গেলা হরির দুয়ারে।
দুয়ারী ভিতরে গিয়া হরিকে গোচরে ॥২০
জয়বিজয় জে দুই বিষ্ণুর দুয়ারী।
মুনি নিঞা দুই ভাই গেলা অন্তঃপুরী ॥
দুয়ারির বোলে মুনি চলিলা সত্বর।
মুনি দেখি সম্ভ্রমে উঠিলা গদাধর ॥
মুনির বচনে বিষ্ণু হৈলা নমস্কার।২৫
পাদ্য অর্ঘ্য দিল তারে গৃহ ব্যবহার ॥
আছিলা বিষ্ণুর পাশে লক্ষ্মী সরস্বতী।
মুনির চরণে দোঁহে করিলা প্রণতি ॥

(২৪৮)

জামাতা বলিয়া দিল বসিতে আসন।
মুনিরে কুশল বার্ত্তা পুছে নারায়ণ ॥
মুনি বলে কুশল তোমার দরশনে।
তোমার কুশল আমি দেখি অনুমানে ॥
দেবরাজ আপনে সৃজিলে দেবগণ।৫
কোন ছারে বলে তোকে দেব নারায়ণ ॥
তোমার যতেক গণ দেখি চারি ভাই।
তোমার বনিতা দেখি সভাকার ঠাঁই ॥
বিষ্ণুগুণ নাহি তোর সব অবেভার।
দেখিল তোমার পুরী সব অনাচার ॥১০
দেবগণ বলে মুনি ভাল নাহি বলে।
প্রভুকে এতেক বলে বসি সভাতলে ॥
পাত্র মিত্র ছিল যত বিষ্ণু সন্নিধানে।
গৌরবে লড়হ নহে পাবে অপমানে ॥
দেবতার বচনে মুনির কোপ বাড়ে।১৫
থাক থাক বলি গেলা বিষ্ণুর নিয়ড়ে ॥
ডানি পদ তোলে বামপদ আরোপণে।
সভামধ্যে তুলি লাথি মাল্য নারায়ণে ॥
বিষ্ণুকে মারিয়া লাথি ভাঙ্গে দুই ঠেঙ্গ।
পাখা কাটা গেল যেন পড়িল পতঙ্গ ॥২০
মুনিকে মারিতে ধায় সব দেবগণ।
না মারিহ না মারিহ বলে নারায়ণ ॥
বিরূপ না বল কেহো বলেন বচন।
আজি হৈতে নাম মোর শ্রীবৎসলাঞ্ছন ॥
পাশে ছিলা সরস্বতী লক্ষ্মী ঠাকুরাণী।২৫
দুইজনে বলে হরি দড় কর মুনি ॥
তারা বলে ঠাকুর তোমার লাজ নাঞি।
কেমতে পরশ করিব জামাই ॥

(২৪৯)

জামাতা ছুঁইতে জুকতি নাহি আইসে।
বসনে বদন ঢাকি দুইজন হাসে॥
দোঁহে দুই পদ টানি করিল সোসর।
পদ্ম হস্ত বুলাইল উঠে মুনিবর॥
আছিল বিষ্ণুর গায়ে যত অলঙ্কার।৫
তাহা দিয়া মুনিরে করিল পুরস্কার॥
রথ খান সাজিয়া পাঠাল্য দামোদর।
রথে চড়ি ইন্দ্র ঠাঞি গেলা মুনিবর॥
গলাতে রত্নের মালা রত্নে বিভূষিত।
গৌতমে দেখিআ ইন্দ্র হইলা বিস্মিত॥১০
বসিতে আসন দিয়া দিল অর্ঘ্য জল।
একে একে কহে মুনি সভার কুশল॥
ব্রহ্মা মহেশ্বর ঠাঁই পাল্য অপমান।
বৈকুণ্ঠ সদন গেল নারায়ণ স্থান॥
জত মন্দ বলিলাঙ হরি নাহি রোষে।১৫
শুনিয়া বিরূপ কথা নারায়ণ হাসে॥
করিল বিষ্ণুর বুকে লাথির প্রহার।
বজ্রাঙ্গে ঠেকিয়া পদ ভাঙ্গিল আমার॥
দুই পদ টানে মোর লক্ষ্মী সরস্বতী।
বৃদ্ধরূপ ছিল হৈল সুন্দর মূরতি॥২০
বিস্তর কৌতুক মোরে কৈল নারায়ণে।
সর্ব্বাঙ্গ ভূষিত কৈল নানা আভরণে॥
জেই সহে সেই বড় বলে দেবগণে।
ব্রহ্মা মহেশ্বর হৈতে বড় নারায়ণে॥
নারায়ণ অংশে জন্ম কৈল পুরন্দর।২৫
অধিষ্ঠান হৈলা তাহে দেব গদাধর॥
পরমান্নে সম্ভাষণা জানে দেবগণ।
সেই পরমান্ন শচী করিল ভক্ষণ॥

(২৫০)

সব মুনি বলে রাজা তুমি ভাগ্যবন্ত।
জয় অংশে পুত্র নাম হইল জয়ন্ত॥
বিবুদ্ধি লাগিল ইন্দ্রে নাচিলে আপনা।
জয়ন্তে পাঠায় ইন্দ্রজিতে দিতে হানা॥
আশী সহস্র মত্ত হস্তীর তেজ ধরে।৫
সহস্র হস্তীর তেজ জয়ন্ত শরীরে॥
ইন্দ্রজিৎ সংসার জিনিতে পারে রণে।
না মৈল জয়ন্ত বীর বরের কারণে॥
ভূত ভবিষ্যতি কথা কহে মুনিবর।
অবধান হৈঞা শুন রাক্ষস বানর॥১০
রঘুবংশে ধন্য তুমি ঠাকুর শ্রীরাম।
কার শক্তে কহিব তোমার গুণগ্রাম॥
অগস্ত্যের কথাতে সভাকে চমৎকার।
উত্তরকাণ্ডে গাইল অমৃতের সার॥

অগস্ত্যের কথা শুনি রামচন্দ্র হাসে।১৫
শুনিতে হনুর কথা মোর অভিলাষে॥
শ্রীরাম বলেন মুনি অপূর্ব্ব কাহিনী।
ইন্দ্রজিত রাবণ হৈতে হনুকে বাখানি॥
বানর হইআ কেবা লংঘয়ে সাগর।
রাজপুত্র পাত্র সুত মারিল বিস্তর॥২০
রাবণেরে জিনিবারে ত্রিভুবনে নারি।
তার বিদ্যমানে পোড়াইল লঙ্কাপুরী॥
অলঙ্ঘ্য সাগর বীর লঙ্ঘে কতবার।
আমি বলি হনু সম বীর নাহি আর॥২৫
বালী সুগ্রীবের বাদে সুগ্রীব পক্ষটানে।
তবে কেনে বালী রাজে না মারে পরাণে

(২৫১)

অগ্নি দিলে নাহি পোড়ে বালীর শরীরে।
পূর্ব্বেকার শাপ ছিল তেঁই বালী মরে ॥
জোড় হাতে তোমারে মাগিএ পরিহার।
হনুমান্ সম কেহো বীর নাহি আর ॥
বরুণ কুবের অগ্নি যম পুরন্দর।৫
সভাঁকার গতি জিনি হনুমান্ বানর ॥
সংসারের লোক মোর বৈসে সভাতল।
সভামাঝে বলি হনুমান্ মহাবল ॥
হনুমান্ হৈতে প্রাণ পাইল লক্ষ্মণ।
আমি আদি সভাকার রহিল জীবন ॥১০
হনুমান হৈতে পাল্য সীতা চন্দ্রমুখী।
হনুমান হৈতে আমি বন্ধুগণে দেখি ॥
শৌর্য্য বীর্য্য হনুমান্ বলে মহাবল।
ধর্ম্মেতে ধার্ম্মিক বীর ভকত-বৎসল ॥
দুর্জ্জয় সাগর লঙ্ঘি করে আনাগোনা।১৫
মাথাতে পর্ব্বত নাহি মানে কোনজনা ॥
দুর্জ্জয় সাগর তরিবারে নারে আন।
সর্ব্বগুণ ধরে মোর বীর হনুমান ॥
তপের প্রসাদে মুনি তুমি সব জান।
সভাখণ্ডে কহ হনুমানের বাখান ॥২০
শ্রীরামচন্দ্রের কথা হৈল অবসান।
অগস্ত্য কহেন কথা সভা বিদ্যমান ॥
মুনি বলে রামচন্দ্র শুন সাবধানে।
যেমত বৃত্তান্ত হৈল বীর হনুমানে ॥
যৌবনে কহিলে হনুমানের বাখানে।২৫
বালক কালের কথা শুন সাবধানে ॥
গতি মতি বিক্রমেতে ধন্য হনুমান্।
শিশুকাল হৈতে বীর মহা বলবান্ ॥

(২৫২)

আকৃতি প্রকৃতি বীর বড় গুণবান্।
ব্রহ্মা আদি দেবগণে বাড়াল্য সম্মান ॥
পরম বিক্রমশীল বানর কেশরী।
অঞ্জনা বনিতা তার পরম সুন্দরী ॥
পবনের বীর্য্যে জন্ম হনুমান।৫
তেঞি শিশুকাল হৈতে মহা বলবান ॥
রাম বলেন শুনিলাম অপূর্ব্ব কাহিনী।
এই কথা শুনিঞা বিস্ময় মনে গুণি ॥
ভূত ভবিষ্যতি মুনি তোমাতে গোচর।
বিস্তার করিআ কহ সভার ভিতর ॥১০
অঞ্জনা বানরী সুনি বড় পতিব্রতা।
পবনে জন্মাল পুত্র এই কোন কথা ॥
মুনি বলে জিজ্ঞাসিলে অপূর্ব্ব কাহিনী।
অবধান হৈঞা তাহা শুন রঘুমণি ॥
আছএ প্রভাসতীর্থ ক্ষিতি মহাতলে।১৫
মুনি সব তপ করে প্রভাসের জলে ॥
ধবল নামেতে হস্তী বড় ভয়ঙ্কর।
দন্তে চিরি মারিল অনেক মুনিবর ॥
তার ডরে তপ না করে মুনিগণ।
মুনিগণে মারে আর ভাঙ্গে তপোবন ॥২০
পালাইআ গেলা মুনি সুমেরু আশ্রম।
সহিতে না পারে কেহো হস্তীর বিক্রম ॥
মুনি পালাইল শূন্য হৈল তপোবন।
একা রহিলেন ভরদ্বাজে বিচক্ষণ ॥
সঙ্কোচিতে তপ করে প্রভাসের জলে।২৫
জলপান করিতে আইল হস্তী বলে ॥
মুনিকে দেখিআ হস্তী মারিল দশন।
মারিতে ধাইল যেন মেঘের গর্জ্জন ॥

(২৫৩)

তপ ছাড়ি জায় মুনি বিকল পরাণে।
হেনকালে কেশরী আইসে তীর্থ স্নানে॥
অরুণ উদয়কাল পুণ্য মাঘ মাস।
পুণ্য তিথি পাঞা চলে কেশরী প্রভাস॥
পালাইছে ভরদ্বাজ ভয়ে অচেতন।৫
কেশরীকে দেখি বলে তোমার শরণ॥
এত শুনি কেশরী হইল সাবধান।
মুনি পাছু করি গেলা হস্তী আগুয়ান॥
তেঁহো জলে হস্তী আস্তে পথে ঠেকাঠেকি।
দুই জনে মহারণ হএ ঢেকাঢেকি॥১০
মহাবীর দুইজনে করে মারামারি।
হস্তীর দশন ধরি টানেন কেশরী॥
টান মারি যোজনেক ফেলিল বারণ।
আর্ত্তনাদ করে হস্তী মেঘের গর্জ্জন॥
আপনা সম্বরি হস্তী দুই দন্ত সারে।১৫
কেশরীকে ফেলে নিঞা যোজন অন্তরে॥
রুষিআ কেশরী ধায় যেন কালসাপ।
জুঝিছে ধবল হস্তী দুর্জ্জয়প্রতাপ॥
দুইজনে যুদ্ধ করে ঘোর মহামার।
তপোবনে মুনিগণে লাগে চমৎকার॥২০
দোঁহে (রণ) করে দোঁহে বলেতে প্রচণ্ড।
প্রভাসের গাছ পালা হৈল খণ্ড খণ্ড॥
সিংহের প্রতাপ করে কেশরী বানর।
লাফ দিয়া চড়ে সেই হস্তীর উপর॥
কেশরীর বিক্রমের নাহিক সিদ্ধান্ত।২৫
কুম্ভস্থল ভাঙ্গিয়া উপাড়ি নিল দন্ত॥
ভয়ঙ্কর দাঁত দুটা পর্ব্বতের সার।
হস্তীর উপরে করে দন্তের প্রহার॥

(২৫৪)

সেই দন্তাঘাতে দুষ্ট হস্তী প্রাণ ছাড়ে।
ভূমিকম্প হৈল লোক চমকিত পড়ে॥
সভে দেখে হস্তী মৈল পর্ব্বত প্রমাণ।
ধন্য ধন্য মুনিগণ করেন বাখান॥
সব মুনি বলে শুন কেশরী বচন।৫
বর মাগি লেহ তুমি জেবা লয় মন॥
কেশরী বলে মুনি যদি দিবে বর।
সংসারবিজয়ী হকু আমার কোঙর॥
ভাল ভাল বলি বলে সব মুনিগণ।
সভার আশীষে হনু উত্তম নন্দন॥১০
বলে মহাবল হব প্রতাপ দুর্জ্জয়।
বিষ্ণুভক্তি হইব বৈষ্ণব অতিশয়॥
পবনের বীর্য্যে জন্ম হইবে তাহার।
অজয় অমর হব কি বলিম আর॥
সভাকে প্রণাম করি চলিলা কেশরী।১৫
নিমিষেকে গেলা যথা অঞ্জনা সুন্দরী॥
স্বামীকে দেখিয়া বামা আনন্দ অপার।
করিল তাহার পূজা জে ছিল ব্যাভার॥
ফল মূল দিয়া তারে করাল্য ভোজন।
সুস্থ করি জিজ্ঞাসিলা কেন এতক্ষণ॥২০
তবে ত কেশরী তাকে বলে কুতূহলে।
জেমতে মারিল হস্তী প্রভাসের কূলে॥
বর দিল আমাকে সকল মুনিগণ।
সংসার-বিজয় হব আমার নন্দন॥
মুনি সব আশীর্ব্বাদ করিল আমাকে।২৫
সে সব বৃত্তান্ত আমি কহিব তোমাকে॥
বেদ পড়ি মুনি সব কহিল নিশ্চয়।
অবশ্য হইব পুত্র প্রতাপে দুর্জ্জয়॥

(২৫৫)

স্বামীর বচনে কন্যা হরষিত মন।
অন্যথা না হব কভু মুনির বচন ॥
বর পাঞা দুই জন আনন্দ অন্তরে।
এইরূপে কথো দিন আছিলেন ঘরে ॥
বালী সম্ভাষণে গেলা বানর কেশরী ।৫
একলা রহিলা ঘরে অঞ্জনা সুন্দরী ॥
দৈবযোগে ঋতু স্নান করিআ অঞ্জনা।
পর্ব্বত দেখিতে হৈল মনের বাসনা ॥
সুবেশ করিআ চলে অঞ্জনা সুন্দরী ।১০
কৌতুকেতে দেখি বলে জত আছে গিরি ॥
নানা বন পশু দেখে পুষ্প দ্রুম শোভা।
তার রূপ দেখিআ পবন হৈল লোভা ॥
কামে অচেতন হৈল দেবতা কুমার।
বসন উড়াঞা বলে করিল শৃঙ্গার ॥
অশেষ বিশেষ করি ভুঞ্জিলেন রতি ।১৫
সাঙ্গ হৈলে কোপেতে জিজ্ঞাসে রূপবতী ॥
কোন জন বট তুমি দেহ পরিচয়।
নহিলে শাপিআ ভস্ম করিব নিশ্চয় ॥
এতেক শুনিয়া মনে পাল্যা বড় ভয়।
পবন বলেন আমি সূর্য্যের তনয় ॥২০
পবন বলেন কিছু না করিহ মনে।
দেবতা হইয়া রতি কৈল তোমা সনে ॥
মোর বীর্য্যে পুত্র হবে প্রতাপে দুর্জ্জয়।
সংগ্রামে সুস্থির নাহি মরণের ভয় ॥
এত বলি গেলেন প্রবল দিক্‌পালে ।২৫
অঞ্জনা বলেন মোর জে ছিল কপালে ॥
এত বলি ঘরে গেলা অঞ্জনা সুন্দরী।
বালীরে মেলানি করি আইলা কেশরী ॥

(২৫৬)

ফল মূল দিআ তারে কৈল পুরস্কার।
পাদ্য অর্ঘ্য দিল পতি পূজা ব্যবহার ॥
কেশরী বলেন রামা সত্য বল মোরে।
আজি কেন বিচলিত দেখএ তোমারে ॥
এতেক পতির বোল সুনিআ সুন্দরী ।৫
কহিছেন সত্য কথা সুনেন কেশরী ॥
অঞ্জনা বলেন প্রভু সুন নিবেদন।
বলে মোরে ধরি রতি ভুঞ্জিল পবন ॥
এতেক অঞ্জনা যদি বলিল পতিরে।
পূর্ব্বের মুনির কথা কেশরী সোঙরে ॥১০
ভাবিয়া সে সব কথা হৈলা হরষিত।
উত্তর কাণ্ড গাইল কৃত্তিবাস পণ্ডিত ॥

পবন জন্মাআঁ গেল বীর হনুমান।
হবা মাত্রে হনুমান পবন সমান ॥১৫
অঞ্জনা বানরী গেলা আনিবারে ফল।
শূন্য ঘরে হনুমান কান্দিয়া বিকল ॥
ক্ষুধাতে আকুল হৈঞা পড়ে ভূমিতলে।
রাঙ্গা বর্ণে তপন উদয় হেন কালে ॥
ওড় পুষ্প সমান সূর্য্য উদয় করে ।২০
ফল জ্ঞানে হনুমান জান ধরিবারে ॥
উঠিল পবন বেগে লক্ষেক যোজন।
বসিল সূর্য্যের রথে পবন-নন্দন ॥
হনুর বিক্রম দেখি সূর্য্য হৈলা সুখী।
অদর্শন হঞা সূর্য্য রথে হৈলা লুকি ॥২৫
দেবগণ বলে হেন কোথায় না দেখি।
যৌবনে ইহার বল কার সনে লেখি ॥

(২৫৭)

গরুড় গমন জিনি পবনের গতি।
শিশুর বিক্রম দেখি চমকিত মতি॥
হনুমানে দেখি সূর্য্য উপজিল হাসি।
কৃপাবান্ হৈআ না কৈলা ভস্মরাশি॥৫
শীতল পবন বহে সূর্য্য কৃপা এড়ে।
তে কারণে সূর্য্যের আনলে নাহি পোড়ে
সূর্য্য যদি লুকাইল হৈল অন্ধকার।
সূর্য্যকে ধরিতে হনু কৈল আগুসার॥
অমাবস্যা জায় রাহু সূর্য্য গিলিবারে।১০
হনুমানে রথে দেখি রাহু ভাগে ডরে॥
দেখিআ সূর্য্যের রথে বীর হনুমান।
মনস্তাপে গেলা রাহু বাসবের স্থান॥
পালাইআ গেলা রাহু পাইআ তরাস।
ইন্দ্রেরে করেন রাহু বচন প্রকাশ॥১৫
চন্দ্র সূর্য্য ধরিতে আমার অধিকার।
আনে সূর্য্য ধরে মোরে করে তিরস্কার॥
দেবের বচন লড়ে অন্যে কিসে লাগি।
আমার বিষয় তুমি কারে কৈলে ভাগী॥
কুপিল দেবের রাজা রাহুর বচনে।২০
অগোচরে বিষয় লইল কোন জনে॥
কৈলাস পর্ব্বত যেন ধবল আকার।
চারি দন্ত ধরে হস্তী গলে মদধার॥
ঐরাবতে চাপি ইন্দ্র বজ্র নিল হাতে।
রাহু আগে করিআ চলিলা সূর্য্যপথে॥২৫
ইন্দ্রের গরবে রাহু চলিলা হরিষে।
সূর্য্য ছাড়ি হনুমান রাহু ধরিতে আইসে
ইন্দ্র ইন্দ্র বলি রাহু পালায় তরাসে।
ভয় পাঞা ইন্দ্রের শরণ আসি পশে॥

(২৫৮)

সিন্দূরে মণ্ডিত ঐরাবতের গণ্ডস্থল।
হনুমান বলে আমি পাল্য পাকা ফল॥
রাহু ছাড়ি ঐরাবতে খেদাড়িআ আইসে।
বজ্র তুলি ইন্দ্ররাজা মারিলেন রোষে॥৫
ছাওয়ালে করিল ইন্দ্র বজ্রের প্রহার।
পুত্র হেতু পবন করিল আগুসার॥
হনু ভাঙ্গি পর্ব্বতে হইল অচেতন।
পুত্র কোলে করি তথা কান্দেন পবন॥
হেন পুত্র মরে মোর কিসের জীবন।১০
আপনা ধরিআ সব রহায় পবন॥
ইন্দ্রে কোপ করিআ পবন সভা পিড়ে।
সংসারে সভার শরীরে বায়ু ছাড়ে॥
আগুবীর ছাড়িল সকল দেবগণে।
তবে বায়ু ছাড়িল সকল ত্রিভুবনে॥১৫
পবন ছাড়িল হৈল প্রলয় সংসার।
ঘুচিল সূর্য্যের গতি হৈল অন্ধকার॥
সংসারের লোকে যদি ছাড়িল পবন।
পবন ছাড়িতে সভে হৈলা অচেতন॥
কাষ্ঠবৎ হইল বাড়িতে নারে হাড়।২০
সভাকার হস্তপদ হইল অসাড়॥
ব্রহ্মার না চলে হংস মহেশের বৃষ।
কুবের নরবাহন যমের মহিষ॥
না চলে ইন্দ্রের গজ বরুণ মকর।
না চলে ইন্দ্রের রথ আর দিবাকর॥২৫
বিনি বানে নাহি চলে দেবতা সকল।
জেই যথা সেই তথা হইল অচল॥
পড়িতে২ সভে গেলা ব্রহ্মা পাশে।
সভে বলে এ প্রভু সৃষ্টির বিনাশে॥

(২৫৯)

সভার শরীরে ছাড়ে বায়ুর সঞ্চার।
স্বর্গ ছাড়ি পবন করিল অনাচার ॥
ব্রহ্মা বলে দেবগণ আছে এ কারণ।
পবনের পুত্রে ইন্দ্র কৈল অচেতন ॥
রাহুর বচনে ইন্দ্র তার পুত্রে মারি।৫
সৃষ্টি নাশ হৈলে আমি কি করিতে পারি
আপনা রাখিতে সভে হও সাবধান।
পবন-পুত্রের গিআ দেহ জীয়মান ॥
ব্রহ্মা আদি করিআ যতেক দেবগণে।
নৈর্ঋত কুবের যম নড়িলা বরুণে ॥১০
সব দেবে নিঞা ব্রহ্মা করিলা গমন।
পুত্র কোলে করি যথা কান্দেন পবন ॥
অলোকা পর্ব্বতে বসি উচ্চৈঃস্বরে কান্দে।
ব্রহ্মাকে দেখিআ কৈল প্রণাম সানন্দে ॥
অবনী লোটাঞা বীর করে নমস্কার।১৫
হনুমানে দেখি ব্রহ্মা করে হাহাকার ॥
ব্রহ্মা বলে এক হনু শুনহ পঞ্চাশ।
তোমার কোপেতে হএ সংসার বিনাশ ॥
এত বলি হাত দিল হনুমানের দেহে।
সব শ্রম পাসরিল মাথা তুলি চাহে ॥২০
মৃত সৈন্য জীয়ে যেন মেঘ বরিষণে।
অচেতন হনুমান জীএ ততক্ষণে ॥
বিধাতার বাক্যে তবে সঞ্চরে পবন।
সৃষ্টিরক্ষা পাল্য সবে পাইল চেতন ॥
পবন হইতে তিন লোক প্রতিকার।২৫
ইন্দ্ররাজে বিধাতা করিল তিরস্কার ॥
বালকেরে কর তুমি বজ্রের প্রহার।
তোমারে বুঝিতে কেহো নাহিক আর ॥

(২৬০)

দেব কার্য্য করিবেক জান মনে মনে।
জানহ শুনহ তমু নাহিক সঙরণে ॥
সব দেবগণে হনুমানে দেহ বর।
বর দিআ তোষ সভে পবন কোঙর ॥
ব্রহ্মার বচন কেহো না করিল আন।৫
সর্ব্বদেবে হনুমানে দিলা বর দান ॥
ইন্দ্র অগ্নি যম জে কুবের মহেশ্বর।
ব্রহ্মার বচনে হনুমানে দিল বর ॥
ইন্দ্র বলে মোর বজ্রে হইলে সংশয়।
আজি হৈতে তোর বজ্রে নাহি ভয় ॥১০
বাম হনু ভাঙ্গে মোর বজ্রের প্রহারে।
হনুমান নাম হৈল বিদিত সংসারে ॥
কাঞ্চনের পদ্মমালা দুর্ল্লভ সংসারে।
হেন মালা দিল ইন্দ্র হনুমান শিরে ॥
দিনমণি দিল বর অংশুর কিরণ।১৫
শাস্ত্র জ্ঞান দিল তারে পড়িতে তখন ॥
বরুণ বলেন মোর জলে অধিকার।
তরিবে যোজন শত সাগর পাথার ॥
আবর্ত্ত সংবর্ত্ত মেঘ দ্রোণ জে পুষ্কর।
ঝড় বরিসনে তোর নাহি হব ডর ॥২০
মোর নাগপাশে নাহি কাহার এড়ান।
হেন নাগপাশে তুমি পাবে পরিত্রাণ ॥
যম বলে মোর ঠাঞি সভার বিনাশ।
কোন ব্যাধি জাইতে নারিব তোর পাশ ॥
যমদণ্ড অস্ত্রে আমি সভাকে সংহারি।২৫
হেন দণ্ডে তোমার নাহিক ভয় করি ॥
কুবের বলেন মোর গদার প্রহার।
হেন গদা তোমাকে করিব প্রতীকার ॥

(২৬১)

জত বল করিবে নহিবে অবসাদ।
তোমা লইআ কোন কালে নহিব প্রমাদ॥
অগ্নি বলে আমি হনুমানে দিল বর।
মোর অগ্নিশিখাতে তোমার নাহি ডর॥
উদ্ভব অনল আর বড়বা অনল।৫
এসব আগুনে তোরে না করিব বল॥
হনুমানে বর দিলা দেবতা নৈর্ঋত।
যক্ষ রক্ষ দানবে তোমার নাহি ভীত॥
শীত বাত পিত্তেতে তোমার নাহি ভয়।
সিদ্ধ কলেবর তুমি সর্ব্ব ঠাঞি জয়॥১০
হনুমানে দিলা বর চন্দ্র যে শেখর।
মোর মায়া অস্ত্রেতে তোমার নাহি ডর॥
যড়ক্ষর মন্ত্র দিল মারুতিরে কানে।
সেই মন্ত্রে হনুমান মহাজ্ঞান জানে॥
হনুমানে বর দিলা দেব নারায়ণ।১৫
সংসার জিনিবে তুমি করি মহারণ॥
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম সারিঙ্গ ঈশ্বর।
মোর অস্ত্রে তোমারে কখন নাহি ডর॥
বিশ্বকর্ম্মা বলে অস্ত্র আমার নির্ম্মাণ।
দেবগণ ধরে তাহা অতি খরসান॥২০
সংগ্রামে পশিলে সেই অস্ত্রে নাহি ভয়।
মোর বরে হবে তুমি সর্ব্বত্র বিজয়॥
ব্রহ্মা বলে হনুমানে আমি দিল বর।
মোর বরে হনুমান অজয় অমর॥
হনুমানে বর দিলা চন্দ্রকলাধর।২৫
হইবে আমার বরে পরম সুন্দর॥
হনুমানে বর দিল দেবতা পবন।
আমা হৈতে হব তোমার ত্বরিত গমন॥

(২৬২)

পবন বলেন শুন বীর হনুমান।
মোর বরে হব তোর সর্ব্বত্র কল্যাণ॥
করিবে রামের সেবা সর্ব্বঠাঞি জয়।
রামের শত্রুকে তুমি করিহ সংশয়॥
ব্রহ্মা বলে পবন করহ অবধান।৫
সংসারে দুর্জ্জয় হব বীর হনুমান॥
জাহাকে রুষিবে বীর তার হব ক্ষয়॥
জার হঞা জুঝিবেক অবশ্য তার জয়।
হনুমানে বর দিল সব দেবগণ॥
হনুমান হৈতে মরে সবংশে রাবণ॥১০
জত২ বীর আছে সংসারের সার।
হনুমান সমবীর কেহো নাহি আর॥
বর দিয়া দেবগণ গেলা নিজস্থান।
লড়িল পবন কোলে করি হনুমান॥
রাবণের বংশ নামে রামের সম্মান।১৫
কহিলেন অগস্ত্য হনুমানের বাখান॥
হেন মতে হনুমান পাল্য বরদান।
সভাখণ্ডে সুনে হনুমানের বাখান॥
উত্তরকাণ্ডের গীত সুনিতে মনোহর।
কৃত্তিবাসে গান হনুমানে পাল্য বর॥২০

পুত্র কোলে বায়ু গেলা কেশরীর ঘর।
অঞ্জনাকে কহিলেন সকল উত্তর॥
নদ নদীর জল যেন মিশায় সাগরে।
দিনে দিনে হনুমান বাড়ে দেববরে॥
খেলিবারে জায় হনু সেই তপোবনে।২৫
তপস্থাকে গেলা ঘরে নাহি মুনিগণে॥

(২৬৩)

মুনির প্রসাদে আছে নানা ফুল ফল।
সরোবর দেখিল তাহে নির্ম্মল জল॥
কমল উৎপল আছে সেই সরোবরে।
নানা ফুল মধু পান করয়ে ভ্রমরে॥
শুকপক্ষী ডাকে ঘন কুহরে কোকিল।৫
নানা রত্নে সরোবর ঘাট বান্ধি তুল॥
অশোক কিংশুক ফুটে চাঁপা নাগেশ্বর।
ষড়ঋতু বৈসে তথা গন্ধে মনোহর॥
আম্র গুয়া নারিকেল অনেক কাঁঠাল।
ছোলঙ্গ নারেঙ্গ আর আছে নানা তাল॥১০
জাতিফল দাড়িম্ব কমলা কামরাঙ্গা।
শতমুখী শতমূলী আতাই তৈলঙ্গা॥
সরোবরে নামিয়া করিল স্নান দান।
আপন ইচ্ছাতে ফল খায় হনুমান॥
শূন্য বনখান নাহি মানুষের মেলা।১৫
আপনার মনে খায় যত চাঁপা কলা॥
খাইছে মুনির ফল না করে বিচার।
ডাল ভাঙ্গে ফল খাঞা কৈল ছারখার॥
নেউটিয়া ঘরে গেল হৈল সন্ধ্যা কাল।
মায়ের ঠাঞি জায় বীর হইয়া ছাওয়াল॥২০
মায়ের চরণে গিআ নোঙাঞিল মাথা।
অঞ্জনা বলেন বাছা আজি ছিলে কোথা॥
জবেকে কেশরী আইল বেলা অবসানে।
পিতা পুত্র দুই জনে করিলা ভোজনে॥
সুখে শোএ হনুমান জননীর কোলে।২৫
নিদ্রা ছাড়ি শুক্ল বস্ত্র পরে বিহান বেলে॥
প্রভাতে কেশরী গেলা বালী সম্ভাষণে।
হনুমান গেলা পুন সেই তপোবনে॥

(২৬৪)

অঞ্জনা বানরী গেলা ফল আনিবারে।
ফল এড়ি চাহে হনুমান নাহি ঘরে॥
কাঞ্চনা বানরীকে অঞ্জনা বার্ত্তা পুছে।
তুমি যদি আছ হনুমান কোথা গেছে।
দেখিল ২ আমি তোমার নন্দনে।৫
কুমুদের সংহতি গেলেন তপোবনে॥
তপোবনে গেলা বীর মাতুলের সনে।
নানা ফল খাইআ বুলেন তপোবনে॥
বরের প্রভাবে সেই কারে নাহি গণে।
নানা ফল খাঞা বুলে কুমুদের সনে॥১০
মৌলিসিত এক পুত্র চন্দ্রমৌলিমুনি।
তপের প্রভাবে মুনি জ্বলন্ত আগুনি॥
কোপ দৃষ্টে চাহিআ দেখিল হনুমান।
মনে চিন্তে মুনি দেবে দিল বরদান॥
ক্রোধযুতে মুনির দহিছে কলেবর।১৫
শাপ দিব ইহারে দেবের পাল্য বর॥
সঙ্কলিতে নারে মুনি হৃদয়ের তাপ।
কোপে হনুমানে মুনি দিলা অভিশাপ॥
আপনার বল তুমি পাসর বানর।
সংগ্রাম করিবে হঞা পরের কুর্পর॥২০
আর হনুমান জবে জায় তপোবনে।
ডরে ফল নাহি খায় শাপের কারণে॥
মুনি শাপ দিল তাহা শুনিল কেশরী।
হনুমানে নিষেধিল অঞ্জনা বানরী॥
দিনে দিনে হনুমান বাড়ে দেববরে।২৫
তপোবনে নাহি জায় সদাই থাকে ঘরে॥
বালীর ভ্রাতা সুগ্রীব গেলা কেশরীর ঘর
সুগ্রীব দেখিআ বড় হরিস বানর॥

(২৬৫)

পাদ্য অর্ঘ্য দিলেন ঘরের ব্যবহার ।
সুগ্রীবের চরণে করিলা নমস্কার ॥
অঞ্জনা রন্ধন কৈল পঞ্চাশ ব্যঞ্জন ।
চারি বীর মহাসুখে করিল ভোজন ॥
কেশরীকে কহেন সুগ্রীব অধিপতি ।৫
বালীর ডরে কোথাহ নাহিক অব্যাহতি ॥
সুগ্রীবে বোধিয়া বলে বানর কেশরী ।
কিষ্কিন্ধ্যা নিকটে ঋষ্যমুখ নামে গিরি ॥
মুনির শাপেতে বালী তথা জাত্যে নারে ।
পর্ব্বতে প্রবেশ কৈলে বালী রাজা মরে ॥১০
নীলগিরি পরে আছে পুরী ভোগবতী ।
অগ্নির তনয় রাজা নীল সেনাপতি ॥
সুগীবের বার্ত্তা পাঞা আল্য শীঘ্রগতি ।
চারি বীর জড় হৈল সুগ্রীব সংহতি ॥
হনুমানে পাঠাঞা আনিল জাম্বুবান ।১৫
পঞ্চজনে গেলা ঋষ্যমুখ সন্নিধান ॥
রহিলা আপন ঘরে বানর কেশরী ।
পঞ্চজনে সুগ্রীব রহিল সেই গিরি ॥
সুগ্রীবের হনুমান হইল দোসর ।
বালীকে বলের তেজে নাহি করে ডর ॥২
সূর্য্য গুরু করিআ পড়েন হনুমান ।
উদয়গিরি অস্তগিরি পদ দুইখান ॥
অগস্ত্য কহিলা হনুমানের বাখান ।
কৃত্তিবাস গাইল পোথার নির্ম্মাণ ॥

সদাই থাকে হনুমান সুগ্রীবের স্থানে ।২৫
নিতি জান কেশরী বালীর সম্ভাসণে ॥

(২৬৬)

সূর্য্য বলে হনুমান জাহ সুগ্রীবের স্থান ।
তোমা হৈতে সুগ্রীব পাইবে রাজ্যদান ॥
ঋষ্যমুখ পর্ব্বতে সুগ্রীব রাজা বৈসে ।
সীমান্তের লোক আইসে সুগ্রীব সম্ভাষে ॥
সুগ্রীবে মেলানি করি গেলা হনুমান ।৫
ঘরে গেলা কেশরী দিবস অবসান ॥
পিতা পুত্রে দুজনে করিলা অন্ন পান ।
তিন জন ঘরে বৈসে করিআ দেয়ান ॥
প্রভাতে গেলেন হনু ঋষ্যমুখ গিরি ।
বালী সম্ভাষণে গেলা বানর কেশরী ॥১০
বসিলা কেশরী তারে বালী বার্ত্তা পুছে ।
কহিবে স্বরূপ হে সুগ্রীব কোথা আছে ॥
বালী সম্বোধিআ সে কেশরী কহে সুখে ।
পঞ্চজন সুগ্রীব আইলা ঋষ্যমুখে ॥
বালী বলে কেবা কেবা সুগ্রীবের স্থানে ।১৫
নীল সে কুমুদ জাম্বুবান হনুমানে ॥
কেশরীর বোলে বালী কোপানলে জ্বলে ।
রাঙ্গা দুই আঁখি করি চাহেন পাকলে ॥
তুমি কেন মোর ঠাঞি তোমার পুত্র তথা ।
তোমাদের উপায়ে সুগ্রীব আল্য এথা ॥২০
বালীর বচন শুনি বলেন কেশরী ।
তুমি রাজ্য করিছ সুগ্রীব দেশান্তরি ॥
তোমার তরাসে সেই বুলে দেশান্তর ।
মোর ভাগ্যে সুগ্রীব আইলা মোর ঘর ॥
তোমরা দুই ভাই রাজা দেবতা কুমার ।২৫
সুগ্রীব তোমার তরে ফিরএ সংসার ॥
পাত্র হঞা তোমাকে বুঝাই সবিশেষ ।
সুগ্রীবেরে খানিক ছাড়িআ দেহ দেশ ॥

(২৬৭)

তুমি রাজ্যে রাজা সুগ্রীব দেশান্তরি।
সে হেতু সুগ্রীব আল্য ঋষ্যমুখ গিরি ॥
কেশরীর বোল শুনি বলেন সুষেণে।
জীয়ন্তে পিরীত নাহি ভাই দুইজনে ॥
বালীকে মেলানি করি চলিলা কেশরী।৫
আঁখির নিমিষে গেলা আপনার পুরী ॥
ভৃঙ্গারের জলে ধোয়ে দুখানি চরণ।
অঞ্জনা বলেন কেন এত বিলম্বন ॥
সুগ্রীব লইয়া গেল হনুমান বীরে।
তার লাগি অনেক গঞ্জিল বালী মোরে ॥১০
অঞ্জনা বলেন সুন বানরের রাজ।
বালী ঠাঞি যাইআ সাধিলে কোন কাজ ॥
দেবতার বরে পুত্র হইল হনুমান।
ঘরে থাক দোঁহে না জাইহ কার স্থান ॥
তোমার উপরে কার নাহি অধিকার।১৫
সুগ্রীব হইলে রাজা পাবে উপকার ॥
সুগ্রীবে মেলানি করি আল্য হনুমান ॥
ঘরেতে আইলা জবে বেলা অবসান ॥
নানাবিধ পক্কান্ন দিলেন ফুলফল।
সকল খাইআ বীর হৈল সুশীতল ॥২০
প্রভাতে চলিলা বীর সুগ্রীব সম্ভাষে।
ঋষ্যমুখে গেলা হনু চক্ষুর নিমিষে ॥
বসিলা সুগ্রীব রাজা করিআ দেয়ানে।
রাজা সম্বোধিআ বলে বীর জাম্বুবানে ॥
মধুবনে প্রভাতে চলিলা হনুমান।২৫
নিতি নিতি রাজাকে জোগায়ে মধুপান ॥
নীল মহাবীর সে কুমুদ আর নল।
তপোবনে প্রবেশিয়া লয় নানা ফল ॥

(২৬৮)

পঞ্চ পাত্রে ঋষ্যমুখে সুগ্রীব হৈল রাজা।
সুগ্রীবেরে সেবা করে দেশে জত প্রজা ॥
পম্পানদীর কূলে জত বৈসে প্রজাগণ।
নিতি নিতি রাজাকে জোগায় নানাধন ॥
নানাধন দেন আম্র দাড়িম্ব কাঁঠাল।৫
গুবাক নারিকেল টাবা আর পাকাতাল ॥
নানাবস্তু দিয়া তারে করে পুরস্কার।
ফল মূলে সুগ্রীবের ভরিল ভাণ্ডার ॥
নিতি নিতি হনুমান যায় মধুবন।
মধুর রক্ষক সনে হৈল দরশন ॥১০
দশ সহস্র বানরে বেড়িল হনুমানে।
দধিমুখ বান্ধি আনে সুগ্রীবের স্থানে ॥
দধিমুখ সুগ্রীবেরে নোঙাইল মাথা।
জোড়হাতে কহে মধুবনের বারতা ॥
জবে বীর হনুমান মধুবনে জায়।১৫
এথা কিছু নাহি আনে তথা সব খায় ॥
মধুবন ভাঙ্গে কার না মানে দোহাই।
হাতে গলে বান্ধিয়া আনিল তোমা ঠাঁই ॥
তথা মধুপান করে আপনার সুখে।
কিছু মাত্র নিআ আস্তে তোমার সম্মুখে ॥২০
সুগ্রীব বলেন মানা জাহ মধুবনে।
দিআ পাঠাইহ মধু জে বলে জেমনে ॥
দধিমুখ তেন গেলা কিষ্কিন্ধ্যা নগরী।
জাইআ বালীর ঠাঁই করিল গোহারি ॥
মধুবন ভাঙ্গি বুলে বীর হনুমান।২৫
মোরে বান্ধি নিঞা গেল সুগ্রীবের স্থান ॥
বালী বলে জখন আইসে মধুবন।
আমাকে বারতা তুমি দিবে ততক্ষণ ॥

(২৬৯)

পুনরপি দধিমুখ গেলা মধুবন।
ঘরে গেলা বালী রাজা বিরস বদন॥
নানা কেলি করে বালী তারা দেবী সনে।
ঋষ্যমুখে সুগ্রীব আছেন পঞ্চজনে॥
পর্ব্বতের নিকটে বালীর কলাবন।৫
বুলা চালা গেলা তথা পবন-নন্দন॥
সুন্দর সুপক্ক দেখে অনেক কদলা।
সেই বনে প্রবেশে বানর মহাবলী॥
গুবাক নারিকেল নিল আর কড়াকান্দি।
সহস্রেক কান্দি কলা নিলা ভার বান্ধি॥১০
ভাল ভাল নিল কলা দেখি বাছের বাছু।
কলা নিঞা নদীতে ভাসাঞা দিল গাছু॥
গুবাক নারিকেল নিল আর পাকাপান।
কান্ধে ভার করিঞা লড়িলা হনুমান॥
ধীরে ধীরে জায় বীর কান্ধে কলাভার।১৫
ধাইআ বানর ভারে ধরিল তাহার॥
তাহা দেখি হনুমান কোপানলে জ্বলে।
রাঙ্গা আঁখি করি বীর চৌদিগ নেহালে॥
পবন-নন্দন আমি নাম হনুমান।
আমা সনে দ্বন্দ্ব কর হারাবে পরাণ॥২০
তারা বলে জানি তোরে না কর চাতুরী।
তোর বাপে ভাল জানি বানর কেশরী॥
তার বেটা হঞা লঙ্ঘ রাজার শাসন।
তোর দোষে হব তোর বাপের মরণ॥
হনুমান বলে কি করিতে পারে বালী।২৫
হাতে গলে বান্ধি তাকে নিব কাঁকতালি॥
সকল বানর বলে ছাড় তুমি তারে।
তারে বান্ধি নিল বীর কান্ধে কলাভারে॥

(২৭০)

কদলী এড়িল নিআ সুগ্রীবের পাশে।
হনুমানে দেখিআ সুগ্রীব রাজা হাসে॥
রাজার সম্মুখে হনু ছাড়্যা দিল তারে।
সুগ্রীবেরে প্রণাম সেই করিল তিন বারে॥
রাজা বলে তপ কৈল মুনি পঞ্চ জন।৫
আমাকে দিলেন তারা কদলীর বন॥
আমারে বন দিআ তারা গেলা স্বর্গদ্বার।
কদলীতে নাহিক বালীর অধিকার॥
তার বলে বিবাদে ছাড়িল আমি দেশ।
তে কারণে বালী নিল কহিল বিশেষ॥১০
ভাল হৈল আহলে দেশের সন্নিধান।
আমি আনি দিব না পাঠাবে হনুমান॥
তানার বচনে হৈল সুগ্রীবের হাস।
বিদায় হইআ পুন গেলা বালী পাশ॥
কহিল বালীর আগে জত অপমান।১৫
সদাই কদলীবন ভাঙ্গে হনুমান॥
মধুবন ভাঙ্গে আর সুরস কদলী।
অপরাধ মানিআ কোপিল রাজা বালী॥
কেশরী পনস বটে দ্বোসহ ভাই।
তাহা দিগে ধরিআ আনহ মোর ঠাঁই॥২০
আমার বৈমাত্রেয় ভাই তুমি শতবলী।
গৌরবে না আস্থে যদি ধরি আন চুলি॥
সুনি শতবলী গেলা কাঞ্চনগিরি।
দুই ভাই পাশা খেলে পনস কেশরী॥
দুআরি ভিতরে গিআ করিল গোচরে।২৫
আইল বালীর পাত্র তোমার দুয়ারে॥
বারি হঞা দুই ভাই দেখিল শতবলী।
পাদ্য অর্ঘ্য দিআ তারে কৈলা কোলাকুলি

(২৭১)

নানা ফল মূল দিআ কৈল পুরস্কার।
জিজ্ঞাসিল কি কারণে কৈলা আগুসার॥
শতবলা বলে কাজ না জান বিশেষ॥
তোমাকে ধরিয়া নিভে রাজার আদেশ॥
জে বোল বলিলা রাজা বলিতে না পারি।৫
আপন গৌরবে চল পনস কেশরী॥
কেশরী বলেন কাজ বুঝিলাঙ মনে।
মোরা দোঁহে জাব কালি প্রত্যুষ বিহানে
শতবলী বলে তোরে রাজার দোহাই।
অবশ্য বিহনে কালি জাবে বালী ঠাঁই॥১০
এতবলি শতবলী জায় বালী স্থানে।
আসিবেন কালি তারা প্রত্যুষ বিহানে॥
কহিলা সকল কথা বালীর সকাশে।
উত্তরকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাসে॥

রজনী প্রভাত হৈল প্রত্যুষ বিহান।১৫
সুগ্রীবে মেলানি করি আল্য হনুমান॥
আসি বাপ মায়ে বীর নত কৈল মাথা।
হনুমানে কেশরী বালীর কহে কথা॥
আমার রাজত্ব সব বালীর প্রসাদে।
হেন বালী সনে কেন করহ বিবাদে॥২০
বালী দূত পাঠাই আমা দোঁহা নিতে।
কালি না গেলাঙ আজি রহিব কেমতে॥
হনুমান বলে দোঁহে না থাকিও ঘরে।
ঋষ্যমুখে থাক বালী কি করিতে পারে॥
হনুমান আগে পাছু পনস কেশরী।২৫
সুগ্রীবের স্থানে গেলা ঋষ্যমুখ গিরি॥

(২৭২)

বালীর বিরোধে মোরা আঁই তোমার স্থান।
নানা ভোগ দিআ তার বাড়াল্য সম্মান॥
তপবলে বালী রাজা জিনে ব্রহ্মজ্ঞানে।
পনস কেশরী রহে সুগ্রীবের স্থানে॥
বড় বড় বীর গিয়া সুগ্রীবেরে মেলে।
হিয়ার পোড়নে বালী টুট্যা আস্তে বলে॥
জবে তবে মাএ ঠাঁই জান হনুমান।
খাঞা দাঞা আস্তে পুন সুগ্রীবের স্থান॥
ঋষ্যমুখে সুগ্রীব কিষ্কিন্ধ্যাপুরে বালী।
নিত্য নিত্য দুই ভাই করেন কোন্দলি॥
কখন কখন গিয়া হারের ঘণ্টা লাড়ে।
পাইআ বালীর শব্দ ধাঞা জান রড়ে॥
একদিন বায়ু গেল কাঞ্চন-নগরী।
একেলা আওআসে অঞ্জনা বানরী॥
অঞ্জনার পাশে গেলা দেবতা পবন।
পাদ্য অর্ঘ্য দিলা রামা বসিতে আসন॥
সুবর্ণের খাটেতে পাটের পাতি গুলি।
অঞ্জনা লইআ তাহে কৈলা নানা কেলি॥
অঞ্জনার সনে কেলি করিয়া পবন।
প্রভাতে গেলেন বীর আপন সদন॥
অঞ্জনার তথা বায়ু যান নিতি নিতি।
দুজনে কৌতুকে ভুঞ্জেন সুখরাতি॥
অঞ্জনার বার্ত্তা চর কহিল রাবণে।
রথে চড়ি চলিলা অঞ্জনা সম্ভাষণে॥
উত্তরিল দশানন কাঞ্চনগিরি।
কেবল অঞ্জনা ঘরে আছে একেশ্বরী॥
বাহিরে এড়িআ রথ পবনের বেশে।৫
কেশরীর অন্তপুরে করিলা প্রবেশে॥

(২৭৩)

ঘরে আনি অঞ্জনা এড়িল নানা ফলে।
এখনি পবন আসিবেন সন্ধ্যাকালে॥
স্নান করি অঞ্জনা করেন দেবার্চ্চন।
পবনের বেশ ধরি আইলা রাবণ॥
পাদ্য অর্ঘ্য দিল তারে বসিতে আসন।৫
নানা ফল দিল তারে করিতে ভক্ষণ॥
কাম জ্বালে রাবণের দহিছে শরীর।
আলিঙ্গন দিয়া আগে প্রাণ কর স্থির॥
আলিঙ্গন দান দিয়া রাখহ জীবন।১০
সুস্থ হঞা ফল মূল করিব ভক্ষণ॥
রাবণের বোল শুনি অঞ্জনা বিস্ময়।
কোনজন বট তুমি দেহ পরিচয়॥
রাবণ বলেন আমি পৌলস্ত্যের নাতি।
মোর নাম রাবণ লঙ্কার অধিপতি॥১৫
আমার বনিতা আছে মন্দোদরী রাণী।
তাপরে তোমারে করিব ঠাকুরাণী॥
আমারে ভজিয়া কন্যা ভুঞ্জ নানা সুখ।
বানরের সনে থাকি পাও নানা দুঃখ॥
সর্ব্বাঙ্গে তুলিআ দিব রাজ-অলঙ্কার।২০
তোর রূপ দেখি প্রাণ ব্যাকুল আমার॥
চতুর্দ্দশ ভুবনের আমি অধিকারী।
কি করিতে পারে তোর বানর কেশরী।
নিজ মূর্ত্তি ধরি দেখা দিল লঙ্কেশ্বর।
দশানন দেখিআ অঞ্জনা পাল্য ডর॥২৫
দশমুণ্ড কুড়ি বাহু বিকৃত বদন।
রথের উপর গিয়া চড়ে দশানন॥
ঘরে থাকি অঞ্জনা করেন দেবার্চ্চন।
স্মরণ করেন হনুকে মনেতে পবন॥

(৩৭৪)

পাপিষ্ঠ রাবণ আসি করে অপমান।
আগু ঝাট পবন কেশরী হনুমান॥
হনুমান বলে বুদ্ধি বল জাম্বুবান।
রাবণ আমার মায়ে করে অপমান॥
মন্ত্রী বলে পিতাপুত্রে করহ গমন।৫
তোর মায়ে আগুলিআ আছে দশানন॥
সুগ্রীব বলেন তুমি চল শীঘ্রগতি।
তিন বীর দিল হনুমানের সংহতি॥
কুমুদ কেশরী নীল বীর হনুমান।
আপনি লড়িআ শেষে মন্ত্রী জাম্বুবান॥১০
সব বীরগণ পাছু আগুতে কেশরী।
আঁখির নিমিষে গেলা কাঞ্চনের গিরি॥
সব বীর জড় হঞা ছাড়ে সিংহনাদ।
আগলে রাবণ পড়ি গণয়ে প্রমাদ॥
ত্রাস পাঞা দশানন সারথিকে ডাকে।১৫
হেনকালে পাঁচবীর দেখিল সম্মুখে॥
হারাইল চেতন রাবণ সশঙ্কিত।
সারথি লইয়া রথ জোগায় ত্বরিত॥
চালাইয়া দিল রথ পবন গমন।
পালায় রাবণ রাজা হারাঞা চেতন॥২০
হাতে গাছ করি ধায় পাঁচ সেনাপতি।
রাবণ বলেন শীঘ্র পালায় সারথি॥
পালায়া রাবণ রাজা গেলা লঙ্কাপুরী।
বানর লইয়া ফিরি আইল কেশরী॥
লঙ্কাতে রাবণ গেল বেলা অবসানে।২৫
রাবণে অধিক বলি বীর হনুমানে॥
অঞ্জনা বলেন আল্য পবনের বেশে।
অকস্মাৎ অন্তঃপুরে করিল প্রবেশে॥

(২৭৫)

পাদ্য অর্ঘ্য দিল তারে বসিতে আসন।
পবন বলিআ আমি কৈল আরাধন॥
করিবারে চাহে বল কটু বোল বোলে।
হনুমান তুমি নাই ঘরে পড়ে ছলে॥
বালীর সঙ্কোচে ঘরে নাহি থাকি রাতি।৫
বাপ ঘরে থাক গিআ মায়ের সংহতি॥
পতিব্রতা ধর্ম্ম মোর কভু নহে আন।
দেবতার বয়ে পুত্র হৈল হনুমান॥
সুগ্রীবের সেবা করি লঙ্ঘি রাজা বালী।১০
কেহো কাহো নাহি জিনে দোঁহে মহাবলী
হনুমান বলে মাতা বসি থাক ঘরে।
আসিআ শতেক বালী কি করিতে পারে॥
ঘরে থাক বাপ তুমি বানর কেশরী।
শত বালী আসি কিছু করিতে না পারি॥
বাপ মায়ে ঘরে এড়ি জান হনুমান।১৫
সকল বানরে গেলা সুগ্রীবের স্থান॥
রাজা বলে বার্ত্তা কহ পবন নন্দন।
তোমার ঠাঁই কোন মতে এড়াল্য রাবণ॥
হনুমান বলে তারে আগুলি আওআসে।
পালাইল দশানন পাইআ হুতাশে॥২০
পাইলে মারিতু তারে বজ্রের মুটকি।
উঠিত বদনে রক্ত বিমুকি বিমুকি॥
রথে চড়ি পলাইল রাজা দশানন।
আইলাঙ বাপের ঘরে রাখি অপেক্ষণ॥
জদি বালী কোপে জায় কাঞ্চনের গিরি।২৫
আমরা চাপিব গিআ কিষ্কিন্ধ্যা নগরী॥
সুগ্রীব বলেন সন্ধ্যা ছাড়িলেন বালী।
রাত্রি দিনে ঘরে থাকি করে নানা কেলি॥

(২৭৬)

তোমার প্রসাদে পাব কিষ্কিন্ধ্যানগরী।
রুমাকে পাইব আমি আপন সুন্দরী॥
রাজানারী শোকে রাজা ছাড়ন্তি নিশ্বাস
উত্তরকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাস॥

শ্রীরাম বলেন কথা সুন মনোহর।৫
বালী সুগ্রীবের জন্ম কহ মুনিবর॥
বালী ছাড়ি হনুমানে সুগ্রীব সংহতি।
মুনি বলে ব্রহ্মা হৈতে সভার উৎপত্তি॥
বালী রাজা সুগ্রীব বানর অধিপতি।
অবধান হৈয়া কথা শুন রঘুপতি॥১০
রাবণের ডরেতে ব্যথিত দেবগণ।
ক্ষীরোদের কূলে গেল তোমার সদন॥
নাগাসনে নিদ্রা জান সঙ্গে মহামায়া।
ব্রহ্মার বচন সুনি উপজিল দয়া॥
তেজিল ক্ষীরোদ সুখ দেবতার দুখে।১৫
জন্ম নিঞা দূর কৈল সভাকার শোকে॥
রাম শব্দ জেই জন করিবে স্মরণ।
অশেষ পাপেতে মুক্ত হয় সেই জন॥
বেশ নাস্তি রূপ নাস্তি নাহি সুখ শূন্য।
ত্রিভুবনে সকল তোমার পাপ্য পুণ্য॥২০
জল মধ্যে দেখি যেন চন্দ্র সূর্য্য ছায়া।
তেমনি তোমার তনু ত্রিভুবন মায়া॥
জন্ম মৃত্যু নাহি প্রভু নির্লেপ শরীর।
জগতের নাথ তুমি, তুমি মহাবীর॥
দশরথ ভাগ্যবলে কৌশল্যা যুবতী।২৫
তোমা পরশিয়া ধন্য হৈল বসুমতী॥

(২৭৭)

মায়া রণ করিবারে গেলা লঙ্কাপুরী।
উদ্ধারিলা জয় বিজয় বৈকুণ্ঠদ্বারী ॥
ব্রত উপবাসে মোরা কৈলা আরাধন।
সেই ফলে দেখি প্রভু তোমার চরণ ॥
অনাদি অনন্ত তুমি কি বর্ণিতে জানে।৫
স্থূল রূপ হৈলে বিশেষ ভক্তগণে ॥
ধর্ম্ম অংশ পালনে তোমার অবতার।
ব্রহ্মা হর না জানিঞা মাগে পরিহার ॥
অগস্ত্যে করিল রামচন্দ্রের স্তবন।
এত শুনি সভা খণ্ডে চমকিত মন ॥১০
কি দেখিল কি শুনিল একোই না জানি।
পুলকে পূর্ণিত হয়া দিল জয়ধ্বনি ॥
চমৎকার মানিয়া শ্রীরাম পানে চাহি।
বালী সুগ্রীবের কথা মুনিবর কহি ॥
দুর্জ্জয় রাবণ রাজা বিক্রমে বিশাল।১৫
দেবগণে জিনিয়া লইল ঠাকুরাল ॥
ব্রহ্মা বর দিয়া কৈল অভয় অমর।
মরিবারে থুইল পথ মনুষ্য বানর ॥
দশরথের ঘরে হৈল রাম অবতার।
ছোট বড় কপি হৈল দেবের কুমার ॥২০
দেবগণে নিঞা ব্রহ্মা করে অনুমানে।
মনে মনে চিন্তে ব্রহ্মা করিআ ধেয়ানে ॥
ব্রহ্মার চক্ষের কোনে উপজে পিচুড়ি।
অমৃত অঙ্গুল করি ভূমিতে আছাড়ি ॥
কোন জাতি জন্মিল বিধাতা কৈল দৃষ্ট।২৫
সুন্দরী বানরী হৈল দেবে কৈল সৃষ্ট ॥
হইল ব্রহ্মার কন্যা সতী পতিব্রতা।
অচেতন কন্যা দেখি হইল বিধাতা ॥

(২৭৮)

সেই কন্যা বসিছিল বিধাতার পাশে।
কামবাণে পীড়িত ব্রহ্মার বীর্য্য খসে ॥
রেত বিন্দু খসি পড়ে ব্রহ্মার আঁচলে।
ঋক্ষ মূর্ত্তি পুত্র হৈল বলে মহাবলে ॥
হইল ভাল্লুক পুত্র তেজে খরসান।৫
ভাল্লুক জন্মাইয়া তারে দিল ব্রহ্মা জ্ঞান ॥
গণিয়া গাঁথিয়া নাম হইল জাম্বুবান।
ব্রহ্ম জ্ঞান ফলে হৈলা দেবের বিধান ॥
ব্রহ্মা বলে শুন বাপু আমার উত্তর।
ভল্লুক উপরে তুমি হইলে ঈশ্বর ॥১৫
ক্ষীরোদ ছাড়িআ কৈল অযোধ্যা গমন।
বানরী লইআ ক্রীড়া করে দেবগণ ॥
প্রথম বানরে রতি কৈলা দিবাকর।
কেলি করি বানরীকে সূর্য্য দিল বর ॥
মোর পুত্র হবে রাজা বানর উপর।১৫
মহা বলবান্ হবে বিক্রমে সাগর ॥
মৈত্র বলি তাহারে বলিব নারায়ণ।
রমণ করিআ সূর্য্য করিলা গমন ॥
রজনী প্রভাত হৈল প্রত্যূষ বিহান।
পর্ব্বতে বুলেন কন্যা লক্ষ্মী অধিষ্ঠান ॥২০
বসন্তে শৃঙ্গার রসে বুলে পুরন্দর।
বানরী সহিত ক্রীড়া করি দিল বর ॥
মোর তেজে পুত্র হব তোমার উদরে।
দুই ভাই রাজা হব বানর উপরে ॥
পর্ব্বত উপরে কন্যা আছে একেশ্বরী ॥২৫
মৃগ মারিবারে গেলা ভোজ অধিকারী ॥
বানরী দেখিআ ভোজ আনন্দিত মনে।
শুনিল কন্যার মুখে আজি অবসানে ॥

(২৭৯)

কন্যা লঞা গেল রাজা আপন সদন।
কন্যা বলি সেই জন করিল পালন ॥
কুন্তী বলি কৈল সেই কন্যার আখ্যান।
দৈত্যরাজ তারকে করিল কন্যাদান ॥
তারক দৈত্যের ঘর কিষ্কিন্ধা নগরী।৫
বিভা করি দৈত্যরাজ গেলা নিজ পুরী ॥
মুনি বলে কথা স্থন কমললোচন।
সেই কন্যা হৈতে হৈল তারক নিধন ॥
দেবতার হাতে নাহি তাহার মরণ।
একে একে জিনিল সকল দেবগণ ॥১০
রঘুবংশে জন্ম সে কাকুস্থ নাম ধরে।
চড়িআ ইন্দ্রের কান্ধে দৈত্যেরে সংহারে।

*   *   *

দেবতা সকলে দিল জয় জয় কার ॥
সেই কুন্তী নামে কন্যা ব্রহ্মার ঝিআরী।
কিষ্কিন্ধাতে রহিলেন হঞা অধিকারী ॥১৫
গর্ভবতী হৈল কন্যা দেবের রমণে।
নানা মূর্ত্তি ধরেন দেবের বরদানে ॥
দেব ভয়ে দৈত্যগণ পশিল পাতাল।
কিষ্কিন্ধ্যা পুরীতে কন্যা করে ঠাকুরাল ॥
গর্ভবতী হৈল কন্যা পূর্ণ দশ মাস।২০
উত্তরকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাস ॥

স্থনিয়া মুনির কথা রামে উঠে হাস।
ধন্য ধন্য বলি রাম করেন প্রকাশ ॥
অগস্ত্য বলেন রাম কথায়ে দেহ মন।২৫
দুই পুত্র প্রসবিলা বিক্রম পূরণ ॥

* এখানে মেলকের এক চরণ নাই।

(২৮০)

দুই পুত্র উপজিল বিক্রমে সাগর।
দেব সঙ্গে দেখিবারে গেলা পুরন্দর ॥
ইন্দ্র সূর্য্য তেজে দোহে রূপে অনুপম।
বালী সুগ্রীব দোঁহার থুল্য নাম ॥
দুই পুত্র হইল যমল সহোদর।৫
হইলা দেবের বরে নানা মায়াধর ॥
হইল ইন্দ্রের তেজে বালী বলধর।
তপন তেজে সুগ্রীব বধিতে লঙ্কেশ্বর ॥
পুত্র দেখে ইন্দ্র সূর্য্য করিলা গমন।
ব্রহ্মাকে সকল কথা করি নিবেদন ॥১০
শুনিঞা দেবের কথা বিধাতার হাস।
সুগ্রীব হইতে হব রাবণ বিনাশ ॥
ইন্দ্র বলে গোসাঞি করিএ নিবেদন।
আর এক বানরীরে করহ সৃজন ॥
সকল দেবতা তারে করিব রমণ।১৫
হয় যেন বহু কপি দেবতা নন্দন
ইন্দ্রের বচনে ব্রহ্মা হাঁসিল অপার।
রাবণ বধের হেতু তাঁরে আছে ভার ॥
আর এক বানরীরে করিল সৃজন।
পরম সুন্দরী কন্যা জগত মোহন ॥২০
ব্রহ্মা বলে সৃজিলাঙ ইন্দ্রের বচনে।
বানরী লইআ ক্রীড়া কর দেবগণে ॥
ব্রহ্মার বচন কভু না জায় খণ্ডন।
দেবতা সকলে করে বানরীরমণ ॥
প্রথমে শৃঙ্গার কৈল দেব ত্রিপুরারি।২৫
দুই পুত্র হৈল তাহে পনস কেশরী ॥
তার পর ক্রীড়া কৈল ধনের ঈশ্বর।
তার তেজে হৈল শতবলী সে বানর ॥

(২৮১)

সমুদ্রের তেজেতে ক্রথন সেনাপতি।
চন্দ্র বীর্য্যে দধিগাল হৈল উপনীত॥
অনলের তেজে পুত্র হৈল অনুপাম।
নীল সেনাপতি বলি থুল্য তার নাম॥
দুই পুত্র জন্মাইল আসি মৃত্যুকাল।৫
দুমুখ সম্মুখ দুই বিক্রমে বিশাল॥
বিশ্বকর্ম্মা জন্মাইল নল সে বানর।
সমুদ্র বান্ধিতে সে বাপের পাল্য বর॥
জন্মিল যমের তেজে ভাই পঞ্চ জন।
গবাক্ষ গবয় গয় শরভ মদন॥১০
ধন্বন্তরি জন্মাইলা সুসেন নাম ধরে।
আয়ুর্ব্বেদ ধর্ম্ম শাস্ত্র জাহার গোচরে॥
অশ্বিনীকুমার কৈল দুইটী নন্দন।
বেগদর্শী শ্রুতিসেন ভাই দুই জন॥
বৃহস্পতি জন্মাইল পদ্ম জে বানর।১৫
কার্ত্তিকের পুত্র তার হৈল বলধর॥
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র হৈল সুসেন নন্দন।
অষ্ট জে বসুর তেজে হইল অঞ্জন॥
বরুণের তেজেতে ঋঞ্চত সেনাপতি।
ধূম্র ধূম্রাক্ষেরে কৈল অভয়া পার্ব্বতী॥২০
একে একে শৃঙ্গার করিল দেবগণ।
আর দুই পুত্র হইল প্রমাতি তপন॥
হেমকূট ইন্দ্রজাল বানর সম্পাতি।
অরুণের তেজে হৈল এ তিন বেকতি॥
দেবগণ তেজ এড়ে বানরীর পেটে।২৫
দেবতানন্দন সব বলে নাহি টুটে॥
কত কত বানরের নাম গুটী গুটী।
দেবের নন্দন হৈল ছত্রিশ কোটী॥

(২৮২)

সুনিঞা মুনির কথা রঘুনাথ হাসে।
কহ কহ বলি রাম করেন প্রকাশে॥
অগস্ত্য বলেন রাম কথায়ে দেহ মন।
অবধান করি সুন অপূর্ব্ব কথন॥
ইন্দ্রপুত্র বালীরাজা কশ্যপের নাতি।৫
কিষ্কিন্ধ্যাতে হৈল বানর অধিপতি॥
বয়সেতে জ্যেষ্ঠ বালী গুণের সাগর।
ধর্ম্মেতে ধার্ম্মিক বড় ইন্দ্রের কোঙর॥
বালী সুগ্রীব দুই ভাই বলে মহাবল।
আকাশে তুলিয়া লোকে শিখর অচল॥১০
দেবতার পুত্র সব মহাবলধর।
দোঁহাকে ভিটিতে আল্য কিষ্কিন্ধ্যানগর॥
সুগ্রীব বালীরে আসি নোঙাইল মাথা।
বালীরাজা করিঞা ধরিল দণ্ড ছাতা॥
রাজা নাহি যুক্তি কৈল মন্ত্রীর সমাজে।১৫
সভে মেলি বালীকে করিল মহারাজে॥
তারকের সিংহাসন অপূর্ব্ব গঠন।
সেই সিংহাসনে বৈসে ইন্দ্রের নন্দন॥
বালীরাজা হইল সুগ্রীব যুবরাজ।
লইয়া বালীর আজ্ঞা করে সর্ব্বকাজ॥২০
রাজা হৈল বালী পাত্র হৈল পঞ্চজন।
পনস কেশরী আর সুসেন নন্দন॥
নীল সেনাপতি তার মুখ্য সেনাপতি।
বানর উপরে রাজা দুই জে বেকতি॥
দধিমুখে অধিকার দিল মহাশয়।২৫
মধুবন রাখিবারে দিলেন বিষয়॥
বালী মহাবল হৈল কিষ্কিন্ধ্যার রাজা।
পুত্র হেন পালে রাজ্যের যত প্রজা॥

(২৮৩)

তার কপিবর ঠাঞি থুইল ভাণ্ডার।
মহারাজা হৈল বালী ইন্দ্রের কুমার ॥
আকাশে থাকিআ দেখে জত দেবগণ।
বালীর উপরে করে পুষ্প বরিসন ॥
নানা বর্ণে বাদ্য বাজে সুনি মনোহর।৫
পুত্রস্নেহে রত্নমালা দিলা পুরন্দর ॥
পুত্রকে রত্নের মালা দিলেন সন্দেশ।
ইন্দ্রের বরে বসিলা বালীরাজার দেশ ॥
তারা রুমা দুই কন্যা সুসেনকুমারী।
বালীরাজা সুগ্রীব দুজনে বিভা করি ॥১০
সুগ্রীবের নারী হৈল রুমা জে সুন্দরী।
বালীর বনিতা তারা হৈল পাটেশ্বরী ॥
অঞ্জনের উপজিল দুইটী ঝিয়ারি।
অঞ্জনা কাঞ্চনা দুই পরম সুন্দরী ॥
ধর্ম্মবিভা করিলেন পনস কেশরী।১৫
দুই ভগ্নী দুই ভাই নিল বিভা করি ॥
কেশরীর নারী হৈল সুন্দরী অঞ্জনা।
পনস করিল বিভা কুমারী কাঞ্চনা ॥
কাঞ্চন পর্ব্বতে হৈল কেশরীর ঘর।
আর নানা পর্ব্বতেতে রহিল বানর ॥২০
পৃথিবীতে যত কপি ব্রহ্মার সৃজন।
সে সব বানরের হৈল করণ কারণ ॥
বানরীর কন্যা জত পরম সুন্দরী।
দেবতার পুত্র সব তারে বিভাকরি ॥
বালী সুগ্রীব দুই ভাই বলে মহাবল।২৫
দুই ভাই রাজা প্রেজা বানর সকল ॥
অরুণকিরণ হএ সূর্য্যের উদয়।
চারি সিন্ধু সন্ধ্যা করে বালী মহাশয় ॥

(২৮৪)

বালীর সমান বীর নাহি মহীতলে।
দেবাসুর যক্ষ কাঁপে বানরের বলে ॥
হইল অঙ্গদ বীর বালীর নন্দন।
সুগ্রীবের পুত্র পিতা জতা দুইজন ॥
রাবণ রাজারে বালী কৈল পরাজয়।৫
বড়২ বীরে জিনে বালী মহাশয় ॥
কেশরীর পুত্র হৈল বীর হনুমান।
দেবতা দানব জারে নাহি ধরে টান ॥
হনুমান হইতে রাবণ নিঃসন্তান।
এক মুখে কি কহিব বীরের বাখান ॥১০
শ্রীরাম বলেন মুনি তুমি তপোধন।
সুগ্রীব বালীতে বাদ কিসের কারণ ॥
অগস্ত্য বলেন রাম কথায়ে দেহমন।
সভাখণ্ডে শুন রাম অপূর্ব্ব কথন ॥
তব কার্য্য সাধিতে সুগ্রীব পাল্য বর।১৫
তোমার প্রসাদে হৈল কপির ঈশ্বর ॥
বালীরাজা হৈল সুগ্রীব হব রাজ।
সর্ব্ব অধিকারে সেই সাধে রাজকাজ ॥
বালীর আদেশ নিঞা সর্ব্বকাজ করি।
মায়াবী দানব সনে দোঁহে যুদ্ধ করি ॥২০
দুন্দুভি অসুর হৈল বিধাতার বরে।
বালীসনে যুদ্ধ করি সেইজন মরে ॥
তার সহোদর ছিল বড় মায়াধর।
জুঝিতে আইল সেই বালী বরাবর ॥
দুইপর রাত্রে রণ হৈল গুরুতর।২৫
সুলঙ্গে পাতালে গেলা সেই মায়াধর ॥
সুগ্রীবে রাখিআ সেই সুলঙ্গ দুআরে।
দানবে মারিতে বালী গেলা অধোপুরে ॥

(২৮৫)

সুলঙ্গ দুআরে দেখি রক্তের বিমুখি।
সুগ্রীব পর্ব্বত দিআ সেই দ্বার ঢাকি ॥
বৎসরেক নাহি আল্য বুঝিআ সংশয়।
রক্ত দরশনে মৃত্যু বুঝিল নিশ্চয় ॥
বালীর সুগ্রীব কৈল শ্রাদ্ধ তর্পণ।৫
অরাজকে রাজা কৈল সর্ব্ব পাত্রগণ ॥
সুগ্রীব হইল রাজা বলে মহাবলী।
তারা রুমা নিঞা সুখে করে নানা কেলি।
ওথা বালী মারিআ মায়াবী মায়াধর ॥
আসিআ সুলঙ্গে দেখে পর্ব্বত শিখর ॥১০
লাথিতে পর্ব্বত ফেলে বালী কপিবর।
ঘরে আসি দেখিল সুগ্রীব দণ্ডধর ॥
তারা সনে সুগ্রীব করে নানা কেলি।
দেখিল আপন চক্ষে বালী মহাবলী ॥
শৃঙ্গার চুম্বন করে বালী তাহা দেখে।১৫
বজ্রনার লাথি মারে রাজা সুগ্রীবের বুকে ॥
সুগ্রীব লাথির ঘাএ হৈল অচেতন।
মুখে রক্ত উঠে ঘন বহিছে পবন ॥
কথোক্ষণে সুগ্রীব হইল সচেতন।
প্রাণ নিআ পলাইল ছাড়ি রাজ্য ধন ॥২০
পাছু খেদাড়িআ যায় বালী বলধর।
উভরড়ে পালায় সুগ্রীব পাঞা ডর ॥
সুগ্রীব বালীর বল সহিতে না পারে।
ডরে পালাইআ বুলে দেশ দেশান্তরে ॥
যখন তখন দুই ভাই করেন রণ।২৫
মুঠকা মুঠকি হএ ঘোর দরশন ॥
দুই ভাই মহারণ হএ গুরুতর।
বালীর প্রহারে বীর হইল কাতর ॥

(২৮৬)

সুগ্রীবে নির্জ্জীব করি বালী বলধর।
বুকে চাপাইল তার পর্ব্বত শিখর ॥
সুগ্রীব পাথর চাপে হইল অচেতন।
ঘরে আল্য বালী রাজা সঙ্গে কপিগণ ॥
রাজ্য ধন নিল আর রুমা জে সুন্দরী।৫
জ্ঞানী হঞা নিল ছোট সহোদর নারী ॥
মুনির কথা সুনি সভা খণ্ডে চমৎকার।
বালীর অনর্থে রাম করে হাহাকার ॥
শ্রীরাম বলেন সুনি কহ মুনিবর।
কত দিন ছিলা মিতা চাপান শিখর ॥১০
অগস্ত্য বলেন রাম সুনহ বচন।
সুগ্রীব পাষাণ ভরে সংশয়জীবন ॥
বৎসরেক ছিলা বীর পাষাণ চাপনে।
মুখের রকতে নদী বহে খরসানে ॥
মুখ নালে নদী বহে না লুকাআ থনে।১৫
তাহাতে বহএ স্রোত অতি খরসানে ॥
জাম্বুবান মহামন্ত্রী ব্রহ্মার নন্দন।
পর্ব্বত ঘুচাঞা রাখে সুগ্রীব জীবন ॥
পর্ব্বত ঘুচিল বীর হৈল সচেতন।
জাম্বুবান সনে কৈল গাঢ় আলিঙ্গন ॥২০
সুগ্রীব বলেন সুন ব্রহ্মার নন্দন।
তোমার প্রসাদে আমি এড়াল্য মরণ ॥
জাম্বুবান সুগ্রীবে হৈল সম্ভাষণ।
আপনার নিজ স্থানে করিলা গমন ॥
সুগ্রীবে খেদাড়িআ সুখে রাজ্য করে বালী
তারা রুমা লইআ সদাই করে কেলি ॥২৫
পাত্র মিত্র নিঞা রাজা করে অনুমান।
জাম্বুবান বলে বালী কর অবধান ॥

(২৮৭)

দেবতার পুত্র দোহে বলে মহাবল।
দুই ভাই রাজ্য করহ ঘুচাহ কন্দল ॥
সুগ্রীব শৈলের চাপে আছিল বৎসর।
আমি তাহা ঘুচাঞা রাখিল কলেবর ॥
সুনিআ এসব কথা বালা রাজা হাসে।৫
সুগ্রীবের তরে বল তোমা কেন আইসে।
সুগ্রীবের ধর্ম্মাধর্ম্ম সভার গোচর।
কত দিন বুলিয়া বুলুক দেশান্তর ॥
নল নীল দুই বীর বলে মহাবল।
রাজার বচনে চিন্তা করেন সকল ॥১০
নীল সেনাপতি বালী রাজার প্রধান।
দুঃখ মানি নল নীল গেলা নিজ স্থান ॥
পনস কেশরী আর সুসেন বানর।
তিন পাত্র প্রবোধিআ গেলা নিজ ঘর ॥
সুগ্রীব বালীর ডরে ফিরে দেশান্তরে।১৫
বানর লইআ বালী সুখে রাজ্য করে ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিত মুরারি ওঝার নাতি।
সুনিলে উত্তরাকাণ্ড অবশ্য মুকতি ॥

অগস্ত্যের কথা সুনি বলেন শ্রীরাম।
রঘুবংশ বলিআ আমার কেন নাম ॥২০
ইক্ষ্বাকু মান্ধাতা পৃথু দিলীপ সগর।
হেন রাজা নহে কেন রঘুর শোসর ॥
মহামহা রাজা জত হৈল মহীতলে।
আর জত রাজা হৈল চন্দ্র-সূর্য্য-কুলে ॥
আর্য্যাবর্ত্ত ভারত ভুবন সত্যবানে।২৫
সুরথ যযাতি অসমঞ্জ অংশুমানে ॥

(২৮৮)

বাণ রাজা শ্বেত রাজা অর্জ্জুন শসাদ।
হরিশ্চন্দ্র রোহিতাস্য আর উত্তানপাদ ॥
ধনঞ্জয় সুরথ নৃপতি পুরূরবা।
মুকুন্দ অর্জ্জুন আর রাজা পূর্ব্বশিরা ॥
বালী বলী সুসেন ইলাই ভবিষ্যত।৫
জন্মেজয় বেন রাজা আর ভগীরথ ॥
মহাশঙ্খ সুবীর্য্য ক্রথন রুক্মাঙ্গদ।
ধর্ম্মাঙ্গদ মহারাজা আর মহাহ্রদ ॥
যুবনাশ্ব ঋষভ সৌদাস মহাশয়।
শতবাহু সুবাহু পাণ্ডব ধনঞ্জয় ॥১০
আর যত রাজা ছিল মহা বলবান।
ত্রিভুবনে নাহি কেহো সগর সমান ॥
সগরের হৈল সাঠি সহস্র কোঙর।
জার কীর্ত্তি পৃথিবীতে এ চারি সাগর ॥
স্বর্গ হৈতে গঙ্গা আনে রাজা ভগীরথ।১৫
গ্রহগণে জিনিল নৃপতি দশরথ ॥
আশি সহস্র মত্তহস্তী জত বল ধরে।
ততোধিক বল দশরথের শরীরে ॥
বড় ২ রাজা সব মহাবলবান।
সোসর থাকিতে কেন রঘুর বাখান ॥২০
সংসার বশ হৈল দশরথের গুণে।
রঘু ইন্দ্র দুজনে বিবাদ কি কারণে ॥
রঘুর বিক্রম রাম ভাল মতে জানে।
তথাচ অগস্ত্য ঠাঞি সভাখণ্ড শুনে ॥
অবধানে সুনে রাম কহে মুনিবর।২৫
ত্রিভুবনে রাজা নাহি রঘুর সোঁসর ॥
অগস্ত্য বলেন রাম কর অবধান।
সভাখণ্ডে শুন রঘুরাজার বাখান ॥

(২৮৯)

উত্তানপাদের পুত্র হইল তপন।
দিলাপ নামেতে হৈল তাহার নন্দন ॥
তপোবলে তনয় দিলীপ মহারাজ।
যজ্ঞ দানে তুষ্ট করে দেবের সমাজ ॥
বশিষ্ঠ লইআ যজ্ঞ করে নিরন্তর।৫
বিষ্ণু অংশে যজ্ঞ কৈল শতেক বৎসর ॥
যজ্ঞে তুষ্ট হৈলা সকল দেবগণ।
যজ্ঞস্থান বেড়ি কৈল পুষ্প বরিসন ॥
বর মাগে নৃপতি দেবের বিগুমান।
সকল দেবতা বলে হবে পুত্রবান্ ॥১০
রঘুনামে পুত্র হৈল দিলীপ-নন্দন।
রূপে কামদেব জিনি জগতমোহন ॥
অস্ত্র শাস্ত্র যত বিগ্যা জানিল সকল।
মহাধনুর্দ্ধর হৈল বলে মহাবল ॥
সূর্য্য সম তেজ ধরে মহাবলবান্ ॥১৫
মন্ত্র হৈতে জানে রাজা শব্দভেদি বাণ ॥
শব্দভেদি বাণে রঘু জানে অস্ত্রশিক্ষা।
জারে বাণ মারে তার কার নাহি রক্ষা ॥
প্রভাতে জাএন রঘু মৃগ মারিবারে।
ভয়ে সিংহ ব্যাঘ্র ভল্লুক পালাঞা জায় ডরে।
হাতে গাণ্ডি বাণে রঘু বুলে বনে বনে।২০
দশ বিশ মৃগ মারি আনে প্রতিদিনে ॥
মহাবলবান্ রঘু দিলীপনন্দন।
বিনি মৃগমাংসে তার নাহিক ভোজন ॥
শাসিল সকল রাজা রঘুর প্রসাদ।২৫
সকল দেশের রাজা হৈল এক নাদ ॥
পিতাকে বন্দয়ে রঘু প্রত্যুষ বিহানে।
রাজ্য চিন্তা করে রাজা বসিআ দেয়ানে ॥

(২৯০)

অন্তঃপুরে দিলীপ থাকেন অনুক্ষণ।
রাজ্যচিন্তা করে রঘু নিঞা পাত্রগণ ॥
জত জত মহারাজা বৈসে দেশে দেশে।
নানাধন লইআ রঘু সুর নর বৈসে ॥
দেব দানব রাক্ষস গন্ধর্ব্ব সুরনর।৫
ত্রিভুবন জিনি রঘু মহা ধনুর্দ্ধর ॥
বড় বড় রাজা জে রঘুকে নাহি মানে।
দর্পচূর করি ধনে প্রাণে আনে ॥
একটা ধনুকে রঘু ত্রিভুবন জিনে।
কারো ধন জন নিঞা কারে মারে প্রাণে ॥১০
সূর্য্যের সমান তেজ রঘু রাজা ধরে।
কৃত্তিবাস গাইল ইহা দেবতার বরে ॥

একদিন দিলীপ বসিআ সিংহাসনে।
পাত্র মিত্র পুরোহিত সব পুরীজনে ॥
স্নান সন্ধ্যা করি রঘু বসিলা দেয়ানে।১৫
বামদেব বশিষ্ঠ আইলা দুইজনে ॥
পিতাপুত্রে উঠিয়া মুনির পদ বন্দে।
আশীর্ব্বাদ কৈল মুনি পরম সানন্দে ॥
রাজা বলে অবধানে শুন মুনিবর।
আমি রাজ্য কৈল দশ সহস্র বৎসর ॥২০
আয়ু শেষ হইল এখন মনে ডর।
কোন কর্ম্ম করিলে না যাই যমঘর ॥
শমনের ভয়ে বলে সকাতর বাণী।
সম্বোধিআ বলেন বশিষ্ঠ মহামুনি ॥
সূর্য্যবংশে রাজা তুমি নৃপতিমণ্ডল।
অশ্বমেধ যজ্ঞ কৈলে পাবে স্বর্গফল ॥

(২৯১)

অশ্বমেধ কর রাজা মোর বোল ধরি।
সেই যজ্ঞ ফলে তুমি জাবে স্বর্গপুরী ॥
এতেক স্থনিঞা রাজা মুনির বচন।
রঘুকে সকল রাজ্য কৈল সমর্পণ ॥
পাটে রাজা করিআ ধরিল ছত্র দণ্ড ।৫
সমর্পণ কৈল তারে সর্ব্বরাজ্য খণ্ড ॥
হাত্ত প্রসারিয়া রাজা রঘু কৈল কোলে
রাজভূষণ পদ্মমালা দিল তার গলে ॥
মাথাতে মুকুট দিল কর্ণেতে কুণ্ডল।
শ্বেত পাট বস্ত্র দিল নামে গঙ্গাজল ॥১০
চন্দ্র সম টীকা দিল রঘুর ললাটে।
অভিষেক করি পুত্রে বসাইল পাটে ॥
কলাবতী বনিতা রঘুর বৈসে পাসে।
তাহাতে মঙ্গল দ্রব্য করিল পরশে ॥
রাজপদ দিল পুত্রে রাজসিংহাসন ।১৫
রাজ পদ্মমালা দিল রাজ আভরণ ॥
রাজ অভ্যাসত যজ্ঞ কৈল মহারাজ।
যজ্ঞ দানে সুখী কৈল দেবের সমাজ ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর কুবের বরুণে।
নৈর্ঋত অনল ইন্দ্র শমন পবনে ॥২০
হরিসে দেবতাগণ দিল আশীর্ব্বাদ।
রত্নমালা দিল রঘু রাজাকে প্রসাদ ॥
যজ্ঞে পূর্ণা দিল রঘু পাসেতে বনিতা।
সভে মেলি রঘুকে ধরিল দণ্ড ছাতা ॥
সর্ব্ব দেবগণে কৈল পুষ্প বরিসন ।২৫
আনন্দে পূর্ণিত হঞা লড়ে দেবগণ ॥
সব মুনি বেদ পড়ে জয় জয় কার।
নানাদানে মুনিগণে কৈল পুরস্কার ॥

(২৯২)

দিলীপনন্দন রঘু হৈল মহারাজা।
পুত্র হেন পালে রঘু সকল পরজা ॥
বাপ বিদ্যমানে রাজা জগত প্রশংসে।
উত্তরকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাসে ॥

রঘুরাজা করিআ দিলীপ হরষিত ।৫
বামদেব বশিষ্ঠ কুলের পুরোহিত ॥
উঠিয়া বন্দিল রাজা মুনির চরণ।
দেশে দেশে রাজাকে পাঠাল আমন্ত্রণ ॥
সেই আমন্ত্রণে আল সহস্রেক রাজা।
পাদ্য অর্ঘ্য দিআ সভাকার কৈল পূজা ॥১০
জত মহামুনি আল্য কুলীন ব্রাহ্মণ।
একে একে সভাকার বন্দিল চরণ ॥
রাজার আদেশে সভে গেল যজ্ঞশাল।
মন্ত্র আরোহণে আল্য দশদিকপাল ॥
যজ্ঞ কুণ্ড বান্ধা নানা রত্ন উপাদানে ।১৫
দশ দিকপাল বৈসে জার জেই স্থানে ॥
স্নান সন্ধ্যা করি রাজা পরে শুক্ল ধুতি।
ব্রহ্মা নারায়ণ রাজা পূজে পশুপতি ॥
সাজিআ আনিল ঘোড়া অতি সুলক্ষণ।
কৃষ্ণসার রূপ ঘোড়া কৈল উৎসর্জ্জন ॥২০
ঘোড়া রাখে সুমন্ত্র লইআ সেনাগণ।
হেনকালে রাজা কিছু বলিল বচন ॥
কত দ্রব্য চাহি মুনি কত চাহি ঘৃত।
এত স্থনি বলেন বশিষ্ঠ পুরোহিত ॥
পর্ব্বত সমান চাহি পঞ্চশস্য রাশি ।২৫
দিনে ঘৃত চাহি সাট সহস্র কলসী ॥

(২৯৩)

দিলীপ নৃপতি বটে সার্ব্বভৌমেশ্বর।
চতুর্দ্দিকে নানাদ্রব্য আনে অনুচর॥
অগ্নিহোত্রী দ্রব্য সব এড়ে স্থানে স্থানে।
শতেক বৎসর বই দিব পূর্ণাদানে॥
মন্ত্র পড়ি মুনি সব কুণ্ডে অগ্নি জ্বালি।৫
আগে পঞ্চ সহস্র মুনি পাছে ঘৃত ঢালি॥
দিনে দিনে যজ্ঞ রাজা করে নিরন্তর।
যজ্ঞ করে মহারাজা বৎসরে বৎসর॥
হেন মতে যজ্ঞ রাজা করে দিনে দিনে।
ফলের আহার করে বেলা অবসানে॥১০
অশ্বমেধ করিলেন দিলীপ মহাশয়।
শতক্রতু নিবড়িলে যজ্ঞ সাঙ্গ হয়॥
মহা মহা মুনি সব সিদ্ধি কলেবর।
অশ্বমেধ করে রাজা শতেক বৎসর।
ঊনশত নিবড়িল একাদশ মাসে।১৫
যজ্ঞ পূর্ণা দিল রাজা বৈশাখ প্রবেশে॥
ডাক দিআ আনে রাজা সুমন্ত্র সারথি।
ঘোড়াকে রাখিহ বাপু করিআ সকতি॥
বশিষ্ঠ বলেন ইহা মোরে নাহি বাসে।
আগলিআ রাখ ঘোড়া আপন আওআসে॥
রাজা সম্বোধিআ বলে মুনি বামদেবে।২০
ঘোড়া না রাখিলে রাজা বড় দুঃখ পাবে॥
ঊনশত ক্রতু গেল এক ক্রতু আছে।
যত্নে রাখ্য ঘোড়ারে প্রমাদ পড়ে পাছে॥
সাবধানে ঘোড়া রাখ্য আছে এক হেতু।২৫
ঊনশত নিবড়িল বাকি এক ক্রতু॥
অধিবাস ঘোড়ার করিব জাগরণ।
আগলিআ আন ঘোড়া করি আমন্ত্রণ॥

(২৯৪)

ঘোড়া আনিবারে জান সুমন্ত্র সারথি।
আগলিআ নিল ঘোড়া করিআ সকতি॥
আপনার তেজে রঘু ধরে যজ্ঞ ঘোড়া।
সুবর্ণ কণ্ঠ্যানি দিল পাটের পাছড়া॥
সুগন্ধি চন্দন দিআ কৈল অধিবাস।৫
রাথ দিআ রাথে ঘোড়া গান কৃত্তিবাস॥

অশ্বমেধ যজ্ঞ করে দিলীপ নৃপতি।
আহুতি ধরিআ যজ্ঞ করে নিতি নিতি॥
হেনমতে যজ্ঞ কৈল শতেক বৎসর।
সিংহাসন ভাঙ্গিয়া পড়িল পুরন্দর।১০
পরিজন পানে চাহে ইন্দ্র পরিচ্ছদ।
ইন্দ্র সম্ভাষিতে মুনি আইলা নারদ॥
তুমি নাহি জান ইন্দ্র আমি জানি কাজ।
তোমা খণ্ডি দিলীপ হইব ইন্দ্র রাজ॥
যাবৎ তাহার যজ্ঞ সাঙ্গ নাহি হয়।১৫
কার্য্যসিদ্ধি হবে তুমি সুন সুনিশ্চয়॥
মহা যোদ্ধা বট তুমি মহাবলবান্।
সেই যজ্ঞ ঘোড়া আন আপনার স্থান॥
রঘু নামে মহা রাতা দিলীপ কুমার।
জারে তারে বাণ বাজে নাহিক নিস্তার॥ ২
জবে রঘু রাজা করে বাণ বরিষণ।
সহএ তাহার বাণ নাহি হেন জন॥
রণে না পারিলে তুমি জাই তথা ছলে।
ঘোড়া নিঞা আইস্য তার নিজ বাহুবলে
নারদ কহিল কথা সকলের হেতু।২৫
যজ্ঞ সাঙ্গ নাহি হয় আছে এক ক্রতু॥

(২৯৫)

শতক্রতু হইলে যজ্ঞ হয় সমাপত।
জীয়ন্তে করিবে রাজা স্বর্গের বসত ॥
আবর্ত্ত সম্বর্ত্ত মেঘ দ্রোণ জে পুষ্কর।
চারি মেঘে লইআ নড়িল পুরন্দর ॥
বরুণ নড়িল বায়ু এক উন পঞ্চাস।৫
উত্তরকাণ্ডে গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবাস ॥

অষ্টগজ নিয়া ইন্দ্র করিল গমন।
ঐরাবত পুণ্ডরীক বামন অঞ্জন ॥
পুষ্পদন্ত ভৌম সুপ্রতীকগজে।
অষ্ট গজে সাজিআ লড়িলা সুররাজে ॥১০
শমন পবন লড়ে কুবের বরুণ।
অষ্টলোকপাল নিঞা যান দেবগণ ॥
যজ্ঞ শালে বিষম করিল বৃষ্টি ঝড়।
রক্ষক জতেক ছিল উঠ্যা দিল রড় ॥
ভঙ্গ দিয়া পলাইল সব সেনাপতি।১৫
আস্তে ব্যস্তে পলাইল সকল পদাতি ॥
যজ্ঞশাল দেখি যেন বৈকুণ্ঠ ভুবন।
দুই মুনি নৃপতি রহিলা তিন জন ॥
ডাক দিআ বলে ইন্দ্র অষ্ট লোকপাল।
সতত ত্যাগ কর রাজা ছাড় যজ্ঞশাল ॥২০
দিলীপ বলেন যজ্ঞে বল নাহি করি।
যজ্ঞ বল করি জে ধর্ম্মেতে নাহি তরি ॥
ইন্দ্র সুরপতি তুমি দেবতার রাজ।
আমা সনে বাদ কর ভাল নহে কাজ ॥
রঘু নামে পুত্র মোর মহা বলবান।২৫
ত্রিভুবন জার নামে নাহি ধরে টান ॥

(২৯৬)

শত সহস্র মত্ত হস্তী জত বল ধরে।
তাহার অধিক তেজ রঘুর শরীরে ॥
এত সুনি হাসে ইন্দ্র রথের উপরে।
তোমার শতেক রঘু কি করিতে পারে ॥
রাজা বলে ইন্দ্র বলি করিল অপেক্ষা।৫
পড়িলে রঘুর ঠাঞি নাহি পাবে রক্ষা ॥
জুড়িয়া বরুণ বাণ ইন্দ্র যজ্ঞে ফেলে।
কুণ্ডের আগুন সব নিভাইল জলে ॥
যজ্ঞ নষ্ট দেখি কোপ তেজে নরপতি।
ঘোড়া ধরি নিয়া জান ইন্দ্র সুরপতি ॥১০
যজ্ঞ ঘোড়া নিয়া জান আপন ভুবন।
আনন্দে পূর্ণিত হঞা লড়ে দেবগণ ॥
হরষিত সুরপতি স্বর্গপুরে লড়ে।
দিলীপ নৃপতি তমু যজ্ঞ নাহি ছাড়ে ॥
ধাইঞা সুমন্ত্র কহে রঘুর গোচর।১৫
যজ্ঞ ভাঙ্গি ঘোড়া নিয়া জায় পুরন্দর ॥
এতেক শুনিয়া রঘু লোহিতলোচন।
বীর ধড়া পরে বীর নানা আভরণ ॥
গায়ে মানা আরোপিল মাথাতে টোপর।
অজয় ধনুক নিল তূণে পূর্ণ শর ॥২০
সুমন্ত্রে কহিল রথ আনহ সত্বর।
বাক্য মাত্র সাজি আনে রথ মনোহর ॥
সুদক্ষিণা মায়ে রাজা বন্দিল চরণ।
একে একে বন্দিল জতেক গুরুজন ॥
যজ্ঞশালে পিতাকে বন্দিল জোড় হাতে।২৫
বড় কোপ করিআ চড়িল গিআ রথে ॥
সিংহের গর্জ্জনে জায় দিলীপ-নন্দন।
হাতে গণ্ডী করি জায় করিবারে রণ ॥

(২৯৭)

খেদাড়িআ চলিল পালায় সুরপতি।
ঘোড়া নিআ প্রবেশিল অমরা বসতি॥
নানা অস্ত্র শিক্ষা রঘু করয়ে সঞ্চরণ।
বাসবেরে এড়িয়া পালায় দেবগণ॥
দেবগণ পলাইল এড়িআ পুরন্দর।৫
রঘুর বাণেতে ইন্দ্র হইল জর্জ্জর॥
বাণ বর্ষে ইন্দ্র রাজা অষ্ট লোকপাল।
বাণ সহে রঘু রাজা বিক্রমে বিশাল॥
বাণ দেখি কোপে ইন্দ্র বজ্র নিল হাতে।
হুহুঙ্কার দিআ মারে রঘুরাজ মাথে॥১০
সর্ব্বাঙ্গে ফুটিল রঘু বহিছে রকতে।
বৃষ্টি ধারা বহে যেন সুরঙ্গ পর্ব্বতে॥
সহিয়া ইন্দ্রের বজ্র রঘু মারে বাণ।
সর্ব্বাঙ্গে ফুটিয়া ইন্দ্র হৈল খান খান॥
রঘুর সহিতে ইন্দ্র হৈল অদর্শন।১৫
চমকিত হইল সকল দেবগণ॥
রঘু বলে রথখান চালাও সারথি।
সান্ভাইল গিয়া রঘু অমরা-বসতি॥
সকল দেবতা মেলি করে অনুমান।
এক মিলি হঞা গেগা বিধাতার স্থান॥২০
রঘুর ইন্দ্রের যুদ্ধ করিল গোচর।
বাণে ফুটি ইন্দ্ররাজ হইল জর্জ্জর।
অবধানে সুন প্রভু দেব প্রজাপতি।
এইবার রক্ষা কর অমরা-বসতি॥
পবনে পাঠাঞা দিল রঘু রাজা স্থান।২৫
ব্রহ্মার বচন তারে কহে সাবধান॥
ব্রহ্ম অস্ত্র জুড়িআছে দিলীপনন্দন।
জোড় হাতে দাড়াইল দেবতা পবন॥

(২৯৮)

তোমার সমান কেহ বীর নাহি আর।
সূর্য্যবংশে রাজা তুমি বিষ্ণু অবতার॥
দেবতার প্রীত রাখ ব্রহ্মার সম্মান।
সংগ্রাম তেজিআ তুমি চল নিজস্থান॥
রঘু বলে আমা দেখি বাসব পালাই।৫
যজ্ঞ ঘোড়া না পাইলে আমি নাহি জাই॥
পবন বলেন এই নহেত জুকতি।
দেবরাজ ইন্দ্র সনে করহ পিরিতি॥
ইন্দ্রের ভবনে রঘু কৈল আগুসার।
পাদ্য অর্ঘ্য দিল ইন্দ্র গৃহ ব্যবহার॥১০
সারি দিআ দাণ্ডাইল যত দেবগণে।
রঘু ইন্দ্র বসিলা একই সিংহাসনে॥
স্তুতি করে ইন্দ্র রাজা ভরি সভাতলে।
জগত জিনিতে পার আপনার বলে॥
সর্ব্ব শাস্ত্র জান তুমি নানা অস্ত্রশিক্ষা।১৫
তুমি অস্ত্র জুড়িলে কার নাহি রক্ষা॥
মহাসত্যশীল তুমি বড় গুণবান্।
আমার গৌরব রাখ জাহ নিজ স্থান॥
নানা রত্ন দিআ নৃপে কৈল পুরস্কার।
রঘুকে দিলেন ইন্দ্র অনেক ভাণ্ডার॥২০
রঘু বলে ধনে মোর কোন প্রয়োজন।
ধনের বাঞ্ছিত রাজা অধম সেজন॥
আপনা রাখিবে যদি ঘোড়া দেহ আনি।
তুমি সুখে থাক আমি মাগিব মেলানি॥
মোর ঘোড়া নিয়া আইলে নিজপুরী।২৫
ঘোড়া দেহ ইন্দ্র রাজা দেব অধিকারী॥
কপট প্রবন্ধের কথা না বলিহ আর।
মোর সনে কপটেতে না পাবে নিস্তার॥

(২৯৯)

বিধাতা বলেন ইন্দ্র ভাল নহে কাজ।
আনিআ রঘুর ঘোড়া দেহ দেবরাজ॥
উনশত ক্রতু তবে হবে পূর্ণাহুতি।
সকল দেবতাগণে রাখহ পিরিতি॥
উনশত যজ্ঞে পাবে শতক্রতু ফল।৫
স্বর্গ ফল পাবে রাজা দিলীপ-মণ্ডল॥
ব্রহ্মার বচনে ইন্দ্র হাত কৈল জোড়া।
রত্নের ভূষা করিয়া আনিঞা দিল ঘোড়া॥
ঘোড়া দেখি রাজা আনন্দ অপার।
সর্ব্ব দেবগণে নৃপে কৈল পুরস্কার॥১০
অপমান পাঞা ইন্দ্র বিরস বদন।
ঘোড়া নিঞা জান ইন্দ্র দিলীপনন্দন॥
দেবগণ বলে রঘু মহা বলবান্।
ইন্দ্র জিনি ঘোড়া নিঞা গেল নিজস্থান॥
সঙ্কোচে দিলীপ কান্দে হেঁট করি মাথা।১৫
রঘু ঘোড়া আনিল সেবকে কহে কথা॥
যজ্ঞশালে রঘুরাজা গেল ঘোড়া নিঞা।
পাত্র মিত্র বন্ধুগণ আইল ধাইঞা॥
এক যজ্ঞ মাত্র আছে করিবার তরে।
যজ্ঞশালা বেড়ি আছে জত মুনিবরে॥২০
ধন্য ধন্য রঘুরাজা সর্ব্বলোকে ঘুসি।
অগ্নিতে ঢালিল ঘৃত কলসী কলসী॥
চতুর্দ্দিকে বেদপাঠ জয় জয় কার।
মন্ত্রপাঠ বলে অষ্ট লোক আগুসার॥
সারি দিআ দেবতা দাঁড়ায় স্থানে স্থানে।২৫
যজ্ঞশালে আসিয়া হইল অধিষ্ঠানে॥
কুণ্ড হইতে অগ্নি উঠে হঞা মূর্ত্তিমান।
বশিষ্ঠ বলেন রাজা দেহ বলিদান॥

(৩০০)

বশিষ্ঠেরে বলে রাজা অতি কুতূহলে।
যজ্ঞে বলি দান দিল বিংশতি ছাগলে॥
অগ্নি আবাহন মন্ত্র করিল ধেয়ানে।
হেনকালে যজ্ঞ ঘোড়া হইল অধিষ্ঠানে॥
বায়ু বেগে উঠে ঘোড়া গগনমণ্ডলে।৫
মূর্ত্তিমান্ হঞা ঘোড়া সম্ভাইল বলে॥
মুনি সব মন্ত্র পড়ে মন্ত্র অধিষ্ঠান।
কাটিয়া যজ্ঞের ঘোড়া করে খান খান॥
মাংস কাটি মুনিগণ করে খানি খানি।
ঘৃত সনে যজ্ঞ করি অগ্নি পুরে হানি॥১০
কুণ্ড হইতে পোড়া মাংস তোলে মুনিগণ।
সব রাজা গণে দিলা করিতে ভক্ষণ॥
তবে সব মুনিগণ জল অর্ঘ্য দান।
কুণ্ড হইতে উঠে ঘোড়া দেব অধিষ্ঠান॥
সাঙ্গ হইল যজ্ঞ রাজা হরিস বিস্তর।১৫
দিলীপের তেজ হইল যেন দিবাকর॥
মহা বলবান্ রঘু পৃথিবী মণ্ডলে।
স্বর্গবাসী দিলীপ রাজা অশ্বমেধ-ফলে॥
স্বর্গ হইতে রথ আস্তে দেখিল নৃপতি।
রথে চড় গিয়া বলে জয়ন্ত সারথি॥২০
জয় জয় কার দিল সর্ব্ব রাজ্য খণ্ড।
রঘু রাজা করিআ ধরিল ছত্রদণ্ড॥
সেই রথে চড়িলা দিলীপ নৃপবর।
সূর্য্যের সমান দীপ্ত হৈল কলেবর॥
শতক্রতু ফলে রাজা স্বর্গবাস জায়।২৫
স্বর্গলোক মর্ত্ত্যলোক এক দৃষ্টে চায়॥
অনেক বৎসর স্বর্গে রহে মহারাজ।
নিতি নিতি দেখে গিআ দেবতা সমাজ॥

(৩০১)

রঘু পুত্র হইতে রাজা বৈকুণ্ঠ ভুবন।
সম্ভ্রমে উঠিয়া ইন্দ্র কৈল আলিঙ্গন॥
পিতৃ পুণ্য ফলে রঘু অযোধ্যাতে রাজা।
ঊনশত কোটী রাজা তারে করে পূজা॥
পৃথিবী জিনিল রঘু বিক্রমে পূজিত।৫
উত্তর কাণ্ডে কৃত্তিবাস গান ইন্দ্রজিত॥

(৩০২)

অগস্ত্যের কথা স্নুনি রামের উঠে হাস।
কহ কহ বলি রাম করেন প্রকাশ॥
অযোধ্যাতে রাজা হৈল রঘু মহামতি।
ইন্দ্রের সমান হঞা ভুঞ্জে বসুমতী॥১০
নিতি নিতি শতপল সোনা করে দান।
তবে রঘু রাজা করে স্নান জলপান॥
সুতাপে তপন রাজা মহা বলবান্।
সূর্য্যবংশে রাজা নাহি রঘুর সমান॥
দানে পুণ্যে মহারাজ বিষ্ণুর সমান।১৫
দারিদ্র ঘুচান রঘু জারে দেন দান॥
সংসারে বিজয় হইল রঘু মহারাজা।
পৃথিবীর জত রাজা সবে করে পূজা॥
দানে অকাতর রাজা মহা সত্যবান।
জাহা চাহে তাহা দেন নাহি করে আন॥২০
দেবগণ বিস্মিত রঘুর দেখি দান।
ছলিতে চলিলা যম আর মেঘবান॥
সুরপতি হৈলা গাভী বৎসের সহিত।
বনের ভিতর গেলা হঞা হরষিত॥
মৃগ মারিবারে রঘু গেলা সেই বন।২৫
নন্দী গাভী সনে তথা হৈল দরশন॥

সত্য বুঝিবারে যম বাঘরূপ ধরে।
বিনাশ করিয়া বুলে গাভী ধরিবারে॥
নন্দিনী বলেন মোরে করহ ভক্ষণ।
তবে বাছা খাবে বাঘ স্নুনহ বচন॥
ব্যাঘ্র বলে ভাল তুমি নাহি বল গাই।৫
বাছুর থাকিতে আমি তোমা নাহি খাই॥
বৎস বলে আগে মোরে করহ ভক্ষণ।
তুমি মা থাকিলে হবে অনেক নন্দন॥
তুমি যদি মর আমি কোথায় থাকিব।
আহার না পাঞা আমি শরীর ত্যজিব॥১০
মাএ পোএ দুইজনে করে অনুমান।
হেনকালে ব্যাঘ্র বলে আস্থ মোর স্থান॥
বাছুর ধরিতে বাঘ বুলে ঘনে ঘন।
মায়াতে বাছুর কান্দে অঝর নয়ন॥
নন্দনী বলেন বাণ আছএ আহিড়ি।১৫
দুর্জ্জয় ধনুক হাতে কাণ্ড জে চেআড়ি॥
আহিড়ি বলিআ গাভী ডাকে ঘনে ঘন।
ডাক স্নুনি রঘুরাজা ধাইল তখন॥
রাজাকে দেখিআ বাঘ বলেন কৌতুকে।২০
মোরে বাণ মার আমি পাত্যা নিল বুকে॥
পালাকু আমার ক্ষুধা হৃদয়ের তাপ।
তোমার শরীরে জাকু মোর জত পাপ॥
মৃগ নহি আমি ছার করিবে ভক্ষণ।
মোর ভক্ষ্য দ্রব্য নিতে আল্যে কি কারণ॥
গাভী বলে রাজা তোর নিলাও শরণ।২৫
মাএ পোএ দুষ্ট বাঘ করয়ে ভক্ষণ॥
গোবধের জত পাপ স্নুনিয়াছ কাণে।
সর্ব্বপাপ পাবে তুমি আমার মরণে॥

(৩০৩)

ব্যাঘ্র বলে সাতদিন আমি উপবাসী।
পাপী জনে মারি পাপ লেহ রাশি রাশি॥
রঘু বলে গাই মোর লইল শরণ।
রাখিলে শরণাগত পুণ্য উপার্জ্জন॥
শতেক মহিষ দিব সহস্র ছাগল।৫
ইহা নিঞা খাও গাবী না করিহ বল॥
বাঘ বলে গরু ছাড়ি আর নাহি চাই।
আগু বৎস খাইব পশ্চাতে খাব গাই॥
রাজা বলে গাবী নাহি করিহ ভোজন।
তোর হাতে মোর মৃত্যু জানিল কারণ॥১০
গাভী বৎস ছাড়িয়া আমার মাংস খাবে।
মোর রক্ত মাংস খাইয়া বড় সুখ পাবে॥
সুধা হেন মোর মাংস রকত সুস্বাদ।
জত খাবে তত পাবে নাহি অবসাদ॥
বাঘ বলে মোর ভক্ষ্য হইবে নিশ্চয়।১৫
গণ্ডী বাণ দেখি মোর বড় লাগে ভয়॥
ভাগীরথী তীরে রঘু রাখে গণ্ডীবাণ।
তুলিল সেমলি বৃক্ষে হঞা সাবধান॥
স্নান দান কৈল রাজা সেই গঙ্গাজলে।
মন্ত্র সঙরণ করি আল্য গাছতলে॥২০
শয়ন করিল রাজা পাতি বৃক্ষ পাতে।
উপকারে প্রাণ দিতে নারায়ণ চিতে॥
বাঘের নখ জেন অতি খরসান।
দন্তে নখে চিরি নৃপে করে খান খান॥
রাজার শরীর বাঘ আচড়ে কামড়ে।২৫
রক্তে তোলপাড় রাজা অঙ্গ নাহি নাড়ে॥
তপোবনে আসিআ সকল দেবগণ।
রঘুর উপরে কৈল পুষ্প বরিসন॥

(৩০৪)

আপনার রূপ ধরে যম পুরন্দর।
দেবগণে মেলিআ রঘুকে দেন বর॥
ব্রহ্মা আদি দেবগণ দিআ গেলা বর।
গাভী বৎস নিঞা রাজা গেলা নিজ ঘর॥
নানা ভক্ষ্য দ্রব্য দিআ সেই গাভী পোষে।৫
ব্যাঘ্র নন্দীর বচন গাইল কৃত্তিবাসে॥

রঘুনাথ বলে মুনি কহ সর্ব্ব মর্ম্ম॥
তার পর রঘু রাজা কৈল কোন কর্ম্ম॥১০
অগস্ত্য বলেন রাম সুন সাবধানে।
সংসার পূর্ণিত কৈল রঘু রাজা দানে॥
জাবালি মুনির পুত্র বড় বুদ্ধিমান্।
পড়িতে গেলেন মুনি বরতন্তু স্থান॥
শাস্ত্র পড়ে কৌৎস মুনি বরতন্তু ঠাঁই।১৫
হাজার বৎসর পড়ে ঘরে নাহি জাই॥
মন্ত্র বিদ্যা জানিল সকল শাস্ত্রে জ্ঞান।
বড়ই পণ্ডিত হৈল মহাগুণবান্॥
গুরুকে দক্ষিণা দিলে শাস্ত্রে হই পার।
মনে তোলপাড় করে বড় চিন্তাভার॥২০
বরতন্তু মুনি বলে সুন শিষ্যগণ।
কায়মনোবাক্যেতে সেবিহ গুরুজন॥
কৌৎস মুনি বলে সেবি কত পুণ্য পাই।
গুরুর দক্ষিণা দিতে কিছু আমি চাই॥
বরতন্তু বলে তুমি দরিদ্র ভিখারী।২৫
গুরুকে দক্ষিণা দিতে কার বাপে পারি॥
অবোধ মুনির পুত্র বোধ নাহি তাতে।
গুরুর দক্ষিণা সোন হএ জেই মতে॥

(৩০৫)

হস্তী ঘোড়া কাঞ্চন রজত বর দোলা।
গুরুভূমি অনেক কনকপদ্মের মালা ॥
কিছু নাহি তোমার তাহার সম্ভাবনা।
কোন ধন দিতে আছে এসব বাসনা ॥
কৌৎস বলেন বাক্য বল কি উৎসর্গন।৫
স্থনিঞা শিশুর বোল কুপিল ব্রাহ্মণ ॥
পাইল অনেক যত্নে তোমার শিষ্য গুটী।
গুরুর দক্ষিণা চাই স্বর্ণ চৌদ্দ কোটী ॥
কৌৎস বলেন গুরু আমি কৈল অঙ্গীকার।
ইহা নাহি দিলে আমি সত্যে নাহি পার ॥১০
বরতন্তু হাসিলেন শিষ্যের বচনে।
অঙ্গীকার কৈল আমি সোণা দিব দানে ॥
সত্য বাক্য অঙ্গীকার কভু নহে আন।
যুক্তি করি গুরু শিষ্যে গেলা রঘু স্থান ॥
পিতৃ শ্রাদ্ধ করি রাজা করে পিণ্ড দান।১৫
পৃথিবীর রাজা সব করে অন্ন পান ॥
জত মুনি আল্য আর জতেক ব্রাহ্মণ।
একে একে সভাকারে দিল নানা ধন ॥
হাজার সহস্র দ্বিজ করএ রন্ধন।
স্নান করি রাজা সব করেন ভোজন ॥২০
সোণা রূপা ঝারি খুরি ভাজন অপার।
রসই শালেরে রাজা কৈল আগুসার ॥
রাজার মণ্ডলী জত আছিল গর্ব্বিত।
আমাত্য সোদরগণ বৈসে চারিভিত ॥
রাজা বলে স্থন সভে যতেক ব্রাহ্মণ।২৫
এককালে দিবে অন্ন ঘৃত সে ব্যঞ্জন।
এত স্থনি বিপ্রগণ হৈল সাবধান।
পরমান্ন পিষ্টক দিলেন স্থানে স্থান ॥

(৩০৬)

সভে অন্ন খান রাজা দেখেন সাদরে।
হেন কালে দোঁহে গেলা নৃপতির দ্বারে ॥
অতি ভিতে দ্বারী বন্দে মুনির চরণ।
মুনি বলে চাহি আমি রাজা দরশন ॥
দ্বারী বলে দেখা নাহি পাইবে এখন।৫
রাজা হৈতে হবে মুনি সিদ্ধ প্রয়োজন ॥
দ্বারীর বচন স্থনি কোপে মুনিবর।
ঝাট গিআ কর তুমি রাজার গোচর ॥
মুনির বচন দ্বারী কহে জোড় করে।
দুই মুনি আল্য রাজা তোমার দুয়ারে ॥১০
যতেক বিনয় বলি নাহি স্থনে কানে।
মুনি বলে চাহি আমি রাজা দরশনে ॥
পাত্র মিত্রে আল্য রাজা পরম সাদরে।
পাদ্য অর্ঘ্য দিআ মুনিকে নমস্কারে ॥
রাজা বলে কোন কার্য্যে করিলে গমন।১৫
মুনি বলে সাবধানে স্থনহ বচন ॥
পাইল অনেক যত্নে শিষ্য একগুটী।
দক্ষিণা উৎসর্গ কৈল সোণা চৌদ্দ কোটী ॥
শিষ্য হঞা না বুঝিআ কৈল হেন কাজ।
অশক্য হইল বড় স্থন মহারাজ ॥২০
এত যদি মুনিবর কহিলেন কথা।
পাত্র মিত্র সনে রাজা হেঁট কৈল মাথা ॥
রাজা বলে যত ধন চাহ মুনিবর।
তত ধন দিব আজি চল বাসাঘর ॥
অঙ্গীকার কৈল রাজা সভাকার আগে।২৫
স্থনিঞা সকল লোকে চমৎকার লাগে ॥
বাসা করি রহে মুনি নৃপতির বাসে।
উত্তরকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাসে ॥

(৩০৭)

সকল রাজাকে রঘু দিলেন মেলানী।
পাত্র মিত্র নিঞা রাজা কহন্তি কাহিনী ॥
রাজা বলে পাত্র মিত্র কর অবধান।
চৌদ্দ কোটী সোনা আমি দ্বিজে দিব দান॥
সাধু সদাগর জত আছিল ভাণ্ডার।৫
এক কোটী সোনা আনি কৈল আগুসার ॥
রাজা বলে আজি গেল আমার সম্পদ।
হেন কালে তথা কারে আইলা নারদ ॥
সর্ব্ব তত্ত্ব জানে মুনি তপের কারণে।
সুস্থ চিত্ত কর রাজা দুঃখ ত্যজ মনে ॥১০
পাদ্য অর্ঘ দিআ রাজা কৈল নমস্কার।
ফল মূল দিল তারে গৃহ ব্যবহার ॥
নারদ বলেন রাজা কি হেতু বিষাদ।
সর্ব্ব কার্য্য সিদ্ধ হবে দেবের প্রসাদ ॥
ঘরে বসি শত কোটী পাইবে কাঞ্চন।১৫
আপনার সুখে কর সিনান ভোজন ॥
শত পদ্ম পাকি তোর দশ কোটী ঘোড়া।
চৌদ্দ লক্ষ হস্তী আছে পর্ব্বতের চূড়া ॥
নিকটে অলকাপুরী কৈলাসশিখর।
তাহাতে কুবের বৈসে ধনের ঈশ্বর॥২০
তাহারে জিনিব বলি তোলাহ বাজনা।
এখনি পাইবে ঘরে শত কোটি সোণা ॥
মুনির বচনে রাজা হৈল হরষিত।
পাইকরা উতঘড় ধায় চারি ভিত ॥
চারি দিকে পাকী সব তেঘাই দুর্দ্ধরী।২৫
হাতে অস্ত্র রাউত ধাইল সারি সারি ॥
ঘন ঘন কাড়া পড়ে নাহি অবকাশ।
উঠিল বাদ্যের শব্দ পর্ব্বত কৈলাস ॥

(৩০৮)

ধাইআ কুবেরে যক্ষ নোঙাইল মাথা।
রঘু রাজা সাজিল কুবের শোন কথা ॥
পাত্রে মিত্রে কুবের করেন অনুমান।
হেন কালে নারদ গেলেন তাঁর স্থান ॥
নারদে দেখিআ যক্ষ কৈল নমস্কার।৫
রঘু রাজ্যে বাদ্য কেন কহ বার্ত্তা সার ॥
মুনি বলে বার্ত্তা নাহি জানি লোকপাল।
তোরে ধাড়ি সাজে রঘু বিক্রমে বিশাল ॥
এক মুনি মাগিল কাঞ্চন চৌদ্দ কোটী।
রঘুর বাণের তেজে যক্ষ নাহি আটি ॥১০
রাখিবে কৈলাস যদি আপন জীবন।
আপনা চিনিঞা তারে পাঠাহ কাঞ্চন ॥
সুনিআ কুবের চিন্তে পড়িয়া পাথার।
যক্ষগণ বলি ঘন পড়িল হাকার ॥
সাঠ সহস্র যক্ষ আল্য কুবেরের পাশে।১৫
ধন বঞা পেল নিঞা রঘুর আওয়াসে ॥
এত জদি বলিল কুবের ধনপতি।
রঘুর ভবনে ধন পেলে রাতারাতি ॥
কৈলাসে সুবর্ণ মাত্রে রহে গুটী গুটী।
রঘুর মন্দিরে সোণা পেলে শতকোটী ॥২০
রাত্রে পেলাইল হৈল অরুণপ্রকাশ।
স্বর্ণময় দেখে রাজা আপন আওয়াস ॥
স্নান সন্ধ্যা করে রাজা প্রথম বিহানে।
দেবার্চ্চনা করি রঘু বসিলা দেয়ানে ॥
বসিলেন মহারাজা দেব অবতার।২৫
হেন কালে দুই মুনি কৈল আগুসার ॥
আশীষ করিল গিআ হাতে দূর্ব্বাধান।
রাজাকে বলেন কোথা সোনা দেহ দান ॥

(৩০৯)

রাজা বলে ধন দিব কৈল অঙ্গীকার।
জতেক ভাণ্ডারে আছে সকলি তোমার॥
যত্ন করি পাঠাইলে তুমি শিষ্য এক গুটী।
তোমাকে দক্ষিণা চাহি সোণা চৌদ্দ কোটী
বুদ্ধিমান্ রাজা আমি জ্ঞানে নাহি ঘাটী।৫
তোমাকে সুবর্ণ দানে দিব শত কোটী॥
রাজা বলে পাত্র মিত্র জত আছ বীর।
সব ধন কর মোর বাড়ীর বাহির॥
বাহির করিআ রাখে ধন রাশি রাশি।
দেখিআ ইন্দ্রের ঠাঞি গেলা দুই ঋষি॥১০
মুনিকে বন্দিআ ইন্দ্র দিলেন আসন।
ইন্দ্র বলে কেনে দোঁহে করিলে গমন॥
বরতন্তু বলে পাল্য শিষ্য এক গুটী।
গুরুর দক্ষিণা দিল সোনা শত কোটী॥
মুনি হঞা ধন অর্জ্জি নৃপতির তরে।১৫
মোর সঙ্গে আসি ধন লহত সত্বরে॥
মুনির বচন শুনি বলে মঘবান।
সত্য করি বল কেবা সোনা দিল দান॥
রঘু রাজা দান দিল মুনি কহে কথা।
তাহা শুনি সুরপতি হেঁট করে মাথা॥২০
এক বার রঘু মোরে কৈল অপমান।
আর বার কোন লাজে জাব তার স্থান॥
ইন্দ্র বলে রথ নিঞা চলহ মাতুলি।
মুনির জতেক ধন আনগা সকলি॥
রথে চড়ি দুই মুনি করিলা গমন।২৫
আসিআ দিলেন তারে চৌদ্দ কোটী ধন॥
রথে চড়াইআ ধন করিলা গমনে।
আর জত বাকী সোনা রহে সেইখানে॥

(৩১০)

ধন দেখি সুখী হৈলা দেব সুরপতি
আশীর্ব্বাদ করি মুনি গেলেন বসতি।
সুনিয়া রঘুর কথা হাসেন শ্রীরাম।
এই হেতু মোরে রঘুবংশ বলি নাম॥
রাক্ষসে বানরে নরে লাগে চমৎকার।৫
কৃত্তিবাস উত্তরকাণ্ড গাঞা দিল সার॥

রঘুনাথ বলে মুনি কহ সাবধানে।
অবশিষ্ট সোনা যত রহে সেইখানে॥
সেই সোনা কেবা নিল কহ দেখি শুনি।
শুনিয়া রামের কথা কহিছেন মুনি॥১০
ডাক দিআ রঘু রাজা আনে অনুচর।
সেই সোনা পাঠাইল মুনির বরাবর॥
রাশি করি থুইল মুনির তপোবনে।
মুনি বই সেই ধন নিতে নারে আনে॥
দিগ্বিজয়েরে আল্য লঙ্কার রাবণে।১৫
সেই ধনের কর্ত্তা কহে শুক যে সারণে॥
সর্ব্ব সৈন্যে বেড়িল মুনির তপোবন।
লঙ্কা পুরী নিঞা গেল সকল কাঞ্চন॥
ধন শোকে মুনিবর ছাড়য়ে নিশ্বাস।
শাপিল রাবণে তোর হগু বংশনাশ॥২০
মহাবল রঘু রাজা সর্ব্ব লোকে ঘোসে।
নানা দান দিআ রাজা সভাকারে তোসে॥
ইন্দ্র পরাজয় হৈল করিআ সংগ্রাম।
রঘুবংশ রাজা তুমি ঠাকুর শ্রীরাম॥
মুনির কথাতে রাম হাসিলা অপার।২৫
নানারত্ন দিআ মুনিকে কৈল পুরস্কার॥

(৩১১)

অগস্ত্যের সর্ব্ব কথা হৈল অবসান।
মেলানি দেহ মুনিগণ জাই নিজ স্থান ॥
সভাখণ্ড চমকিত স্তুনিয়া কাহিনী।
নানা রত্ন দিআ দিল মুনিকে মেলানি ॥
রামে আশীর্ব্বাদ করি মুনি গেলা দেশে।৫
উত্তরকাণ্ড গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবাসে ॥

কথা কহিতে বেলা হৈল অবসান।
রাক্ষস বানরে গেলা শয়নের স্থান॥
সন্ধ্যা করি রামচন্দ্র গেলা অন্তঃপুরে।
সাজাইল শয়ন ঘরে রত্নেতে প্রচুরে ॥১০
স্বর্ণ খাটে নেত তুলি উপরে মসারি।
লক্ষ্মীবেশে তথা গেলা জনক-ঝিয়ারি ॥
রত্নের প্রদীপ জ্বলে গৃহ চারি ভিত।
ঘরের বাহিরে হয় বাগ্য নৃত্য গীত ॥
স্থখ রাত্রি বঞ্চে রাম সীতা চন্দ্রমুখী।১৫
রামসীতা একু ঠাঞি সর্ব্ব লোক দেখি ॥
পূর্ব্ব দিকে পরকাস রাত্রি অবশেষ।
রাজদ্বারে আস্যে লোক করি নানা বেশ॥
রাজবাগ্য বাজে দ্বারে অনেক প্রচুর।
বৈতালিকে স্তুতি পড়ে জায় অন্তঃপুর ॥২০
তুমি নিদ্রা গেলে বিশ্বনিদ্রা নাহি ত্যজে।
ভাঙ্গিল তোমার নিদ্রা লোক রহে কাজে॥
বিষ্ণুকে জিনিঞা তুমি বিক্রমে অপার।
রূপেতে জিনিলে তুমি অশ্বিনীকুমার ॥
বুদ্ধে বৃহস্পতি জিনি সূর্য্যে জিনি তেজে।
জিনিলে মধুর বাকে ইন্দ্র দেবরাজে ॥

(৩১২)

ধৈর্য্যে পৃথিবী জিনি গতি জে সাগর।
তোমা জিনি নাহি আর পৃথিবী ঈশ্বর ॥
স্বর্গের অমৃত তুমি আইলে সংসারে।
পৃথিবীর জত লোক তরাবার তরে ॥
বৈতালিক পাঠ পড়ে স্থনিতে স্থসার।৫
অন্তঃপুর হৈতে রাম হৈলা আগুসার ॥
স্থনিয়া ধাইল তথা কত কত চেড়ি।
বসিতে আনিঞা দিল গুবাকের পাটী ॥
জল আনে সহস্রেক স্থবর্ণ কলসে।
তাহে স্নান করিআ ভূষিত কৈল বেশে ॥১০
সেবকে আনিঞা পট্ট বসন জোগায়।
স্থরভি চন্দন মাল্য আরোপিল গায় ॥
পিতৃ পিতামহে যজ্ঞ কৈল জেই ঘরে।
সেই ঘরে সান্তাইলা যজ্ঞ করিবারে ॥
যজ্ঞ সাঙ্গ করি পুরোহিতে পুরস্কারে।১৫
পূর্ব্ব স্থান গেলেন দেয়ান করিবারে ॥
চন্দনে ভূষিত রাম গন্ধে আমোদিত।
কুণ্ডল কেউর শিরে মুকুটভূষিত ॥
রত্নের অঙ্গুরী করে বলআ অঙ্গদ।
পাটনেত নানা বস্ত্র রাজপরিচ্ছদ ॥২০
রাজকার্য্যে বৈসে রাম পূর্ব্ব সিংহাসনে।
বশিষ্ঠ আদি মুনি বৈসে রাম সন্নিধানে ॥
ভরত লক্ষ্মণ আর বীর শত্রুঘন।
মাথা লোঙাঞিঞা বৈসে ভাই তিন জন ॥
বসিলা বানর সব হেমের আসনে।২৫
বিভীষণ বসিলেন পাত্র চারিজনে ॥
কুলীন ব্রাহ্মণ বৈসে শাস্ত্রেতে পণ্ডিত।
অন্তরঙ্গ বহিরঙ্গ বৈসে চারি ভিত ॥

(৩১৩)

ইন্দ্র জেন বসিলেন দেবতা বেষ্টিত।
সূর্য্যবংশে রাম রাজা জগতে পূজিত ॥
রাজ্যচিন্তা শাস্ত্রচিন্তা প্রস্তাব বিস্তর।
হেন মতে সভা খণ্ডে বৈসে নরেশ্বর ॥
দানভোগ অভিলাষ প্রজার পালন।৫
নিতি নিতি করে রাম রঘুর নন্দন ॥
কবিত্বের সাগর পণ্ডিত কৃত্তিবাস।
সুনিলে রামের গুণ পাপের বিনাশ ॥

শ্বশুর মাতুল বন্ধু নৃপতির শালা।
অন্তরঙ্গ বহিরঙ্গ রাম দেখিতে মেলা ॥১০
রাজভোগ ভুঞ্জাইল উত্তম কাহিনী।
দেশে যাইবারে রামে মাগেন মেলানি ॥
দেখিতে জনক আল্য দুহিতা জামাতা।
তাঁহার চরণে রাম নত্ত কৈল মাথা ॥
চৌদ্দ বৎসর বই রাম দেখে সর্ব্বলোক।১৫
তোমা দেখি পাসরিল যত দুঃখ শোক ॥
তোমার সম্বন্ধে রাজা তিন লোক সুখী।
তোমাকে দেখিআ মোর জুড়াইল আঁখি ॥
হাতী ঘোড়া পালে পাল অনেক ভাণ্ডার।
শ্বশুরের স্থানে দিআ মাগে পরিহার ॥২০
জনক বলেন আমি হইলাঙ বড় সুখী।
এত ধন মোরে দিলে কোন কার্য্য লেখি ॥
দান পাঞা তোমাকে পুনশ্চ দিল দান।
লক্ষ্মী কভু না ছাড়া যাব তোমার স্থান।
লড়িল্ল জনক রাজা ত্বরিত গমনে।২৫
অনুব্রজি ভরত চলিলা তার সনে ॥

(৩১৪)

কেকয় রাজার পুত্র মাগিল মেলানি।
জোড় হাতে রাম তারে বলে প্রিয় বাণী ॥
পরম গর্ব্বিত তুমি পিতার সমান।
চারি ভাই দাঁড়াইল তার সন্নিধান ॥
বৃদ্ধ বাপ তোমার মরিব হায় বাসে।৫
মেলানি দিলাঙ জাহ পরম হরিষে ॥
হাতী ঘোড়া দিলেন অনেকবিধ ধন।
লক্ষ্মণেরে দিলেন অনুব্রজের কারণ ॥
যুধাজিত তুষ্ট তোমাদের সনে।
অভিলাষ নাহি কিছু তোমা ধনে ॥১০
পুনর্ব্বার দিলাঙ তোমাকে আমি দানে।
হরষিতে নিজ দেশে করিলা গমনে ॥
বারাণসী রাজা আর সিংহল নৃপতি।
তাহাকে মেলানি দিল করিয়া বিনতি ॥
অনেক ভাণ্ডার দিল ঘোড়া হাতী ধন।১৫
হাত প্রসারিয়া রাম দিল আলিঙ্গন ॥
আর জত রাজা রামে কৈল নমস্কার।
ঘোড়া হাতী সবাকারে দিলেন অপার ॥
কালিঙ্গ নৃপতি লড়িল শশী বিন্দু।
মগধের রাজা লড়ে নামে জরাসিন্ধু ॥২০
বিশ্বাবসু রাজা লড়ে বিদর্ভনৃপতি।
লড়িলা গগনসিন্ধু ভোজ অধিপতি ॥
খল চিলার রাজা লড়িল খলজাতি।
দশরথ সখা লড়ে লোমপাদ মতি ॥
কাঞ্চনপুরীর রাজা লড়ে সনাতন।২৫
কলিঙ্গের রাজা লড়ে সুবংশ বর্দ্ধন ॥
কালজিহার রাজা জেন লড়িল বীরবর।
পৌলব দেশের রাজা লড়ে শশীধর ॥

(৩১৫)

শরভঙ্গের রাজা সে লড়িল স্নুরদণ্ড।
পাঞ্চালের রাজা লড়ে তেজের প্রচণ্ড॥
চণ্ডালের রাজা লড়ে মগধ সমান।
সিংহল দেশের রাজা জীমূতবাহন॥
চলঙ্গার রাজা লড়ে সঙ্গে শত দারা।৫
কাঞ্চনপুরের রাজা লড়ে পূর্ব্বশিরা॥
সভাকারে রামচন্দ্র কৈল পুরস্কার।
হাতী ঘোড়া ধন দিলা অনেক ভাণ্ডার॥
আস্যা ছিলা জত রাজা রাম দেখিবারে।
একু ঠাঞি ছিলা সভে অযোধ্যানগরে॥১০
রাম বলে স্নুন ভাই জত নৃপবরে।
ভাই সম তোমা সভা ধরিল অন্তরে॥
তোমাদের অনুভাবে আমার কল্যাণ।
মহাকুলে জন্ম সভার মহাবলবান॥
রাজা সব বলে মোর শ্লাঘ্য জীবন।১৫
তোমার বদনে জার প্রশংসা বচন॥
থাকিতে তোমার সঙ্গে অনুক্ষণ চাহি।
তোমার কুশল সভে প্রাণ সত্ত্বে বহি॥
লড়িলা রাজা সব করিয়া মেলানি।
পথে জাত্যে কথা কহে আপনা আপনি॥২০
ভরত রাখিআ রাম আমা সভা চাই।
রাবণের সনে যুদ্ধ মোরা নাহি পাই॥
বানরের বিক্রমেতে রামের কল্যাণ।
সভা মাঝে আমা সভার করিল বাখান॥
না মারি রাক্ষসসেনা নাহি করি হিত।২৫
রাম ঠাঞি যশ পাল্য সংসারে পূজিত॥
রাজাগণ বলে যদি জাইতাঙ সাথে।
দেখিতাঙ সমর রাবণ রঘুনাথে॥

(৩১৬)

জাইও জাঙ্গাল দিআ সিন্ধু মাঝে তরি।
রামের প্রসাদে তথা কার শক্তে মারি॥
পথে এত রাজাগণ করি অনুমান।
পৃথিবীর রাজা গেল জার জেই স্থান॥
আপনার ঘরে গেলা হরিষ বদনে।৫
রাম ঠাঞি ঘোড়া হাতী পাল্য রত্ন দানে॥
অনুব্রজ্যা তিন ভাই রাম আল্য ঘরে।
নানা দেশের ধনে রাম পূরিলে ভাণ্ডারে॥
নানারত্ন মণি মুক্তা পূরিলে ভাণ্ডারে।
সেই ধন দিআ রাম কৈল পুরস্কারে॥১০
রাম বলে কপি সব স্নুন সাবধানে।
কালি দিব মেলানি লড়হ বাসা স্থানে॥
সকল কটক গেলা করিআ মেলানি।
রাম রাত্রি নিবড়িল পোহাল্য রজনী॥
বসিলেন রামচন্দ্র রতন সিংহাসনে।১৫
বিভীষণ সুগ্রীব আদি বৈসে পাত্রগণে॥
তিন ভাই মেলি রাম কৈলা অনুমান।
বিভীষণ সুগ্রীবে দিব কোন দান॥
মুকুট কুণ্ডল দিল বলয় কঙ্কণ।
নানা দানে তুষিলা সকল কপিগণ॥২০
রাম বলে বিভীষণ রাক্ষসের রাজ।
তোমার বিক্রমে মোর সিদ্ধ হৈল কাজ॥
সুগ্রীব রাজাকে রাম দিলা আলিঙ্গন।
আপন অঙ্গের দিল কুণ্ডল কঙ্কণ॥
এক উরে বসাইল অঙ্গদ কোঙর।২৫
আর উরু মাঝে থুল্য হনুমান সুন্দর॥
আপন গলার দুই দিল রত্নহার।
অনেক দিলেন আর রত্ন অলঙ্কার॥

(৩১৭)

নানা বর্ণে বস্ত্র দিল অশেষে বিশেষে।
হনুমান অঙ্গদের করিল সন্তোষে ॥
সুগ্রীবের হাতে রাম শোঁপে দুই জন।
আমা দেখি অঙ্গদের করিবে পালন ॥
দেখিবে পুত্রের সম অঙ্গদ কুমার।৫
আমার সাক্ষাতে মিতা কর অঙ্গীকার ॥
কিষ্কিন্ধ্যার রাজা তুমি অঙ্গদ যুবরাজ।
জাম্বুবান সুষেণ সাধিলে সব কাজ ॥
বল বুদ্ধি অনেক অঙ্গদ মহাবীর।
পাত্রের ভিতরে হনু বড়ই সুস্থির ॥১০
দুই বীর যথা তথা যমে ভয় নাহি।
দোহার গৌরব রক্ষে তাই আমি চাহি ॥
আর জত বীর ছিল সভাখণ্ডতলে।
একে একে রঘুনাথ সভা কৈল কোলে ॥
জাম্বুবান সুষেণ কুমুদ নীল নল।১৫
নানা আভরণে রাম করিল উজ্জ্বল ॥
ইন্দ্রজাল দধিগণ বানর কেশরী।
প্রগাথি সম্পাতি যোধ সব অধিকারী ॥
গয় সে গবাক্ষ আর গন্ধ জে মাদন।
দধিমুখ শতবলী রম্ভ সে দুর্জ্জন ॥২০
ধূম্র-অক্ষ তেজ বীর্য্য সুগ্রীবের সালা।
শ্বেত অশ্ব দুই বীর সুগ্রীবের বালা ॥
হেমকুট পদ্ম বীর গবয় তপন।
লোলাকুড় মহাকাল চন্দন অঞ্জন ॥
একে একে বানরেরে দিলা রথ দান।২৫
তাড় বালা দিলা আর বস্ত্র পরিধান ॥
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র দুই অজয় অমর।
রত্নেতে ভূষিত কৈল তার কলেবর ॥

(৩১৮)

জত জত বানর আছিল সভাতলে।
একে একে রামচন্দ্র সভা কৈল কোলে ॥
বিক্রমে বিশাল সভে জন্ম কপিকুলে।
এড়াল্য সঙ্কট আমি তোমা সভা বলে ॥
ধন্য হে সুগ্রীব মিতা তুমি মহারাজ।৫
হেন সব বানরে সাধিলে মোর কাজ ॥
ধন্য ধন্য কপি বিশ্বকর্ম্মার নন্দন।
অলঙ্ঘ্য সাগর বন্দে শতেক যোজন ॥
কহিতে না পারি আমি বানরের বাখান।
বড় হিত করিলে সুসেন জাম্বুবান ॥১০
ধন্য ধন্য পবননন্দন হনুমান।
কত বার মরণে দিলেন প্রাণ দান ॥
নানাধন নানা বস্ত্র নানা আভরণ।
শয়ন ভোজনে সুখী কৈলা কপিগণ ॥
সহস্র বৎসর বঞ্চে রামের সংহতি।১৫
নানা ভোগে তোসে সৈন্য সেনাপতি ॥
রাম বলে সুগ্রীব সুনহ কপিরাজ।
বানর গৌরব রাখ সেই মোর কাজ ॥
বিভীষণ সুনহ রাক্ষস অধিকারী।
দেব দানব রাক্ষস তোমার সেবাকারী ॥২০
যুগে যুগে রাজ্য কর পরম কল্যাণে।
সুগ্রীব আমারে নাহি পাসরিহ মনে ॥
ইহা সুনি ক্রন্দন উঠিল সভাতলে।
প্রণাম করিআ হনুমান কিছু বলে ॥
তোমার চরণে আমি না চাহি মেলানি।২৫
তুমি মোর পিতা মাতা সীতা ঠাকুরাণী ॥
কেন হেন বাক্য বল কমললোচন।
তোমা না দেখিলে মোর না রহে জীবন ॥

(৩১৯)

আর বিষ্ণু না বলিহ নারিব জাইতে।
এত বলি কান্দে বীর পড়িআ ভূমিতে॥
হাতে ধরি তুলি রাম দিল আলিঙ্গন।
রাম বলে হনুমান না কর ক্রন্দন॥
যথা তথা থাক হনু তুমি মোর প্রাণ।৫
মোর প্রিয় কেহো নহে তোমার সমান॥
হাতে হাতে ধরি রাম বলে প্রিয়বাণী।
একবার দেখ গিআ জনকজননী॥
কাতর হইআ বীর করেন রোদন।
মোছেন আঁখির লোহ কমললোচন॥১০
হনুর ক্রন্দন দেখি কান্দে নারায়ণ।
ভরত লক্ষ্মণ আর বিরসবদন॥
ভাসিলা লোচন লোহে দেবরঘুমণি।
অনেক প্রবোধে তারে দিলেন মেলানী॥
রামের চরণে বীর করি নমস্কার।১৫
সত্বরে সীতার ঠাঞি কৈলা আগুসার॥
সীতার চরণে গিআ নোঙাইল মাথা।
কান্দিতে কান্দিতে হনুমান কহে কথা॥
তোমা বই গতি নাহি সুন জননী।
নিদয় নিঠুর রাম দিলেন মেলানী॥২০
বাপ হঞা ঘুচাইল এ নহে ব্যাভার।
দশ দিগ্ চাহে আমি সব অন্ধকার॥
নয়ানের লোহে আমি কিছু নাঙ্গি দেখি।
থাকিব তোমারে সেবি সুন চন্দ্রমুখি॥
সেবকে ঘুচান রাম সুনগো রূপসী।২৫
হাতে দণ্ড কমণ্ডুলে হইব সন্ন্যাসী॥
রাম ছাড়্যা আমার জীবন রহে কিসে।
ছাড়িব পরাণ আমি ব্রত উপবাসে॥

(৩২০)

ধন জন ঠাকুরালী নাহি চাহি নারী।
না চাহি অঞ্জনা মাতা জনককেশরী॥
সীতা বলে বাপু তুমি না কর ক্রন্দন।
তোমা লাগি বুঝাইব কমললোচন॥
এত বলি রামের ঠাঞি চলিলেন সীতা।৫
যোড় হাতে কহেন হনুমানের বারতা॥
রাক্ষসের পুরে ছিনু বিষম তাড়নে।
প্রাণ দান দিল মোরে পবননন্দনে॥
একা হনুমান মোর কৈল প্রতিকার।
তাহার প্রসাদে আমি বাঁচি এক বার॥১০
তাহার ক্রন্দনে মোর বিদরে পরাণী।
রোদন না ছাড়ে মুখে নাহি দেই পানি॥
রাম বলেন জদি ইবে রাখি হনুমান।
সকল বানরের তবে হব অভিমান॥
এখন বানর সঙ্গে জাহ হনুমান।১৫
সভাকে রাখিআ দেশে আস্য মোর স্থান॥
রাম বলে মোর কথা রহে জত যুগে।
তত দিন সুখে থাক নাহি কোন রোগে॥
সীতা বলে চন্দ্র সূর্য্য রহে জত দিন।
নবগ্রহ নক্ষত্র পবন নহে ক্ষীণ॥২০
কূর্ম্ম পৃষ্ঠে যাবৎ ধরিব মহীভার।
জত দিন রাম গুণ ঘুষিব সংসার॥
জত দিন থাকিবেন সপ্তম সাগর।
তত দিন হনুমান অজয় অমর॥
নানা রত্নে খেচানি সোনার রত্ন মালে।২৫
হেন মালা দিলা দেবী হনুমানের গলে॥
করে হইতে দিলা দেবী রত্নের অঙ্গুরী।
মুকুট কুণ্ডল দিল রত্নময় কাঠি॥

(৩২১)

নানা রত্ন শোভা করে হনুমানের গলে।
দশ দিক দীপ্ত করে জেন মণি জ্বলে ॥
রত্নহার দানে সীতা তোসে হনুমানে।
তারে দান দিলে কার নহে অভিমানে ॥
সুগ্রীব অঙ্গদ বলে তোস হনুমান।৫
হনুমান হৈতে সভে পাল্য প্রাণ দান ॥
সভাকার সুখ হনুমান পাল্য হার।
সোভিছে সুন্দর যেন তারার পসার ॥
জত শ্রম কৈলে বাপ জত কৈলে কাজ।
তার মত দান নাহি ভুবনের মাঝ ॥১০
জেই হার দিল মোরে শ্বশুর ঈশ্বর।
হেন হার পর তুমি সর্ব্বাঙ্গে সুন্দর ॥
করিলে অনেক কাজে পোছ চক্ষের পানি
একবার রাম ঠাঞি মাগহ মেলানি ॥
জোড় হাতে উঠিয়া দাঁড়াল্য বিভীষণ।১৫
মেলানী মাগিতে লোহে ভরিল নয়ন ॥
মিতে দেখি হেঁট মাথা করিলা বৈদেহী।
হনুমানে সম আজ বিভীষণে কহি ॥
বিভীষণ সুগ্রীবে দিলেন নানাধন।
মণি মুক্তা রত্ন দিল প্রবাল কাঞ্চন ॥২০
অনেক প্রয়াস কৈলে মোছ চক্ষুর পানি।
রাজ আজ্ঞা হৈল সভে মাগহ মেলানি ॥
বিভীষণ সুগ্রীবে দিলেন আলিঙ্গন।
প্রসন্ন বদনে রাম দিল নানাধন ॥
রামেরে প্রণাম করি সর্ব্বজন নড়ে।২৫
অবিরত সবাকার চক্ষুতে জল পড়ে ॥
বিভীষণের গুণ রাম নাহি ছাড়ে।
যখন তখন রাম তাই মনে পড়ে ॥

(৩২২)

মেলানী করিআ চলে রাক্ষস বানর।
অনুব্রজিবারে গেল তিন সহোদর ॥
উচ্চৈঃস্বরে কান্দে সভে পাইআ মেলানি।
দেখি তিন ভাইর নয়নে পড়ে পানি ॥
নানা রত্ন বস্ত্র দিলা সভারে প্রসাদ।৫
ফল মূল দিল জাহে খণ্ডে অবসাদ ॥
রামেরে প্রণাম করি লড়ে সর্ব্ববীর।
রাক্ষস বানর হৈলা গড়ের বাহির ॥
তিন ভায়ে বন্দিলেন সর্ব্ব সভ্যগণ।
আপন আপন দেশে করিলা গমন ॥১০
বাটী যাইতে সভে তিন ভাইরে প্রশংসে।
সুগ্রীব বানর সনে গেলা নিজ দেশে ॥
বিভীষণ সৈন্য সনে লঙ্কাতে প্রবেশে।
উত্তরকাণ্ড গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবাসে ॥

রাক্ষস বানর গেল মানুষে বেষ্টিতি।১৫
চারি ভাই রাজ্য করে লোক আপ্যায়িতি।
রাম বলেন ভাই সব সুন সাবধানে।
কুবেরের রথ ছিল রাবণের স্থানে ॥
সেই রথ নিল আমি মারি দশাননে।
পাঠাহ পুষ্পক রথ কুবেরের স্থানে ॥২০
দুর্জ্জয় রাবণ রাজা দুর্জ্জনবেষ্টিত।
হেন জনে মারিআ দেবের কৈল হিত ॥
লঙ্কাতে আছিল রথ কার বাপে আনি।
জেমতে আনিল রথ কহিবে কাহিনী ॥
ভরত রামের বোল নাহি করে আন।২৫
মেলানী করিয়া জান কুবেরের স্থান ॥

(৩২৩)

কুবের দেয়ান করি বস্যাছে কৈলাসে।
হেন কালে ভরত গেলেন তার পাসে॥
রথ দেখি কুবের করিল নমস্কার।
রাম রাম স্মোঙরণ করিল তিনবার॥
ভরত বলেন তুমি স্থন লোকপাল।৫
রামের আজ্ঞাতে হেথা আইল সকল॥
শ্রীরাম আনিল রথ মারিআ রাবণে।
পাঠাল্য তোমার রথ তোমা সন্নিধানে॥
কুবের বলেন তুমি চিন্ত মোর হিত।
রথ লয়্যা রাম ঠাঁই চলহ ত্বরিত॥১০
কুবের বলেন রথ স্থন মোর কথা।
ত্বরিতে লড়হ প্রভু রাম আছে যথা॥
দুর্জ্জয় রাবণ রাজা বিক্রমে পূজিত।
হেন জন মারা গেল আমি হরসিত॥
লঙ্কাতে আছিল রথ কার বাপে আনি।১৫
জে আনিল তার কাছে লড়হ এখনি॥
এখন তোমাতে মোর নাহি কোন কাজ।
শ্রীরামের সেবা কর তিনি তোমার রাজ॥
আমার বচন রথ না করহ আন।
জাবত থাকেন রাম থাক্য তার স্থান॥২০
রাবণ তোমাতে চড়ে স্থনি মোর দুঃখ।
শ্রীরামে বহিআ থাক মোর স্থখ॥
কুবেরের আজ্ঞা রথ লঙ্ঘিতে না পারে।
আঁখির নিমিষে গেল অযোধ্যানগরে॥
শ্রীরামের সারথি বলে জুড়ি দুই হাত।২৫
অবধান করি স্থন রঘুবংশের নাথ॥
কুবের পাঠাল্য রথ তোমা বহিবারে।
মারিলে পাপিষ্ঠ রাজা লঙ্কেশ্বরে॥

(৩২৪)

লঙ্কাতে আছিল রথ কার বাপে আনি।
হইল তোমার রথ শুন রঘুমণি॥
কুবেরের বোলে রথ আল্য তোমার স্থান।
কোন কার্য্য করিব করহ আজ্ঞাদান॥
রথ বলে তিন লোক নাহি মোর ডর।৫
তোমারে বহিতে পাঠাইল ধনেশ্বর।
রাম বলে স্মোঙরণে করিবে উপকার।
ধূপ দীপ গন্ধ দিআ কৈল পুরস্কার॥
এত বলি রথে রাম দিলেন মেলানী।
জোড় হাতে বলেন ভরত প্রিয় বাণী॥১০
সংসার জিনিআ রাম তোমার কাহিনী।
নর হঞা কহ প্রভু দেবতার বাণী॥
রাজ্যে উপহত নাহি সর্ব্বত্রে কল্যাণ।
অদ্ভুত দেখিআ লোক করএ বাখান॥
ভরতের বচনে শ্রীরাম হৈল স্থখী।১৫
নানা কেলি করে রাম নিঞা চন্দ্রমুখী॥
রাম বলেন অশোক বন দেখিতে স্থন্দর।
বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মাইল লঙ্কার ভিতর॥
সভাকার স্ত্রী নিঞা রাবণ কেলি করে।
দশ মাস ছিল সীতা অশোক ভিতরে॥২০
সে অশোক নির্ম্মাণ সীতা করহ বিরলে।
তুমি আমি কেলি করি অশোকের তলে॥
নানা মিত্যা জানে বিশ্বকর্ম্মার সমান।
করিল অশোকবন লক্ষ্মী অধিষ্ঠান॥
স্থন্দর অশোক বন পাতা লতা দেখি।২৫
কোকিলের কলরব নানাবর্ণে পাখী॥
মণি মুক্তা প্রবালে বান্ধিলা গাছোপণ্ডি।
ঠাঁই ঠাঁই নির্ম্মাইল সোনার চৌখণ্ডি॥

(৩২৫)

সুবর্ণের খাট পাট কৈল সিংহাসন।
নানারত্ন বিরচিত অশোকের বন॥
বিকশিত চম্পক পারুল নাগকেশর।
গন্ধে আমোদিত পুষ্প গুঞ্জরে ভ্রমর॥
দিব্য সরোবর হৈল নিরমল জল।৫
শ্বেত রক্ত নীল পীত তাহাতে কমল॥
আম্র কাঠালে বন লঙ্গ জাতিফল।
ছোলঙ্গ কমলা টাবা গুয়া নারিকেল॥
দাড়িম্ব খেঁজুর লেমু অপরূপ শোভা।
নানা জাতি বৃক্ষ তথা কামরাঙ্গা টাবা॥১০
নানা ফুল ফুটে তথা মল্লিকা মালতী।
বাগাসনা তুলাল ফুটিছে জাতি জুতি॥
অশোক কিংশুক মালি রঙ্গন সিউলী।
আঙ্‌লা কমলা কুন্দ তুলসী কেসলী॥
বাসক পলাশ আর পালিতা মান্দার।১৫
কাঞ্চন কবরী কেয়া দেখিতে সুসার॥
বকুল কুন্দক তথি মাধবী টগর।
লবঙ্গ ছোলঙ্গ বাকসনা নাগেশ্বর॥
ধুতুরা মরুয়া ফুল দেখি মনোহর।
ঝাটী ঝুটী কুরুবক ভূষিত ভ্রমর॥২০
পলাশ ছাতেন ফুটে কাঞ্চন ধাধকি।
জুঁই জঁই মনোহর সুন্দর কেতকী॥
স্নানকুণ্ড করিলেন বিচিত্র সরোবর।
মণি মুক্তা দিআ বান্ধে দেখিতে সুন্দর॥২৫
সোনার আওআরি কৈল সোনার চোউরি।
করিল সোনার খাট পাট দেখি সারিসারি॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিত রাজসভার পূজিত।
উত্তরকাণ্ডে গাইল রামায়ণ চরিত॥

(৩২৬)

অশোকে থাকেন রাম জানকী সুন্দরী।
রাম সীতা কৌতুকে খেলেন পাশা সারি॥
দাস দাসী আসিআ করিল উদ্বর্ত্তন।
স্নান করি লেপিলেন সুগন্ধি চন্দন॥
সুবর্ণের ঝারি থাল অশোকের বন।৫
লক্ষ্মীরূপা সীতা তথা করেন রন্ধন॥
পায়স পিষ্টক অন্ন পঞ্চাশ ব্যঞ্জনে।
পদ পাখালিআ রাম বসিলা ভোজনে॥
কনক ভাজনে সীতা জোগায় ওদন।
হেমাসনে বসি রাম করেন ভোজন॥১০
কর্পূর তাম্বূল নিঞা জোগাইল দাসী।
দেবের দুর্ল্লভ ভোগ মানসে বিনাশী॥
অল্প বয়স কন্যা পরম সুন্দরী।
রাম সীতার আগে নাচে স্বর্গবিদ্যাধরী॥
প্রাতঃস্নান করে রাম অরুণ কিরণে।১৫
দুই প্রহর জায় তাঁর পিতৃ তর্পণে॥
শেষ কালে জখন রাম করিতে ভোজনে।
রাত্রি কালে জায় তাঁর সীতা সম্ভাষণে॥
প্রাতঃস্নান করি সীতা করে দেবার্চ্চন।
শাশুড়ী সভার করে চরণ বন্দন॥২০
দ্বিতীয় প্রহর জাএ এই আরাধনে।
আর দুই প্রহর জায়ে রামের সেবনে॥
শ্রীরামের অন্তঃপুরে আছে বিদ্যাধরী।
সীতা ছাড়ি রঘুনাথ না চান অন্য নারী॥
ভোজনে শয়নে রহে অশোকের বনে।২৫
রাজকার্য্য করে তারা ভাই তিন জনে॥
পৃথিবীর রাজা আস্যে নিঞা উপহার।
ভরত লক্ষ্মণ তারে করে পুরস্কার॥

(৩২৭)

কোন দিন রামচন্দ্র আস্যেন দেয়ানে।
কেহ দেখে কেহো না দেখে জান ততক্ষণে
রাত্রি দিন থাকেন রাম অশোক ভিতর।
এই রূপে গেল সাত সংখ্যক বৎসর॥
এক দিন গেলা রাম অশোকের বনে।৫
পাছু গিআ সীতা দেবী পুছন্তি বচনে॥
আমি আইলাঙ তুআ নাহি আগুসার।
আগু পাছু কর তুমি একোন্ ব্যাভার॥
সীতা বলে শাশুড়ী অনেক গুরুজন।
তা সভার সেবা করি বন্দিনু চরণ॥১০
রাম বলেন মাতৃগণে করিবে সেবন।
সে সব আমার কার্য্য সিদ্ধ প্রয়োজন॥
হাত প্রসারিয়া রাম সীতা নিলা কোলে।
দোঁহে মধু পান কৈল সুবর্ণের থালে॥
নানা বেশ করে সীতা লাজ নাহি করে।১৫
মনে কৈল রঘুনাথে তুষিবার তরে॥
নানা বেশ করি হৈলা লক্ষীর মূরতি।
সীতাকে দেখিআ হৈল রামের পিরিতি॥
রতিতে তুষিল সীতা বিবিধ বিধানে।
নানা কেলি কৈল রাম জানকীর সনে॥২০
কথোদিনে গর্ভ সীতা ধরিল উদরে।
হাতে ধরি রামচন্দ্র পুছন্তি সাদরে॥
গর্ভ হৈলে নানা দ্রব্যে হএ অভিলাষ।
কোন দ্রব্যে সীতা তুমি করহ প্রকাশ॥
ইহা সুনি হেঁট মুখে বলে চন্দ্রমুখী।২৫
কোন দ্রব্যে সাধ নাহি মর্ত্ত্যে জত দেখি॥
জত মুনি দেখিলাঙ বনের ভিতর।
ফল মূল খান সভে ধর্ম্মেতে তৎপর॥

(৩২৮)

এক দিন প্রভু মোরে দেহত মেলানি।
ধনে বস্ত্রে তুসি গিআ মুনির ব্রাহ্মণী॥
তা সভারে সুখী কৈলে সর্ব্বত্রে কল্যাণ।
এক রাত্রি দেহ মেলানি আমারে দান॥
রাম বলেন কালি জাব মুনি দরসনে।৫
সভাকে তুসিহ গিআ নানা রত্ন দানে॥
সীতা বলে গঙ্গা তীরে বৈসে মুনিগণে।
ফল মূল খাইব মুনির কন্যা সনে॥
বলিবৈশ্ব মুনিগণ করে পিণ্ডদান।
হংসে ভাঙ্গি সেই পিণ্ড করে খান খান॥১০
মুনি কন্যা সনে জাই স্নান করিবারে।
হংস খেদাড়িয়া তাহা খাই গঙ্গাতীরে॥
সত্য করি আস্যাছিনু মুনি কন্যা সনে।
দেশে গেলে আসিআ করিব সম্ভাষণে॥
আশ্বাসিয়া গেলা রাম ভিতর আওয়াস।১৫
উত্তরকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাস॥

প্রাতঃস্নান কৈল রাম প্রত্যূষ বিহানে।
কনকের সিংহাসনে বসিলা দেয়ানে॥২০
দেয়ানে বসিলা রাম কমললোচন।
রাম সম্ভাষণে গেলা সব পাত্রগণ॥
বাসব বন্ধন পাত্র ভদ্র সে বিজয়।
সুমন্ত অশোক পাত্র দত্ত মহাশয়॥
দেশে দেশে সুনি রাম গুণের কাহিনী।২৫
পাত্রে পাত্রে কথা কহে আপনা আপনি॥
সুনিঞা সে সব কথা করি অনুমান।
পাত্রগণে জিজ্ঞাসা করেন ভগবান্॥

(৩২৯)

সব পাত্রগণে রাম পুছন্তি সাদরে।
দোষগুণ কিবা মোর ঘুসয়ে সংসারে॥
পাত্র ভাগ বলেন তোমার গুণ পূজা।
সভে যশ ঘোসে জত পৃথিবীর প্রজা॥
বানরগণ সঙ্গে কৈলে সাগরের বন্ধ।৫
ত্রিভুবনে দুর্জ্জয় বধিলে দশস্কন্ধ॥
ভদ্র নামে পাত্র উঠি নোঙাইল মাথা।
জে কথা শুনিল রাম কহি সেই কথা॥
ধৈর্য্য বীর্য্যে প্রভু তুমি বুদ্ধিতে আপন।১০
কোন কার্য্যে লোক জন নাহি করে ছল॥
চারি ভাই পরিবার নানা গুণধারী।
সবে এক দোষ ডরে বলিতে না পারি॥
সীতা কোলে করিআ হরিল নিশাচর।
হেন সীতা নিআ রাম তুমি কর ঘর॥
বলে ছলে তোমার বনিতা নিল পরে।১৫
তাহারে আনিলে তুমি আপনার ঘরে॥
লোকে বলে রাজা হঞা করে অব্যাভার॥
প্রেজা হঞা নিতে চাহ রাজার আচার।
ঘরেতে বাহিরে প্রভু এই কথা ঘুসি॥
আমি বলিলাম মোরে না করিহ দোষী॥২০
এত ভদ্র পাত্র যদি কহিল কাহিনী।
বিরস হইআ রাম উঠিল আপনি॥
নিদাঘ জ্যৈষ্ঠ মাস প্রচণ্ড তপন।
হেঁট মুখে স্নানে জান রাম নারায়ণ॥
একা রামচন্দ্র সঙ্গে নাহিক দোসর।২৫
স্নানে গেলা আপন বাপের সরোবর॥
পুক্কুরের চারি পাড়ে পর্ব্বত প্রমাণ।
নানা রত্নে বান্ধা তাহাঁ মিশ্রিত পাষাণ॥

(৩৩০)

এক ধোবা বস্ত্র কাচে সুবর্ণের পাটে।
স্নান করেন রামচন্দ্র নামি পূর্ব্ব ঘাটে॥
স্নান করি আপনি গায়ের তোলে পানি।
সুনেন উত্তর ঘাটে ধোবার কাহিনী॥
কহেন অপূর্ব্ব কথা শ্বশুর জামাই।৫
দুইজনে কথা ঘাটে আর কেহো নাই॥
শ্বশুর বলেন সুন কুলীনের সুত।
ধনে ধনবান্ তুমি রূপেতে অদ্ভুত॥
বড় গুণবান্ আছিল তোমার পিতা।
তোমারে দিলেন বিভা আমার দুহিতা॥১০
মৈল তোর বাপ কারে করিল গোচর।
শিশু কন্যা পলাইআ আল্য মোর ঘর॥
মোর ঘরে গিআ কন্যা ছিল কালি রাতি।
মোর ঘরে চল তুমি করি এ কাকুতি॥
নারী জাতি কিবা জানে না লইবে দোষ।
সকল ক্ষেমিআ তারে হইবে সন্তোষ॥১৫
এতেক বচন যদি বলিলা শ্বশুর।
বোল সন্ধি পাঞা বলে জামাতা নিষ্ঠুর॥
শ্বশুর হইআ বল লংঘিতে না পারি।
জ্ঞাতি নাহি লইবেক আনিলে সেই নারী॥
গেলেন তোমার ঘরে নাহিক সংহতি।২০
কার ঘরে থাকিআ বঞ্চিলা দুঃখ রাতি॥
বড় লোক নহি আমি হই অল্প জাতি।
রাম হেন রাজা নহি পৃথিবীর পতি॥
দশমাস ছিল সীতা রাবণের ঘরে।২৫
তারে নিঞা থাকে লোকে নাহি কহে ডরে।
বড় লোক বলি কেহো বলিতে না পারে।
পৃথিবীর রাজা রাম সকল সম্বরে॥

(৩৩১)

অল্প জাতি বলিয়া সভাই দিল ভর।
আনিতে নারিব তারে তুমি জাহ ঘর॥
এতেক বচন যদি বলিল নিষ্ঠুর।
ধর্ম্ম সাক্ষী করি ঘরে নড়িল শ্বশুর॥
দোঁহার বচন স্থনি শ্রীরাম বিস্মিত।৫
জল হৈতে উঠিলেন হৃদয়ে চিন্তিত॥
যশ সত্য হৈতে বাপ ত্রিভুবন রঞ্জে।
পুরুষে পুরুষে রাজা কেহো নাহি গঞ্জে॥
লঙ্কা হৈতে নিল সীতা দেবতার বোলে।
অগ্নিশুদ্ধা হৈল সীতা ভরি সভাতলে॥১০
হেন সীতা নিল আমি কুলের পাবনী।
সীতা হেন সতীকে বলেন হেন বাণী॥
দেবতার বোলে আনি মানুষেতে দোষে।
মানুষের কার্য্য করি জত পরিহাসে॥
সীতা সতী রূপে গুণে কুলের পাবনী।১৫
তার দেহে পাপ নাহি আমি ভালে জানি॥
হেন সীতা নিঞা আমি করি গৃহবাস।
দেশে দেশে লোক মোরে করে উপহাস॥
লোক উপহাস করে কি করিতে পারি।
স্ত্রী লাগিআ দোষ পাই তারে পরিহরি॥২০
উত্তমের লাগে দোষ দৈবের ঘটনে।
আর সীতা সনে মোর নাহি দরসনে॥
চৌদ্দ বৎসর বলে সীতার হরণে।
বড় দুঃখ পাল্য আমি বাপের মরণে॥
সেই শোক পাসরিল দিন দুইচারি।২৫
আর বার হৈল শোক পাসরিতে নারি॥
জত শোক পড়ে তাহা সহিবারে চাহি।
আজি হৈতে না দেখিব জানকী বৈদেহী॥

(৩৩২)

সীতাসনে আজি হৈতে নাহি সম্ভাষণ।
না করিব সীতা সনে শয়ন ভোজন॥
আজি হৈতে গেল মোর ভোগ অভিলাষ।
আর না জাইব আমি সীতার নিবাস॥
আজি হৈতে দূরে গেল সে সুখ সম্মান।৫
আর নাহি জাব আমি জানকীর স্থান॥
আনিল ব্রহ্মার বোলে সীতা সুলক্ষণী।
মোর বিদ্যমানে মৈলে ঘুচিত পোড়নি॥
মোর ঘরে পড়ি সীতা জন্ম গেল দুঃখে।
কভু কিছু না স্থনিল জানকীর মুখে॥১০
ঘাটে হৈতে উঠে রাম শিরে জল ঝরে।
নয়ানের নীর রাম সম্বরিতে নারে॥
সেইরূপে ঘরে গেলা কমললোচন।
স্ত্রী লইয়া কি করিব যশ বড় ধন॥
সীতাকে বর্জ্জিব রাম পৃথিবীর ঈশ্বর।১৫
মনে দুঃখ ভাবি রাম গেলা নিজঘর॥
দ্বারীকে ডাকিআ বলে সকরুণ ভাসে।
তিন ভাই ডাকিআ আনহ মোর পাশে॥
স্থনিঞা লক্ষ্মণে দ্বারী করিল প্রণাম।
দুই ভায়ে বলে আস্ত ডাকেন শ্রীরাম॥২০
বিলম্ব না কর চল ত্বরিত গমন।
ভরত ঠাকুর আর বীর শত্রুঘন॥
রামের আদেশ সভে বন্দিলেন শিরে।
তিন ভাই গেলেন ভিতর দুয়ারে॥
দ্রুতগতি তিন ভাই কৈল আগুসার।২৫
দেখিআ সকল লোকে লাগে চমৎকার॥
তিন ভাই দ্বারে রাখি নড়িল দুয়ারী।
এক দুই বিহন্দ ছাড়ায় ত্বরাত্বরি॥

(৩৩৩)

তিন ভাই সপ্তম বিহন্দ পার নহে।
হেন স্থানে গিআ দ্বারী রামে বার্ত্তা কহে॥
দ্বারীকে বলিল ঝাট আন তিন জন।
সুনিঞা চলিল সভে গজেন্দ্র গমন॥
দুই ভাই পশ্চাতে ভরত আগুয়ান।৫
মদন মুরতি সবে রাজ্যের প্রধান॥
রামের নিকটে গিয়া কৈল পুটাঞ্জলি।
তিন জনে কৈল তার চরণে সিয়লি॥
মলিন কমল যেন রামের বদন।
চক্ষু জলে অঙ্গ তিতে অরুণলোচন॥১০
রামের করুণা দেখি সভার বিষাদ।
তিন ভাই বলে কিবা পড়িল প্রমাদ॥
একে একে তিন জনে কৈল আলিঙ্গন।
সভাকারে বসিতে দিলেন সিংহাসন॥
রাম বলে ভাই সব সুন সাবধানে।১৫
বায়ুরূপী আন চান প্রাণ সর্ব্বক্ষণে॥
তোমা সভে দিল প্রজা করিতে পালন।
আমি তপ করিবারে জাব তপোবন॥
ধর্ম্মেতে তৎপর সভে বিচারে পণ্ডিত।
গুরু গর্ব্বিতেরে ভক্তি সুধর্ম্ম চরিত॥২০
এত বলি তিন জনে দিলা আলিঙ্গন।
তিনজনে বন্দিলেন রামের চরণ॥
রাম বলেন মোর অপযশে বড় ডর।
লোকে অপযশ সয়ে তেজি কলেবর॥
সীতা দেবী হৈতে লোক গঞ্জে চারিভিতে।
হেন সীতাদেবী আমি ছাড়িব কেমতে॥২৫
শৌর্য্যে বীর্য্যেতে নহি স্ত্রীর রঙ্গ।
অগ্নিশুদ্ধা সীতা হৈল কুলের কলঙ্ক॥

(৩৩৪)

দেবগণ বলিল লক্ষ্মণ বিদ্যমানে।
সীতাকে লক্ষ্মণ জানে আদি অবসানে॥
চন্দ্র সূর্য্য বলে সীতা দেহে নাহি পাপ।
দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ জানে সব সাপ॥
সীতার চরিত্র ভাল তোমার গোচর।৫
সীতাকে আনিল ভাই অযোধ্যা নগর॥
সীতা হেন রূপবতী নাহিক সংসারে।
বলিতে না পারি সীতা জতগুণ ধরে॥
সত্য হকু মিথ্যা হকু অপযশ কহি।
ব্যর্থ প্রাণ ধরি আমি হেন কথা সহি॥১০
মোর তরে জত লোক অপযশ বলে।
হেন মন করে মোর সান্তাই পাতালে॥
তিন ভাই বট মোর কুলের ভূষণ।
অপযশ হৈলে ছাড়ো তোমা তিনজন॥
রূপে গুণে মোহিনী সে সীতা চন্দ্রমুখী।১৫
তথাচ ছাড়িব সীতা কোন কার্য্যে লেখি॥
বিস্তর বলিআ কিছু নাহি প্রয়োজন।
সীতারে বলেন রাম বিস্তর বচন॥
রথে উঠাইআ নেহ সুমিত্রানন্দন।২০
সীতাকে রাখ নিঞা বাল্মীকির তপোবন॥
কালি সীতা মোর ঠাঞি মাগিল মেলানি।
মুনি দেখিবারে জাবেক রাখ্যাহ আপনি॥
মিথ্যা অপবাদে মোর পোড়ে কলেবর।
না বলিহ কেহো কিছু সীতাকে উত্তর॥
গর্ব্বিত বলিঞা যদি মোরে কর মনে।২৫
কেহো কিছু না বলিহ সীতার কারণে॥
সীতা লাগি কিছু না বলিহ তিনজন।
আমরা ক্ষত্রিয় জাতি যশ বড় ধন॥

(৩৩৫)

সীতার বর্জ্জনে মোর দুঃখ নাহি খণ্ডে।
সীতার বচন মোরে না বলিহ তুণ্ডে ॥
এত বলি কান্দে রাম ঘরের ভিতর।
বিরস হইআ তিন জনে গেলেন ঘর ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের মধুরস বাণী।৫
সুনিতে মধুর গীত জগতে বাখানি ॥

প্রভাতে লক্ষ্মণ উঠি মুখে দিলা পানি।
সুমন্ত্র সারথি ডাকি আনিল আপনি ॥১০
শয়ন মন্দিরে রাম সীতা নাহি আনি।
শূন্য ঘরে কান্দি প্রভু পোহাল্য রজনী ॥
সুমন্ত্রেরে ডাকিআ লক্ষ্মণ বীর বলি।
রাজার আদেশ হৈল বার্ত্তা নাহি কালি ॥
সীতা দেবী জাবেন মুনির তপোবন।১৫
রথে তুলি নেহ তারে শয়ন অশন ॥
তুমি আমি সীতাকে লইব তপোবনে।
রথখান আন গিআ ত্বরিতগমনে ॥
রথ সাজি সারথি আনিল রাজদ্বারে।
সীতাকে লক্ষ্মণ গিআ নমস্কার করে ॥২০
বিলম্ব না কর সীতা লড় শুভক্ষণে।
রামের আদেশ হৈল জাব তোমা সনে ॥
রামের নিষ্ঠুর হিআ সীতা নাহি জানে।
মুনিকে দেখিব বলি হরষিত মনে ॥
শাশুড়ীকে সবারে বন্দে দশরথরাণী।২৫
রামেরে প্রণাম করি মাগিল মেলানি ॥
রথ নিঞা সুমন্ত্র গেলেন সন্নিধানে।
আস্ত ২ সীতা দেবি চড় গিআ যানে ॥

(৩৩৬)

রথেতে উঠিল সীতা হরষিত মনে।
মুনি পত্নী হেতু নিল নানা আভরণে ॥
রাজলক্ষ্মী ছাড়িআ জান চন্দ্রবদনী।
পথে জাইতে অমঙ্গল দেখেন গোসাঞিনী ॥
আচম্বিতে হিয়া দোলে ডানি আঁখি নড়ে।৫
ঘন ঘন সীতার গায়ে সিঞ্চড়া পড়ে ॥
অমঙ্গল দেখি সীতা পুছেন লক্ষ্মণে।
নানা অমঙ্গল মোরে পড়ে কি কারণে ॥
শাশুড়ী সকলে হে তোমরা চারিভাই।
চির জীবে রাজ্য কর তাই আমি চাই ॥১০
ভাল ভাল বলিআ লক্ষ্মণ দিল আশা।
সেই দিন গোমতীর তীরে কৈল বাসা ॥
প্রভাতে গেলেন সবে ভাগীরথীতীরে।
লক্ষ্মণ না ধরে প্রাণ হইল অস্থিরে ॥
এই গঙ্গাতীরে হবে সীতার বর্জ্জন।১৫
গঙ্গা পানে চাহিআ লক্ষ্মণ অচেতন ॥
আচম্বিতে কান্দেন জাঁইতে নিকটে।
উভরায়ে কান্দে চাহিআ গঙ্গাঘাটে ॥
লক্ষ্মণের ক্রন্দন দেখি সীতার তরাস।
প্রবোধিআ সীতা দেবী করেন আশ্বাস ॥২০
ভ্রাতৃর বৎসল তুমি সর্ব্ব অবধান।
কোন দোষে রঘুনাথ কৈল অপমান ॥
বীর হঞা কান্দ জেন বালক স্ত্রীজাতি।
কি লাগিআ কান্দ মোরে কহ মহামতি ॥
ঘাট পার হইয়া মুনিকে দিব দান।
তুসি সব মুনিগণে জাব রাম স্থান ॥
পারে জান জানকী পুরুষ নাহি ঠাই।
পাটনীর নারীতে আসিআ নৌকা বাই ॥

(৩৩৭)

রথ নিঞা সারথি রহিল উত্তরকূলে।
লক্ষ্মণ জানকী পার সাগরের জলে ॥
সোনার বরণ সীতা ননীর পুত্তলী।
লক্ষ্মণ প্রণাম করি বলে পুটাঞ্জলি ॥
কোন কাজ পাঠাইল রাম অপযশ সার।৫
এ সকল দুঃখে মৃত্যু না হএ আমার ॥
সীতা বলে কেন বল অমঙ্গল বাণী।
কেমন প্রমাদ হৈল আমি নাহি জানি ॥
ভাইর সবদি লাগে ধর্ম্মের লংঘন।
আমাকে না কহ জদি স্বরূপ বচন ॥১০
হেঁটমুখে লক্ষ্মণ সীতারে নাহি চাহে।
গায়ের বসন তিতে নয়ানের লোহে ॥
আপনে দেখিল রাম তোমার সাহস।
অগ্নি প্রবেশিলে দেবে ঘোসে সেই যশ ॥
আপন রাজ্যের লোক জবে বলে আন।১৫
রাজা হঞা কর তার শাস্তির বিধান ॥
পরম গভীর রাম বড়ই কর্কশ।
তোমাকে এড়িল লোক বড়ই অপযশ ॥
বাল্মীকি তপস্বী মোর জনকের সখা।
তাহার নিকট হবেক তোমার অপেক্ষা ॥২০
বাল্মীকির তপোবন দেখ বিদ্যমানে।
তোমা তথা এড়ি আমি জাব রামস্থানে ॥
পতিব্রতা বট তুমি সর্ব্বলোকে জানে।
ভাল মন্দ জেন কিছু না করিহ মনে ॥
আমার প্রকৃতি জত তোমার গোচর।২৫
করিএ রামের কার্য্য তোমার কিঙ্কর ॥
তোমার চরিত্র জত ত্রিভুবনে পূজি।
হইলে তোমার কোপ সবংশেতে মজি ॥

(৩৩৮)

তুমি পতিব্রতা ইহা সর্ব্বলোকে জানে।
শ্রীরামেরে কোপ কিছু না করিহ মনে ॥
তোমার চরিত্র সব জানে দেবগণে।
তোমাকে বর্জ্জিল রাম লোকের কারণে ॥
লক্ষ্মণ প্রণাম করে সীতার চরণে।৫
পায় ধরি লোটাইয়া কান্দেন করুণে ॥
চৌদ্দ বৎসর বনবাস দুঃখ নাহি লেখি ॥
রাজ্য সুখ বনে গেল সুন চন্দ্রমুখি ॥
রাম তোমা ছাড়িলেন ভাল নহে মন।
বনবাসে সেবিলাঙ তোমার চরণ ॥১০
জত দুঃখ পাইলাঙ শ্রীরামের গুণে।
তত দুঃখ পাইলাঙ রাবণের রণে ॥
অঙ্গ খণ্ড খণ্ড হৈল রক্ত পড়ে সোতে।
নির্দ্দয় নিষ্ঠুর রাম তাহা নাহি চিত্তে ॥
লঙ্ঘিলে রামের আজ্ঞা হয়ে বংশনাশ।১৫
নহে সেবা করিআ থাকিও তোমার পাশ ॥
না পাঙ সেবিতে তোমা কার হৈল শাপ।
মনুষ্য হইয়া কত সব মনস্তাপ ॥
রাজার কুমার হঞা হৈলাঙ তপসী।
কভু ফলমুল খাই কভু উপবাসী ॥২০
ভরতের সম্পাত বিস্তর ধরি মনে।
রাম নাশ রাজ্য নাশ হৈল জার গুণে ॥
সে পাপ ভরত ভাই মাত্র নাহি চাহে।
চৌদ্দ বৎসর বনবাসে তিতে আখি লোহে ॥
হেন ধর্ম্মশীল পুত্র না জানে প্রখর।২৫
সেই জনে পড়িল এতেক আথান্তর ॥
জাহা হৈতে এতেক সকল জানে রাম।
তমু তার মাত্র রাম রাখিল সম্মান ॥

(৩৩৯)

রামের মানস কার্য্যে বুঝে কোন জনে।
কত লাভ পান রাম তোমার বর্জ্জনে ॥
লক্ষ্মণের বোলে সীতা লোটায় ভূমিতলে।
ঝড়ে গাছ ভাঙ্গি যেন পড়ে ডালে মূলে ॥
ধৈর্য্য করি সীতাকে লক্ষ্মণ বীর তোলে।৫
লক্ষ্মণেরে দিআ সীতা রামে কিছু বলে ॥
কোন পাপ কৈল আমি জন্মজন্মান্তর।
তে কারণে বর্জ্জে রাম পৃথ্বীর ঈশ্বর ॥
স্ত্রী জাতি পাপ করে দৈবের ঘটন।
তেঁই মোরে বর্জ্জিলেন কমললোচন ॥১০
চৌদ্দ বৎসর আছিলাঙ লোক অদর্শনে।
কেমনে থাকিব বনে শ্রীরাম বিহনে ॥
মুনি সব সুধাইব তোমা কেন বর্জ্জে।
তাহা সভারে উত্তর দিব কোন লাজে ॥
শ্রীরামের গর্ভ আছে আমার উদরে।১৫
তে কারণে নাহি জাও পাতাল ভিতরে ॥
না লঙ্ঘিব ভাইর আজ্ঞা আমি ভাল জানি।
আমা লাগি পাবে কেন অপযশ কাহিনী ॥
সাসুড়ী সভাকে মোর জানাবে প্রণতি।
ললাটে লিখন ছিল দৈব গতি ॥২০
প্রভু রামে জানাবে আমার নমস্কার।
প্রজার পালন করি সাসিও সংসার ॥
আমার বর্জ্জনে যদি প্রজা হএ সুখী।
আমার বর্জ্জন তবে ভাগ্য করি লেখি ॥
পৃথিবী পালুন রাম করুন পৌরুষ।২৫
আমার লাগিআ কেন সহি অপযশ ॥
আমাকে বর্জ্জিআ দুঃখ না ভাবিহ মনে।
স্ত্রীর তরে দুঃখ ভাব তুমি হেন জনে ॥

(৩৪০)

আমা স্ত্রী এড়িলে যশ ঘোষে সর্ব্বজনে।
ভাগ্য করি মানি আমি আপন বর্জ্জনে ॥
আমি হেন শত নারী যশ হেতু ছাড়ি।
তাঁর যশ পরিপূর্ণ হব দেশ জুড়ি ॥
জোড় হাতে লক্ষ্মণ করিআ নমস্কার।৫
সীতা প্রদক্ষিণ করি হৈল গঙ্গা পার ॥
কাতরে লক্ষ্মণ বীর কান্দে উচ্চৈঃস্বরে।
কান্দিতে কান্দিতে চড়ে রথের উপরে ॥
উলটী লক্ষ্মণ বীর সীতা পানে চাহে।
কমল শরীর তার তিতে চক্ষু লোহে ॥১০
কৃত্তিবাস পণ্ডিত কবিত্বে বিচক্ষণ।
উত্তরকাণ্ডে গান সীতা দেবীর বর্জ্জন ॥

সীতাকে রাখিআ বনে চলিলা লক্ষ্মণ।
সারথিকে কহি জান্ দেবীর কথন ॥
চক্ষু জল সম্বরিতে না পারে লক্ষ্মণ।১৫
একেশ্বরী সীতা হেথা করেন ক্রন্দন ॥
মাথে হাত কান্দে সীতা বনের ভিতর।
সীতার ক্রন্দনে দুঃখে বনের পাথর ॥
মৃগ পশুপক্ষী কান্দে জীবজন্তগণে।
পাষাণ হইল জল সীতার রোদনে ॥২০
মুনি বালক ধায় ক্রন্দনের স্বরে।
সীতার ক্রন্দন দেখি মুনিকে গোচরে ॥
বনে বসি গোসাঞী কান্দিছে এক নারী।
নানারত্ন অলঙ্কার স্বর্গবিদ্যাধরী ॥
ধরণী লোটাঞা কন্যা কান্দে একেশ্বরী।২৫
ত্রিভুবনে নাহি হেন পরম সুন্দরী ॥

(৩৪১)

হাতে পদ্ম গায় পদ্ম লক্ষ্মী মূর্ত্তিমতী।
ঘরে আনি পূজা কর এই সে জুকতি ॥
ত্রিলোকমোহিনী কন্যা কি দিব উপমা।
ত্রিভুবনে জত রূপ নহে তার সীমা ॥
নয়ন খঞ্জন তার দশন মুকুতা।৫
গমন মন্থর যেন জিনি গজমাতা ॥
ভ্রমর জিনিঞা কেশ কবরী বিরাজে।
মল্লিকা মালতী জুতি বেড়া তার মাঝে ॥
সুরঙ্গ অধর যেন বান্ধুলীর ফুল।
তাহার বদনে চন্দ্র নহে সমতুল ॥১০
মকর কুণ্ডল শোভা করে, শ্রুতিমূলে।
ভ্রমর গুঞ্জরে তার কবরীর ফুলে ॥
নাসিকার উপরে শোভে মুকুতার ফল।
রবির কিরণে অঙ্গ করে ঝলমল ॥
কণ্ঠে কণ্ঠাবলী গজ মুকুতার হার।১৫
সিঁতির সিন্দুরে তার অরুণপ্রচার ॥
কেশরী জিনিঞা মাঝা দেখি অতিক্ষীণ।
তাহার সদৃশে দেখি বিধুরে মলিন ॥
চান্দের সমান যেন পদনখ পাঁতি।
সর্ব্বাঙ্গে পদ্মের গন্ধ পদ্মিনীর জাতি ॥২০
আসন বসন সব পদ্মের নির্ম্মাণ।
গঙ্গার সমীপে কান্দে ঝাপিআ বয়ান ॥
রাম রাম বলি কান্দে ভূমে লোটাইআ।
তাহাকে দেখিআ মোরা আইনু ধাইআ ॥
আলো করি বসিআছে ভাগীরথীকূলে।২৫
তপোবনে আল্যে সে তোমার তপোফলে ॥
ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী কিবা বিষ্ণুর ঘরণী।
মোর সঙ্গে আসি গোসাঞি দেখহ আপনি

(৩৪২)

ইহা সুনি ধ্যান করি বসিলা বাল্মীকি।
জানিলেন রামচন্দ্র বর্জ্জিলেন জানকী ॥
তাঁর বোলে লক্ষ্মণ রাখিআ গেলা বনে।
এ কারণে বসি সীতা করেন করুণে ॥
ধেয়ানে জানিঞা মুনি লড়িলা আপনি।৫
সীতা পাত্যাইতে বলে মধুরস বাণী ॥
সর্ব্ব বার্ত্তা জানি আমি তপস্যার বলে।
রামচন্দ্র বর্জ্জিল তোমায় লোক বোলে ॥
রাজার বহুরী ছিলাম রাজার ঝিয়ারি।
রাজমহাদেবী তুমি পতিব্রতা নারী ॥১০
তপোবনে জানি তোমার নাহি পাপলেশ।
মোর ঘরে আস্য তুমি না ভাবিহ ক্লেশ ॥
অনেক মুনির পত্নী আছে মহা সতী।
সতী ২ বলিআ বঞ্চিবে তুমি তথি ॥
বুহিনী মায়ের জে সম সব তোমার সহি।১৫
তা সভার সংহতি তোমার দুখ কহি ॥
আমার ঘরেরে সীতা কর আগুসার।
পাদ্য অর্ঘ্য লেহ তুমি গৃহ ব্যবহার ॥
মুনির বচনে সীতা হৈল নমস্কার।
চলিলা মুনির পাছু লক্ষ্মী অবতার ॥২০
আগু জান মুনি পাছু সীতা সতী।
বিধাতার পাছু যেন মোহিনী মূরতি ॥
আগু মুনি পাছু সীতা গেলা মুনির ঘর।
দেখিবারে মুনি পত্নী আইলা বিস্তর ॥
ভক্তি করি মুনিবর সীতা ঘরে আনি।২৫
সীতাকে সঁপিলা যথা আপন ব্রাহ্মণী ॥
মুনিকে বন্দিআ ডড়াইল বিদ্যমান।
ইনি কেবা কার নারী কর আজ্ঞাদান ॥

(৩৪৩)

জনক ঞিহার পিতা জননী পৃথিবী।
সীতা নাম ধরে রামের মহাদেবী ॥
লোকের কথাতে রাম দিলা বনবাস।
সীতা যেন নাহি পান ভোগ জে পিয়াস ॥
এত বলি ব্রাহ্মণীকে বাল্মীকি বুঝায়।৫
ভোগ শোষে সীতা যেন কষ্ট নাহি পায় ॥
এত বলি ব্রাহ্মণীকে সুঁপিলেন সীতা।
ইঁহাকে পালিবে জে আপন দুহিতা ॥
মুনিপত্নী চিন্তে তাঁর শয়ন ভোজন।
ব্রত উপবাসে সীতা তোসে মুনিগণ ॥১০
অনেক গুণ বৈসে পণ্ডিত কৃত্তিবাসে।
উত্তরকাণ্ড গাইল সীতা মুনির ঘরে বৈসে ॥

তপোবনে রহে সীতা সঙ্কলি ক্রন্দন।
পার কূলে রথে আসি উঠিলা লক্ষ্মণ ॥
কান্দেন লক্ষ্মণ বীর বোধে নাহি থাকে।১৫
তাহার ক্রন্দনে লোহ না সম্বরে লোকে ॥
লক্ষ্মণ ভাইর তরে কান্দে উচ্চস্বরে।
একা ভাই ত্রিভুবন জিনিবারে পারে ॥
ত্রিভুবনে হেন নাহি রামচন্দ্রে জিনে।
হেন ভাই দুঃখ পান দৈবের কারণে ॥২০
রূপে গুণে যৌবনে সুন্দর সীতা সতী।
অগ্নিশুদ্ধ দেবী তার পাপে নাহি মতি ॥
অবিচারে দুঃখ পাই সুমন্ত্র সারথি।
লোকের বোলে বর্জ্জিলেন সীতা হেন সতী ॥
বনবাসে দুঃখ পাইল চৌদ্দ বৎসর।২৫
হেন সীতা বর্জ্জে রাম সুনিতে দুষ্কর ॥

(৩৪৪)

সীতা হেন সতী নাহি সংসার ভিতর।
হেন সীতা বর্জ্জে রঘুবংশের ঈশ্বর ॥
মোরা চারি ভাই আর পাত্র পরিজন।
সীতার বর্জ্জন পাপে মজে সর্ব্বজন ॥
অযোনিসম্ভবা সীতা দেবগণে পূজে।৫
হেন সীতা দেখি রাম কোন দোষে তেজে
সুমন্ত্র বলেন তুমি স্থির কর মতি।
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত কহি কর অবগতি ॥
সীতার বর্জ্জনে কেন কান্দিছ লক্ষ্মণ।
কথো দিন বই তোমা করিব বর্জ্জন ॥১০
গেলেন তোমার বাপ দুর্ব্বাসার ঘরে।
মুনিকে দেখিআ তার হরিস বিস্তর ॥
মুনির চরণ বন্দে করিআ ভকতি।
পুছিলেন দশরথ আপনার গতি ॥
মুনি বলে তোমার বয়েস অবশেষে।১৫
চারি পুত্র তোমার জন্মিবে বিষ্ণু অংশে ॥
রাম লক্ষণ ভরত শত্রুঘ্ন নামে।
ভুবনবিজয় হব জাহার সংগ্রামে ॥
এগার সহস্র কাল তাহার জীবন।
একক জনার হব দুইটী নন্দন ॥২০
সীতা নামে হইবেক রামের সুন্দরী।
লোক অপযশে রাম বর্জ্জিবেন নারী ॥
লক্ষ্মণ নামেতে ভাই প্রাণের সোসর।
তাহারে বর্জ্জিবেন রাম কথো দিন পর ॥
দেবতা ব্রাহ্মণগণ তুসিবেন দানে।২৫
ব্রহ্মলোকে জয় রাম দেহ অবসানে ॥
এত সুনি দশরথ হরিস বিষাদ।
কারে না বলিহ তুমি এ সব সম্বাদ ॥

(৩৪৫)

এতকাল নাহি লংঘি রাজার বচন।
সহিতে নারিল আজি তোমার ক্রন্দন ॥
কারে নাহি কহিবে রাজার সত্য ভাঙ্গে।
এত কালে এত কথা হইল তোমা সঙ্গে ॥
হইবে সীতার গর্ভে দুইটী কোঙর।৫
সেই দুই রাজা হব অযোধ্যা উপর ॥
ইহা বই অন্য রাজা নহিব নৃপতি।
কেন দুঃখ ভাব লক্ষ্মণ সব দৈব গতি ॥
সীতার নন্দন রাজা তোমার বর্জ্জন।
লক্ষ্মণ সুনহ কথা শম্বর ক্রন্দন ॥১০
কথা কঞা জান দোঁহে বেলা অবসানে।
সেই দিন বাসা করি রহে দুই জনে ॥
প্রভাতে উঠিয়া দোহে চড়ি পুষ্পরথে।
দ্বিতীয় প্রহর কালে গেলা অযোধ্যাতে ॥
রথ খান সারথি লক্ষ্মণ থুঞা দ্বারে।১৫
একলা গেলেন বীর বাড়ীর ভিতরে ॥
দ্বার ছাড়ি দুয়ারী হইলা একভিত।
পরাণে বিকল বীর শোকে অসম্বিত ॥
সীতারে রাখিল বলে রামের পরাণ।
কেমনে ভাঙাব গিআ তাঁর সন্নিধান ॥২০
শ্রীরামের পায়ে গিআ পড়িলা লক্ষ্মণ।
লক্ষ্মণে দেখিআ রাম জুড়িল ক্রন্দন ॥
দুই ভাই কান্দে আর কেহো নাহি পাশে।
হেঁট মাথা করি বীর শ্রীরামে সম্ভাষে ॥
তোমার আদেশে সীতা দিলুঁ বনবাস।২৫
সুখে রাজ্য কর লোকে নাহি করি প্রকাশ
এড়িলে লোকের বোলে সীতা হেন সতী।
তুমি আমি কান্দি আর কার নাহি মতি ॥

(৩৪৬)

লক্ষ্মণ বলে শোক ত্যজ না হও চঞ্চল।
তুমি সুস্থ হও গোসাঞি না হও বিকল ॥
বড় লাজে এড় সীতা লোকে করি ডর।
কোন জন ইহা করে সংসার ভিতর ॥
তুমি সুস্থ হৈলে সর্ব্ব লোকের সুস্থির।৫
তোমার অস্থিরে হব সভার অস্থির ॥
লক্ষ্মণের বচনে প্রবোধ গেলা চিতে।
শোক মোহ ছাড়ি রাম রহে ভাল মতে
কৃত্তিবাস পণ্ডিত সে কবিত্বে চতুর।
উত্তরকাণ্ড গাইল শুনিতে মধুর ॥১০

রাম বলে হেন বোল বলে কোনজনে।
তোমার প্রবোধে শোক তেজিলাঙ মনে ॥
তিনদিন অসুখ তেজিআ দেবী সীতা।
তিন দিন রাজকার্য্য নাহি মোর চিন্তা ॥
বসিব দেয়ান সালে যথা নিত্যবসি।১৫
পাত্র মিত্র প্রজা আন মুনি আর ঋষি ॥
সর্ব্বজনে আন জতেক বন্ধুগণ।
রাজা ঠাঁই জাহার আছএ প্রয়োজন ॥
রাজা হঞা রাজকার্য্য নাহি বাঞ্ছে লোক।
যমঘরে গিআ সেই পাঠএ নরক ॥২০
নৃগ নামে রাজা ছিল ধর্ম্মশীল দাতা।
ব্রাহ্মণে আদেশ হঞা পাইল অবস্থা ॥
ব্রাহ্মণে দিলেন দান গাভী কোটি কোটি।
আর পালে মিশাইল ধেনু এক গুটি ॥
পালের মিসালে এক দ্বিজে দিলা দান।২৫
গরু নিঞা জায় দ্বিজ আপনার স্থান ॥

(৩৪৭)

ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ তার অগ্নিবেশ্য নামে।
গাভী হারাইআ দ্বিজ বুলে গ্রামে গ্রামে ॥
দুগ্ধের অভাবে সেই বিপ্র ভোখে মরে।
গাভী লাগি গেলা দ্বিজ ভিক্ষুর নগরে ॥
ব্রাহ্মণ বলেন গাভী আইস শ্যামলী।৫
ব্রাহ্মণের ডাক শুনি গাভী উত্তরোলী ॥
ব্রাহ্মণের ডাকে গাভী ধায় অনুসারে।
জার গাই সেই ধায় রহবার তরে ॥
পুষ্কর তীর্থকে গেলা নৃগ রাজা স্থানে।
এক বিপ্র বলে আগে মোরে দিলে দানে ॥
আর জন বলে গাভী মোরে দিবে দানে।১০
সেই গাভী আমার লইব কেবা আনে ॥
মোর প্রতিগ্রহ কেন লবে অন্য জনে।
কলহ করিআ চলে নৃগরাজা স্থানে ॥
রাজা বলে বাদ ভাঙ্গি জে জন লেউটে।১৫
একশত গাভী দিব উহার পালটে ॥
প্রবোধ না মানে কেহ অতি কোপমন।
কন্দলি না ভাঙ্গে রাজা করিলা গমন ॥
দুই দ্বিজ বলে রাজা হবে কেঁকলাশ।
ব্রহ্মশাপ শুনি রাজা হইল তরাস ॥২০
পুত্রে দণ্ড দিআ রাজা করিল নৃপতি।
রাজা হঞা কান্দে দেখি বাপের দুর্গতি ॥
আওয়াস সুন্দর কৈল কাটার আদাড়।
প্রাচীর বিহন্দ সাত পাথর আথাড় ॥
ফলমূল থুইল তথি সুমধুর বাস।২৫
জে সব আহারে তুষ্ট হয় কেঁকলাশ ॥
সিতের সুলুঙ্গ কৈল পথের ভিতরে।
উপরে করিল টুঙ্গি বাতাসের তরে ॥

(৩৪৮)

বরিসা বঞ্চনে কৈল সুলঙ্গ সুমঞ্চে।
কেঁকলাশ হঞা রাজা ব্রহ্মশাপে বঞ্চে ॥
দ্বাপর নিবড়ি হবে করিল প্রচার।
যদুবংশে উপজিব কৃষ্ণ অবতার ॥
মহামুনি বশিষ্ঠ বংশের পুরোহিত।৫
তপের তপস্বী তেহো পরম পণ্ডিত ॥
ভারত পুরাণ বাখানিব মহামতি।
ক্ষীণকুরুবংশে তার হইব সন্ততি ॥
ভারত পুরাণ হব তাহাতে উৎপতি।
হইবে আমার বংশ তাহার সংহতি ॥১০
যদুবংশে নারায়ণ কুরুবংশে নর।
নরনারায়ণ হব কলির ভিতর ॥
খণ্ডিব নৃগের পাপ তাহা দরশনে।
ব্রহ্মশাপ পড়ি আছে থাক সাবধানে ॥
ব্রহ্মশাপে নৃগরাজা হৈল কেঁকলাশ।১৫
উত্তরকাণ্ড গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবাস ॥

সুনিতে রামের কথা লক্ষ্মণের বন্দ।
শ্রীরাম কহেন কথা বিচিত্র প্রবন্ধ ॥
নিমি নামে রাজা হৈল ইক্ষ্বাকুনন্দন।
যজ্ঞ হেতু আনিল উত্তম মুনিজন ॥২০
আনিল বশিষ্ঠ মুনি করি আমন্ত্রণ।
ইন্দ্র যজ্ঞহেতু তোমা করয়ে বরণ ॥
বিষ্ণুমন্ত্রে যজ্ঞ কৈল সহস্র বৎসর।
গৌতমে লইআ যজ্ঞ করে নিরন্তর ॥
যজ্ঞ হেতু বশিষ্ঠ নিমির আল্য ঘর।
গৌতমে দেখিআ যজ্ঞে কোপে মুনিবর

(৩৪৯)

নিদ্রা জান নিমিরাজা আপনার সুখে।
রাজারে না দেখি বিপ্র মরিছেন ভোখে॥
ভোখে মরে দ্বিজ নাহি রাজার সন্তোষ।
শাপ দিল রাজা তোর হকু বংশ নাশ॥
নিদ্রা হৈতে উঠে রাজা ব্রহ্মশাপ সুনে।৫
নিদ্রে অচেতন মোরে সাপে কোন জনে॥
বারি হঞা গেলা রাজা বশিষ্ঠের স্থান।
নিদ্রে শাপ দিলে হে তোমার কিবা জ্ঞান॥
বিনি অপরাধেতে শপিআ বুল কোপে।
তোমার শরীর নষ্ট হকু মোর শাপে॥১০
রাজভূত হইআ বেড়ায় অন্তরীক্ষে।
ঘরে দ্বারে না থাকিবে সবে গাছ লক্ষে॥
দুই জনার দেহ পুড়ি বুলে অন্তরীক্ষে।
শাপ অগ্নি পুড়িআ বেড়ায় বৃক্ষে বৃক্ষে॥
সম্বন্ধেতে বাপ হএ ব্রহ্ম পদ্মযোনি।১৫
তাঁর পায় বলেন বশিষ্ঠ মহামুনি॥
নিমির শাপেতে আমি অশরীরে বুলি।
কোনজনে তারিবে উপায় দেহ বলি॥
বশিষ্ঠের বোলে ব্রহ্মা বলেন বচন।
মোর বলে সুন তুমি দেহের ধারণ॥২০
মিত্রাবরুণ এক ঘরে করিবে প্রবেশ।
অযোনিসম্ভবা তথা হবে উপদেশ॥
ব্রহ্মার বচনে গেলা বরুণের পাশ।
মিত্রাবরুণ তথা হৈল এক বাস॥
সখি সনে উর্ব্বসী আইলা বেড়াবারে।২৫
বরুণ বেওসে তারে শৃঙ্গারের তরে॥
উর্ব্বসী বলেন মোর এই সে সম্মতি।
মিত্র এড়ি অন্যে ভজি নহেত জুকতি॥

(৩৫০)

বরুণ বলেন রতি দেহ লো সুন্দরি।
তোমারে লইআ আমি রতি কেলি করি॥
তুমি আমি না হইবে শরীর সংযোগ।
তোর দেহে মিত্রমুনি করেন সংভোগ॥
দূরে থাকি উর্ব্বশীকে দিল আলিঙ্গন।৫
কাপড়ে ঘুচাইআ অঙ্গ করে দরশন॥
আলিঙ্গন দিআ কলসীতে জল ভরে।
বীর্য্য খসি পড়ে সেই কুম্ভের ভিতরে॥
ভাবেতে শৃঙ্গার করি গেলা মিত্র পাশে।
উর্ব্বসী দেখিয়া মিত্র বিষ হেন বাসে॥১০
ভাবেতে শৃঙ্গার তুমি কৈলা কার সনে।
অপবিত্র দেহ নিআ আস্য কি কারণে॥
দেবলোকে শৃঙ্গার তোমার নাহি বাসে।
মোর শাপে তোর দেহ পরশে মানুষে॥
বুধের নন্দন সেই বরান সে বৈসে।১৫
তার সনে রতি হৈল কতক দিবসে॥
আয়ু নামে বড় পুত্র ধরিল উদরে।
নহুষ তাহার পুত্র বিদিত সংসারে॥
বৃত্রাসুরে ধরি ইন্দ্র কৈল তার নাশ।
নহুষ হইআ ইন্দ্র কৈল স্বর্গবাস॥২০
যযাতি নহুষসুত ধরা অধিকারী।
দেবযানি তার নারী শুক্রের কুমারী॥
শর্ম্মিষ্ঠা সুভগা দৈত্যের নন্দিনী।
পুরু নামে পুত্র তার সর্ব্ব অবধানি॥
যদু নামে জ্যেষ্ঠ দেবযানির নন্দন।২৫
পিতৃ অপমানে মায়ে পোত্রের ক্রন্দন॥
যদু বলে জন্ম নিল ভার্গবের কুলে।
অপমান না সব মরিব গিআ জলে॥

(৩৫১)

তুমি দুঃখ পাও মাতা লোক পরিহাসে।
আজ্ঞা কর মরি আমি অগ্নির প্রবেশে॥
পুত্রের ক্রন্দনে দেবযানি পাঞা তাপ।
মনো দুঃখে দেবযানি স্মোঙরি বাপ॥
শুক্র আসি পুছে ঝিএ দুঃখের কারণ।৫
দেবযানি বলে বাপা মাগিএ মরণ॥
অগ্নি প্রবেশিব কিবা বিষের ভক্ষণে।
মরণ সময় হৈল তেজিব জীবনে॥
স্বামী হঞা করে মোর এত অপমান।
মাএ পোএ মরিব করহ সন্নিধান॥১০
যযাতির ঠাঁই শুক্র গেলা মহাকোপে।
বৃদ্ধ হও যযাতি আমার অভিশাপে॥
যযাতিরে বৃদ্ধ করি শুক্র গেলা ঘরে।
পুত্রে ডাকি আনে রাজা জরা দিবাতরে॥
জ্যেষ্ঠ পুত্র যদু তুমি ধর্ম্মের চরিত্র।১৫
যুবা লহ জরা তুমি লেহ কর মোর হিত॥
সহস্র বৎসর ভুঞ্জি তোমার যৌবনে।
ভোগাইলে জরা নিবে দেহ অবসানে॥
যদু বলে জ্যেষ্ঠ পুত্র না কৈলে সমান।
বার্দ্ধক্য দেবার কালে মোরে আগুয়ান॥২০
রাজা বলে পুত্র হঞা বল বিপরীত।
পুত্র নইসি বেটা তোর রাক্ষস চরিত্র॥
অল্প আয়ু হবি কুলে নাহি তোর যশ।
তোর বংশে পুত্র হব অধিক কর্কশ॥
পুরুকে বলেন রাজা দেহরে যৌবন।২৫
শুনি পুরুবলে ধন্য তোমার জীবন॥
দীর্ঘ আয়ু বলি রাজা পুরুকে প্রশংসে।
সহস্র বৎসর তার যৌবন বিলসে॥

(৩৫২)

তার পর পুরুর যৌবন সুধি ধার।
পুত্রে রাজ্য দিআ গেলা স্বর্গের দুয়ার॥
অনেক গুণ ধরে যে কৃত্তিবাস পণ্ডিত।
উত্তরকাণ্ডে গাঞা দিল যযাতি চরিত

বরুণের বীর্য্যভরে পানীর কলসী।৫
আগে তাহা জন্মিলা অগস্ত্য মহাঋষি॥
মিত্র মুনির তেজ আগে ধরিলা উর্ব্বসী।
দুই বীর্য্যে জন্মিল অগস্ত্য নামে ঋষি॥
বশিষ্ঠ হইলা সেই কলস ভিতরে।
পুরোহিত করিল ইক্ষ্বাকু নৃপবরে॥১০
বশিষ্ঠের তথা হৈল দেহের বারণ।
পুরোহিত বলি কৈল ইক্ষ্বাকু বরণ॥
নিমি রাজা প্রাণ ছাড়ে বশিষ্ঠের শাপে।
মুনি পুত্র জিআইল মন্ত্রের প্রভাবে॥
গৌতম করেন যজ্ঞ নিমি রাজা স্থানে।১৫
যজ্ঞ ভাগ লইতে আইল দেবগণে॥
শাস্ত্রমত যজ্ঞ করে হৈল অবসান।
দেবগণ বলে নিমি মাগ বর দান॥
নিমিবলে যদি বর দিবে দেবগণে।
নিমিষ হইআ থাকি লোকের নয়নে॥২০
শরীর ধরিলে আছে অবশ্য মরণ।
প্রাণ সনে শরীর ছাড়িব কি কারণ॥
পুনরপি থাকি মুঞি লোকের নয়ানে।
আখির নিমিষ আমি দেব বর দানে॥
বর দিআ গেলেন সকল দেবগণে।২৫
নিমিষ হইআ নিমি রহিলা নয়নে॥

(৩৫৩)

মড়া দেহ নিমির সকল মুনি মথি।
মন্ত্র যজ্ঞ হৈতে পুত্র উপজিল তথি॥
মথনে জন্মিল সে মিথিলা নাম ধরে।
মিথিলা বলিয়া রাজ্য হইল সংসারে॥
অযোনিসম্ভব দেব জনকপ্রবর।৫
দেহ হৈতে হইল বিদেহ নাম তার॥
বিদেহের বংশেতে জনক রাজঋষি।
তেঞি সে বৈদেহী বলি সীতা নাম ঘুসি॥
অন্তঃপুরে দুই ভাই কহন্তি কাহিনী।
প্রভাতে করিলা স্নান নানা তীর্থ পানী॥১০
দেয়ানে বসিলা রাম মুনির বেষ্টিত।
ইন্দ্র আদি দেবগণ সভার পূজিত॥
রাম বলে বারি হঞা জানহ লক্ষ্মণ।
রাজকার্য্য কার আছে আসুক এখন॥
এত সুনি লক্ষ্মণ বাহির হঞা পুছে।১৫
রাজার গোচরে চল রাজকার্য্য আছে॥
লোক বলে দুঃখ নাহি আছি মহাসুখে।
রাজার গোচরে মোরা জাব কোন্ দুঃখে॥
লক্ষ্মণে রামের ঠাঞি করিলা গোচর।
পুছিল সকল লোকে না পাল্য উত্তর॥২০
পাত্র মিত্র রাজকার্য্য করে চারি ভিতে।
বাহির হঞা লক্ষ্মণ জানেন ভাল মতে॥
রাম বলে দেয়ান জানি আমি জাই ঘর।
জার জেই কার্য্য তাহা করহ গোচর॥
বারে বারে পুছি রাম নাপান উত্তর।২৫
সবাকে বিদায় দিআ জান রাম ঘর॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিত সে কবিত্বে সাগর।
লক্ষ্মণে দুয়ারে রাখি রাম গেলা ঘর॥

(৩৫৪)

ধর্ম্ম কার্য্য করে রাম লোকে হিতকারী।
লোক হিত লাগিআ ভাইকে কৈল দ্বারী॥
দুয়ারে লক্ষ্মণ রহে সুমিত্রানন্দন।
ভাল মন্দ আইলে জানেন ততক্ষণ॥
দ্বীপ দ্বীপান্তরে জত বৈসে গঙ্গাকূলে।৫
রাম হেন রাজা নাঞি সর্ব্বলোকে বলে॥
হেনই রামের গুন কহিতে না পারি।
ভাই ভাই মিলি রাম সুখে রাজ্য করি॥
সিদ্ধার্থ নামেতে দ্বিজ অযোধ্যাতে বৈসে।
দেবার্চ্চন করিতে বিপ্র শীঘ্রগতি আইসে॥
শীঘ্র ধাইয়া আইসে সিদ্ধার্থ নামে ওঝা।১০
হাতেতে খনতী বাড়ী মাথে কুশের বোঝা॥
দেবার্চ্চন হেতু বিপ্র আসে আস্তে ব্যস্তে।
একটি কুকুর সুআ আছে রাজপথে॥
পথে সুআ কুকুরের বিবিধ বিলাপ।
মনে মনে চিন্তা করে আপনার তাপ॥১৫
পর মন্দ না কৈল না কৈল ডাকা চুরি।
কোন অপরাধেতে কুকুর হঞা মরি॥
এতে চিন্তি কুকুর রহে মনো দুখে।
ঘন ঘন ব্রাহ্মণ কুকুর বলি ডাকে॥২০
দেবার্চ্চার বেলা মোর হইল উচ্ছুর।
ঝাট পথ ছাড়ি দেহ সুন হে কুকুর॥
উলট্যা জাইতে বাড়ি দুই দিকে খাল।
কেমনে জাইব তাহে কটক বিশাল॥
ব্যথাতে পীড়িত পদ কাটা পাছে।২৫
ঘন ঘন দ্বিজবর কুকুরকে ডাকে॥
শ্বন বলে মূর্খ তুমি নহেত পণ্ডিত।
রাজপথ ঘুচাইতে নহেত উচিত॥

(৩৫৫)

রাজপথে দ্বিজ কেনে কর অহঙ্কার।
এই পথ তোমার নহে সকল রাজার॥
শ্রীরাম আইলে আমি না ছাড়িব বাট।
আমি বাটে থাকিলে উলটী জাবে ঠাট॥
এত স্থনি ব্রাহ্মণের দন্ত কড়মড়ি।৫
কুকুরের মাথে মারে খবতির বাড়ি॥
মাথা ফুটী ধারে রক্ত পড়য়ে প্রচুর।
গোসাঞিঽ বলি কান্দেন কুকুর॥
রাম হেন রাজা আছে ধর্ম্ম অবতার।
গোহারি করিলে রাখ করেন বিচার॥১০
এত বলি কুকুর কান্দেন উচ্চৈঃস্বরে।
গোহারি করিতে গেলা রাজার দুয়ারে॥
দুয়ারে কুকুর গিআ কান্দে বিপরীত।
ক্রন্দন স্থনিআ সভা খণ্ড চমকিত॥
কান্দেন কুকুর দুই চক্ষে জল ঝরে।১৫
তাহার ক্রন্দনে লোক কাঁপিল অন্তরে॥
রাজদ্বারে বসিআছে লক্ষ্মণ ঠাকুর।
তার ঠাঞি গিআ মাথা নোয়ায় কুকুর॥
লক্ষ্মণ বলেন কি কার্য্যে তোমার গমন।
আমা হৈতে সিদ্ধ হবে কহ প্রয়োজন॥২০
কুকুর বলেন চাহি রাম দরসন।
অনাথের নাথ রামচন্দ্রের বদন॥
বিষ্ণু অংশে জন্ম রাম ধর্ম্ম অবতার।
হেন রাম বিদ্যমানে আমার বিচার॥
কুকুরের বোল কহে রামের গোচরে।২৫
রামের আজ্ঞাতে গেলা কুকুর ভিতরে॥
রামের চরণে গিআ নোয়াঞিল মাথা।
কান্দিতে কান্দিতে কহে আপনার কথা॥

(৩৫৬)

দেব নহি রাজা নহি জনম কুকুর।
তোমার আদেশে আসি আমি এতদূর॥
লোকে জুড়াইতে তুমি বিষ্ণুর বদন।
মূর্ত্তিমান ধর্ম্ম তুমি জগত রক্ষণ॥
তুমি চন্দ্র তুমি সূর্য্য তুমি হুতাশন।৫
অষ্টলোকপাল তুমি সর্ব্ব দেবগণ॥
তুমি কোপ কৈল লোক হএ বিনাশন।
তুমি প্রতি পাল হৈলে লোকের রক্ষণ॥
তুমি যদি নাহি পাল মজে এ সংসার।
তোমার জনম প্রভু ধর্ম্ম অবতার॥১০
রাম বলেন আমার ঠাঁই কোন প্রয়োজন।
কোন দুঃখে আইলে তুমি আমার সদন॥
কুকুর বলেন দেশে বৈসে সর্ব্বজন।
ধার্ম্মিক হইলে ধর্ম্ম করএ রক্ষণ॥
ধর্ম্মে রাজা নাহি দেখে লোকের বলাবল।
গোহারি করিলে নাহি রহে কোন ছল॥১৫
শ্রীরাম বলেন কেন কৈলে আগুসার।
কোন জন করিলেক তোমাকে প্রহার॥
কুকুর বলেন এক দুর্জ্জন ব্রাহ্মণ।
হস্তেতে খনতি তার ডাগর বচন॥২০
সিদ্ধার্থ নামেতে দ্বিজ অযোধ্যাতে বৈসে।
প্রহারে মস্তক মোর কুনাইল রোষে॥
কোন কালে তার ঘরে চুরি নাহি করি।
বিনি অপরাধে সেই মোরে কেন মারি॥
ব্রাহ্মণে আনিঞা রাম করহ বিচার।২৫
কোন অপরাধে মোরে করিল প্রহার॥
শ্রীরামের মন পণ ভালে জানে।
সিদ্ধার্থ ব্রাহ্মণ ডাকি আনিল দেয়ানে॥

(৩৫৭)

দ্বিজ বলে আমা সনে কোন প্রয়োজন।
কিবা কার্য্যে আনিলে মোরে রাজার সদন॥
শ্রীরাম বলেন কোপে হয় সর্ব্বনাশ।
সন্ন্যাসী হইয়া ক্রোধ কিসের সন্ন্যাস॥
করহ সন্ন্যাসী ব্রত সর্ব্ব লোকে পূজি।৫
এহেন কঠোর তপ কোন কার্য্যে ত্যজি॥
কোপেতে কুকুরে কর দারুণ প্রহার।
মস্তক ফুটিয়া রক্ত পড়িল অপার॥
করহ সন্ন্যাসব্রত শরীর নিষ্পাপ।
প্রাণিহিংসা করিয়া সঞ্চয় কর পাপ॥১০
সিদ্ধার্থ বলেন স্থন কমললোচন।
কুকুরে মারিল আমি দোষের কারণ॥
তপ করি ঘরে আসি দিবস উচ্ছুর।
পথ জুড়ি সঞা ছিল এইত কুকুর॥
উলটিতে পথ নাহি দুই দিকে খাল।১৫
কেমতে উলটী তাহে কটক বিসাল॥
ঘুচ ঘুচ বলি আমি তমু নাহি ঘুচে।
আমা পানে চাহিআ সঘনে দন্ত কিচে॥
ক্ষুধা তৃষ্ণাতে দেহ পীড়িত আমার।
কোপেতে কুকুরে আমি করিল প্রহার॥২০
আমি অপরাধ কৈল দেহ প্রতিফল।
তুমি ফল দিলে মোর দুকুলে নির্ম্মল॥
সভাখণ্ড পুছে রাম কিবা ইথে দণ্ড।
বিষ্ণু অবতার তুমি বলে সভা খণ্ড॥
সর্ব্ব ধর্ম্মশাস্ত্র প্রভু তোমার গোচর।২৫
ধর্ম্ম বিধি শাস্তি দেহ ব্রাহ্মণ উপুর॥
হেনকালে উঠে মাথা নোঙায়ে কুকুর।
কালিঞ্জর দেশে কর ব্রাহ্মণে ঠাকুর॥

(৩৫৮)

সেই দেশে বিস্তর উপজে নানা ধন।
তথাকে ঠাকুর করি পাঠাও ব্রাহ্মণ॥
ধর্ম্মের প্রমাণে ন্যায় করিলে উচিত।
ব্রাহ্মণেরে করিআ দেহ শিব পুরোহিত॥
কুকুরের বোলে দ্বিজ হস্তী স্কন্ধে চড়ে।৫
রামের প্রসাদ পাইঞা কালিঞ্জরে লড়ে॥
কালিঞ্জর দেশে দ্বিজ পাল্য অধিকারে।
নানা বস্তু উপজায়ে শিবের ভাণ্ডারে॥
রাজা হঞা জায় দ্বিজ সভাখণ্ড হাসে।
শাস্তি হেতু আনিল রাজত্বে পায় দেশে॥১০
রাম বলে সভাখণ্ড হাস অকারণ।
কুকুর জানেন সেই দেশের কারণ॥
কুকুরের বোলে দ্বিজ পাইল বিষয়।
স্থনিলে উহার কথা পাইবে বিস্ময়॥
কহ কহ বলি সবে কুকুরের বোলে।১৫
কুকুর কাহিনী কহে ভরি সভাতলে॥
কুকুর বলেন আমি ছিনু বিপ্র জাতি।
কালিঞ্জর নামে দেশ তাহাতে নৃপতি॥
উপজে অনেক ধন সকল সম্বরি।
যতী ব্রতী সন্ন্যাসী তুসিএ দেশান্তরী॥২০
শিবের বচনে আমি করিয়ে ভকতি।
ঘৃত মধু নৈবিদ্যে পূজিএ নিতি নিতি॥
যত লোক আস্যে মিষ্টান্ন ব্যঞ্জন।
সর্ব্ব অবশেষে হয় আমার ভোজন॥
অন্ন খাই দেব দ্রব্য বিলাই বিস্তর।২৫
সভাকার হিত করি ধর্ম্মেতে তৎপর॥
চতুর্দ্দশী উপবাসে করিতে পারণা।
নখের ভিতরে মোর ছিল ঘৃতকণা॥

(৩৫৯)

হস্ত প্রক্ষালন আমি করিল যতনে।
পারণা করিতে আমি বসিল ভোজনে॥
তপ্ত অন্নে লাগি ঘৃত গলিল প্রচুর।
সেই পাপ হইতে আমি হইনু কুক্কুর॥
সিদ্ধার্থ ব্রাহ্মণ প্রভু দোষের প্রচুর।৫
স্বভাব ব্রাহ্মণ মূর্খ হইবে কুকুর॥
ধর্ম্ম জ্ঞান নাহিক সঞ্চিবে বহু ধন।
বড় মূর্খ ব্রাহ্মণ সহজে কোপ মন॥
হেন দ্বিজ কালিঞ্জর দেশের অধিপতি।
সপ্তম পুরুষ তার জাবে অধোগতি॥১০
ধন লোভে দ্রব্য লোভে নাহি অব্যাহতি।
নরকে পচিবে তার নাহি কোন গতি॥
ব্রাহ্মণ দেবের পরে যে হয় ঠাকুর।
সবংশ সহিত সেই হএত কুকুর॥
দেবতা ব্রাহ্মণ আর স্ত্রীলোকের ধন।১৫
বলে ছলে নিলে হএ নরকে গমন॥
দান দিআ যেই জন লএ আর বার।
অধিক নরকে পড়ে নাহিক উদ্ধার॥
পাপ হৈতে নরকে জায় যম তারে গঞ্জে।
অন্ত নহে ঘোর নরকে কত কাল পড়ে॥২০
কুকুরের বোল সভাখণ্ডে তরাস।
বারাণসী মরি আমি জাব স্বর্গ বাস॥
মরিব তথাতে গিআ ব্রত উপবাসে।
কুকুরের বোল সুনি রামচন্দ্র হাসে॥
ধন্য ধন্য বলি রাম কুকুরে প্রশংসি।২৫
মরিতে কুকুর চাহে গিয়া বারাণসী॥
ডাক দিআ আনে রাম সুমন্ত্র সারথি।
বারাণসী জাহ তুমি কুকুর সংহতি॥

(৩৬০)

রামের আজ্ঞাতে রথে কুকুর লইআ।
দিন অবশেষে বারণসী থুল্য নিয়া॥
কুকুর করিল মণিকর্ণিকায় প্রবেশ।
সুমন্ত্রে কহিলা রামে আসি নিজ দেশ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের সরস পাঁচালী।৫
উত্তরকাণ্ডে গাম দ্বিজ কুকুর কন্দলি॥

শ্রীরাম সম্ভাষণে আইল মুনি জন।
ভরদ্বাজ ভার্গব গৌতম কুবরণ ?॥
রামের আশ্বাসে মুনি করিল প্রবেশ।
নানা তীর্থের জল দিল শ্রীরামে সন্দেশ॥১০
হাতে দূর্ব্বা ধানে মুনি করেন কল্যাণ।
মুনিকে আসন দিলা কাঞ্চন নির্ম্মাণ॥
জোড় হাতে রামচন্দ্র পুছেন প্রয়োজন।
কোন কার্য্যে আমা ঠাঞি করিল গমন॥
ধন জন অর্জ্জি আমি ব্রাহ্মণের তরে।১৫
মুনির কিঙ্কর মোরা চারি সহোদরে॥
রামের বচন সুনি মুনি হরষিত।
তুমি খণ্ডাইতে পার মোসভার ভিত॥
রাবণে বধিআ দেব কৈলে পরিত্রাণ।
তোমা বিনে ভয় খণ্ডাইতে নাহি আন॥২০
রাম বলেন কোন জনে উপজাএ ডর।
সম্প্রতি কাহারে পাঠাইব যম ঘর॥
ভার্গব বলেন রাম সুনহ সম্বাদ।
এক বেটা দৈত্য পড়িল প্রমাদ॥
মধু নামে দৈত্যে হিরণ্যকশিপুর নাতী।২৫
ব্রাহ্মণের ভক্ত দৈত্য বুদ্ধে বৃহস্পতি॥

(৩৬১)

দৈত্য জাতি হইয়া কৈল দেবের পিরিতি।
সেবাতে মালিন্ত সেই দেব পশুপতি ॥
শূল অস্ত্র দিল তারে পার্ব্বতীর নাথ।
বৈরী মারি সেই শূল আইসে তার হাত ॥
দেবতা ব্রাহ্মণ জবে করে অপমান।৫
তেজ ছাড়ে শূল তবে নহে অধিষ্ঠান ॥
মধু দৈত্য বলেন দুলর্ভ সেই শূল।
কভু নাই ছাড়িআ জাবেন মোর কুল ॥
হর বলে এই শূল থাকে প্রয়োজনে।
তোর বোল না লঙ্ঘিবে হেন লয় মনে ॥১
পুষ্পটঙ্কার ঝি নাম কুম্ভনসী।
রাবণের ভগ্নী সেই পরম রূপসী ॥
তোমার দুল্ল´ভা পত্নী হবে তোর কুলে।
লবণ নামে পুত্র তার অদ্ভুত বলে ॥
কথো দিন তার ঠাঞি শূল অধিষ্ঠান।১৫
যতন করিহ আর নাহি বরদান ॥
মহাবল লবণ সে মাতুলের দোষে।
শিশু কাল হৈতে সেই দেব দ্বিজ হিংসে ॥
বাপের নিষেধ নাই নিসেধিআ থাকে।২০
পুত্রের চরিত্র দেখি মধু পোড়ে শোকে ॥
শূল অস্ত্র পুত্রে দিআ দিল ঠাকুরাল।
সাগরে প্রবেশি মধু গেলেন পাতাল ॥
লবণ জাঠার গুণে ত্রিভুবন জিনে।
সর্ব্বলোক চমকিত দেখিআ লবণে ॥২৫
আইল অনেক রাজা করিবারে রণ।
কার মুখে না শুনিল জিনিল লবণ ॥
তোমার বাণে সবংশে পড়িল রাবণা।
কোন কাজে লাগে তার মারিতে ভাগিনা ॥

(৩৬২)

লবণে মারিলে ঘুচে সবার কচাল।
তার মারি মথুরাতে কর ঠাকুরাল ॥
জোড় হাতে বলেন শ্রীরাম মহাযশা।
কত লক্ষ রাক্ষসের কোথা তার বাসা ॥
মুনি বলে লবণ বৈসে মধু বনে।৫
সহস্রেক জন্তু মারি খায় একদিনে ॥
মাংস খাইতে তাহার বড়ই অভিলাষ।
পড়িল তাহারি মুখে সভার বিনাশ ॥
কভু রাক্ষস হয়ে কভু রাক্ষসিনী।
নানারূপ ধরি খায় জত পায় মুনি ॥১০
মধুর তনয় দৈত্য বড়ই দুরাচারী।
লোক খাইয়া শূন্য কৈল মথুরা নগরী ॥
রাম বলে ভরত তোমাকে দিল ভার।
লবণে মারিআ কর মুনির নিস্তার ॥
লবণে মারিব আমি তোমার আদেশে।১৫
কাটিব দৈত্যের মাথা আঁখির নিমিষে ॥
ভরতের বচন শুনিয়া সভাতলে।
জোড় হাত করি কিছু শত্রুঘ্ন বলে ॥
চৌদ্দ বৎসর তুমি কৈলে বনবাস।
ফল মূল নাহি খাও কর উপবাস ॥২০
জত দুঃখ পাল্য রাম বনের ভিতরে।
তত দুঃখ ভরত পাইল নিজ ঘরে ॥
ঠাকুরের কার্য্য যদি ভৃত্যে গিআ করি।
তবে কোন কার্য্য লাগি হবে দেশান্তরী ॥
জটা বল্কল পরিধান সদা ফলাহার।২৫
এত দুঃখ পায় কোথা রাজার কুমার ॥
আর দুঃখ পাইতে জুকতি নাহি আইসে।
সেবক হইতে সিদ্ধ হবে দুঃখ পাবে কিসে ॥

(৩৬৩)

সভা মাঝে শত্রুঘ্ন বলে বিপরীত।
তাহার বিক্রম সুনি রাম হরষিত॥
আমার যে বীর্য্যে জন্ম তুমি সেই বীর্য্যে।
লবণ মারিতে ভাই লাগে কোন কার্য্যে॥
জ্যেষ্ঠের বচনে তুমি না কর উত্তর।৫
ভাল মন্দ বলে জ্যেষ্ঠ সুনিহ সাদর॥
সেই দেশে রাজা তুমি ধরাইব দণ্ড॥
সাক্ষাতে করিব রাজা নাহিক পাষণ্ড॥
শত্রুঘ্ন রাজা হৈতে বলেন শ্রীরাম।
সুনিয়া আনন্দে বীর গায়ে বহে ঘাম॥১০
তোমার বচনে প্রভু না করি উত্তর।
ভাল মন্দ হক সব করিব গোচর॥
বাপ স্বর্গবাস গেলা তোমা বিত্তমানে।
শোক পাশরিল আমি তোমা দরসনে॥
তোমার প্রসাদে বাড়ে আমার সম্মান।১৫
কেমনে হইব রাজা জ্যেষ্ঠ বিত্তমান॥
পুরাণ পণ্ডিত মুখে সুনিল বিস্তর।
জ্যেষ্ঠের বচনে আমি না বলি উত্তর॥
প্রণাম করিয়া বলি না করিহ রোষ॥
তোমারে উত্তর দিল ক্ষম সব দোষ॥২০
শত্রুঘ্নের বোল সুনি রাম হরষিত।
রাজ আভরণ দিআ করিল ভূষিত॥
শত্রুঘ্নে রাজা হইতে রামের আদেশ।
পাত্র মিত্র ধাঞা আল্য করি নানা বেশ॥
শত্রুঘ্ন রাজা হব পড়িল ঘোষণা।২৫
দেব স্নান করাইতে ধাইল ব্রাহ্মণা॥
শত্রুঘ্ন বসিলেন রাজসিংহাসনে।
তিন ভাই নেহালেন হরিস বদনে॥

(৩৬৪)

কুলপুরোহিত সে বশিষ্ঠ মহাঋষি।
তীর্থ জলে শিরে ঢালে কলসী কলসী॥
ব্রাহ্মণের বেদধ্বনি উঠে কোলাহল।
নানারাজবাদ্য বাজে সুন্দর মঙ্গল॥
মস্তকে ঔষধ দিল শাস্ত্রের ব্যবহারে।৫
কৌশল্যা সুমিত্রা কৈকেয়ী আগুসারে॥
জত নারীগণে আল্য বেশ আভরণে॥
রাজা মঙ্গল কার্য্য করে শাস্ত্রের বিধানে॥
শত্রুঘ্ন রাজা হৈল সর্ব্ব লোকে চাহি।
শত্রুঘ্নের কাণে রামচন্দ্র ব্রহ্মমন্ত্র কহি॥১০
সৃষ্টির জখন আদি পৃথিবী সঞ্চার।
মধুকৈটভ অসুরের করিল নির্ব্বাহ॥
ব্রহ্মা সৃজিলেন যে রাবণ মারিবারে।
মিথ্যা নাহি করে বাণ সংসার ভিতরে॥
হেন বাণে কৈল আমি রাবণ বিনাশ।১৫
দেব আদি সভাকার খণ্ডাইল ত্রাস॥
তঞ্চ মন্ত্রে হৈল বাণ দিল উপদেশে।
লবণ মাল্যে মধুপুরী নির্ভয়ে বসে॥
লবণের বাপ মধু অতি বড় গুণি।
সেবা করি মানাইল দেব শূলপাণি॥২০
জাঠা গাছ পাল্য সেই মহেশ্বর বরে।
বালবিত্ত নামে সে লবণ জাঠা ধরে॥
নিকটে থাকিআ তুমি নিবে বার্ত্তাসার।
ঘরে জাঠা এড়ি জবে করে আগুসার॥
ঘরে জাঠা রাখি জবে জাইবে লবণ।২৫
হেন কালে তার সঙ্গে তুমি কর রণ॥
হাতে জাঠা যদি থাকে সবাকারে জিনে।
মহেশের বর মিথ্যা নহে এক ক্ষণে॥

(৩৬৫)

সহস্রেক নেহ তুমি জুঝার সারথি।
দুই সহস্র লেহ তুমি মদমত্ত হতী॥
চারি সহস্র লেহ তুমি ভাল ভাল তাজি।
আপন ইচ্ছাতে লেহ পদাতিক বুঝি॥
বন্ধুগণে ডাকি লেহ জত আছে ঘরে।৫
জার বন্ধু বান্ধব সংগ্রামে জুঝি মরে॥
নানা ভক্ষ্য দ্রব্য লেহ নানা উপহার।
কাতর হইলে নহে বিপক্ষ সংহার॥
গ্রীষ্মকালে থাকে মধু পুরীর নিকটে।
বর্ষাকালে মধুবনে জাইহ সঙ্কটে॥১০
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব বিচক্ষণ।
স্থনিলে উত্তরকাণ্ড পাপ বিমোচন॥

জাহাকে হানিতে জাই সেই যদি জানে।
তাহারে জিনেতে নারে সেই তারে হানে॥
অলক্ষিতে জাবে যেন না পায় প্রকাশ।১৫
উপায় করিয়ে তারে করিবে বিনাশ॥
মুনিগণ আগে আগে জান সর্ব্বজনে।
তার পাছে জাইবে সকল সৈন্যগণে॥
রামের চরণ বন্দে করি প্রদক্ষিণে।
যাত্রা করি চলিলেন বীর শত্রুঘনে॥২০
কোলে করি রাম নিলা মাথার আঘ্রাণ।
আশীষ করিলা হকু তোমার কল্যাণ॥
ভরত লক্ষ্মণে বীর কৈল নমস্কার।
রাম হেন দুই ভাই কৈল পুরস্কার॥
মাতা সুপ্ত মাএ গিআ বন্দিল চরণ।২৫
বশিষ্ঠে বন্দিল আর জতেক ব্রাহ্মণ॥

(৩৬৬)

যাত্রার মঙ্গল পড়ে বিবিধ বিধানে।
হস্তী ঘোড়া পাইক চলিলা আগুআনে॥
লবণ নিকটে সৈন্য ফিরে একমাস।
অনেক কটক হৈল না পায় প্রকাশ॥
রাজার কটক সব বুলে মধুবনে।৫
হিংসা নাহি করে লবণ শঙ্কা নাহি মনে॥
নির্ব্বিষয় রহে বনে নাহিক সংশয়।
একমাস সৈন্য রহে লবণ নির্ভয়॥
পাছু জান শত্রুঘন নিজ পরিবারে।
বেলা অবসানে গেলা বাল্মীকির ঘরে॥১০
মুনিরে বন্দিলা বীর জোড় করি হাত।
বিনয় বচন বলে রঘুবংশনাথ॥
রাজকার্য্যে জাই প্রভু রাজার আরতি।
বাসা করি দেহ মোরে বঞ্চি আজি রাতি॥
মুনি বলে রঘুবংশে তোমার উৎপতি।১৫
আজি মোর ঘরে থাকি বঞ্চ স্থখরাতি॥
পাদ্য অর্ঘ্য দিল মুনি গৃহ ব্যবহার।
ফল মুল খাঞা তৃপ্ত হইল অপার॥
যজ্ঞ স্থানে দেখি বুলে বীর শত্রুঘন।
কোন রাজা যজ্ঞ কৈল কারে আয়তন॥২০
সর্ব্ব কথা কহে মুনি লোক পরিহাসে।
পুর্ব্ব পুরুষ তোমার আছিল রুহিদাসে॥
মৃত্যুঞ্জয় নামে তার হৈল পুত্রবর।
সর্ব্বশাস্ত্র সত্যবিদ্যা তাহার গোচর॥
বীর অবতার রাজা ধর্ম্ম অধিষ্ঠান।২৫
যজ্ঞ হেতু নির্ম্মাইল এই যজ্ঞস্থান॥
মৃগয়াতে গেলা রাজা মৃগ মারিবারে।
ব্যাঘ্র রূপে দুইটা রাক্ষস মৃগী মারে॥

(৩৬৭)

দুই বাঘে মৃগী খায় মৃগ নাহি বনে।
তার এক বাঘ রাজা বিন্ধিলেক বাণে ॥
ডাক দিআ বলে মোরে মারিল সংহতি।
শাপ হইতে রাজা তোর হইবে দুর্গতি ॥
বশিষ্ঠ আইল যজ্ঞ এই যজ্ঞশালে ।৫
বিপ্ররূপে বাঘ আসি হইল মিসালে ॥
অশ্বমেধ যজ্ঞ করি পাল্য অবসাদ।
মাংস খাইবার তরে রাজা কৈল বাদ ॥
বশিষ্ঠের বোলে বিপ্র রাজা পাড়ে ডাক।
হরিসে রসইশালে মাংস কর পাক ॥১০
দ্বিজরূপে সম্ভাইল রন্ধনের শালে।
মনুষ্যের মাংসে রান্ধি থুল্য হেন থালে ॥
অন্ন সে ব্যঞ্জন নিঞা গেল রাজার স্থান।
অমৃতভোজন আগে কারে দিব দান ॥
রাজা মহাদেবী তবে বলে দুই জনে ।১৫
আগে অন্ন দেহ লৈআ বশিষ্ঠের স্থানে ॥
অন্ন ব্যঞ্জন দিল লৈআ ভরি হেম থালে।
রাক্ষস আহার দেখি মুনি কোপে জ্বলে ॥
রাক্ষসের ভক্ষ্য দেখি বশিষ্ঠের তাপ।
রাক্ষস হইও বলি নৃপে দিলা শাপ ॥২০
রাজা মহাদেবী দোঁহে পড়িলা চরণে।
রাক্ষস করিল মায়া কৃপা কর মনে ॥
মুনি বলে ব্যর্থ নহে আমার বচন।
বার বৎসর রাক্ষস হঞা করহ ভোজন ॥
বার বৎসর রাক্ষস হইআ ভুঞ্জ পাপ ।২৫
দ্বাদশ বৎসর বই টুটিবেক শাপ ॥
যজ্ঞশালে যজ্ঞ মোরা করি অকারণ।
শাপানলে পোড়াইঞা মারিব ব্রাহ্মণ ॥

(৩৬৮)

বশিষ্ঠে সাপিতে রাজা হাতে নিল পানি।
ক্ষেম ক্ষেম ডাক ছাড়ে দময়ন্তী রাণী ॥
বংশে বংশে সেবি মোরা অনেক ব্রাহ্মণে।
ব্রাহ্মণে না দিও শাপ কর সমাধানে ॥
শাপ নাহি দিল রাজা নারীর বচনে ।৫
শাপ জল এড়ে রাজা আপন চরণে ॥
দুই পায়ে পোড়ে রাজা সেই শাপ জলে।
সেই হৈতে কল্মাষপাদ সর্ব্ব লোকে বলে ॥
রাক্ষস হইআ রাজা ভুঞ্জে সেই পাপ।
দ্বাদশ বৎসর খণ্ডে হৈল ব্রহ্মশাপ ॥১০
চির যুগ রাজ্য করি হইল সন্তান।
তোমার পূর্ব্বপুরুষের এই যজ্ঞ স্থান ॥
যজ্ঞ স্থান দেখি শত্রুঘন নাহি লড়ে।
পূর্ব্ব কথা শুনি অঙ্গে সিঞ্চড়া সে পড়ে ॥
বাল্মীকির কুড্যা খানি পাতের ছাওনি ।১৫
রাজা হঞা শত্রুঘন বঞ্চিল রজনী ॥
উত্তরকাণ্ড গান কৃত্তিবাস মহামতি।
মুনির ঘরে শত্রুঘন বঞ্চে সুখে রাতি ॥

দুই পর রাত্রি গেলা সুনি হুলাহুলি।
মুনির ঘরে স্ত্রীলোক হইল উত্তরোলি ॥২০
সীতা দেবী প্রসবিল দুইটী কোঙর।
জাইআ মুনিরে লোক কহিল সত্বর ॥
মুনির চরণে গিআ করিল গোচর।
সীতার জন্মিল দুই হৈল সহোদর ॥
বিজুলীর ছটা জেন দুই সহোদর ।২৫
রাজশ্রী ধরেন দোঁহে পরম সুন্দর ॥

(৩৬৯)

সুনিআ গেলেন মুনি সীতা জেই ঘরে।
সকল মুনিতে বেড়ি দেখেন কুমারে॥
হাতে কুশে মুনি সব পড়ে তথা বেদ।
হুলাহুলি করিআ নাভি করিল ছেদ॥
লব কুশ বলি নাম থুইল সুন্দর।৫
মুনি সব নেহালিআ দেখে কলেবর॥
এক হাতে কুশ আর হস্তেতে লবণ।
মন্ত্র পড়ি স্ত্রীগণে দিলেন তখন॥
লবণ হাতেতে নাম লব মহাবীর।
কুশ হস্তে কুশ নাম সুন্দর শরীর॥১০
লক্ষ লক্ষ নারাতে করিল সমর্পণ।
ব্রহ্ম জ্ঞানে জানে চক্রবর্ত্তীর লক্ষণ॥
হরষিত হৈল সব তপোবনে মুনি।
শ্রীরামের পুত্র হৈল জানকী পুত্রিণী॥
শ্রীরামের চিহ্ন ধরে সীতার নন্দন।১৫
রাম মূর্ত্তি দেখি সীতা জুড়িলা রোদন॥
রামের সমান মুখপদ্ম দুই আঁখি।
আজি হৈতে ছমাস প্রভুরে নাহি দেখি॥
আমার লাগিআ প্রভু বান্ধিলা সাগর।
সবংশে সংহার কৈল রাজা লঙ্কেশ্বর॥২০
হেন প্রভু বিনে আমি ধরিব জীবন।
তাঁর বীর্য্য নষ্ট হবে তথির কারণ॥
এই হেতু প্রাণ আমি করিলা ধারণ।
মোর পুত্রে পালন করিবে ভগ্নীগণ॥
পরান ত্যজিব আমি প্রভুর বিহনে।২৫
জন্মে জন্মে পাই যেন কমললোচনে॥
দুই পুত্র হৈল যেন অশ্বিনীকুমার।
পুত্র পানে চাঞা লোহ পড়ে আর বার॥

(৩৭০)

আপনি না বলে সীতা পাসরিতে নারে।
রাম রাম বলিআ কান্দেন উচ্চৈঃস্বরে॥
কার বোল নাহি সুনে প্রবোধ না মানে।
হিয়া বিদরিতে চাহে সীতার করুণে॥
না সুনে প্রবোধ কান্দে জনকনন্দিনী।৫
জোড় হাতে প্রবোধে বাল্মীকি মহামুনি॥
জনকের ঝিউ দেবী তুমি শ্রীরামের রাণী।
সামান্য জনের হেন কান্দহ গোসাঞিনী॥
দৈব হেতু হৈল কাজ কভু নহে আন।
দৈবেরে হইতে মাগ নাহিত প্রধান॥১০
তুমি নাহি জান আমি জানি বার্ত্তাসার।
দেখিবে কতোক দিনে বিষ্ণু অবতার॥
তোমার বালকে সভে করিবেন পূজা।
তোমার দুই পুত্র হব পৃথিবীর রাজা॥
প্রজার পালনে হব রামের সোসর।১৫
ত্রিভুবন জিনিঞা হইবে ধনুর্দ্ধর॥
মরিবারে চাহ তুমি সুনি বিপরীত।
তোমার পশ্চাতে গাব রামের চরিত॥
মোর বোলে শোক ত্যজ পুত্রে দেহ মোহ।
মুনির বোলে সীতা চক্ষের মোছে লোহ॥২০
আপনার হাত মুনি দিল তার মাথে।
সীতা দেবা রহিলা প্রবোধ মানি চিতে॥
স্ত্রীলোক মঙ্গল কার্য্য স্ত্রীলোকে সে জানে।
সীতা প্রবোধিআ মুনি গেলা রাজস্থানে॥
রাজা বলে কেন মুনি গেলেত সত্বর।২৫
অর্দ্ধরাত্রে গেলে হইল শেষের প্রহর॥
মুনি বলে মোর পূজা রঘুবংশে জানে।
রঘুবংশ কার্য্যে আমি জানি সর্ব্বক্ষণে॥

(৩৭১)

রাম পুত্রবান্ হৈলা জানকী পুত্রিণী।
হইল যমল সুত ত্রিভুবন জিনি॥
এত সুনি শত্রুঘ্ন হরিস-বিষাদ।
অঙ্গ আভরণ সব করিল প্রসাদ॥
রামের আদেশে জাই দৈত্য মারিবারে।৫
সরস বদন মোর দেশ জাবার তরে॥
তোমার ঘরে থাকিআ হইল বড় সুখী।
না দেখি রামের ডরে সীতা চন্দ্রমুখী॥
না বলিবে সীতাকে আমার আগমন।
মুনিকে মেলানি করি কান্দে শত্রুঘন॥১০
সুনিঞা রামের পুত্র হরষিত মন।
প্রভাত হইলে আমি বিলাইব ধন॥
এত বলি মধুবনে গেলা নরপতি।
উত্তরকাণ্ড গান কৃত্তিবাস মহামতি॥

রহিলা মুনির ঘরে মধুবন কাছে।১৫
লবণের বার্ত্তা বীর সভাকারে পুছে॥
স্নান সন্ধ্যা করিআ করিল ভোজন পান।
কথা কহে মুনি সব বেলা অবসান॥
আনন্দ করিল রাজা দেব পুরন্দর।
শত্রুঘনে বেড়ি সব মুনির কোঙর॥২০
বল করি কোন রূপে মারিব লবণ।
রাত্রে দিনে চিন্তা করে সব মুনিগণ॥
রাজা বলে বেড়ি গিআ লবণের ঘর।
মুনি বলে ইবে তুমি নাহবে তৎপর॥
ত্রিভুবন জিনি সেই জাঠাগাছ তেজে।২৫
হাতে জাঠা করিলে জিনিবে কোন রাজে॥

(৩৭২)

অনেক মারিল সেই পৃথিবী ঈশ্বর।
জাঠা দেখি দেব দৈত্য কাঁপে থর হর॥
বড় বড় রাজা জত চন্দ্র সূর্য্যবংশে।
কার রক্ষা নাহিক লবণ জারে রোষে॥
হাতে জাঠা থাকিলে তাহার বাড়ে বল।৫
লবণে মারিবে তুমি জবে পাবে ছল॥
রাজা বলে মুনি তুয়া চরণে প্রণাম।
কত কত নৃপতির লইব পরাণ॥
মোর বংশাবলি রাজা কভু নাহি টুটে।
তবে কেন দৈত্য ছিল তাহার নিকটে॥১০
রাজার বচন সুনি বলে মুনিগণ।
আপন বিক্রমে হেন বসে অন্য জন॥
রাজা বলে মুনি সব দেব অধিষ্ঠান।
সুনিব তোমার মুখে তাহার বাখান॥
মুনি বলে মান্ধাতা হইল সূর্য্যবংশে।১৫
অযোধ্যাতে থাকি রাজা সব রাজ্য শাসে॥
ইন্দ্র জিনিবারে গেল অমর ভুবন।
ডরে ইন্দ্র পলাইআ হৈলা অদর্শন॥
প্রীত হেতু রাজাকে বেওসে দেবগণে।
অর্দ্ধ রাজ্য নিঞা প্রীতে থাক ইন্দ্রসনে॥২০
অর্দ্ধা অর্দ্ধি বাটী নেহ অমরা বসতি।
দেবরাজ ইন্দ্র সনে করহ পিরিতি॥
রাজা বলে এই কথা নাহি লয়ে মনে।
ইন্দ্র জিনি শচী নিব রাখে কোনজনে॥
মনে মনে চিন্তি ইন্দ্র নাহিক নিস্তার।২৫
প্রীত করি রাজাকে পাঠাইব যম-ঘর॥
হাসিয়া বলেন ইন্দ্র সুন মহারাজ।
পৃথিবী জিনিতে নার এই বড় লাজ॥

(৩৭৩)

পৃথিবী জিনহ আগে যত আছে বীরে।
তবে তুমি রাজা হবে আসি স্বর্গপুরে॥
মান্ধাতা বলেন ধরা করিলাঙ বশ।
মোর আজ্ঞা লঙ্ঘিবারে কাহার সাহস॥
ইন্দ্র বলে রাজা তুমি স্থন মনে মনে।৫
মধুদৈত্যতনয় লবণ নাহি মানে॥
লাজে হেঁট মাথা রাজা ইন্দ্রের বচনে।
স্বর্গ হৈতে নামি রাজা গেলা মধুবনে॥
দূত পাঠাইআ দিল বলিআ কর্কশ।
দূতের বচন স্থনি খাইল রাক্ষস॥১০
দূত পানে চাহে রাজা দূত নাহি আইসে।
সর্ব্ব সৈন্য নিঞা রাজা জুঝিবারে পৈসে॥
নানা অস্ত্র মান্ধাতা করেন অবতার।
রাক্ষস কটক কৈল অনেক সংহার॥
মহেশের শূল ধরি তুলি নিল হাতে।১৫
লড়িল যে জাঠা গাছ ত্রিভুবন বেথে॥
ঘোড়া হাতী রথ রথী পাইক সব পোড়ে।
অস্ত্র সনে মান্ধাতা ভস্ম হইয়া উড়ে॥
বাহুড়িআ গেল জাঠা লবণের হাতে।
মান্ধাতা পড়িল সব দেবগণ ব্যথে॥২০
জাঠা গাছ তেজে সভা মারয়ে পরাণে।
বড় বড় রাজা নাহি জিনিল লবণে॥
জাঠায় তেজেতে দৈত্য নহে পরাজিত।
এ সকল কথা স্থনি না করিহ ভীত॥
আপনা পাসরে বীর ভক্ষণের বসে।২৫
বিহান হইলে জায় মৃগের উদ্দেশে॥
জাঠা গাছ থুঞা জায় শয়ন মন্দিরে।
দেবদত্ত জাঠাগাছ থাকে পূজা ঘরে॥

(৩৭৪)

উপদেশ স্থন রাজা আমার উত্তর।
মৃগ মারিবারে গেলে বেড় গিআ ঘর॥
ঘর বেড়িলে জাটা নিতে না পারে রাক্ষস।
অবশ্য মরিবে দৈত্য করহ সাহস॥
বিস্তর কাঞ্চন দান দিলেন ব্রাহ্মণে।৫
লবণ-বধের চিন্তা লাগে রাত্রি দিনে॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের সরস পাঁচালি।
উত্তরকাণ্ডে গাইল গীত শর্কর-পুটাঙ্গি॥

মৃগয়াতে লবণ প্রভাতে গেল দূর।
যমুনায় পার হৈলা কটক প্রচুর॥১০
আওআস বেড়িল রাজা আগুলিল দূরে।
লবণ দানব আইসে কান্ধে মৃগীভারে।
পথ আগুলিআ রাজা জুড়ি গণ্ডীবান॥
দেখিআ লবণ বীর কোপে থরসান।
মধুর তনয় আমি মধুবনে থানা।১৫
আপনা চিনহ তুমি বটে কোন জনা॥
সর্ব্বলোকে জানে মোরে নাম হে লবণ।
মরিবারে আল্য তুমি বল কোন জন॥
কার বোলে আল্য তুমি ধরি গণ্ডীবান।
তোরে বড় কত রাজা বধিল পরাণ॥২০
জতেক আহার আনি খাইতে নাহি আঁটে।
আচম্বিতে আসিআ সান্ডাইল মোর পেটে॥
কুপিলেন শত্রুঘন অগ্নি হেন দেহে।
ক্রোধে পথ নাহি দেখে কাল ঘাম বহে॥
মাতুলের গর্ব্ব কর বল অহঙ্কার।২৫
মোর ভাই ঠাঁই তোর মামা সে গেল মার॥

(৩৭৫)

সে রামের ভাই আমি শত্রুঘন বালী।
তোমারে মারিতে আমি বনে বনে বুলি ॥
এত যদি বলিল বীর শত্রুঘন।
কান্ধে ভারে লবণ করিছে তর্জ্জন ॥
তোর ভাই মাল্য মোর মামা সহোদরে।৫
মাএর ক্রন্দনে নিদ্রা নাহি জাই ঘরে ॥
ক্ষমা করি না করিল তোর বংশনাশ।
মরিবার তরে কেন আলি মোর পাশ ॥
তোর রঘুবংশ আমি তৃণ হেন বাসি।১০
মান্ধাতাকে পোড়াইআ করিল ভস্ম রাশি॥
বাছি বাণ মার মোরে জত মনে আইসে।
যেন তেন অস্ত্রে তোরে করিব বিনাশে ॥
রাজা বলে নাহি আজি তোমার জীবন।
মাথা কাটি পাঠাইব যমের সদন ॥১৫
কান্ধে হৈতে ভার বীর ফেলিলেক মাটী।
হাতে হাত কাছাড়ে দন্তের কটমটী ॥
থাক থাক বলিআ লবণ তারে তর্জ্জে।
হস্তিগণ দেখিআ কেশরী যেন গর্জ্জে ॥
রাজা বলে হর্ষ দেব মারিলে রাবণে।
সর্ব্বলোকে তুষ্ট যদি তুমি পড় রণে ॥২০
সর্ব্বদেশ নষ্ট কৈলি না রাখ ছাওআল।
তোরে মারি দেশ বসাইব চালে চাল ॥
সূর্য্যের কিরণে যেন পদ্মবন ভাঙ্গে।
মোর বাণে রক্ত তোর না থুইব অঙ্গে ॥
লবণ বলেন তোর বালকের মতি।২৫
মোর সনে রণ তোর নহেত জুকতি ॥
দেবতা দানব যক্ষ রক্ষ বিদ্যাধর।
মোর নাম শুনিলে সভাই করে ডর ॥

(৩৭৬)

বড় বড় রাজা কৈল সংগ্রাম আপার।
আমার সমুখে কার নাহিক নিস্তার ॥
গাছ পাথর তুলি মারে পর্ব্বত প্রমাণ।
শত্রুঘনের বাণে সব হয় খান খান ॥
গাছ কাটা গেল দৈত্য কোপে অচেতন।৫
গাছ পাথর বরিসনে ছাইল গগন ॥
বড় বড় গাছ তোলে পর্ব্বতের সার।
শত্রুঘনের বাণে সব হএ ছারখার ॥
শত্রুঘন মহাবীর রণেত প্রচণ্ড।
বাণে সব কাটিআ করেন খণ্ড খণ্ড ॥১০
উপাড়ে ডাগর গাছ দীর্ঘ ভুজদণ্ডে।
দোহাতিআ বাড়ি মারে শত্রুঘণের মুণ্ডে ॥
মোহ গেলা শত্রুঘন হৈলা অচেতন।
হাহাকার করেন সকল মুনিগণ ॥
শত্রুঘ্ন মোহ গেলা লোকে হাহাকার।১৫
ঘরে জায় লবণ কান্ধেতে করি ভার ॥
সম্বিত পাইআ শত্রুঘন উঠে রোষে।
ব্রহ্ম অস্ত্র জোড়ে বীর আঁখির নিমিষে ॥
অরুণ কিরণ বাণ অগ্নি হেন জ্বলে।
পর্ব্বত মন্দার মরু জার তেজে টলে ॥২০
দেবতা দানব জারে নাহি ধরে টান।
পর্ব্বতে পড়িলে গিরি হএ খান খান ॥
উল্কা নির্ঘাত পড়ে বাণ দরসনে।
রক্তে রাঙ্গা যেন বাণ ব্রহ্মের কিরণে ॥
হেন বাণ এড়ে রাজা মারিতে লবণে।২৫
ত্রাসে দেবলোক পৈসে ব্রহ্মার শরণে ॥
তিন লোক পৈসে গিআ ব্রহ্মার শরণ।
হেনই উৎপাত প্রভু কিসের কারণ ॥

(৩৭৭)

কোন যুগে হেন শব্দ মোরা নাহি স্থনি।
কেমন প্রমাদ পাড়ে কিছুই না জানি॥
ব্রহ্মা বলে দেবগণ না করিহ ডর।
লবণে মারিতে শত্রুঘন জোড়্যাছে শর॥
পূর্ব্বে বিষ্ণু বাণ স্থজে আপনার তেজে।৫
মধুকৈটভ মারা গেল যে বাণের কাজে॥
স্থনিঞা বাণের স্বর কাঁপে ত্রিভুবন।
হরষিত সর্ব্বলোক স্থনিঞা বচন॥
সংগ্রাম দেখিতে দেব আইলা কৌতুকে।
যুগান্তের অগ্নি যেন রাজার ধনুকে॥১০
সিংহনাদ ঘন ছাড়ে বীর শত্রুঘন।
ঘর জায় লবণ বাহুড়ি দেই রণ॥
শত্রুঘনের বাণ দেখি লবণের ডর।
আহার করিআ আসি দেহ অবসর॥
ভোজনের বেলে না খাইল আহার পাণি।১৫
ক্ষণেকের তরে মোরে দেহত মেলানি॥
ঘরে হৈতে জাটা গাছ আনি জুঝিবারে।
এখনি মারিব তোরে জাঠার প্রহারে॥
শত্রুঘন বলে কালি আছি উপবাসী।
দুই ক্ষুধাতুরে রণ হৈলে ভালবাসি॥২০
এ লোকে আহার সনে নাহি দরশন।
যমলোকে গিআ তুমি করহ ভোজন॥
খাত্যে জাইতে নাহি দিলে রঘুবংশের নাথ।
তোর বাণে দেখি আমি অনেক উৎপাত॥
নেউটী লবণ জায় জুঝিবার মনে।২৫
আকর্ণ পূরিঞা শত্রুঘন বিন্ধে বাণে॥
ছুটিল জে বাণ গোটা বজ্র হেন ভুকে।
শব্দ স্থনি চমকিত হৈল তিন লোকে॥

(৩৭৮)

লবণের বুকে বিন্ধি প্রবেশে পাতালে।
নেউটিয়া আল্য বাণ শত্রুঘনের কোলে॥
শত্রুঘনের বাণ খাঞা পড়িল লবণ।
মহেশের স্থানে জাঠা গেলা ততক্ষণ॥
তেজ কুড়াইআ জাঠা গেল বায়ুবেগে।৫
সংসারের লোক সব দেখে চারিদিগে॥
দেবগণে মেলিআ দিলেন জয়কার।
বর মাগ বলি ব্রহ্মা পাড়িল হাকার॥
তোমার বিক্রম দেখি হরষিত মন।
বর মাগ ব্যর্থ নহে দেবের বচন॥১০
জোড় হাত করে বীর দেবতার আগে।
বৈসাহ মথুরা শত্রুঘন বর মাগে॥
এই দেশ বৈসাইব যেমন ইন্দ্রপুরী।
লবণের ডরে লোক হইল দেশান্তরী
নানারত্ন সকল মুনিকে দিল দান।১৫
দেশ খান বস্থাবারে কৈল সন্নিধান॥
বন ডাল কাটিয়া নগর খান বৈসে।
নানারত্ন নিঞা প্রজাগণ সব আইসে॥
অনেক দেশের লোক আল্য নানাজাতি।
বিচিত্র নগর হৈল অমরা বসতি॥২০
যমুনার কূলে হৈল নগর পত্তন।
হাট বাট দিঘী সব হৈল স্থশোভন॥
লোক খাঞা লবণ নগর কৈল বন।
বন ভাঙ্গি নগর বসাল্য শত্রুঘন॥
রাজার আওআস হৈল বিচিত্র চউরি।২৫
নাটশাল পাঠশাল রাজার চাতুরী॥
ভুবনে দুর্লভ পুরী অতি অনুপাম।
মথুরা নগর বলি খুল্য তার নাম॥

(৩৭৯)

মধু হৈতে নাম তার ছিল মধুপুরী।
শত্রুঘন নাম থুল্য মথুরা নগরী॥
নানারত্নে ভূষা লোক নানা উপভোগ।
হরিস সকল লোক নাহি শোক রোগ॥
দ্বাদশ বৎসর তাহে সুখে করি ঘর।৫
ভাই দেখিবারে গেলা অযোধ্যা নগর॥
সভা প্রতি বর দিনু রাম দেবরাজ।
দেবের বরে শত্রুঘ্নের হরিস হৈল কাজ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব সুন্দর।
উত্তরকাণ্ডে লবণবধ গাইল মনোহর॥১০

দেশ বসাইআ রাজা দ্বাদশ বৎসর।
ভাই দেখিবারে জান অযোধ্যা নগর॥
সর্ব্ব লোক বাহুড়িল বাহুড়িল পুরোহিত।
রথ চড়িআ কথোক লোক চলিলা ত্বরিত॥
লোক সব পাইল গিআ বাল্মীকির ঘর।১৫
পাদ্য অর্ঘ্য দিআ মুনি করিলা আদর॥
মুনি বলেন বিক্রম তোমার হৈল বিদিত।
লবণ বধিআ লোকের খণ্ডাইলে ভীত॥
তোমার ভাই রাবণ বধিল বহু দিনে।
লবণ বধিলে তুমি দুই তিন দিনে॥২০
মানুষ খাইঞা লবণ নগর কৈল বন।
লবণ বধিআ তোমার হইল গমন॥
তোমারে দেখিআ মোর জুড়াএ নয়ন।
আলিঙ্গন দিআ মুনি মাথা লইল ঘ্রাণ॥
আলিঙ্গন দিআ মুনি তুষিল সাদরে।২৫
সর্ব্ব সৈন্য তুসিল নানা উপহারে॥

(৩৮০)

পায়স পিষ্টক মধু শর্করা শোধক।
ভোথ শোষ খণ্ডিলেক সুশীতল কটক॥
ভোজন করিআ রাজা করিলা শয়ন।
মনে চিন্তা করেন বাল্মীকি তপোধন॥
সাতকাণ্ড রামায়ণ কৈল মুনিবরে।৫
সেই পোথা শিখাইল সীতার কোঙরে॥
দুই ছাওআলে মুনি ডাক দিআ আনে।
রামায়ণ গাও দোহে রাজা যেন সুনে॥
মহামুনির কথা শুনিঞা দুই ভাই।
শ্লোক প্রবন্ধে রামায়ণ দোঁহে গাই॥১০
শত্রুঘন নৃপতি সুইল একঘরে।
আর ঘরে গীত গান দুই সহোদরে॥
উঠিল বীণার স্বরে মধুর সংগীত।
রামের চরিত্র গীত উঠে আচম্বিত॥
রামরাজ্য তেজিতে যেমন লোক কান্দে।১৫
বস্ত্র ছাড়ি যেমনে বাকল আনি পিন্ধে॥
রাণী ভাগ কান্দে বুড়া রাজার ঘরণী।
জেইরূপে বুড়া রাজা তেজিল জীবনী॥
রাম সীতা লক্ষ্মণ জেমতে দেশান্তরী।
চারি ভাই জেমন বাকল জটা ধরি॥২০
সীতা চুরি কৈলে যেন রামের বিলাপ।
চৌদ্দ বৎসর বনবাস যেন পাল্য তাপ॥
সুললিত গীত গায় বীণাযন্ত্র বাজে।
গীত সুনিবারে লোক আস্তে নানা সাজে॥
সীতা সুত গায় গীত অমৃতের কোণা।২৫
সুনি শত্রুঘন কান্দে আর জত সেনা॥
গীত সুনি সর্ব্ব লোক আপনা পাসরে।
হিয়া উত্তরোল হঞা সব সেনা ঝুরে॥

(৩৮১)

পূর্ব্বের বৃত্তান্ত সুনি পরম শীতল।
গীত সুনি লোহ মোছে কটক বিকল॥
পাত্র মিত্র বলে প্রভু অপূর্ব্ব কাহিনী।
সুনিএ মুনির ঘরে কার বেদ ধ্বনি॥
নানা মুনিগণ দেখি সিদ্ধেয় শরীরে।৫
হেন গীত কভু নাহি সুনি কার ঘরে॥
রাজা বলে নানারঙ্গ মুনিদের ঘরে।
মুনিকে সুধাব আমি কোন কার্য্যের তরে॥
মোরে ইহা সুধাইতে না আস্তে জুকতি।
এই গীত সুনিবেন রাম রঘুপতি॥১০
নিঃশব্দ হইআ গীত সুন একমনে।
নিদ্রা নাহি গেল সবে গীতের শ্রবণে॥
স্নান সন্ধ্যা কৈল রাজা পোহাল্য রজনী।
অযোধ্যা চলিলা করি মুনিকে মেলানি॥
অযোধ্যা প্রবেস গেলা রাজার দুয়ারে।১৫
আপনার দ্রব্য জাত থুল্য ভারে ভারে॥
অবনী লোটাঞা রামে কৈল প্রণিপাত।
ভরত লক্ষ্মণে নমস্করে জুড়ি দুই হাত॥
তিন লোক জিনি রাম তুমি চূড়ামণি।
পাত্র মিত্র সম্বোধিআ কহেন কাহিনী॥২০
সম্মুখে ডাণ্ডায় বীর হাত যুগলে।
কথা ছাড়ি রামচন্দ্র ভাই নিলা কোলে॥
রঘুনাথে শত্রুঘন নত কৈল মাথা।
জোড় হাত করি কহে আপনার কথা॥
লবণ মারিতে গেলা তোমার বোলে।২৫
তারে মারি মথুরা বসাল্য চালে চালে॥
বার বৎসর না দেখিল চরণ যুগল।
ধেনুর হাই বাসে যেন বাছুর বিকল॥

(৩৮২)

তোমা না দেখিয়া সুখে নাহি প্রয়োজন।
তোমার চরণ দেখি এই মোর মন॥
ভাইর বচন সুনি দিলা আলিঙ্গন।
শত্রুঘন কোলে করি বলেন বচন॥
সেই রাজ্য সাস তুমি আপনার বাহে।৫
আন রাজা হৈলে ভাই লোক নাহি রহে॥
সভার কনিষ্ঠ তুমি প্রাণের সোসর।
সেই রাজ্যে রাজা তুমি কৈলে দণ্ডধর॥
তুমি আস্ত আমি জাব নহিব আন্তর।
তোমাতে আমাতে দেখা বৎসর ভিতর॥১০
পাঁচ দিন থাকিআ আমার সন্নিধানে।
সত্য বাক্য বলি আমি চল নিজ স্থানে॥
ভাল ভাল বলি আজ্ঞা বন্দিলেন শিরে।
এত লোক ছাড়ি যাব আসুক আন্তরে॥
পঞ্চদিন থাকি শত্রুঘনের মেলানি।১৫
ভাইকে বন্দিআ বন্দে জনকের বাণী॥
ভরত লক্ষণ দোঁহে অনুব্রজে গেলা।
কতো দূরে রাখি তারে ফিরিআ আইলা॥
অনেক দিবসে পাল্য মথুরা নগর।
রাজ্য খণ্ড সাসে রাজা ধর্ম্মতে তৎপর॥২০
দুই ভাই আসিআ রামের পদ বন্দে।
উত্তরকাণ্ড কৃত্তিবাস গাইল সানন্দে॥

শ্রীরাম করেন রাজ্য ধর্ম্মের প্রমাণে।
মৃত্যু ডর নাহি লোক বাড়এ কল্যাণে॥
লোকের পরম আয়ু সহস্র বৎসর।২৫
অকালে মরণ নাহি যম নাহি ডর॥

(৩৮৩)

এই রূপে রাজ্য করে রাম নারায়ণ।
চণ্ডালের তপস্যার শুনহ কারণ ॥
কেহো তপ করে পরলোক তরিবারে।
কার তপ পরলোক নাসিবার তরে ॥
একজন তপকরে জাতিতে চণ্ডাল।৫
তার তরে চিন্তে স্বর্গে অষ্ট লোকপাল ॥
স্বর্গে রাজা হৈতে চাহে খণ্ডি পুরন্দরে।
দেবগণ যুক্তি কৈল বসি একত্তরে ॥
দূত পাঠাইআ দিআ অযোধ্যা নগরে।
চুরি করি নিল এক ব্রাহ্মণ কুমারে ॥১০
বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণী কান্দেন বিকলে।
পঞ্চ বৎসরের শিশু মড়া করি কোলে ॥
মিথ্যা নাহি বলিএ অধর্ম্ম নাহি করি।
বসিআ রামের রাজ্যে শোক দুখে মরি ॥
সূর্য্য বংশের দেশে বসি পুরুষানুক্রমে।১৫
অকাল মরণ কভু নাহি করে যমে ॥
ধর্ম্মে ধরা পালিল নৃপতি দশরথে।
নাহি ছিল অকাল মরণ শোক ব্যথে ॥
বসিআ রামের রাজ্যে হারাল পরাণ।
কোন গুণে রামে লোক করয়ে বাখান ॥২০
বিবাহ না দিল পুত্রের না দেখি যৌবন।
বাপ মা ছাড়িআ পুত্র হৈলা অদর্শন ॥
জন্মাবধি পুত্র নাহি এই সে সন্ততি।
রাজার ঠাঞি মরিব গিআ দুই বেকতি ॥
পূর্ব্ব জন্ম পাপ-ফলে এই দেশে বসি।২৫
রাজদ্বারে মরি গিআ হঞা উপবাসী ॥
সুখে রাজ্য করুন রাম ভাই চারি জনে।
ব্রহ্মবধে স্ত্রীবধে পীড়িত হবে মনে ॥

(৩৮৪)

ব্রাহ্মণের কোলে হৈতে মরা পুত্র আনি।
মরা পুত্র কোলে কান্দে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী ॥
গর্ভ হৈতে দুখ পাঞা এত দিন পুসি।
হেন পুত্র মরে চণ্ডালের দেশে বসি ॥
ধার্ম্মিকের দেশে নাহি দুর্ভিক্ষ সায়ক।৫
অধর্ম্মের দেশে বস্যা হারাল্য বালক ॥
পুত্র হেতু কান্দে দোঁহে হইআ বিকল।
সুনিতে লোকের চক্ষু করে ছল ছল ॥
দ্বার থান রাখে বীর সুমিত্রানন্দন।
লক্ষ্মণ ব্রাহ্মণে বলে প্রবোধ বচন ॥১০
ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী দোঁহের রহিলা দুআরে।
লক্ষ্মণ ভিতরে গিআ শ্রীরাম গোচরে ॥
আজ্ঞা পাঞা দ্বিজ গেল ত্বরিত গমনে।
মরা পুত্র ফেলিল রামের সিংহাসনে ॥
সহস্র বৎসর রাজ্যে শোকের জীবন।১৫
তোর পাপে মরে রাম আমার নন্দন ॥
করুণ হৃদয়ে রাম নেহালে কুমারে।
ব্রাহ্মণের কোপ দেখি কম্পিত অন্তরে ॥
বামদেব বশিষ্ঠ আইল পুরোহিত।
ভদ্র আদি করিআ সকল পাত্র মিত্র ॥২০
কাত্যায়ন গৌতম জতেক মহা ঋষি।
রামের বচন সুনি সভে ধাঞা আসি ॥
সর্ব্ব মুনিগণে রাম দিলেন আসন।
রামে বেড়ি বসিল সকল মুনিগণ ॥
রামের বচনে সভে বসিলা আসনে।২৫
ব্রাহ্মণের কথা কহে কমললোচনে ॥
তোমা সভা লঞা আমি চিন্তি রাজ কাজ।
ব্রাহ্মণের পুত্র মরে এহ বড় লাজ ॥

(৩৮৫)

আজি হৈতে দূর হৈল আমার সম্পদ।
হেন কালে রামের ঠাঁই আইলা নারদ ॥
পাগু অর্ঘ দিল রাম গৃহ ব্যবহার।
মুনির চরণে রাম হৈলা নমস্কার ॥
রাম বলে অবধানে স্থন মুনিরাজ।৫
অকালে ব্রাহ্মণ মরে এই বড় লাজ ॥
নারদ বলেন রাম স্থনহ বচন।
আমরা ব্রাহ্মণীপুত্র হইল ব্রাহ্মণ ॥
এক পোয়া ধর্ম্ম ব্রহ্মা নিলেন কাড়িআ।
পণ্ডিত হইলা নানা শাস্ত্র জে পড়িআ ॥১০
দুই অংশে ব্রহ্মার তনয় ক্ষত্রি জন্ম ॥
সেই পোয়া কাড়িআ লইল সবধর্ম্ম ॥
ত্রেতা যুগে ক্ষত্রিয়ের তপ অবতার।
এক পোয়া ধর্ম্ম নষ্ট অধর্ম্ম প্রচার ॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় হৈল তপতে সোসর।১৫
দুই পোয়া ধর্ম্ম নিল সভার ভিতর ॥
বৈশ্য জাতি হইল ব্রহ্মার বক্ষঃস্থলে।
এক পোয়া ধর্ম্ম সেহ কাড়ি নিল বলে ॥
দ্বাপরে বৈশ্য জাতি তেঁই তপেতে তৎপর।
তিন পোয়া ধর্ম্ম গেল দ্বাপর ভিতর ॥২০
তিন পোয়া ধর্ম্ম গেল এক পোয়া আছে।
সেই ধর্ম্ম পোয়া নিতে শূদ্র ইবে ইচ্ছে ॥
তপে অধিকার শূদ্রে নাহিক দ্বাপরে।
ভাল মতে জান কোথা শূদ্র তপ করে ॥
শূদ্র জাতি তপ করে মোর মনে দেখে।২৫
তেঁই বিপ্রস্থত মরে বিপ্র কান্দে দুখে ॥
উগ্র তপ করে কোথা দেখ শূদ্র জন।
সেই পাপে দ্বিজস্থত অকাল মরণ ॥

(৩৮৬)

নারদের বচন স্থনি শ্রীরামের হাস।
লক্ষ্মণে ডাকিআ রাম আনিলেন পাস ॥
জাবত না জাই আমি রাজ্যের বিচারে।
পাত্যাইআ ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী রাখ দ্বারে ॥
পিতলের খোল ভরি নারায়ণতৈলে।
তাহার ভিতরে থোবে ব্রাহ্মণ ছাওআলে ॥৫
বেদবিহিত পণ্ডিত জতেক জন আছে।
মন্ত্রে রক্ষা করব্য যেন মড়া নাহি পচে ॥
যত বৈল রাম তাহা করিল লক্ষ্মণ।
পুষ্পরথে শ্রীরাম চলিলা ততক্ষণ ॥
ভরত লক্ষ্মণে রাম দিআ রাজ্যভার।১০
রথে চড়ি শ্রীরাম করিলা আগুসার ॥
মুনিপদে প্রণমিআ রথে গিআ চড়ি।
বিদায় হইআ জে পশ্চিম দিগে নড়ি ॥
আগে গেলা রামচন্দ্র দিগের পশ্চিমে।
অবিচার নাহি লোক আছএ ধরমে ॥১৫
সেই দিগ রামচন্দ্র চাহিআ দেখিলা।
তথা হৈতে ত্বরিতে উত্তরদিগে গেলা ॥
উত্তর দিগে গিআ চারি দিগে চায়।
কাহারে দেখিতে রাম কাহারে না পায় ॥
উত্তর দিগের রাম করিলা বিচার।২০
ধর্ম্মে লোক বৈসে নাহি অধর্ম্মের ভার ॥
তথা হৈতে পূর্ব্ব দিগে রাম করিলা গমন।
পূর্ব্ব দিগে বিচারিল বন উপবন ॥
সেই দিগ রামচন্দ্র করিআ বিচার।
অধার্ম্মিক বলি তথা না দেখিল আর ॥২৫
তিন দিক্ চাহিআ রাম গেলেন দক্ষিণে।
প্রবেশ করিল গিআ মহাঘোর বনে ॥

(৩৮৭)

বিচারিআ বুলে রাম বনের ভিতর।
তাহাতে দেখিল এক রম্য সরোবর॥
তার কূলে বট বৃক্ষ আছএ বিশাল।
একই যোজন জায় জার এক ডাল॥
তথা তপ করে এক তপস্বী দুষ্কর।৫
হেঁট মুখে উর্দ্ধ পদে কূপের ভিতর॥
দেখিআ তাহার তপ রামেত তরাসে।
ধন্য ধন্য বলি রাম গেলা তার পাসে॥
রাম বলে তুমি তপ কর কি কারণে।
দেখিআ তোমার তপ সন্ধ লাগে মনে॥১০
রাম নাম মোর দশরথের নন্দন।
কোন জাতি তপস্বী কহিবে বিবরণ॥
শম্বুক আমার নাম আমি শূদ্র জাতি।
রাহুরনন্দন আমি সুকেতুর নাতি॥
এক বিভা কৈল আমি জাতি চণ্ডালিনী।১৫
বলে ধরি আর বিভা করিল ব্রাহ্মণী॥
ব্রাহ্মণীর গর্ভে হৈল দশটি নন্দনে।
চণ্ডালীর গর্ভে হৈল পুত্র বারজনে॥
উগ্র তপ করি আমি দ্বাবিংশতি বেটা।
গাছের বাকল পরি শিরে ধরি জটা॥২০
উগ্র তপ করি আমি দুর্লভ সংসারে।
ব্রহ্মলোক যাব আমি এই কলেবরে॥
কুপিলেন রামচন্দ্র তাহার বচনে।
হাতে খাণ্ডা করি মুণ্ড কাটিলা আপনে॥
অগ্নিকুণ্ডে পোড়াইআ করিল ছারখার।২৫
রথে চড়িলেন হঞা সুন্দর কুমার॥
রাম বলেন দুষ্ট নাশে আমি অস্ত্রধরি।
ধার্ম্মিকের মিত্র আমি অধার্ম্মিকের অরি॥

(৩৮৮)

দেবগণ ঠাঞি আমি কৈল অঙ্গীকার।
তেঁই তোমা পাঠাইল যমের দুয়ার॥
ইহা শুনি শম্বুক জুড়ি দুই হাতে।
তোমার বাণে আমি মুক্ত হৈলাঙ রঘুনাথে॥
মোর সত্যে পালিবে আমার পুত্রবর।৫
সভাকে রাখিবে এক যোজন আন্তর॥
এথা ব্রাহ্মণের শিশু পাইল জীবন।
ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী হর্ষ ভরত লক্ষ্মণ॥
দুই ভাই করিল ব্রাহ্মণে নমস্কার।
দিলেন অনেক ধন বস্ত্র অলঙ্কার॥১০
পুত্র কোলে ব্রাহ্মণ গেলেন নিজ ঘর।
রাম লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্নে দিআ বর॥
সাধু সাধু রাম রাজা বিষ্ণু অবতার।
রামে পুষ্প বৃষ্টি দেব করিল আপার॥
দেবগণ বলে রাম কিবা কৈল কাজ।১৫
চণ্ডাল আসিত স্বর্গে হৈত বড় লাজ॥
বর মাগ রামচন্দ্র জেঁবা লএ মনে।
সেই বর দিবহে সকল দেবগণে॥
জোড় হাতে বলে রাম যদি দিবে বর।
তোমাদের বরে জীবুক ব্রাহ্মণ কোঙর॥২০
দেবগণ বলে জবে মাইলে দুষ্টজন।
তখনি জীবন পাল্য ব্রাহ্মণ-নন্দন॥
ভরত লক্ষ্মণ তথো কৈল পুরস্কার।
নানা ধন দ্বিজে দিল বস্ত্র অলঙ্কার॥
হরষিতে পুত্র নিঞা তারা গেল ঘর।২৫
তোমাদের সভারে বিস্তর দিআ বর॥
দেবগণের বচনে শ্রীরাম হরষিত মনে।
সকল দেবগণের করিল রাম চরণ বন্দনে॥

(৩৮৯)

ব্রহ্মা পাঠাইল রথ বিচিত্র নির্ম্মাণ।
দেব রথে জাবেক শম্বুক ব্রহ্মার স্থান ॥
অগ্নিকুণ্ড হইতে উঠে শম্বুক গন্ধর্ব্ব অবতার
রথে আরোহণ করিল যাইতে স্বর্গ দুয়ার ॥
তপের ফলে দেবমূর্ত্তি উঠিল আকাশে।৫
গগনে থাকিয়া শ্রীরামকে সম্ভাষে ॥
অবধান কর গোসাঞি রঘুবংশের নাথ।
আপন বৃত্তান্ত বলোঁমো জোড় করি হাত ॥
জাতি চণ্ডাল আমি জন্ম নীচকুলে।১০
গোসাঞির দরসন পাইলোঁ পূর্ব্ব জন্মের ফলে
মনুষ্য জন্ম তোমার বিষ্ণু অবতার।
তোমার পায় নিবেদন করি কার্য্য আপনার
উগ্রতপের ফলে হইল তোমার হাতে মরণ
দেবরথে চাপিঞা জাই ব্রহ্মার সদন ॥১৫
মর্ত্ত্যলোকে রহিল গোসাঞি আমার পরিবার।
পালন করিতে আমি না পাইল তা সভার
উত্তম কুলে বিভা করিল আমি সভার গোচরে।
দ্বাদশ পুত্র হইল তাহার উদরে ॥
মহাবল পুত্র সব সংগ্রামে সুর।২০
অস্ত্র শস্ত্র জানে তারা জ্ঞানে চতুর ॥
দ্বিতীয় বিভা করিল আমি ব্রাহ্মণ-দুহিতা।
মহাকুলে জন্ম তার রূপে গুণে পতিব্রতা ॥
তার উদরে হইল মোর দশ বেটা।২৫
গাছের বাকল পরিধান মাথাতে ধরে জটা
আমার ঔরসে জন্মতার ব্রাহ্মণীর কুমার।
ধর্ম্ম দেখিয়া প্রতিপালন করিহ তাহার ॥

(৩৯০)

তোমার বাণে মরিলাহোঁ আমি সিদ্ধ অভিলাষ।
পাপ ঘুচিল মোক্ষ পাইল আমি যাই স্বর্গবাস ॥
তোমাতে সমর্পিল পুত্র গোসাঞি না করিহ আন।
দুর্জ্জন অন্তর করিঞা গোসাঞি থুইবে স্থানে স্থান ॥
রাজ্যভোগ নিঞা গোসাঞি করিবে পালন৫
তোমার চরণে প্রভু করি এ নিবেদন ॥
আজ্ঞা দেহ গোসাঞি আমি জাই স্বর্গভুবন
ধর্ম্ম দেখিঞা আমার পালিহ সত্য বচন ॥
শ্রীরামে প্রণাম করিঞা চলিলা আসে।
মেঘের ভিতর জেন বিদ্যুত ছটা খসে ॥১০
বৃক্ষতলে আছেন গোসাঞির সংহতি ॥
শম্বুকের বাইস পুত্র আইল আচম্বিতি ॥
ব্রাহ্মণীর দশবেটা ধরে মুনির আচার।
ফল মূল নৈবেদ্য হাতে আনিল অপার ॥
শূদ্রিণীর দ্বাদশ পুত্র তারা বলে মহাবীর।১৫
মাথাতে কাষ্ঠের বোঝা আনিল প্রচুর ॥
যজ্ঞকুণ্ডে পিতা পিতার সনে না হইল দরশন
আসিঞা প্রণাম করে শ্রীরামের চরণ ॥
শ্রীরাম বলেন্ত কে তোমরা দে পরিচয়।
আপন বৃত্তান্ত কহ তবে জানিএ নিশ্চয় ॥২০
শম্বুকের পুত্র আমরা দিএ পরিচয়।
তোমার চরণ দেখিতে আইলা হোঁ নিশ্চয় ॥
শম্বুক মারিয়া তুমি দেবলোকের করিলে হিত
ত্রিভুবনে রহিল তোমার এ যশ কীরিত ॥

(৩৯১)

কি বলিতে পারি আমরা তোমার কিঙ্কর।
কোন কার্য্য করিব আমরা বল নরেশ্বর॥
শ্রীরাম বলেন্ত সুন তোমরা আমার বচন।
তোমার পিতা সমর্পিলেক আমি করিব পালন॥
এত্তেক বলিঞা শ্রীরাম স্মরেন হনুমানে।৫
আসিআ প্রণাম করেন হনুমান শ্রীরামের চরণে॥
শ্রীরাম বলেন্ত সুন বাছা পবননন্দন।
সাবধানে সুন বাপু আমার বচন॥
বাইস পুত্রকে লঞা জাহ দক্ষিণদিগর।
বাসা স্থানে স্থানে দেহ অনেক যোজন অন্তর॥১০
রাজ্য ভোগসভাকে দেহ করিয়া বণ্টন।
বাদ বিবাদ জেন না করে কোন জন॥
রণে ভঙ্গ না দেয় বিক্রম বিস্তর।
বর্ণে শূদ্রজাতি দ্বাদশ হঞা কাতর॥
লড়িলা হনুমান লঞা বাইস কোঙর।১৫
দক্ষিণ দিক্ লঞা গেলা হনুমান বানর॥
গৌড়ের দক্ষিণে বৈসে অলঙ্ঘ্য সাগর।
তার মধ্যে মধ্যে বসাইব নগর॥
শ্রীরামের কথা সাগরে গোচরে হনুমান।
বাইস কুঙরকে তুমি বসিতে দেহ স্থান॥২০
রামের বচনে হনুমান রথে চড়ে।
সভাকারে লইআ দক্ষিণদিকে লড়ে॥
গৌড়ের দক্ষিণদিগে অলঙ্ঘ্য সাগর।
সাগরের কুলে গেলা অনেক অন্তর॥

(৩৯২)

হনুমানের বোলে রাজ্য ছাড়িয়া দিল সাগর।
বাইস ভাই নিল বাইস নগর॥
সভা নিঞা হনুমান গেলা দেশান্তর।
রামের সৃজিত হইল বাইস আগর॥
বাইস বেটাকে দিল বাইস নগর।৫
রহিল একক জন যোজন অন্তর॥
আগরি বলিয়া হৈল সভাকার নাম।
একক যোজন বই সভার বিশ্রাম॥
দশ বার সোল কার হইল তনয়।
সাত আট নয় কার হৈল পাঁচ ছয়॥১০
শূদ্র আগরি হৈল ক্ষেত্রিতে বাখানি।
জাকে বর দায় হৈলা লক্ষ্মী ঠাকুরাণী॥
জানা আগরি তাহে ধরে নর সুনে।
হাত্যা গাই নাহি দোহে পূজে নারায়ণে॥
মহাসুর ক্ষেত্রি হইল বড় বলবান।১৫
ধন ধান্তে বলবীর্য্যে অতুল সমান॥
কেহো কুল অকুল কেহো বড় বেহাল।
অহঙ্কারে কোন জন প্রকৃতে চণ্ডাল॥
চণ্ডালীর যে সুত না মানে বাপ ভাই।
কন্যা দিয়া বাদ হেতু কাটিলা জামাই॥২০
বিস্তর দেউল মঠ করিল সৃজন।
স্থাপন করিল তাহে দেব ত্রিলোচন॥
উত্তম ব্রাহ্মণে তারা দিল ভূমিদান।
নিত্য নিত্য দ্বিজ পূজে দেব সন্নিধান॥
(যজ্ঞসূত্র-ধরে জারা সোদর দশ ভাই।২৫
হাল না ধরে তারা ভার না বহে না দোহে গাই॥

(৩৯৩)

আলি জাঙ্গাল দিল উত্তম সরোবর।
অতিথশালা পানীশালা দেবতার ঘর॥
গায়ত্রী জপে সন্ধ্যা করে করে দেবার্চ্চন।
পণ্ডিত মূর্ত্তি তারা ভাই দশ জন॥
ব্রাহ্মণীর দশো বেটা বিচারে পণ্ডিত।৫
ধর্ম্ম কর্ম্ম করে শাস্ত্র সুনে অন্যে নাহি চিত॥
চণ্ডালিনীর বারপুত্র বড়ই দুর্জ্জন।
দেবপিতৃগণ না মানে না মানে ব্রাহ্মণ॥
মহাবলবান হৈব তারা বিক্রমে বিশাল।
অহঙ্কারে না জানে তারা সুদ্ধ চণ্ডাল॥১০
চণ্ডালের আচরণ করে তারা না মানে বাপ ভাই।
বিবাদে কন্যা দিঞা কাটে জামাঞি॥
বারগ্রাম বসাইল বার সহোদর।
শম্বুকের কুলে হৈল বাইস কুঙর॥)
সভাকে স্থান দিয়া আইল হনুমান।১৫
রথ হৈতে নামিঞা গেলা শ্রীরামের স্থান॥
প্রণাম করিলা গিঞা শ্রীরামের চরণে।
আইস বইস শ্রীরাম বলেন্ত মধুর বচনে॥
ইন্দ্র বলেন্ত শ্রীরাম শুন আমার বচন।২০
অগস্ত্য সম্ভাষণে জাব আমরা জত দেবগণ
বার বৎসর হইল না দেখি মুনিবর।
অগস্ত্য মুনিকে দেখিতে আমি জাইব সত্বর॥
পুষ্পক রথে চাপিয়া তুমি আইলা আমার সংহতি॥২৫
অগস্ত্য মুনির পা বন্দিব পরম ভকতি॥
জলবাস হৈতে মুনি আইলা সংসারে।
হেন মুনির চরণে হৈব নমস্কারে॥

(৩৯৪)

আগু দেবগণ জায সভে বিচিত্র বাহনে।
পাছু জান শ্রীরাম পুষ্পক রথ আরোহণে॥
শম্বুক তেজিল প্রাণ শ্রীরামের হাতে।
স্বর্গবাসে গেলেন চড়ি দিব্য রথে॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের সরস বদন।৫
উত্তরকাণ্ডে গাইল ব্রাহ্মণ বটুর জীবন॥

পুষ্পকরথে চড়িঞা শ্রীরাম জান অগস্ত্যদর্শনে
নানাজাতি পাখী বৈসে তথা গহন কাহনে॥
কোকিল কলবর সুনিতে মনোহর।১০
সিংহ ব্যাঘ্র হস্তী গণ্ডার নানাজন্তু ভয়ঙ্কর॥
বাসা ঘর করিঞা আছেন জার যথা ইচ্ছে।
গৃধিনী পেঁচা বাসা করিঞা আছে এক গোটা গাছে॥
পেঁচা বলবান তাতে গৃধিনী দুর্ব্বল।১৫
এক গাছ দুই জনে বঞ্চে অনেক বৎসর॥
দুর্ব্বল পেঁচা গৃধিনী বলবান।
বলে হরিঞা নিলেক তার বাসা স্থান॥
গৃধিনী বলে পেঁচা আমার বোল ধর।
বাসা ছাড়িঞা দেহ জাহ স্থানান্তর॥২০
দুই জনে মহাবোল হৈল বিস্তর।
শ্রীরামের স্থানে দুই জনে করিল গোচর॥
আসিঞা মাথা নোয়াইল শ্রীরামের চরণে।
আসিঞা আপন বৃত্তান্ত কহে দুইজনে॥
গৃধিনী বলে শ্রীরাম তুমি কর অবধান।২৫

* * * *

দেবাসুর গন্ধর্ব্বের যুদ্ধ সুন রঘুপতি॥

(৩৯৫)

বিক্রমে সিংহ তুমি বুদ্ধে বৃহস্পতি।
চন্দ্র জিনিঞা তোমার মুখের জ্যোতি॥
সূর্য্য জিনিঞা তেজ গাম্ভীর্য্যে সাগর।
কুবের জিনিঞা তুমি ধনের ঈশ্বর॥
পবন জিনিঞা তোমার বাণ চলে।৫
নির্ম্মল যশ তোমার ত্রিভুবনে বলে॥
পৃথিবী জিনিঞা তুমি বড় ক্ষমাবান।
তোমার গুণ কে করিতে পারে আন্ত অবসান।
বৈরী জিনিতে গোসাঞি তুমি সর্ব্বগুণধারী।
আপন বৃত্তান্ত আমি তোমাতে গোচরি॥১০
অনেক সকতিতে বাসা সাজাইল আলয়।
বলে তাহা নেয় পেঁচা সুন মহাশয়॥
পেঁচা বলে বিষ্ণু অংশে তোমার অবতার।
তোমার অবতারে হইল ধন্য ধন্য সংসার॥
** কপাল তোমার দেহে উৎপত্তি ১৫
নারায়ণ অংশে জন্ম তুমি সর্ব্বলোকের গতি॥
চন্দ্র জিনিঞা তুমি অতি সুশীতল।
বিশ্বম্ভর মূর্ত্তি তুমি বলে মহাবল॥
যমের অংশে কর তুমি দুষ্টের বিনাশ।
ধাতা কর্ত্তা বিধাতা তুমি সর্ব্বত্র প্রকাশ॥২০
সূর্য্য জিনিঞা তোমার তেজ বিস্তর।
ইন্দ্র জিনিয়া তুমি রাজা দণ্ডধর॥
অন্ধজনের চক্ষু তুমি দুর্ব্বলের বল।
গৃধিনী আমার বাসা নেয় বুঝিঞা কর কল।
রথে হৈতে নামিঞা শ্রীরাম বৃক্ষতলে বসি।
পাত্র ভাগে হাকার পড়িল সভে ধাঞা আসি
ভদ্র যে অশোক পাত্র আইলা বিজয়।
ধর্ম্মপাল আইল সিদ্ধান্ত মহাশয়॥

(৩৯৬)

জয়ন্ত মহাপাত্র আইলা ততক্ষণ।
দুই পাখীর কন্দলি দেখিঞা বিস্ময় হৈল মন
শাস্ত্র পণ্ডিত পাত্র সব সর্ব্বশাস্ত্রে অবধান।
পক্ষী বলে আইস বুঝিতে জাই শ্রীরামের স্থান
গৃধিনী পাখীকে শ্রীরাম পুছেন্ত উত্তর।৫
কতেক দিবস হৈতে গৃধিনী তোমার বাসঘর
গৃধিনী বলে যখন হৈল পৃথিবীর উদ্ধার।
যখন হৈতে মানুষের নাহিক সঞ্চার॥
তখন বাসা সাজাইঞা আছি চিরযুগে।
কোন্ লাজে পেঁচা বাদ করে আমার আগে
পেঁচা বলে রঘুনাথ কর অবধান।১০
সত্য কথা কহি আমি তোমার বিগুমান॥
যখন হৈতে হৈল পৃথিবীর উৎপত্তি।
তখন হৈতে এই গাছে আমার বসতি॥
কি বলিতে জানি আমি পাপ দুরাচারী।
অনাথের নাথ তুমি তোমাকে গোচরি॥১৫
ত্রিভুবনের বৃত্তান্ত তোমাতে গোচর।
সর্ব্বসিদ্ধির তুমি সকল কার্য্যে তৎপর॥
শ্রীরাম বলেন শূন্য সভা সভাতে নাহি গণি।
প্রামাণিক নহে সে জে না বলে সত্যবাণী॥
সে ধর্ম্ম নাহি জাতে সত্যের নাহি গন্ধ।২০
সে সত্য নহে জাতে ছলের প্রবন্ধ॥
সত্য বচন না বলে জে সভাতে বৈসে।
সহস্র বৎসর বন্দী থাকে বরুণের নাগপাশে
মরণ দোসর বন্ধন নাগপাশে।
বৎসরেক গেলে তার এক বন্ধন খসে॥২৫
শ্রীরামের বচন সুনিঞা বলে সভাখণ্ড।
গৃধিনীর করিতে বুঝি এ রাজদণ্ড॥

(৩৯৭)

সর্ব্ব শাস্ত্র ধর্ম্ম কর্ম্ম তোমাতে গোচর।
তোমার আগে আমরা কি বলিব উত্তর ॥
শ্রীরাম বলেন যখন সৃষ্টির নাহিক সঞ্চারে।
স্থাবর জঙ্গম নাহি সকল একাকার ॥
অনন্তশয্যাতে নিদ্রা জান্তি চক্রপাণি ।৫
পাদপদ্মসেবন করেন লক্ষ্মী ঠাকুরাণী ॥
বিষ্ণুর নাহি কমলে ব্রহ্মার উৎপত্তি।
পৃথিবী সৃজল জে জন সেই সৃজিল নানাজাতি ॥
মধুকৈটভ দুই অসুর উপজিল বিষ্ণুর স্কন্ধে।
ব্রহ্মাকে হানিতে জায় দুই জনে ॥১০
বিপরীত রা কাটে অতি উচ্চৈঃস্বরে।
আপনি মারিল তাকে চক্রের প্রহারে ॥
অসুরের মেদ মজ্জাতে ব্রহ্মা সৃজিল পৃথিবী খান।
আগে মানুষ সৃজিল ব্রহ্মা পাছে বৃক্ষ দান ॥
বৃক্ষ না হৈতে কেমতে গৃধিনীর বাসা ঘর।১
রাজদণ্ড কর নিঞা গৃধিনী উপর ॥
গৃধিনীকে শাস্তি করিতে বলিল কমললোচন
না মারিহ না মারিহ বলে ডাকে দেবগণ ॥
গৃধিনা পক্ষী পুড়িছে দারুণ ব্রহ্মশাপে।
পক্ষীরূপ ধরে পক্ষী না মারিহ কোপে ॥২০
এতেক বোল জবে বলিল দেবগণ।
পক্ষীর বৃত্তান্ত পুছেন্ত রাম কমললোচন ॥
কোন্ জাতি ছিল পক্ষী বৈসে কোন স্থানে।
কোন কার্য্যে ব্রহ্মশাপ দিল কোন্ জানে ॥
সরস বৃত্তান্ত কহ পূর্ব্ব কাহিনী ।২৫
সুনিতে শ্রবণ সুখ অমৃতের বাণী ॥

(৩৯৮)

ইন্দ্র বলেন সুন শ্রীরাম কমললোচন।
জে কার্য্য নিমিত্ত হৈল শাপ বচন ॥
পূর্ব্বে গৃধিনী ব্রহ্মদত্ত রাজা।
বিদর্ভ নগরে বৈসে ধর্ম্মে পালেন প্রজা ॥
রাজাকে সম্ভাসিতে আইলা গৌতম মুনি ।৫
গৌরব করিঞা দিল আসন পানী ॥
পুটাঞ্জলি করিঞা রাজা মুনির বন্দিল চরণ।
কোন কার্য্যে কোথা জাহ গোসাঞি কেনে আগমন ॥
মুনি বলে তপে হৈল আমার শরীর দাহন।
অন্নদান দেহ রাজা জুড়াক জীবন ॥১০
সহস্র বৎসর কৈল আমি লঙ্ঘন।
তপস্যাতে ভর দিঞা করি পবনভক্ষণ ॥
রাজা বলেন অতিথি তুমি আমার ভাগ্য দিবসে।
রন্ধন ভোজন কর জে মনে আইসে ॥১৫
পাত্র মিত্র নানা দ্রব্য ভাণ্ডার হৈতে আনি।
মুনিকে রন্ধন করায় রাজা বসিঞা আপনি ॥
পঞ্চাশ ব্যঞ্জন অন্ন রন্ধন করিঞা।
মহানন্দে বসিলা মুনি ভোজন করিঞা ॥
এই মতে ভোজন করেন মুনি এক বৎসর।
বিধি বিড়ম্বিত পড়িল আথান্তর ॥২০
রন্ধনে বিলম্ব হৈল মুনি ক্ষুধাতে আকুল।
অবিচারে হাঁড়ির ভিতর রাজা দিলেন্ত চাউল ॥
বিধির ঘটন হইল বিপরীত।
শুষ্ক মাংস রন্ধন হইল তণ্ডুলের সহিত ॥

(৩৯৯)

রন্ধন হইল মুনি বসিলা ভোজনে।
কথোক অন্ন ব্যঞ্জন মুনি করিল ভক্ষণে॥
রন্ধন মাংস দেখেন মুনি অন্নের ভিতর।
রাজাকে শাপে মুনি স্থনিতে ভয়ঙ্কর॥
মুনিজনে মাংস থাওআলি নষ্ট করিলে ব্রত।৫
গৃধিনী হঞা থাঞা বুল মাংস রকত॥
শ্রীরাম নামে রাজা হব ইক্ষ্বাকু বংশে।
সর্ব্বগুণ ধরিব জন্মিব বিষ্ণু অংশে॥
শ্রীরাম নামে রাজা তোকে করিব পরসন।
সর্ব্বপাপ খণ্ডিবেক তোহার শাপ বিমোচন॥
তুমি ছুঁইলে ব্রহ্মদত্ত রাজার হয় মুকুতি।১০
যুগে যুগে ঘুসিবেক তোমার কিরিতি॥
এতেক কহিল জবে দেব সুরপতি।
শ্রীরাম ছুঁইল গৃধিনী হইলা নৃপতি॥
রাজ আভরণ পরে রাজবসন।১৫
হার কুণ্ডল পরে মানিক রতন॥
পক্ষীরূপ ছাড়িঞা ব্রহ্মদত্ত জোড় কইল হাত
অবধান কর গোসাঁই রঘুবংশের নাথ॥
ধন্য ধন্য শ্রীরাম দশরথের কুমার।
তোমার পরসে পাপ ঘুচিল আমার॥২০
রাজা হইঞা পক্ষী হৈলাহোঁ মাংস আহারী
তোমার প্রসাদে গোসাঁই মোর নরকে তরী
মেলানি করিএ গোসাঁই তোমার চরণে।
আজ্ঞা কর জাই আমি স্বর্গগমনে॥
ব্রহ্মদত্ত স্বর্গে গেল স্বর্গে কইল স্থিতি।২৫
অগস্ত্যের ঘর গেলা রাম দেবের সংহতি॥
জে জন সুনে ভনে ব্রহ্মদত্তের কাহিনী।
সকল দুখ খণ্ডে তার লক্ষ্মী গোসানী॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিত গাইল দেবের কল্যাণ।
জাঁহার প্রসাদে সুনে লোক ভারত পুরাণ।

(৪০০)

সকল মুনিগণ গেলা মুনির তপোবন।
সভার গৌরব করিল মুনি দিল নানা ধন॥
হরিস মনোরথে স্বর্গ গেলা দেবগণ।৫
সকল শেষে বন্দে রাম মুনির চরণ॥
মুনি বোলেন্ত রাম তুমি আইলা কুশলে।
তোমার গুণে রাজা নাহি ত্রিভুবনের তলে॥
সকল মুনি তুষ্ট হব তোমা দরসনে।
তোমার চরিত্র মোরা সদা জপি মনে॥১০
নারায়ণ রূপে তুমি জগত রক্ষণ।
দুষ্ট জনা মারিঞা কর তুমি সৃষ্টির
পালন॥
শূদ্র মারিঞা তুমি জিয়াইলে ব্রাহ্মণ।
দেবগণ তুষ্ট হইল করিলে পুণ্যের স্থাপন॥
আমার ঘরে আতিথ্য তুমি বঞ্চ এক রতি।
অতিথি ব্যবহারে তোমার করিব ভকতি॥
বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মাণ নানা অলঙ্কার
দেখিতে সুন্দর।
রাজ আভরণ নিল মুনি রামের গোচর॥২০
গ্রহণ করিঞা দান করি পাত্র বিশেষে।
তোমাকে দিল অধিক ফল নারায়ণ আসে॥
ক্ষত্রিয় হইঞা দান নেয় নরকে নাহিক উদ্ধার
ব্রাহ্মণের দান লয় ক্ষত্রিয় নহে শাস্ত্র ব্যবহার
মুনি বোলেন্ত শ্রীরাম না বলিহ হেন বাণী।
অবধানে কহি সুন পুরাণ কাহিনী॥

(৪০১)

সত্যযুগে ব্রাহ্মণ বহি অন্য না পাএ পূজা।
ব্রাহ্মণ রাখিতে আছিল পৃথিবীর রাজা॥
ইন্দ্র রাজা করিঞা রাখিলে দেবগণ।
নির্ভয়ে বৈসএ সভে জাহার কারণ॥
পৃথিবীতে ক্ষেত্রি রাজা বলে সর্ব্বজন।৫
ইন্দ্র নহিলে আমা সবার নহে রক্ষণ॥
লোকপাল বলিঞা ব্রহ্মা বসাইল আগে।
লোকপালের অংশে হইলা চৌঠী ভাগে॥
লোকপালের অংশে হইল ক্ষিপ্র নামে রাজা
ক্ষিপ্র রাজাকে লইঞা গেলা পৃথিবীর প্রজা
ইন্দ্র অংশে হইল ক্ষত্রির উপাদান।
হেন ক্ষত্রিয় পাইলে আমি দিএ দান॥
ইন্দ্র অংশ ধর তুমি বিষ্ণু অবতার।
তোমাকে দান দিতে আমার তৃপ্তি আপার
বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মিত রত্ন অলঙ্কার।১৫
রাজআভরণ পরেন রাম ত্রিভুবনের সার॥
মাথাতে মুকুট শোভে করে জে কঙ্কণ।
রত্ন নির্ম্মিত আভরণ কণ্ঠেতে ভূষণ॥
সুন্দর মূর্ত্তি রাম সুন্দর অলঙ্কার।
পৃথিবী আলোক করে রাম বিষ্ণু অবতার॥
অগস্ত্য মুনি তুসিল রামকে সুবর্ণ অলঙ্কারে।
জে জন সুনে ভনে সে বাড়ুক শ্রীরামের বরে
কৃত্তিবাস পণ্ডিত সর্ব্বশাস্ত্র জানে।
পাঁচালী প্রবন্ধ কইল লোক রামায়ণ শুনে॥

শ্রীরাম বোলেন্ত তোমাকে পুছি একারণ।
কোন্ রাজা দিলেক তোমাকে দিব্য আভরণ

(৪০২)

দিব্য অলঙ্কার গোসাঞি দুর্ল্লভ সংসারে।
বড় কৌতুক আমাকে ইহ বৃত্তান্ত সুনিবারে॥
মুনি বোলেন্ত শতেক যোজন বন খান আছিল নানা উপভোগে।
মানুষের সঞ্চার নাই ছাড়িল পক্ষী মৃগে॥
উপকারী ভোগে নাহোঁ আমি সেই তপোবনে।৫
শতেক যোজন বেড়াই আমি কাহো সনে নাহি দরসনে॥
নানা ফল মূল তাহা মধুর সুস্বাদ।
বন খান দেখনে মাত্র খণ্ডে অবসাদ॥
বনের উপমা গুণ কহিতে না পারি।
যোজনেক বাট জুড়িঞা আছে উত্তম পোখরি॥১০
নানাপক্ষী কেলি করে পদ্ম উৎপল।
নির্ম্মল সুশীতল সরোবরের জল॥
সরোবরের জীব দেখিল অদ্ভুত দরসন।
মুনিজনসৃজিত পুরাণ আয়তন॥
পাষাণের নির্ম্মিত গোফা দেখিতে অতি মনোহর।১৫
নিশি বঞ্চিল আমি তাহার ভিতর॥
প্রভাতে বেড়াই আমি সরোবরের তীরে।
সুন্দর পুরুষ এক দেখিল সুন্দর শরীরে॥
হেন জনা না দেখিল জাকে পুছিব কারণ।
পুরুষের কাছে বসিলাঙ বিস্মিত বদন।২০
মড়া হইয়া পাড়িঞা আছে সুন্দর শরীরে।
জ্যোতি অধিষ্ঠান সেই মড়ার শরীরে॥

(৪০৩)

মড়া নেহালিআ আমি করিঞা ধেআনে।
স্বর্গ হইতে রথ আইল লক্ষ্মী অধিষ্ঠানে॥
সুবর্ণে নির্ম্মাণ রথ সূর্য্যতেজ ধরে।
সহস্রের কন্যা সেবে সেই পুরুষ বরে॥
কেহো গীত গাএ কেঁহো বাজায়
মোহন বাঁশী।৫
নানা আভরণে ভূষিত কন্যা সব পরম
রূপসী॥
রথে হইতে নাম্বিল পুরুষ সেই সরোবরের
পাহাড়ে।
মড়ার মাংস খাএ পুরুষ কামড়ে কামড়ে॥
আচমনের তরে নাম্বে সরোবরের জলে।
স্নান করিঞা পুরুষ শরীর পাখালে॥১০
স্নান করিঞা পুরুষবর রথের উপর চড়ে।
কৌতুকে পুছিল আমি জখন রথে স্বর্গ নড়ে॥
দেবরথে চড় তুমি দেব অবতার।
দেব হইঞা কেনে কর মড়া আহার॥
দেবমূর্ত্তি হইঞা কেনে যক্ষ পিশাচের আহার
তোমার চরিত্রে বাড়ে বিস্ময় আপার॥
সকল বৃত্তান্ত কহে বা করিআ জোড় হাতে
ভূমিতে থাকিআ সুনি আমি পুরুষ
কহে রথে॥
স্বর্গরাজার পুত্র আমি স্বর্গ অধিকারী।২০
বাপের বিদ্যমানে আমি ধর্ম্মে রাজ্য করি॥
আয়ু শেষ সুনিয়া ছাড়ি রাজ্যখণ্ড।
ছোট ভাই সুরথে দিলাও ছাতা দণ্ড॥
জীব জন্তু নাহি এথা মনুষ্যের বার।
এই তপ করি আমি ফলমূলাহার॥২৫

(৪০৪)

দুষ্কর করিল তপ আমি পঞ্চ সহস্র
বৎসর।
ব্রহ্মলোক গেলাঙ্ আমি ছাড়িআ কলেবর
ব্রহ্মলোকে ক্ষুধা তৃষা সহিতে না পারি।
ব্রহ্মাকে পুছিল আমি কোন্ মতে তরি॥
ব্রহ্মলোকে ক্ষুধা তৃষা নাহি করে বল।৫
ভোখ পিয়াসে আমি কেনে হইলাঙ্ বিকল॥
ব্রহ্মা বোলেন্ত দুখ পায় রাজা তুমি
আপনার দোষে।
ব্রহ্মলোকে পীড়া কইলেক তোমাকে
ভোখ জে পিয়াসে॥
তে কারণে তোমাকে নামেন আহার পানী।
জেই দিএ তাই পাইএ সুনহ কাহিনী॥১০
জেই জেই শস্য পৃথিবীতে নাই বুনি।
সেই শস্যের ফল তুমি খাওগা আপনি॥
ভোগ পিয়াস খণ্ডিবেক সুনহ কারণ।
আপনার মড়া শরীর খান করগা ভক্ষণ॥
এতেক সুনিআ আমি ধরিল ব্রহ্মার চরণ।
মড়ার সড়িত মাংস কেমতে করিব ভক্ষণ॥
কা হইতে হইব আমার নরকে উদ্ধার।
সেই কথা কহ গোসাঁই কর অঙ্গীকার॥
আমার বচনে ব্রহ্মার হাস্য উপজিল।
শাপ বিমোচন হেতু সকল কহিল॥২০
ব্রহ্মা বোলেন্ত না পচিব না টুটিব মধুর
সুস্বাদ।
নিত্য নিত্য খাবে শরীর খণ্ডিবেক অবসাদ॥
তপের প্রসাদে অগস্ত্য মুনির কাকেহো
নাহি ডর।

(৪০৫)

তপ করিতে আসিবেক মুনি এই বনের ভিতর ॥
অগস্ত্য মুনির সনে তোমার হবেক দরসন।
দুঃখ ভোখ শোক তোমার খণ্ডিবেক তখন ॥
ইন্দ্র আদি ত্রিভুবন তারিতে পারে মুনি।
ক্ষুধা তৃষা খণ্ডিবেক কোন্ কার্য্যে গুণি ॥৫
মড়া শরীর খান আমার প্রাণ ধারণা।
এত দিবস মাংস খাই তবু না টুটে এককণা
এত দিবস শরীর খাই আমি ব্রহ্মার বচনে।
আজি মুক্ত হব আমি তোমা দরসনে ॥
তোমা বই মুনি আর আন নাহি গতি ।১০
কৃপা কর মুনি মুক্তি পাই অব্যাহতি ॥
গায় হইতে কাড়িয়া দিলেক সকল আভরণ।
নানা ভোগ পাইলেক করিতে ভক্ষণ ॥
নানা ভোগ দিল উত্তম বসন।
নানাবিধ রত্ন দিল বহুমূল্য ধন ॥১৫
প্রতিগ্রহ বলি যদি করিবে তিরস্কার।
দুর্গতি সাগরে আমার নাইক নিস্তার ॥
নানা মত স্তব কৈলেক পুরুষবরণ
প্রতিগ্রহ নিল আমি তাহার দেখিঞা কাতর ॥
সকল দ্রব্য উৎসর্গিঞা দিলেক আমার হাতে ।২০
স্বর্গ গেল পুরুষবর চাপিঞা কাঞ্চনের রথে॥
প্রতিগ্রহ নিল আমি তাহার কারণে।
নর-শরীর নষ্ট তার হইল ততক্ষণে ॥
ক্ষুধা তৃষা খণ্ডিলেক দেবশরীর ধরি।
দেব রথে চাপিঞা পুরুষ গেল স্বর্গপুরী ॥২৫

(৪০৬)

মুনি জন ধনে মোর নাহি প্রয়োজন।
উত্তম পাত্রের তরে আমি রাখিল করিঞা যতন ॥
বিষ্ণু অবতার তুমি ত্রিভুবনে পূজে।
হেন অলঙ্কার দ্রব্য তোমাকে ভাল সাজে ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের সরস বাখান ।৫
উত্তরকাণ্ডে গাঞা দিল শ্বেত উপাখ্যান ॥

শ্রীরাম বোলেন্ত শ্বেত রাজা বিদর্ভ দেশে বসে।
কঠোর তপ করিঞা রাজা গেল স্বর্গবাসে ॥
বনে বনজন্তু নাইসে কিসের কারণে।
এ সব বৃত্তান্ত সে তোমার পাএ জানে ॥১০
মুনি বোলেন্ত সত্যযুগে রাজা হইল তার নাম নৃপবর।
ইক্ষ্বাকু নামে পুত্র হইল তাহার পুত্রবর ॥
ব্রহ্মলোকে গেল ইক্ষ্বাকু পুত্র দিঞা রাজ্য ভার।
ধর্ম্ম পালন অবশ্য করিবেক রঘু বংশের প্রচার
রাজনীত শিখাইল পুত্রে পালিতে রাজ্য ভার
ধর্ম্ম কথা বুঝাইল শাস্ত্রের বিচার ॥
অপরাধে শাস্তি করিলেক দেবলোকে পুজি॥
বিনি অপরাধে শাস্তি করিলে ঘোর নরকে মজি ॥
সত্য করাইঞা পুত্রে রাজা করিল ক্ষিতি-তলে ।২০
ব্রহ্মলোক গেল রাজা যোগ ধর্ম্মের ফলে ॥

(৪০৭)

জ্যেষ্ঠ পুত্র সত্যবান্ তাহার হইল বলে
মহাবল।
ধর্ম্মশাস্ত্র জানিবেক পণ্ডিত কেবল ॥
কনিষ্ঠ পুত্র দণ্ড তার হইল অতি
দুরাচার।
গুরুপূজা না জানে শাস্ত্রের ব্যবহার॥
দণ্ডকে দিল উপান্তের রাজ্যখণ্ড।৫
আপনার দোষে পাল্য ব্রহ্মশাপদণ্ড ॥
সুরসেন পর্ব্বত মাঝে দণ্ড রাজ্য করি।
মধুপুরী বলিঞা রাজ্য বসাইল নগরী ॥
শুক্র পুরোহিত লঞা নানা যজ্ঞ করে।
ইন্দ্র সুখ ভুঞ্জে রাজা অনেক বৎসরে ॥১০
শুক্রের ঘর গেলা রাজা আপনি বুলা.
বুলি ॥
নানা রত্নে নির্ম্মিত ঘর পড়এ বিজুলী ॥
অজা নামে শুক্রের ঝি পরম সুন্দরী।
ফল ফুল তুলিতে কন্যা দেখিল একে
শ্বরী ॥
কন্যার রূপ দেখিতে রাজার কাম হইল
অধিষ্ঠান।১৫
কন্যার বৃত্তান্ত জানিতে রাজা গেল কন্যার
স্থান ॥
রাজা বলে কাহার কৌয়ারী কন্যা কাহার
ঝিয়ারী।
হেন রূপ গুণে কেনে বেড়াহ একেশ্বরী॥
কন্যা বলেন আমার বাপ তোমার
গুরুজন।
অজা নাম ধরি আমি সুনহ রাজন ॥২০

(৪০৮)

রাজা বলে তোমাকে দেখিঞা আপনা
ধরিতে না পারি।
হাত প্রসারিআ মোকে আলিঙ্গন দেহলো
সুন্দরী ॥
আমার ভার্য্যা হইলে কন্যা তোমার হইব
দাস।
দুই জনে ভুঞ্জিব রতি ভোগ বিলাস ॥
গুরুর কন্যা ভগিনী হএ রতি না বাসহ
লজ্জা।৫
আমা সনে ক্রীড়া নহে তোমার ব্রহ্মশাপে
মরিবে রাজা ॥
আমার বাপকে গোচরিআ নেহ সম্মতি।
তবে তুমি আমার ঠাঁই করহ আরতি॥
বলে ধরিআ শৃঙ্গার করিতে না বলিবে
আমার বাপে
রাজ্যসনে পুড়িঞা রাজা মরিবে ব্রহ্মশাপে।
রাজা বলে তোমার বাপের বিলম্ব সহিতে
না পারি।
তোমার লাগি মরণ আমার আজি ভাগ্যে
ধরি ॥
ভজমান হইআ কেনে স্বরূপে করহ পরি-
হার।
প্রাণ রাখ কন্যা মোর দেহ ত শৃঙ্গার ॥
বিস্তর কাকুতি করে রাজা না করে ডর।১৫
কোপে কন্যা গালি দেয় রাজাকে বিস্তর ॥
হাত পা আছাড়ে কন্যা রাজাকে পাড়ে
গালি।
বলে শৃঙ্গার করে রাজা বলে মহাবলী ॥

(৪০৯)

বলে শৃঙ্গার করিঞা রাজা গেলা নিজ ঘর।
বাপের অপেক্ষা জানিঞা কন্যা কান্দে বিস্তর॥
শিষ্যগণে বেষ্টিত মুনি আইলা নিজ ঘর।
ভোখের ডাহে মুনির পোড়এ কলেবর॥
কান্দে অজা কন্যা বদন ঢাকি লাজে।৫
সকল জানিল মুনিরাজ ধ্যানের তেজে॥
ব্যাকুল হইলা মুনি দিনান্তের ভোখে।
অধিক জানিলা মুনি ঝিএর অসুখে॥
ধর্ম্মশীলা কন্যা আমার যেন অগ্নির শিখা।
গুরুর কন্যা হরে রাজা না করে অপেক্ষা॥
ব্রহ্মশাপ দিল মুনি কোপ করিঞা মনে।
দণ্ডরাজা পড়িঞা মরুক অগ্নি বরিসনে॥
অগ্নিবর্ষে দেবরাজ সাত দিবস রাতি।
সবংশে পুড়িঞা মরে দণ্ড নরপতি॥
অজা রহিল গিঞা সরোবরের পাহাড়ে।১৫
অজার কাছে জেই রহে অগ্নিতে নাপাড়ে॥
সহস্র যোজন এড়িঞা শুক্র করিল্ল গিঞা বাস।
সাত দিবস অগ্নি বর্ষে দেখিঞা লোকে তরাস॥
সহস্র যোজন জুড়িয়া ইন্দ্র আঙ্গারবর্ষে।
স্থাবর জঙ্গম পুড়িঞা ভরিল পাশুসে॥২০
সহস্র যোজন ছাড়িঞা কাহো নাহি এড়ে।
পাত্রমিত্র সমেতে রাজা সবংশে পোড়ে॥
অজার পায়ে জে জন পশ্বিল শরণ।
তাঁহারা সব এড়াইল শাপ অগ্নিতে মরণ॥

(৪১০)

গরু মানুষ কারো নাহিক নিস্তার।
সহস্র যোজন পুড়িঞা হইল ছার খার॥
পোড়া হইতে সেই বনে নাহিক বসতি।
দণ্ডক বন বলিঞা বনের রহিল খেয়াতি॥
জলস্থলে যথা তথা বৈসে মুনিজন।৫
পূর্ব্ব বৃত্তান্ত তোমাকে আমি কহিল এখন॥
দুইজনে কথা কহিতে বেলা অবসান।
স্নান করিঞা দুইজন করিল সন্ধ্যা ধ্যান॥
দুই জনা তপকরে দুই সন্ন্যাসী।
সন্ধ্যা ছাড়িঞা আন কোথা ভাল না বাসি॥
সন্ধ্যা জাপ্য করেন রাম বিবিধ বিধানে।
ফল মূল দিল মুনি অমৃত সমানে॥
তুষ্ট হইলা শ্রীরাম করিআ ভোজনপানং।
রাত্রি প্রভাতে গেলা রাম মুনির সন্নিধান॥
দেশ জাইতে শ্রীরাম মুনিকে মাগিল মেলানি।১৫
নমস্কার করিল রহিল প্রিয়বাণী॥
তোমার অনুগ্রহেতে গোসাঁই আমার সফল জীবন।
আর বার দেখিতে আসিব আমি তোমার চরণ॥
মুনি বোলেন্ত অমৃত হেন তোমার বচন।
তোমার বচনে তুষ্ট হইলাঙ সকল মুনিজন॥
অনাথের নাথ রাম তুমি লোকপালন।২০
তুমি তুষ্ট হইলে ভুঞ্জি স্বর্গভুবন॥
জেজন তোমাকে চাহেন্ত কোপ করিঞা আঁখি।
যমদণ্ড মারিআ তাঁকে নরকে করেন্ত দুখী॥

(৪১১)

সর্ব্বলোক প্রিয় তুমি আপনার গুণে।
আমি বড় তুষ্ট হইলাঙ্ রাম তোমার সম্ভাষণে॥
কুশলে থাকিহ রাম তুমি ভুঞ্জিহ মেদিনী।
শ্রীরামকে কল্যাণ করিআ পাঠাআ দিল মুনি॥
মুনির প্রিয় রামচন্দ্র জগতের গতি।৫
হেন শ্রীরামের বরে সভাখণ্ডের বাড়ুক পিরিতি॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিত কহে শাস্ত্রের অনুমান।
উত্তরকাণ্ডে গাআ দিল উত্তর উপাখ্যান॥

পুষ্পক রথে জায়েন্ত শ্রীরাম লোক পুরস্কারি।
দুই প্রহরে গেলা রাম অযোধ্যা নগরী॥১০
দ্বারীকে আজ্ঞা করেন রাম জাহ ভিতর।
আমার আগমন কহ ভরত লক্ষ্মণ গোচর॥
শ্রীরামের সম্বাদ কহিল দুইজনে।
সম্ভ্রমে আসিআ দুই কৈল শ্রীরামের চরণ বন্দনে॥
দুই ভাইকে কল্যাণ করিআ রাম বসিলা সিংহাসনে।১৫
আজ্ঞা করিল শ্রীরাম মধুর বচনে॥
রাজস্থয় যজ্ঞ করিলেক পূর্ব্ব মহারাজে।
রাজস্থয় যজ্ঞ করিব থাকহ তাহার কাজে॥
জোড় হাত করিআ ভরত করে হাহাকার।
রাজস্থয় যজ্ঞ করিলে মজিব সংসার॥২০

(৪১২)

রাজস্থয় যজ্ঞ করিল পূর্ব্বে শশধর।
গ্রহনক্ষত্রে সংগ্রাম হইল দেখিতে ভয়ঙ্কর॥
রাজস্থয় যজ্ঞ করিল বরুণ জলের ঈশ্বর।
মৎস্য মকর কচ্ছপ পুড়িয়া মইল বিস্তর॥
রাজস্থয় যজ্ঞ কইল ইন্দ্র দেবরাজে।৫
দেবাসুরের রণ বাজিল তাহার কাজে॥
হরিশ্চন্দ্র রাজস্থয় করিআ পাইল অপচয়।
মহাঘোর যুদ্ধ হইল সংসারের রাজা ক্ষয়॥
রাজস্থয় যজ্ঞ করিলেক রাজা রুহিদাস।
রাজস্থয় যজ্ঞে তার রাজ্যের বিনাশ॥১০
রাজস্থয় যজ্ঞ করিল রাজা জন্মেজয়।
মোহপর চক্র হইল সংসার ক্ষয়॥
রাজস্থয় যজ্ঞ করিল রাজা উশীনর।
রাজ্য সমেত মইল রাজা গেল যমের ঘর॥
রাজস্থয় যজ্ঞ করিল রাজা জীমূতবাহন।১৫
অগ্নিতে পুড়িআ তারা হারাইল জীবন॥
রাজস্থয় যজ্ঞ করিল বেণু নৃপতি।
সবংশে পুড়িআ মইল তার নাহিক সন্ততি॥
রাজ্যখান কোপে তার নিলেক সাগর।
দ্বীপখান রহিল ভার অন্তরে অন্তর।২০
পৃথিবীর তলে বৈসে জেবা বৈসে অন্তরীক্ষে॥
রাজস্থয় কইলে মরে তাহা সর্ব্বলোকে দেখে।
হেন রাজস্থয় করিতে গোসাঁঞী তোমার গেল মন।
রাজস্থয় যজ্ঞ করিবে হবেক সংসারে মরণ।
সহোদর ভাই আমরা তোমার কিঙ্কর।২৫
আমার বচন স্থন তুমি পৃথিবী ঈশ্বর॥

(৪১৩)

অনাথের নাথ তুমি সংসারের রাজা।
রাজচক্রবর্ত্তী সকলে করে তোমার পূজা॥
সংসার রক্ষা কর গোসাঞি কর পরিত্রাণ।
রাজসূয় যজ্ঞ করিলে সভাই হারাব পরাণ॥
বড় বড় রাজা সব রাজ অহঙ্কারে রহে।৫
রাজসূয় যজ্ঞ করিআ কেহ নাহি রহে॥
ত্রিভুবন পালিতে গোসাঞি তোমার অবতার।
তোমাকে না জুয়ায় লোক করিতে সংহার॥
লোকের হিতের তরে ভরতের বচন।
ভরতে শ্রীরামচন্দ্র দিল আলিঙ্গন॥১০
লোকের হিতের তরে ভরতের কাহিনী।
ত্রিভুবন রাখা গেল তোমার ধর্ম্মবাণী॥
রাজসূয় মহাযজ্ঞ সর্ব্ব যজ্ঞ আগে।
তোমার বচনে আমি করিল পরিত্যাগে॥
ছাওয়ালের বচন লয় যদি যুক্তি বিচার।১৫
তোমার বচনে ভাই হইল জগতের প্রতিকার॥
রাজসূয় যজ্ঞ রাম এড়ি এই দোষে।
উত্তরকাণ্ড গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবাসে॥

শ্রীরামের দক্ষিণে ভরত বামে লক্ষ্মণ আছিলা ভাই দুইজন।
সমুখে ভরত দাণ্ডাইলা দোসর লক্ষ্মণ॥২০
জোড় হাতে লক্ষ্মণ বীর বোলেন্ত বচন।
অশ্বমেধ যজ্ঞ কর ভুবন পালন॥

(৪১৪)

পূর্ব্বে ব্রহ্মবধ কইল ইন্দ্র দেবরাজে।
ইন্দ্রের ব্রহ্মবধ ঘুচিল অশ্বমেধের তেজে॥
বৃত্র নামে অসুর হইল ব্রহ্মার নন্দন।
আড়ে প্রসরিল বীর সতেক যোজন॥
ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখি অদ্ভুত প্রমাণ।৫
দান ধর্ম্মে তপে বড় জাহার বাখান॥
সর্ব্বলোকপ্রিয় অসুর ধর্ম্মে রাজ্য পালে।
বিনি চাসে জার রাজ্যে নানা শস্য ফলে॥
নানা মধুর ফুলফল নানা বৃক্ষ ধরে।
ত্রিভুবন প্রীত করিআ সুখে রাজ্য করে॥
রাজভোগ ভুঞ্জিয়া পুত্রেরে রাজা করে।
তাহার কীর্ত্তি ঘুষিবারে থাকিল সংসারে॥
পুত্রেরে রাজা করিঞা তপে দিল মন।
জাহার তপ দেখিঞা কম্পিত দেবগণ॥
দেবগণ লআ গেলা ইন্দ্র বিষ্ণুর ঘর।১৫
বৃত্রের চরিত্র বিষ্ণুতে করিল গোচর॥
ধর্ম্মেতে ধার্ম্মিক অসুর বলে মহাবল।
কোন মতে তাহার না পাইল ছল॥
তপ করিতে বৃত্র না করে অপেক্ষা।
ত্রিভুবন বশ করিলেক দেবের নাহি রক্ষা॥২০
জার হইতে দেবগণ হইল সন্নিধান।
তুমি নাথে দেবগণ হইল নাথবান॥
তোমার মুখ চাহিয়া দেব পশিল শরণ।
বৃত্রেরে মারিআ দেবগণে করহ রক্ষণ॥
বিষ্ণু বলেন্ত বৃত্রাসুর বড়ই চতুর।২৫
সেবাতে আমা বন্দি করি হইয়াছে ঠাকুর॥
আপনি না মারিব আমি সৃজিব উপায়।
জেই মতে তোমা সবার খণ্ডএ আপায়॥

(৪১৫)

তিন অংশ হব আমি বৃত্র মারিবারে।
এক অংশ প্রবেশিব ইন্দ্রের শরীরে॥
এক অংশ বজ্র সনে হইব মিশাল।
তেয়জ অংশে বন্দি করি থুইব পাতাল॥
বৃত্রবধে সমন্তোষ হৈল পুরন্দর।৫
বিষ্ণুর বচনে দেবে হরিস বিস্তর॥
জুঝিবারে জায় দেব বিষ্ণুর আদেশে।
বৃত্রের তপের বনে করিলেক প্রবেশে।
তপের প্রসাদে বৃত্র ত্রিভুবন শাসে॥
বৃত্র দেখিঞা দেবগণ পড়িলা তরাসে॥১০
কেমতে মারিব আমরা অসুর দুর্জ্জয়ে।
চিন্তিত দেবতা হৃদে সান্তাইল ভয়ে॥
বিষ্ণু তেজে বিক্রম বাড়িল পুরন্দরে।
বজ্র তুলিঞা মারে বৃত্রাসুরের উপরে॥
ব্রহ্মবধ করিঞা চিন্তিত পুরন্দর।১৫
পড়িল প্রমাদ কোন্ ত্রৈলোক্য ভিতর॥
ততক্ষণে ব্রহ্মবধ হইল মুর্ত্তিধর।
প্রবেশ করিতে চাহে ইন্দ্রের কলেবর॥
দেবগণ বোলে বিষ্ণু কর পরিত্রাণ।
দেবতার রাজা ইন্দ্রের করহ কল্যাণ॥২০
দুর্জ্জয়ে অসুর মারা গেল তোমার তেজে।
ব্রহ্মবধ হইতে রক্ষা কর দেবরাজে॥
বিষ্ণু বলেন অশ্বমেধ যজ্ঞে মোর বড় পুজা।
অশ্বমেধ বিষ্ণু যজ্ঞ করহ ইন্দ্র রাজা॥
ব্রহ্মবধে ইন্দ্র রাজা হৈল অচেতন।২৫
যজ্ঞ করিতে ইন্দ্র আপনি কইল মন॥
অচেতন হঞা করে কাল বিলম্বন।
স্বর্গ ছাড়ি দেব রাজা হৈল অদর্শন॥

(৪১৬)

মহাঘোর পাইল তবে এ তিন ভুবন।
নদ নদী স্রোত ছাড়ে না বহে পবন॥
নদনদী স্রোত ছাড়িল পৃথিবী নিষ্ফলা।
দুর্ভিক্ষ মড়ক ভয়ে প্রজায় দুর্ব্বলা॥
যজ্ঞ করিতে ইন্দ্রের ঠাঁই গেলা দেবগণ।৫
ইন্দ্রের আঁচলে তখন ধরে ব্রাহ্মণ॥
বৎসরেক যজ্ঞ করিল বিবিধ বিধানে।
যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দিলা জতেক দেবগণে॥
অশ্বমেধ যজ্ঞ জবে ইন্দ্রে কৈল অবসান।
বসিবারে ব্রহ্মবধ মাগে গিঞা স্থান॥১০
এক অংশে ব্রহ্মবধ জলের ভিতর।
অশুচি ধোবার ঘাটে থাকে নিরন্তর॥
জলে নামিআ শৌচকরে ধোবার ঘাটে
করে স্নান।
ব্রহ্মবধের ফল পাএ কভু নহে আন॥
আর অংশ ব্রহ্মবধ থাকে গাছের উপর।১৫
জানিঞা সুনিঞা ব্রহ্মবধে পতিত হএ নর॥
বলে ছলেতে বা কাটে জারা করে বিক্রয়।
ব্রহ্মবধের ফল সেই পাএ সুনিশ্চয়॥
তৃতীয় অংশ ব্রহ্মবধ যথা স্ত্রী রজস্বলা।
ব্রহ্মজ্ঞানে তপে নষ্ট করিল দেবলোকে
আর অংশ কলা॥২০
রজস্বলা স্ত্রী গমনে পাপী হবে জারা।
ব্রহ্মবধের ফলে উদ্ধার না হবে তারা॥
চারি অংশে ব্রহ্মবধ থুইল চারি ভাগে।
ইন্দ্র রাজা মুক্ত হইলা ব্রহ্মবধ রোগে॥
হেম যজ্ঞ থাকিতে আন যজ্ঞ করিতে উচিত
অশ্বমেধ মহাযজ্ঞ চারি যজ্ঞের পুজিত॥

(৪১৭)

লক্ষ্মণের বচনে শ্রীরামের মনে যুক্তি আইসে।
ভাল ভাল করিঞা শ্রীরাম কথাকে প্রশংসে॥
স্থনিআ পুরাণ কথা শ্রীরামের উল্লাস।
উত্তরকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাস॥

শ্রীরাম বলেন যুক্তি ভাল কৈলে লক্ষ্মণে।৫
অশ্বমেধ যজ্ঞ করিব ভাল পড়িল আমার মনে॥
দশরথ বাপকে আমি দেখিল স্বপনে।
হাতে ধনুকবাণ করিঞা মৃগী খেদাড়িয়া বনে বনে॥
বাপের পাছে দেখিল অন্ধ মুনির ছাওয়াল
খান্তি না পাএ রাজা সদা এ জঞ্জাল॥১০
বাপে ব্রহ্মবধ কইল দৈব নির্ব্বন্ধন।
ধর্ম্মশীল বাপ মোর কুলের লোকপালন॥
বাপ মুক্ত হইলে আমি ঋণে হই পার।
তবে আমার যশ ঘুষিব সকল সংসার॥
কর্ম্মদোষে পড়ে কার্য্য সকলেরি তথা।১৫
লক্ষ্মণ ভরত প্রশংসিঞা শ্রীরাম কহন্তি কথা
কর্দ্দম প্রজাপতির হইল পুত্রবর।
ইন্দাপ নাম ধরে কনোজ দেশের ঈশ্বর॥
প্রজাগণ পালে রাজা ধর্ম্মে রাজ্য করে।
দেব দানব গন্ধর্ব্ব কম্পে জাহার ডরে॥২০
জাহার কোপ উপজিলে ত্রিভুবনে দণ্ড।
তাহার ঠাঁই গেলে এড়াঞি পাষণ্ড॥

(৪১৮)

সার্ব্বভৌমের রাজা হইলা পৃথিবীর তলে।
সকল রাজা জিনে রাজা দানে বুদ্ধিবলে॥
বসন্ত সময় হইল উত্তম চৈত্র মাস।
মৃগ মারিতে গেলা রাজা পর্ব্বত কইল নাশ॥
মৃগ মারিঞা বুলে রাজা কাননে কাননে।৫
পার্ব্বতী মহেশেত হইয়াছে মিলনে॥
স্ত্রীরূপ ধরিঞা যথা * * র।
স্ত্রীরূপ করাইল পর্ব্বত শিখর॥
মৃগী পক্ষী যত ছিলা সব হইলা স্ত্রী।
সকল স্ত্রী করিঞা তোষে পর্ব্বতকুমারী॥
হেন বে * * সকল অনুচরে।
গেলে মাত্র সভাকে স্ত্রী কইলেক মহেশ্বরে॥
স্ত্রীরূপ সভাকে দেখে রাজা জেই জথা বুলে।
ত্রাস * * আপনা নেহালে॥
সৈন্য সমেতে স্ত্রী হইলা রাজা টুটিয়া আইলে।১৫
মহাদেবের পায়ে পড়িআ রাজা করএ বিকলে॥
উঠ উঠ মহারাজা বোলে মহেশ্বর।
পুরুষ এড়িয়া তুমি অন্য মাগ বর॥
মহাদেবের বচন রাজা জবে স্থনিল দারুণ।
দেবীর চরণে পড়িঞা রাজা করন্তি করুণ
দেবী বোলেন মহাদেবের বচন করিতে নারিব আন।
এক মাস স্ত্রী হবে মহাদেবের বিধান॥

(৪১৯)

আর মাস পুরুষ হবে আমার বর দানে।
অক্ষেমা না কর রাজা চল নিজ স্থানে॥
পুরুষ হইঞা স্ত্রী হবেন হিরেস্মর বনে।
স্ত্রী হইঞা পুরুষ হবে তোমার না পড়িব মনে॥
জেই মাসে জেই হবেক সেই সে হয় এক ধেয়ানে।৫
রাজা বলেন মাসেক হব পরম সুন্দরী।
মাসেক পুরুষ হব জেন রূপের মুরারি॥
পরম সুন্দরী হইলা রাজা মহাদেবের বর দানে।
রাজ্য তেজিআ বনে বুলে রাজা সকল অনুচরগণে॥
শ্রীরামের কথা সুনিঞা ভরত লক্ষ্মণে উঠে হাসি।১০
অদ্ভুত বলিঞা লোক কথাকে প্রশংসি॥
ভরত লক্ষ্মণ বলে গোসাঞি কথা সুনিতে বড় উপহাস।
স্ত্রী হইঞা কোন্ দুর্ম্মতি পাইঞা রাজ্য বঞ্চে এক মাস॥
পুরুষ হইঞা এক মাস রাজা কোন্ বুদ্ধি বঞ্চে।
এতেক দুর্গতি রাজার কোন্ মতে ঘুচে॥১৫
শ্রীরাম বোলেন্ত দেবের বরে হইল পুরুষ স্ত্রী।
সকল সৈন্য হইল তার পরম সুন্দরী॥
নানা বন বেড়াঞি পায়ের সঞ্চারে।
নানা পুষ্প নানা ফল তুলিল আপারে॥

(৪২০)

নানা পক্ষী কেলি করে বিচিত্র সরোবরে।
বুধ তপ করে চন্দ্রে কোন ঘরে॥
দ্বিতীয় চন্দ্র যেন কৈলেক উদয়।
কঠোর তপ করে মুনি শুদ্ধ হৃদয়॥
জলকেলি করিতে আইলা সঙ্গে কন্যাগণ।৫
সরোবরে বধুসনে হইল দরসন॥
জলকেলি করাইলা হাসন্তি লিলাএ।
কাম অধিষ্ঠান হইল বুধের হৃদয়ে॥
তপ এড়িআ মুনিবর জলকেলিতে মন।
ইলা সনে দেখা অন্য অন্য নিরীক্ষণ॥১০
বুধ বোলে দেব গন্ধর্ব্ব নাহিক হেন স্ত্রী।
অন্যের স্ত্রী নহে আমি বিভা করি॥
জল হইতে উঠিআ বুধ গেল নিজ স্থান।
সকল কন্যা আনিল করিআ ধেয়ান॥
সকল স্ত্রীগণ বুধকে নমস্কারি।১৫
কন্যাগণে পুছিল বুধ লজ্জা পরিহরি॥
মুনি বলে কন্যা সব কহত নিশ্চয়।
কাহার ঝি কাহার বহু দেহ পরিচয়॥
দেবতা মনুষ্য কিবা গন্ধর্ব্ব কিন্নর।
কোন্ কার্য্যে তোমরা আইলা সরোবরের ভিতর॥২০
কন্যা বোলে আমরা মহাদেবের দাসী।
পতি নাই একেশ্বর বেড়াই এ সকল রূপসী॥
এতেক সুনিআ বুধ কইলেক ধেয়ান।
সকল বৃত্তান্ত জানিল মুনি আদি অবসান॥
স্ত্রীগণে বোলে বুধ পুরুষ হইলা স্ত্রী।
কিং পুরুষ লইঞা থাকহ সুন্দরী॥

(৪২১)

সকল স্ত্রীগণ লইঞা বুধ গেল পর্ব্বত-
শিখর।
কিংপুরুষ লইআ তথা বঞ্চে নিরন্তর॥
লজ্জা হরিআ আইলা বুধ ইলার সম্ভাষে।
কামে পীড়িত মুনি বসিলা ইলার পাশে॥
বুধ বলে শুন কন্যা বচন আমার।৫
তোমাকে ভজিল মন দেহত শৃঙ্গার॥
চন্দ্রের প্রিয়পুত্র আমি বুধ নাম ধরি।
তোমার রূপে মোহ গেলাম তুমি হয়
আমার স্ত্রী॥
বুধের বচনে বলে ইলা ত রূপসী।
জেই ইচ্ছা তাই কর আমি তোর দাসী॥১০
উভয় সম্মতি দোঁহে কেলি পরিহাস।
ক্ষণ হেন মাত্র তার গেল মধুমাস॥
মাস শেষ জানিঞা বুধ হইল সত্বর।
শৃঙ্গার ছাড়িয়া আইলা তপেতে তৎপর॥
সুন্দর পুরুষ রাজা হইলা মাস শেষে।১৫
জিজ্ঞাসিতে বার্ত্তা রাজা গেল বুধ পাশে॥
সর্ব্ব সৈন্যে আইলাঙ পর্ব্বতশিখর।
কোথা গেল তাঁহারা কহ মুনিবর॥
বুধ বোলে চিন্তা রাজা না করিহ মনে।
তোমার সৈন্য মইল সবে ঝড় বরিষণে॥২০
ঝড় বৃষ্টে আল্যে তুমি আমার আশ্রমে।
সব গেলা পাবে তুমি কথোক দিন ক্রমে॥
একেশ্বর বুলি তুমি না হবে বিকল।
আমার আশ্রমে থাক খায়া মধুর ফল॥
অনুচর মরণে রাজা হইলা দুঃখিত।২৮
হেথা একা কেমতে থাকিব বান্ধব বর্জ্জিত॥

(৪২২)

রাজ্য গেলে কান্দিবে সবার পরিবার।
কোন্ বুদ্ধে করিব তা'সবার প্রতিকার॥
শশবিন্দু পুত্র মোর ধর্ম্ম অবতার।
আমা বিনে কেমতে শাসিব রাজ্যভার॥
পাত্রমিত্র তরে রাজা কান্দিঞা উত্তরোল।৫
অশেষবিশেষে বুধ বোলেন্ত প্রিয়বোল।
পরিতাপ ত্যজ রাজা থাক মোর ঘরে॥
সব ভাল হবে তোর বৎসর অন্তরে॥
অনুচর সঙ্গে তোমার হবেক সংযোগ।
রাজা হইঞা তুমি ভঞ্জিবে রাজ্যভোগ॥১০
বুধের ঘরে রহিলা প্রবোধ বচনে।
স্ত্রী হইআ তোষে রাজা চন্দ্রের নন্দনে॥
একমাস পুরুষ যুবতী আর মাস।
পুরুষ হইঞা করে রাজা ব্রত উপবাস॥
স্ত্রী হইলা রাজা আর মাসের প্রবেশে।১৫
বুধ সহিতে বঞ্চে শৃঙ্গারের রসে॥
দেবের নির্ব্বন্ধ কেহ খণ্ডাইতে নারে।
বুধবীর্য্যে পুত্র তার রহিল উদরে॥
পুরুষ হৈলে গর্ভে পবন সঞ্চার।
নারী হৈলে প্রবেশ করএ আর বার॥২০
নয় মাসে প্রসব হৈল রাণী ইলা॥
পুরূরবা পুত্র হইল যেন চন্দ্রকলা॥
মহাবংশে পুত্র হইল যেন রূপের মুরারি।
রাজচক্রবর্ত্তী হইবেক নানা গুণধারী॥
পুত্র দেখিআ বুধ হইলা আনন্দিত মন।২৫
পুত্রের পালন করে ইলা থাকে সর্ব্বক্ষণ॥
পুরুষ হইলা রাজা আর মাস প্রবেশে।
ধর্ম্ম কহি শাস্ত্রকথা থাকেন বুধের পাশে॥

(৪২৩)

স্ত্রী হইলা রাজা মাস অবশেষে।
বুধের পাশে বঞ্চে রাজা শৃঙ্গার রসে ॥
বার মাস গেল রাজার পুরুষ অবতার।
বৎসরেক রহি বুধ চিন্তে প্রতিকার ॥
ব্রাহ্মণের রাজা বুধ চন্দ্রের নন্দন।৫
কোন জনে লঙ্ঘিবে বুধের বচন ॥
সম্বর্ত্ত মুনি আইলা ঔর্ব্ব চ্যবন।
জমদগ্নি ভার্গব আইলা দুইজন ॥
ওঙ্কার পঙ্কার আদ্য দুর্ব্বাসা জৈমিনি।
ক্রতু পুলহ আইলা পরম গেআনী ॥১০
মুনিগণ আইলা কর্দ্দম প্রজাপতি।
সভে মিলি চিন্তেন রাজার অব্যাহতি ॥
পাদ্য অর্ঘ দিল মুনি শিরে বন্দিল চরণ।
বসিবারে মুনি সকলকে দিল আসন ॥
কর্দ্দম বোলেন্ত বুধ সুন বচন আমার।১৫
অশ্বমেধ মহা যজ্ঞে আরাধ শঙ্কর ॥
অশ্বমেধ যজ্ঞে আরাধ পশুপতি।
অশ্বমেধ যজ্ঞে রাজার হবে উত্তম গতি ॥
মহা মহা মুনি সভে হইঞা আঁওসার।
বুধ মুনির আশ্রমে কৈল যজ্ঞের অবতার ॥
শাস্ত্র-মত অশ্বমেধ কৈল সমাপতি।
যজ্ঞ স্থানে বর দিতে আইলা পশুপতি ॥
মহাদেবে বর মাগে মুনির সমাজে।
পুরুষ হউক সর্ব্বকাল ইলা মহারাজে ॥
দেব বোলেন্ত বর মাগ মনের বাঞ্ছিত।২৫
বর মাঙ্গ বর দিব বলহ উচিত ॥
তোমার শাপে স্ত্রী হইল রাজা ইলাপ।
তোমার বরে পুরুষ হয়ে ঘুচে মনের তাপ

(৪২৪)

তুষ্ট হইঞা মহাদেব সভাকে দিল বর।
স্ত্রী অঙ্গে পুরুষ হইল দেখিতে সুন্দর ॥
বর দিঞা দেবরাজ হইলা অদর্শন।
আপনাপন স্থানে গেলা মুনিগণ ॥
বাল্মীকির দেশে শশবিন্দু রাজা বিদ্যমান।৫
আর দেশ বসাইল রাজা নামে প্রতিষ্ঠান ॥
প্রতিষ্ঠানে পুরুষ হইঞা রাজ্য করে ইলে।
স্ত্রী হইঞা পুরুষ হৈল অশ্বমেধের ফলে ॥
নানা ধন রত্ন ভোগ আপনে আসি মিলে।
সর্ব্বসিদ্ধি হইল রাজার অশ্বমেধের ফলে ॥১০
তিন ভাই মিলিআ অশ্বমেধ কৈল সার।
অশ্বমেধ যজ্ঞ করিব সভার অঙ্গীকার ॥
দেবগণ মুনিগণ সভে হইলা সুখী।
হেন রাজার চরিত্র সুনিলে লোক না হএ দুখী ॥
কৃত্তিবাস বাখানিল বাল্মীকি পুরাণ।১৫
জে জন সুনএ তার সর্ব্বত্র কল্যাণ ॥

তিন ভাই অশ্বমেধ যজ্ঞ কৈল সার।
পুরোহিত বলি ঘন পড়িল হাঁকার ॥
বামদেব জমদগ্নি বশিষ্ঠ জাবালি।২০
অশ্বমেধ কর রাম সভাকারে বলি ॥
ভাল ভাল বলি সভে মুনির বাখান।
অশ্বমেধ যজ্ঞ কৈলে রাজ্যের কল্যাণ ॥
ব্রাহ্মণের অনুমতি লইঞা লক্ষ্মণ।
দেশে দেশে পাঠাল্য যজ্ঞের আমন্ত্রণ ॥২৫

(৪২৫)

সুগ্রীব অঙ্গদ হনুমান মহাবল।
যজ্ঞ আমন্ত্রণে আল্য বানর সকল॥
সব কপি আল্য জে করিল উপকার।
আমন্ত্রিল বিভীষণ সাগরের পার॥
পৃথিবীর রাজা লোকে দিল আমন্ত্রণ।৫
হাঁকারিআ আনে উত্তম দ্বিজগণ॥
জ্ঞান তপে মহোৎসব সভেই বাখানি।
নিজে দেশে হাঁকারিল ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী॥
দেবঋষি ব্রহ্মঋষি যথা যথা বৈসে।
আমন্ত্রণ দেহ যেন যজ্ঞস্থানে আইসে।১০
শিষ্য সহিতে আমন্ত্রণ দেহ সকল মুনি।
সপ্ত ঋষিকে আমন্ত্রণ দেহ পরম জ্ঞানী॥
সিদ্ধ পুরুষকে হাঁকারিহ জাহে সিদ্ধি বৈসে।
সকল মনুষ্য হাঁকার জেবা যথা বইসে॥
সেনাপতি ভাগ হাঁকারিহ আসুক সকল সৈন্যে।১৫
যজ্ঞস্থান নির্ম্মাণ করগা নৈমিষারণ্যে॥
নানা শিল্পি হাঁকারহ জে নানা শিল্প জানে।
যজ্ঞস্থানে সাজাই রতন কাঞ্চনে॥
নানা শালি তণ্ডুল আনি ভরাইল ঘর।
মাস মশুরী যব গোধুম ভরাহ তেপান্তর॥২০
দধি দুগ্ধ ঘৃত জাউক অপার।
রজত কাঞ্চন জাউক ভারে ভার॥
রাশি রাশি করিঞা এল নূতন হাণ্ডি।
ক্ষেত্র তেপান্তরে বান্ধ লবণের কাণ্ডী॥
দিব্য বস্ত্র লেহ সভে দিব্য অলঙ্কার।২৫
চিঁড়া সন্দেস আদি জতেক আহার॥

(৪২৬)

বিচিত্র নির্ম্মাণ মেলাহ বাসা ঘর।
কাষ্ঠ পাত্র নানা দ্রব্য তাহার ভিতর॥
ভরত রাজা আপনি তুমি করহ আগুসার।
সোনা রূপা তাম্বা কাঁসা আন ভারে ভার॥
রাজমহিষী জাউক রাজার ঝিয়ারী বহুয়ারী।
কাঞ্চনময়ী সীতা নেহ আপনার স্ত্রী॥
কাপড় টাঙ্গাইল মাথার উপর।
বশিষ্ঠ মহামুনি জে বলেন্ত উত্তর॥
ভরত রাজা লড়িলা লইঞা অন্তঃপুরী।
রাজার ভাণ্ডার লড়িলা দোলা সারি সারি॥
নটক নর্ত্তক নড়িল গায়ন দেশান্তরি।
বাজনা ঢুলি নড়িল বেশ্যা সুন্দরী॥
নানাদেশের রাজা আইল লইঞা উপহার।
নানা রাজদ্রব্য লঞা শত্রুঘ্নের আগুসার॥
লক্ষ্মণ ঘোড়া নড়িল করিতে উৎসর্গন।১৫
কটকে রাখিতে ঘোড়া লড়িলা লক্ষ্মণ॥
বেদ বেদী লঞা শ্রী হইলা অধিষ্ঠান।
একমাসে যজ্ঞস্থান করিল নির্ম্মাণ॥
যজ্ঞস্থান দেখিতে চলিলা সত্বর।
সোনা রূপাতে বান্ধিল দেখিতে সুন্দর॥২০
যজ্ঞ দণ্ড বান্ধিল বিচিত্র পাথরে।
মণিমাণিক্যে তাহার বান্ধিল উপরে॥
কাচ ঢাল খোহ ঢাল দেখিতে সুন্দর।
রাজ আয়তনে নির্ম্মাইল পাত্রমিত্রের ঘর॥
সোনার আওয়াস ঘর সোনার খাট পাট।
রত্ন নির্ম্মাণ সকল গুলি বাট॥
মুনির বাসা মিলাইল ঘর সারি সারি।
নির্ম্মল জলেতে পূর্ণ দীঘি শোভাকরী॥

(৪২৭)

বড় সুখী হইলা শ্রীরাম দেখিঞা যজ্ঞস্থান।
ধন্য ধন্য বলিঞা শ্রীরাম করিলা বাখান ॥
শ্রীরামের যজ্ঞবার্ত্তা গেলা দেশে দেশে।
যজ্ঞে আমন্ত্রণ হেতু সর্ব্বলোকে আইসে ॥
নানারত্ন লইঞা বিভীষণের আগুসার ।৫
সুগ্রীব অঙ্গদ হনুমান আনিল অপার ॥
মুনিসব আইলা লইঞা সর্ব্ব তীর্থের জল।
ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসী আইল সকল ॥
নটক নাটুয়া আইল বেশ্যা চমৎকার।
ভরত শত্রুঘ্ন সবার করিল পুরস্কার ॥১০
ভরত রাজা জারে জে দ্রব্য দিতে আজ্ঞা করে।
সেই দ্রব্য শত্রুঘন তারে সমর্পণ করে ॥
ভক্ষ্য দ্রব্য চিড়া সন্দেশ কলা দুগ্ধ দধি।
ভক্ষ্য দ্রব্য আনিলেক কলা কান্দি কান্দি ॥
দেশদেশান্তর হৈতে জত আইল মুনিগণ ।১৫
নানা দ্রব্য রাক্ষস বানরে করে সমর্পণ ॥
জে রাক্ষসের ডরে তপ ছাড়ে মুনিজন।
সে রাক্ষস মুনির পদ করয়ে সেবন ॥
নানা উপভোগে লোক পাইলা পিরিতি।
সোনা রূপার বস্ত্রে সবে হইলা পিরিতি ॥২০
খাও খাও নেও নেও এই মাত্র সুনি।
সর্ব্বলোক সুখী হঞা যজ্ঞকে বাখানি ॥
সোনারূপার বস্ত্র দিতে নাহি অবকাশ।
বুড়া বুড়া মুনি দেখি পাইল তরাস ॥
শ্রীরাম করেন যজ্ঞ বেষ্টিত ব্রাহ্মণে ।২৫
জেই চাহেন্ত তাই আনি জোগান্ত লক্ষ্মণে ॥

(৪২৮)

সম্পূর্ণ হইবে যজ্ঞ এক সম্বৎসরে।
দেবগণ আইলা সব যজ্ঞ দেখিবারে ॥
কুবের বরুণ যম অগ্নি পুরন্দর।
আর জত যজ্ঞ কৈল পৃথিবী ঈশ্বর ॥
শ্রীরামচন্দ্রের যজ্ঞ সর্ব্বলোকে জিনে ।৫
দেবতা গন্ধর্ব্ব নর দেখিয়া বাখানে ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব রচনা।
উত্তরকাণ্ডে গাইল শ্রীরাম যজ্ঞের বর্ণনা

যজ্ঞস্থানে গেলা রাম বেষ্টিত সহোদর ।১০
যজ্ঞ করিতে পুরোহিত হাঁকারে রঘুবর ॥
নানা বাদ্য বাজে তিঁহ সংগীত নাচন।
যজ্ঞ করিতে তথি আল্য দেব মুনিগণ ॥
জত জত মুনিগণ বৈসে তপোবনে।
সর্ব্বজন আইলা শ্রীরামের আমন্ত্রণে ॥১৫
বশিষ্ঠ বামদেব ঋষ্যশৃঙ্গ বিভাণ্ডক।
বিশ্বদেব সুত দেব ত্রিজটা ত্র্যম্বক ॥
বৈশম্পায়ন শান্তনু শুক সনক সনাতন।
পুলহ পুলস্ত্য আল্য ব্রহ্মার নন্দন ॥
হংস বাসুকি ঋষি গৌতম গোবর্দ্ধন ।২০
ভার্গব প্রলম্ব ঔর্ব্ব আইলা চ্যবন ॥
সম্বর্ত্ত সারথ আল্য আর ভরত ভরদ্বাজ।
বিশ্বামিত্র জামদগ্ন্য জনক মহারাজ ॥
কুশধ্বজ বৃষধ্বজ আর বৃহস্পতি।
রতিকান্ত উমাকান্ত অগস্ত্য মহামতি ॥২৫
ব্রহ্মশর্ম্মা বিষ্ণুশর্ম্মা শিবশর্ম্মা মহামুনি।
অঙ্গিরস আইলা না মানে অগ্নি পানি ॥

(৪২৯)

কৌৎস কাকুস্থ আল্য কৌশিক কার্ত্তিক।
বরতনু অনুবর্ত্ত বিজয় বাল্মীক॥
জাবালি বালখিল্য রৌদ্রেক রৌদ্রেশ্বর।২৫
ভাস্কর তুষ্কর নিশাকর পরাশর॥
কাশ্যপ নির্ঋতি সে বাসব শুভগুপ্ত।৫
শিতিকণ্ঠ নীলকণ্ঠ সে উগ্র মার্কণ্ড॥
জমদগ্নি মধুকুল্য কৌণ্ডিল্য বিশারদ।
জরৎকার জানসার সপর নারদ॥
ইন্দ্র যম কুবের বরুণ অগ্নি হয়।
নৈঋত পবন আল্য সূর্য্যের তনয়॥১০
শক্তিধর পীতাম্বর শ্রীবৎস শ্রীধর।
কেলির কানন দুর্ব্বাসা রত্নাকর॥
উন্মুখ বিমুখ আর ক্রমুখ মুনি।
উতঙ্ক মাতঙ্গ আল্য পরম গেয়ানী॥
জার যথা স্থান যান জে রাজা বৈসে।১৫
যজ্ঞ ভাগ লইবারে নবগ্রহ আইসে॥
বামদেব বশিষ্ঠ কুলের পুরোহিত।
ধাতা কর্ত্তা বিধাতা হইলা উপনীত॥
সকল মুনি যজ্ঞশালে হইলা শোভিত।
অষ্টবসু আইলা আর দ্বাদশ আদিত॥২০
নানা রত্নে বান্ধিআছে যজ্ঞকুণ্ড বেদী।
অশ্বমেধ যজ্ঞ করে রাম গুণনিধি॥
বশিষ্ঠ বলেন রাম সুনহ বচন।
অর্চ্চনা করিয়া বর সকল ব্রাহ্মণ॥
এত সুনি লইলেন কুসুম চন্দন।২৫
একে একে বরে সকল শ্রীরাম ব্রাহ্মণ॥
যজ্ঞবেদী বেড়িয়া বসিলা সব মুনি।
রামের অগ্রেতে সভে করে বেদধ্বনি॥

(৪৩০)

চতুর্দ্দিকে বেড়িয়া পড়িছে জয়কার।
মন্ত্র তেজে অষ্টলোকপাল আগুসার॥
দিলে ঘৃত হবে সাটি সহস্র কলসী।
কৃত্তিবাস গাইল বন্দিআ বাল্মীক ঋষি।

শ্রীরাম চন্দ্র যজ্ঞ করে হরিস সর্ব্বজনে।৫
সংসারের রাজা আইলা যজ্ঞের আমন্ত্রণে॥
পৃথিবীর তলে বৈসে জত রাজাগণে।
সকল রাজা আইলা রামের আমন্ত্রণে॥
বড় বড় রাজা সব আল্য নানা বেশে।
অযোধ্যা নগরে সভে করিলা প্রবেশে॥১০
গুণসিংহসুত রাজা আল্য মিত্র সহ।
আইল কৌশল সে রামের পিতামহ॥
কেকয় রাজার পো আল্য বিক্রমে অতুল।
সুধাজিত নাম তার ভরতের মাতুল॥
বারাণসের রাজা আল্য সিংহ নরপতি।১৫
সুমিত্রার পিতা সে লক্ষ্মণ জার নাতি॥
চম্পারণ হৈতে রাজা আইলা শসাদ।
লোমপাদসুত রাজা আইলা প্রসাদ॥
গোবৎস পাটনে রাজা আল্য ব্রহ্মদণ্ড।
সুধাকর রাজা আল্য রণের প্রচণ্ড॥২০
কনকপুরের রাজা কনক ঈশ্বর।
ঋণিদের রাজা আল্য ভোগে পুরন্দর॥
বেদভট্ট নৃপতি বিদর্ভ অধিপতি।
জ্ঞানসিংহ রাজা আল্য ভোজরাজার নাতি।
খিখিন্দার রাজা আল্য নাম সনাতন।২৫
অশ্বে মহারাজা আলী বুধের নন্দন॥

(৪৩১)

সিংহল দেশের রাজা আল্য জয়াজিত।
খোরাসানের রাজা আল্য বিক্রমে পূজিত ॥
কলিঙ্গ দেশের রাজা আল্য কলিকন।
মগধের রাজা আল্য জীবিতবাহন ॥
জিতসেনসুত রাজা আল্য সত্যবান।
শতানন্দসুত রাজা আল্য বর্দ্ধমান ॥
কাশীপুরের রাজার পো আইল কাশীশ্বর।৫
আরট্টক দেশ হৈতে আল্য উশীনর ॥
আদিত্যনন্দন রাজা আল্য আদি দেবা।
পূর্ব্বশিরাসুত রাজা আল্য স্থূলশিবা ॥
ধর্ম্মপাল রাজা সুত আল্য মহীপাল।
শৃঙ্গবের রাজা আল্য গুহক চণ্ডাল ॥১০
শ্রীবৎস রাজার সুত আল্য উদয়রাজ।
বিন্দু মহারাজ আল্য করি নানা সাজ ॥
ইলার তনয় রাজা আল্য শশবিন্দু।
মগধের নৃপতি আইল জরাসিন্ধু ॥
যদুবংশ রাজা আল্য উগ্রসেন নাম।১৫
ভৃগুবংশের নৃপতি আইলা পরশুরাম ॥
কতেক রাজার নাম নিব গুটী গুটী।
এক ঠাঞি রাজা জত হৈল শত কোটী ॥
কেহ অশ্বে কেহ দোলা কেহ চড়ে হাতী।
কত কত মহারাজা আল্য মহারথী ॥২০
গুরুজন গর্ব্বিত জে মাতুল শ্বশুরে।
সর্ব্ব রাজাগণে ভরে অযোধ্যা নগরে ॥
যজ্ঞ দেখিবারে আল্য রামের দুয়ারে।
দুয়ারি ভিতরে গিঞা শ্রীরামে গোচরে ॥
রাম বলে ঝাট জাহ ভরত শত্রুঘন।২৫
ভক্তি করি আনহ সর্ব্বল রাজাগণ ॥

(৪৩২)

এত সুনি বাহির হইলা দুই বীর।
সভাই দেখিব রাম ধর্ম্মের শরীর ॥
স্তুতি করেন জত সব নৃপতিমণ্ডল।
বসিতে আসন দিআ পুছিল কুশল ॥
রাম বলে আজি সভে লেহ বাসা ঘর।
নিয়োজিয়া দিল রাম সব অনুচর ॥
নানা ভোগ দিয়া কৈলা পিরিত সভার।৫
নানা দ্রব্য পাঞা সভে হরিস অপার ॥
নানা সুখ পাঞা সভে ভোগ অভিলাষ।
শর্ব্বরী প্রভাত হৈল রবির প্রকাশ ॥
স্নান সন্ধ্যা কৈল রাম প্রত্যুষ বিহানে।
পাত্রমিত্র বন্ধু সঙ্গে বসিলা দেআনে ॥১০
হেনকালে রাম ঠাঞি নানা দেবগণে।
কৃত্তিবাস গাইল উত্তর রামায়ণে ॥

বসিলা মুনি সব শ্রীরামের সন্নিধানে ॥
যজ্ঞ দেখিতে আকাশে আইলা দেবগণে ॥
ইন্দ্র ঈশান আইলা শমন পবন।১৫
চন্দ্র সূর্য্য সাথে বরুণ আল্য ব্রহ্মা নারায়ণ ॥
সব দেবগণ মেলি করে অনুমান।
অশ্বমেধ করিবেন আপনি শ্রীরাম ॥
সর্ব্বদেবগণে গেলা যথা পুরন্দর।
জোড় হাত করি পবন করিলা গোচর ॥২০
দেআন করিয়া বৈসে দেবের সমাজে।
আপনে বসিলা তথা ইন্দ্র সুররাজে ॥
বিধাতা বলেন সুন দেব পুরন্দর।
বৈকুণ্ঠ শূন্য এবার সহস্র বৎসর ॥

(৪৩৩)

অশ্বমেধ করিবারে রাজা রাম বাঞ্ছে।
তবে তার জনকের ব্রহ্মহত্যা ঘুচে ॥
ব্রহ্মা বোলেন্ত ইন্দ্র স্থন আমার বচন।
এক ঘোড়া দেহ তুমি সর্ব্ব স্থলক্ষণ ॥
ব্রহ্মার বচনে ইন্দ্র হাত করি জোড়া।৫
শালে হৈতে বারি কৈল স্থলক্ষণ ঘোড়া ॥
সর্ব্বতত্ত্ব সর্ব্ব-অর্থ জান তুমি আদিদেবা।
এক গুটী ঘোড়া আছে নামে উচ্চৈঃশ্রবা ॥
মোর বাহন দিব গোসাঁই যুক্তি না
আইসে।
উচ্চৈঃশ্রবা দিলে তবে আমি ইন্দ্র
কিসে ॥১০
ব্রহ্মার বচন স্থনি জানাইল জয়ন্ত।
ঘোড়া দিতে নারি আমি পারেন রেমন্ত ॥
সব দেবগণে তথা পাঠাল্য পবন।
ডাকিয়া রেমন্তে আন সূর্য্যের নন্দন ॥
দাঁড়াইআ দেবগণে করিল স্তবন।১৫
এক ঘোড়া দেহ তুমি রাজার বাহন ॥
দেবতার বাক্য অন্য করিতে না পারে।
আমি ঘোড়া দিলে রাম স্থখে রাজ্য করে ॥
ব্রহ্মার বচনে রেমন্ত হস্ত করিল জোড়া।
সেইক্ষণে আনিঞা দিল স্থলক্ষণ ঘোড়া ॥২০
ঘোড়া সাজি আনিলেন রেমন্ত সারথি।
শ্রীরামের ঠাঁই পাঠাইতে শীঘ্রগতি ॥
আপনার ঘোড়া রেমন্ত আনিল আপনি।
নানা রত্নে ঘোড়ার করিল সাজনি ॥
যেমন বিষ্ণুর ঘোড়া বিষ্ণু অধিষ্ঠান।২৫
হেন ঘোড়া দেবতা পাঠাল্য রামস্থান ॥

(৪৩৪)

স্বর্গে হইতে নাম্বিলা ঘোড়া হইয়া মূর্ত্তিমান্।
ব্রহ্মা পাঠাইল ঘোড়া শ্রীরামের স্থান ॥
স্নান সন্ধ্যা করিঞা রাম বসিলা দেআনে।
হেনকালে ঘোড়া গেল শ্রীরামের স্থানে ॥
জয় জয় শব্দ হৈল ঋষির সমাজে।৫
ইবে যজ্ঞ সাঙ্গ হৈল সিদ্ধ হৈল কাজে ॥
ঘোড়া দেখি মহা স্থখী হৈল সভাতল।
স্নান করাইল অশ্বে দিয়া গঙ্গাজল ॥
ঘোড়া দেখি শ্রীরামের হরষিত মন।
শীঘ্র আসি অশ্ববরে করিলা বরণ ॥১০
পাদ্য-অর্ঘ্য দিলা রাম পাটের পাছড়া।
স্থবর্ণ কুড়্যালি দিল রাঙ্গা পাট-ধড়া ॥
চামর অসিত দিঞা করিলা শোভন।
স্থবর্ণ মুকুট দিল সর্ব্বাঙ্গে চন্দন ॥
পায়ে সোনার নুপুর দিল গলেতে কিঙ্কিনী।
ত্রিভুবন জিনি কৈল ঘোড়ার সাজনি ॥
স্থবর্ণ কড়ি আনি দিল রাঙ্গা পাঠের দড়া।
সর্ব্বাঙ্গে ঢাকিঞা দিল পাটের পাছোড়া ॥
শ্বেত চামরে ঘোড়াকে করিল স্থশোভিত।
পবন-গমন ঘোড়া লক্ষণে পূজিত ॥২০
যজ্ঞ স্থান নিল ঘোড়া হরিস সকল ঋষি।
ধন্য ধন্য বলিঞা সবে ঘোড়াকে প্রশংসি ॥
স্নান সন্ধ্যা করি রাম গেলা যজ্ঞস্থানে।
নানা দ্রব্য আনিঞা জোগায় লক্ষ্মণে ॥
শ্রীরামের স্থানে গেলা অষ্টলোকপাল।২৫
সকল মুনি বেড়িল রামের যজ্ঞশাল ॥
রাক্ষস বানর আর মানবগণ।
পাটোআড় পড়ে জুড়ি দ্বাদশ যোজন ॥

(৪৩৫)

ধুতি উত্তরি পারিল রাম অঙ্গে গঙ্গামাটি।
গঙ্গাজল তুলসী কুশ আর তাম্রবাটী ॥
শক্ত পাটাম্বর ধুতি বড় পরিপাটী।
হাথে কুশ বৈসে রাম নিয়া তাম্রবাটী ॥
সংকল্প করেন রাম শুভক্ষণ বেলে।৫
বেদধ্বনি মঙ্গল হইল সভাতলে ॥
সর্ব্ব লক্ষণ ঘোড়া কৈল উৎসর্গন।
বেদ মন্ত্রে আশংসিত জত মুনিগণ ॥
মুনি সব মন্ত্র পড়ে বেদ হস্তে করি।
চতুর্দ্দিগে লোক সব বলে হরি হরি ॥১০
বিষ্ণু অবতার রাম কমললোচন।
শুভক্ষণে ঘোড়া রাম কৈলা উৎসর্গন ॥
ঘোড়ার বরণ কৈল দেব গদাধর।
আনন্দিত সর্ব্বলোক অযোধ্যানগর ॥
যজ্ঞশালে মুনি সব বৈসে সারি সারি।১৫
কেহো বেদ পড়ে কেহো মঙ্গল উচ্চারি ॥
বশিষ্ঠ বলেন রাম সুনহ বচন।
ঘোড়া রাখিবেন কেবা আনহ এখন ॥
জে জন রাখিবে ঘোড়া হঞা সাবধান।
তাহাকে ডাকিয়া আন মোর বিদ্যমান ॥২০
রাম বলে ঘোড়া রাখে কাহার শকতি।
এই ঘোড়া রাখিব লক্ষ্মণ যোদ্ধাপতি ॥
বুদ্ধি বল বিক্রমে তাঁহারে কেবা জিনে।
লক্ষ্মণ রাখিবে ঘোড়া হেন লয় মনে ॥
বশিষ্ঠ বলেন তারে আন শীঘ্রগতি।২৫
আনিল লক্ষ্মণে ডাকি রাম মহামতি ॥
রাম বলেন ঘোড়া রাখ পরম যতনে।
তোমা বই ঘোড়া রাখে কাহার পরাণে ॥

(৪৩৬)

ঘোড়া রাখিতে নিয়োজিলা অনুজ লক্ষ্মণ।
মাথায় মুকুট দিলা হীরা মণিকাঞ্চন ॥
প্রসাদ পাইয়া বীর প্রণমে চরণ।
হেনকালে লক্ষ্মণ করেন নিবেদন ॥
রাখিব যুদ্ধের ঘোড়া তোমার আদেশে।৫
বৎসরেক বেড়াব ঘোড়ার পাশে পাশে ॥
নানারূপে বিপক্ষ বেড়ায় নানা বেসে।
নির্ভয়ে বেড়াব প্রভু কেমন সাহসে ॥
নির্ভয় দক্ষিণা মোরে দেহ মহাশয়।
বেড়াইব পরম সুখে হৈয়া নির্ভয় ॥১০
লক্ষ্মণের বচন সুনিঞা রঘুনাথে।
জয়পত্র লিখিঞা ঘোড়ার দিল মাথে ॥
লেপেন ঘোড়ার অঙ্গে সুগন্ধি চন্দন।
গলাতে বিচিত্র হার দেখিতে শোভন ॥
পায়েতে নূপুর শোভে বিচিত্র ঘাঘর।১৫
চামরে ছাইল ঘোড়া দেখিতে সুন্দর ॥
মাথাতে মুকুট দিল দেখিতে শোভন।
জয়পত্র দিল মাথে রামের লিখন ॥
অপূর্ব্ব যুদ্ধের ঘোড়া সর্ব্বলোকে দেখে।
কেহ বলে ঘোড়া পাছে জায় অন্তরীক্ষে ॥২০
শ্রীরাম বলেন ঘোড়া রাখিবে যতনে।
ঘোড়া গেলে যজ্ঞ নাশ জানিহ আপনে ॥
শ্রীরামের চরণ লক্ষ্মণ বন্দিলেন মাথে।
ঘোড়া রাখিবারে জান ধনুর্ব্বাণ হাথে ॥
ঘোড়ার নিকটে গেলা বশিষ্ঠ আপনে।২৫
মুনিবর কহে ঘোড়া কর্ণপাতি সুনে ॥
নিরন্তর থাকিহ তুমি লক্ষ্মণের স্থানে।
এই কথা কহিলা ঘোড়ার দুই কানে ॥

(৪৩৭)

যজ্ঞ পূর্ণ হবে বৎসর পরিমাণ।
বৎসরেক রহি তুমি আসিহ যজ্ঞস্থান ॥
এতেক কহিল যদি বশিষ্ঠ মহামুনি।
মুনিরাজের কথা অশ্বরত্ন সুনি ॥
সেই বোলে রহেন লক্ষ্মণ যথা থাকে।৫
প্রভাত সময়ে বুলে আপনার সুখে ॥
মরুত্ত সুরথ রাজা লড়িল কটকে।
কালান্তক যম যেন চমৎকার লোকে ॥
কত শত রাজা লড়েন লক্ষ্মণ সংহতি।
মহা মহারথি সব মহা যোধপতি ॥১০
লড়িলা সুমন্ত্র রাজা সৈন্য লাখে লাখে।
পুরূরবা লড়ে ঠাট কেবা তারে লেখে ॥
লড়িল মগধরাজ কটক অপার।১৫
অশ্ব বেড়ি সঘনে পড়িছে জয়কার ॥
হস্তী ঘোড়া রথ রথী সৈন্য কোলাহল।
সারি সারি রাজছত্র করে ছলমল ॥
ধানুকি পাইক চলে ধনুকে দিঞা চড়া।
আড় নিঞা পাইক চলে হাতে জাঠি ঝগড়া ॥২০
ঘোড়ার ঘর চলিল বাজিছে কিঙ্কিনী।
হস্তীর ঘর চলিল গজঘণ্টার ঢনঢনী ॥
হাতে অস্ত্রে পাইক সব করেন্ত রড়ারড়ি।
আস্তে ব্যস্তে চাপেন্ত সভে ঘোড়া ঘোড়ী ॥
ঘোড়া রাখিতে চলিলা সৈন্য সাজনে।২৫
নানা বাদ্য বাজে রাজ-বাজনে ॥
শঙ্খ-দুন্দুভি বাজে ঘণ্টা ঘাঘর সিঙ্গাআন।
কর্ণড়া করড়ি বাজে মৃদঙ্গ তবলে বিমাণ ॥

(৪৩৮)

ঢাক্‌ঢোল দগড়ি বাজে ডিণ্ডিম বিশাল।
কাহাল ভেরী বাজে কাংস্য করতাল ॥
কছরি গাড়ড়ি বাদ্য বাজে সাহিনী।৫
বেলাবলী কমরু বাজে মধুর ভাল সুনি ॥
নানা রাজবাদ্য বাজে মধুর মধুর সুনি।
বেসে সুরে সেনাতে ইন্দ্রের নাচনি ॥
নানা বাদ্য বাজিছে ঘোড়ার চারি দিগে।
মাদল কাহাল বাজে ঘোড়া জায় আগে ॥
রাজ আভরণে ঘোড়া রাজগণ মাঝে।
ঘাঘর উর্ম্মাল শব্দ সুনি ভাল সাজে ॥
জয় জয় শব্দে ঘোড়ায় এড়িঞা দিল।
সকল কটকে লক্ষ্মণ বীর আপনি চলিল ॥
পদব্রজে শ্রীরাম চলিলা অনুব্রজনে।১৫
কথোক দুজনে থাকি আইলা যজ্ঞস্থানে ॥
আপন ইচ্ছায় চলে ঘোড়া যথা লএ মন।
সকল সৈন্য লইঞা ঘোড়া রাখেন্ত লক্ষ্মণ ॥
খনে গ্রামে খনে মাঠে খনে থাকে বনে।
ঘোড়ার পাছু জায় লক্ষ্মণ সঙ্গে লৈঞা সৈন্যে ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব বিচক্ষণ।
উত্তরকাণ্ডে গাইল যজ্ঞের ঘোড়া উৎসর্গন ॥

(৪৩৯)

ছুটিল যজ্ঞের ঘোড়া উত্তর দিগ জাএ।*
সৈন্য সহ লক্ষ্মণ বীর পাছু পাছু ধাএ॥
হিমালয় গেল ঘোড়া পবনের বেগে।
সৈন্য সহিতে লক্ষ্মণ ধাইলা বীর ভাগে॥

---

* অন্য পুথির পাঠ ;—
"পশ্চিমে চলিলা ঘোড়া আপনার মনে।
হেম গিরি শৈল দেখে সকল কাঞ্চনে॥
সোনার পর্ব্বত দেখি লাগে চমৎকার।
বিন্ধ্যা নামে নদী ঘোড়া তাহে হৈল পার॥
লক্ষ্মণ স্থমেরু গেলা ঘোড়ার গমনে।
তথাই রহিলা ঘোড়া বেলি অবসানে॥
স্থমেরু নিকটে আছে পশ্চিম সাগর।
পশ্চিম বুলিঞা ঘোড়া লজ্বিলা উত্তর॥
উত্তরে বেড়ায় ঘোড়া দেখিতে স্থন্দর।
হিমালয় গিরি গেলা হেমন্তের ঘর॥
পবন গমনে জায় আপনার মনে।
উত্তর সাগরে ঘোড়া বুলে কথোদিনে॥
নানা দেশ বুলে ঘোড়া নগরে নগর।
পূর্ব্ব দেশে গেল ঘোড়া দেখিতে স্থন্দর॥
পূর্ব্বের জতেক লোক পিঙ্গল মূর্ত্তিধরে।
লক্ষ্মণের সেনা দেখি যুদ্ধ আগুসারে॥
নানা অস্ত্রধরি সভে জুঝিবারে সাজে।
শ্রীরামের জয়পত্র দেখি সভাই পূজে॥
পূর্ব্ব দেশ হইতে ঘোড়া চলিলা দক্ষিণে।
দক্ষিণে বেড়ায় ঘোড়া বন উপবনে॥
তিন দিগ বুলি ঘোড়া বেড়ায় দশ মাসে।
দক্ষিণে বেড়ায় ঘোড়া বৎসর প্রবেশে॥
বন উপবন ঘোড়া মনস্থখে বুলে।
বেলি অবসানে রহে সরযুর কুলে॥
নানা দ্রব্য মিলে তথা মধুর স্থস্বাদ।
ভক্ষ্যাভোজ্যে কটকের ঘুচে অবসাদ॥
সেইখানে রহিলা লক্ষ্মণ যোদ্ধাপতি।
স্থখে নিদ্রা গিয়া লোক বঞ্চে স্থখ রাতি।
নৃত্য গীতে নানা রঙ্গে রহিলা হরিসে।
ঘোড়ার দিগ্বিজয় গাইল কৃত্তিবাসে॥

(৪৪০)

হিমালয় দেখি ঘোড়া যায় কৈলাস শিখর।
নানা তীর্থ ভ্রমে ঘোড়া নানা গ্রাম নগর॥
উত্তরদিগ্ ভ্রমিঞা দেখে উত্তর সাগর।
ফিরিয়া যজ্ঞের ঘোড়া পূর্ব্বদিগে ধায়॥
গোমতী লজ্বিল ঘোড়া ব্রহ্মপুত্র হইল পার।৫
ঘোড়া রাখিতে লক্ষ্মণ ধাএ সৈন্য অপার॥
উদয়গিরি গেল ঘোড়া যথা সূর্য্যের উদয়।
দিবাকরে দেখে ঘোড়া পূর্ণ প্রতিভায়॥
পূর্ব্বসাগর দেখে ঘোড়া পূর্ব্বদিগের পার।
দক্ষিণ মুখ করিল ঘোড়া হইল আগুসার॥
সাগরের কূলে ঘোড়া গেল গঙ্গা-সাগর।
পবনবেগে গেলা ঘোড়া দক্ষিণ দিগর॥
নানা নদ নদী লজ্বিয়া জাএ গন্ধমাদন।
বিচিত্র নির্ম্মাণ দেখে অগস্ত্যের আশ্রম॥
পর্ব্বত এড়িঞা ঘোড়া করিল গমন।১৫
দক্ষিণ সাগর তবে হইল দরশন॥
আগু লক্ষ্মণ ধাঞা জাএ পাছে সৈন্যগণ।
দক্ষিণ এড়িঞা পশ্চিমদিগ করিল গমন॥
গোকুল মথুরা এড়ি দ্বারকায় দিল দরসন।
নদ নদী তরিঞা জাএ গহন কানন॥২০
পবন বেগে জায় ঘোড়া যথা মনে বাসে।
রাত্রি দিবসে থাকে ঘোড়া লক্ষ্মণের পাসে॥
হইল প্রভাতকাল নির্ম্মল গগন।
স্থগন্ধি শীতল বায়ু বহে স্থলক্ষণ॥
ঘোড়া রাখে কটকে সঘন জয়কার।২৫
পবন বেগে ঘোড়া সরযু হৈল পার॥
পশ্চাতে লক্ষ্মণ ধায় চাপে দিআ চড়া।
বেগে ধায় লক্ষ্মণ রাখিতে নারে ঘোড়া॥

(৪৪১)

ধনুক ধরিয়া ধায় বীর অবতার।
এক লাফে লক্ষ্মণ সরযূ হৈল পার॥
পার হঞা দেখে বীর আনন্দনগরী।
মুনির কুটীর তথা দেখে সারি সারি॥
নানা দ্রব্য নিল কেহো বিষ্ণুকে পূজিতে।৫
মহাদেব পূজে কেহো শ্রীফলের পাতে॥
বিষ্ণুপূজা বিনা কেহো নাহি জানে আন।
বিষ্ণু সে আনন্দ হেরি নগরের নাম॥
আম্র জে কাঁঠাল নিল নারেঙ্গ কেসর।
নানা জাতি ফুল নিল গন্ধে মনোহর॥১০
নানা বৃক্ষে নানা ফল হিঙ্গুল আকার।
কলাবনে পাকা কলা আছে ভারে ভার॥
নানা ফলে উপবন অতি শোভা দেখি।
মুনির প্রসাদে তাহে বুলে মৃগ পাখী॥
ইন্দ্র তথা জাইতে নারে কিবা কথা।১৫
হেন বন দেখিআ লক্ষ্মণ বুলে তথা॥
বিষ্ণুপদা নামে পুরী তপোবনে বৈসে।
রামের যজ্ঞের ঘোড়া তাহাতে প্রবেশে॥
বৃক্ষতলে খেলিছে সীতার দুই বাল্য।
মুনির বালক সঙ্গে সর্ব্ব অঙ্গে ধূলী॥২০
মণি মুক্তা প্রবাল গলাতে শোভে কাটী।
কেশবিবর্জ্জিত মুণ্ড সবে পঞ্চঝুটী॥
গায়ে রাঙ্গা মাটী দোঁহে পরে বীর ধড়া।
হেনকালে আইল রামের যজ্ঞ ঘোড়া॥
দেখিঞা মুনির শিশু ছাড়ে চিকরাই।২৫
কেহো পালাইল ঘরে দিআ উভধাই॥
কোন শিশু রহিলেন লব কুশসনে।
তাড়াতাড়ি করি ঘোড়া ধরিল তপোবনে

(৪৪২)

চারিদিগে বেড়িআ রহিল শিশুগণে।
ঘোড়া ধরিবারে নাহি পারে কোন জনে॥
নানাগুণ জানে দুই সীতার কোঙর।
সান্তাইল দোঁহে তপোবনের ভিতর॥
মাথাতে মুকুট ঘোড়া গলেতে কিঙ্কিণী।৫
সর্ব্বাঙ্গে নির্ম্মিত ঘোড়া বিচিত্র সাজনি॥
সুবর্ণ কড়্যালি শোভে রাঙ্গা পাট ধড়া।
উপরে ছাওনি তার পাটের পাছড়া॥
চন্দনে ভূষিত ঘোড়া মণ্ডল সিন্দূর।
চারি পায়ে শোভা করে বাজন নূপুর॥১০
দেখিআ আনন্দ বড় দুই সহোদরে।
পাকে পাকে বুলে দোহে ঘোড়া ধরিবারে॥
দুই মহাবীর যেন পর্ব্বতের চূড়া।
লাফ দিআ কুশ বীর ধরে গিআ ঘোড়া॥
দিগ্‌বিজয় করি ঘোড়া জম্বুদ্বীপে বুলে।১৫
ঘোড়া নাহি ধরে কেহ পৃথিবীমণ্ডলে॥
কুশের দড়িতে বান্ধি নড়িতে না পারে।
অশ্বরত্ন বন্দি কৈল দুই সহোদরে॥
ঘোড়া বন্দি কৈল দেখি লোকে লাগে ডর
ধাইঞা দেখিতে আল্য সকল নগর॥২০
বিষ্ণু অবতার দুহে বড় বলবান।
ঘোড়া বারি করিআ দেখাল্য ময়দান॥
মহাবেগে ধায় ঘোড়া জিনিআ পবন।
ভূমি নাহি ছোএ ঘোড়া উঠিল গগন॥
দেখাইল দুই মুড়ি সীতার কুমার।২৫
গগনে লাগয়ে ধূলা দেখি অন্ধকার॥
উত্তরিল কুশবীর লব ঘোড়া চড়ে।
মারিল তাজন ঘোড়া পক্ষী হেন উড়ে॥

(৪৪৩)

নাকড়ির ঘায়ে ঘোড়া উঠিল গগন।
উলি পালি করি তাহে চাপে দুইজন॥
দুই ভাই শ্রমযুক্ত নামিল তখন।
ঘোড়াকে দিলেন ঘাস করিআ যতন॥
ঘোড়া বন্দি করি দুই ভাই আনন্দিত।৫
লক্ষ্মণের কটক আইল আচম্বিত॥
লক্ষ লক্ষ লোক ধায় নানা অস্ত্র হাথে।
রথেতে লক্ষ্মণ বীর সেনা চারিভিতে॥
কটক দেখিল তবে দুই সহোদর।
অশ্বিনীকুমার যেন রূপে বিদ্যাধর॥১০
লবকুশে দেখিআ কটক বার্ত্তা পুছে।
এ পথে রাজার ঘোড়া আল্য কোথা আছে
কুশ বলে ঘোড়া মোর ভাঙ্গিল কদলী।
নষ্ট কৈল ঘোড়াতে সকল বনস্থলী॥
সেই ঘোড়া বন্দি আমি করিলাঙ বলে।১৫
কেবা নিতে পারে ঘোড়া পৃথিবীর তলে॥
এত স্থনি কৈল কেহো লক্ষ্মণে গোচর।
ঘোড়া বন্দি কৈল দুই মুনির কোঙর॥
স্থনিঞা লক্ষ্মণ বীর চমৎকার মনে।
এ সব দুরন্ত কর্ম্ম করে কোন জনে॥২০
মুনির কুমারে মাইলে মরিব ব্রহ্মশাপে।
ঘোড়া বন্দি হৈল হেথা মুনির প্রতাপে॥
বন্দি কর সেই শিশু না মারিহ প্রাণে।
মুক্ত করি ঘোড়া আন মোর বিদ্যমানে॥
রাজার আদেশ পাইল ধাইল সত্বর।২৫
বায়ু বেগে গেলা যথা সীতার কোঙর॥
কটক বলেন আস্থ রাজার সন্নিধান।
ঘোড়া ছাড়ি দেহ নহে পাবে অপমান॥

(৪৪৪)

কোপে কুশবীর বলে তর্জ্জন উত্তর।
তোর বোলে জাব আমি কাহার কুর্পর॥
ডাকিয়া কটক বলে কাড়ি নিব ঘোড়া।
ইহা স্থনি কোপে দোঁহে চাপে দিল চড়া॥
ধনুকে টঙ্কার দিল অজয় প্রতাপ।৫
ঘাটাল্য মারিতে যেন রোষে কাল সাপ॥
হাথে ধনু দুই ভাই গর্জ্জে উচ্চস্বরে।
গরুড় বিক্রমে জেন ধরে বিষধরে॥
কোপ করি দুই ভাই জুড়িলেন বাণ।
বাণ দেখি কটকের উড়িল পরাণ॥১০
অনেক কটক মরে থাঞা তার বাণ।
লবকুশের বাণে কার নাহি পরিত্রাণ॥
দেখিয়া শিশুর বল সেনাপতি ভাগে।
বড় বড় বীর আসি বেড়ে চতুর্দ্দিগে॥
সুধর্ম্ম জুঝিয়া পড়ে লক্ষ্মণ সমুখে।১৩
পড়িল স্থমন্ত রাজা সৈন্য লাথে লাথে॥
স্থরথের বাহে বাণ বাজে নিরপেক্ষে।
মুখে রক্ত উঠে রাজার ঝলকে ঝলকে॥
পড়িল স্থরথ রাজা সৈন্য নহে মেলা।
হাথে হৈতে খসিআ পড়িল খাঁড়া কলা॥২০
জুঝএ মরুত্ত রাজা দেখএ লক্ষ্মণে।
লব বীর মারে তারে চারি গোটা বাণে॥
বাণেতে মরুত রাজা হৈল অচেতন।
সকল কটক পড়ে চিন্তিত লক্ষ্মণ॥
দুই শিশু সৈন্য মারে লক্ষ্মণের হাস।২৫
লবকুশের সংগ্রাম গাইল কৃত্তিবাস॥

(৪৪৫)

বহিসম্পায়ন মধু পক্ষ অচেতন।
পদ্ম চিরজাতি শ্রেয় যম দরসন ॥
বিপক্ষ দলন রণ কর্কশ মুকুন্দ।
সুবাহু সুকর্ম্মা শ্রেয় পঞার প্রবন্ধ ॥
এই সব রাজাগণ যম দরসন ।৫
গাছ পাথরে ছাইলেক সীতার নন্দন ॥
নররূপে রাজা সব দেব অবতার।
নানা অস্ত্র জানে সভে ভুবনের সার ॥
হেন সব রাজা জুঝে অস্ত্রের ঝন্‌ঝনি।
পর্ব্বত উপরে যেন মেঘে বর্ষে পানি ॥১০
দিগাদিগ নাহি জানি অবনী আকাশ।
বাণে ঢাকা গেল নাহি সূর্য্যের প্রকাশ ॥
চন্দ্র সূর্য্য আগে জেন রাহু গ্রহরাজে।
শত সংখ্য রাজা জুঝে লক্ষ্মণ সমাজে ॥
কুশ বীর বাণ এড়ে নামে পঞ্চ শত ।১৫
দেখিঞা সভার গাএ উড়িল রকত ॥
এড়িলেক বাণ কুশ ধূমে অন্ধকার।
শত রাজা পড়ে কার নাহিক নিস্তার ॥
দুটী ভাই কটক মারিল লাখে লাখে।
হাথে ধনুর্ব্বাণে জুঝে লক্ষ্মণ সমুখে ॥২০
লক্ষ্মণ বলেন দোঁহে মুনির নন্দন।
তোমাদিগে মারিঞা নাহিক প্রয়োজন ॥
আপনার পরিচয় দেহ দুইজন।
মুনির বালক হঞা কেন কর রণ ॥
মুনির কুমার হঞা এতেক বড়াঞি ।২৫
মোর হাথে পড়িলে তোমার প্রাণ নাঞি ॥
বান্ধহ রাজার ঘোড়া এত অহঙ্কার।
সৈন্য মার যুদ্ধ কর অতি দুরাচার ॥

(৪৪৬)

মুনির কোঙার হঞা ধর গণ্ডিবাণ।
মিছা কাজে দোঁহে কেন হারাও পরাণ ॥
আমার বাণের আগে বজ্র অগ্নি বৈসে।
তুমি দুই ভাই মর আপনার দোষে ॥
হাসিঞা লক্ষ্মণে বলে লব যুদ্ধমতি ।৫
ঘোড়া চুরি করি বুল হঞা ক্ষেত্রি জাতি ॥
চোর হঞা বেড়াসি ধর্ম্মের কহ কথা।
পড়িলে আমার ঠাই হইবে বিতথা ॥
কুশ বীর বলে দাদা না ছাড়িহ ঘোড়া।
আদি ঘোড়া চোরা বেটা বটে এই বুড়া ॥১০
এহা সুনি মুনিগণ করে হাহাকার।
হেন সব বাক্য কেহো না বলিহ আর ॥
লক্ষ্মণেরে না করিহ বুড়ার গেআনে।
অতিকায় ইন্দ্রজিত পড়ে জার বাণে ॥
বুড়া জ্ঞানে না বুঝিহ ঠাকুর লক্ষ্মণে ।১৫
জার বাণে সবংশে মজিল দশাননে ॥
গুরু গর্ব্বিত ছাড়িলেক দুই সহোদর।
অস্ত্র বরিসন করে লক্ষ্মণ উপর ॥
রুসিল লক্ষ্মণ কোপে পথ নাহি দেখে।
ছয় বাণ জুড়িলেক আনিঞা ধনুকে ॥২০
সেই বাণ কুশ বীর কাটে এক বাণে।
লক্ষ্মণেরে বাণে বিন্ধে ভাই দুইজনে ॥
দুই ভাই বাণ বর্ষে লক্ষ্মণ বীর একা।
সভাকার বাণ যেন জ্বলন্ত উলুকা ॥
জতেক অস্ত্রের শিক্ষা তিন বীরে জানে ।২৫
সভে সভাকারে সব সেই অস্ত্র হানে ॥
লক্ষ্মণেরে বাণ সিখাইল পুরন্দর।
লবকুশে সিখাইল বাল্মীক মুনিবর ॥

(৪৪৭)

কুশ বলে দাদা সুন আমার উত্তর।
ঘোড়া চোরা মহাতেজী বড় ধন্মুর্দ্ধর ॥
লক্ষ্মণ সহিতে কুশের হএ রণ।
কেহো কাহা নাহি জিনে সোসর দুইজন॥
সিংহের বিক্রম কুশ লাড়িআ আল্য বলে ।৫
সারথির মাথা কাটি পেলে ভুমিতলে ॥
রথের উপরে কৈল বাণ অবতার।
পড়িল রথের ঘোড়া হৈল চুরমার ॥
ডাক দিআ বলে তারে সীতার কোঙর।
ঘোড়া নিআ জাও তুমি ভাণ্ডি পুরন্দর ॥১০
পাপ কৈলে মিছা নহে সর্ব্বলোকে জানে।
চোর পাইলে কোন জন রাখএ পরাণে ॥
নানা রণ করে চোরা জিনিতে না পারি।
মায়াময়ী চণ্ডী অস্ত্রে চোরা বন্দি করি॥
মায়াময়া বাণ সেই নিদ্রার সংহতি ।১৫
রুদ্রতেজে বাণকে সৃজিল পশুপতি ॥
হেন বাণ কুশ বীর করে অবতার।
স্বর্গে থাকি দেবগণ করে হাহাকার ॥
মহেশ্বর মন্ত্র সেই বাণ অধিষ্ঠানে।
বাণ ছাড়ি দিল গিআ বাজিল লক্ষ্মণে ॥২০
কি কব বাণের কথা মায়াময় নামে।
অচেতন হৈলা বীর জ্ঞান নাহি ঘুমে ॥
চণ্ডি-অস্ত্রে লক্ষ্মণের বান্ধে হাথে গলে।
মোহ গেল লক্ষ্মণ লোটায় ভুমিতলে ॥
হাথে হৈতে কাড়িয়া লইল শরাসনে ।২৫
বন্দি করি লক্ষ্মণে রাখিল তপোবনে ॥
ঘাস পানি ঘোড়ারে দিলেন দুইজনে।
দড়া দিআ বান্ধিআ রাখিল তপোবনে ॥

(৪৪৮)

লবকুশ ঘরে গিআ কৈল ভোজন পান
সুইলা মায়ের কোলে রূপে পঞ্চবাণ ॥
দুইজনে নিদ্রা গেল জননীর পাশে।
উত্তরকাণ্ড গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবাসে ॥

নিদ্রা হৈতে উঠি দোঁহে গেলা তপোধন ।৫
উলি পালি করি ঘোড়া চড়ে দুইজন ॥
দুই ভাই ঘোড়া চড়ে আপনার সুখে।
তপোবনের মুনি সব কৌতুক দেখে ॥
ভঙ্গ দিআ পালাল্য সকল অনুচর।
লক্ষ্মণের বন্দি কহে রামের গোচর ॥১০
অনুচর সব গিয়া নোঙাঞিল মাথা।
লক্ষ্মণ বীর বন্দি হৈল রামে কহে কথা ॥
এত সুনি রামচন্দ্র হইলা চিন্তিত।
কেমনে হইলা বন্দি রণের পণ্ডিত ॥
অনুচর বলে ঘোড়া রাখি রাত্রিদিনে ।১৫
যথা ঘোড়া জায় তথা জাই তার সনে ॥
আগলিতে নারি ঘোড়া বায়ু অবতার।
দেখিতে দেখিতে হৈল সরযুতে পার ॥
নদী পারি হৈনু মোরা ঘোড়ার উদ্দেশে।
ঘোড়া গিআ বিষ্ণুপদা নগর প্রবেশে ॥২০
দুইটী মুনির শিশু পরিধান ধড়া।
তার একজন আসি ধরিলেক ঘোড়া ॥
ঘোড়া ছাড় ঘোড়া ছাড় বলেন লক্ষ্মণ।
মায়া অস্ত্রে বন্দি করি শিশু দুইজন ॥
বন্দি করি রাখিল লক্ষ্মণে তপোধনে ।২৫
ইহা সুনি শ্রীরাম বিস্মিত হৈলা মনে ॥
ভাগ্যে পালাইলু মোরা রহিল জীবন।
আমা সভা রাখিল সকল মুনিগণ ॥

(৪৪৯)

বীর সব পড়িল অনেক সেনাপতি।
দুইটী বালক প্রভু রণে মাতা হাথী ॥
বার্ত্তা সুনি রামচন্দ্র হইলা বিস্মিত।
বুঝি মায়া রণ করে আসি ইন্দ্রজিত ॥
রাম বলেন জাম্বুবান মন্ত্রকের সার।৫
কোন মতে ঘোড়া পাই লক্ষ্মণের উদ্ধার ॥
এত সুনি জাম্বুবান করে জোড় হাথ।
আমার বচন সুন পৃথিবীর নাথ ॥
আপনা আপনি নাহি করি অপচয়।
পাইবে সকল সৈন্য নাহিক সংশয় ॥১০
জত জত মুনিগণ বৈসে আমার দেশে।
মুনিজন হঞা তারা রাজা নাহি হিংসে ॥
ঘরে বসি খায় মুনি রাজার শাসন।
বৈসয়ে রাজার দেশে জত মুনিজন ॥
রাম বলেন এই মোর চমৎকার মনে।১৫
হেন বীর নাহি জে লক্ষ্মণ বীরে জিনে ॥
দেবতা দানব আর যক্ষ রক্ষ সাপ।
কেহো না সহিতে পারে লক্ষ্মণের প্রতাপ ॥
হেন বীর বন্দি হৈলা বালকের রণে।
এই চিন্তা করি রাম গুণে মনে মনে ॥২০
কুমুদ নল নীল অঙ্গদ হনুমান।
মাথা নোঙাইআঁ কহে রাম সন্নিধান ॥
সভাকার আগু হঞা কহে হনুমান।
কোন কার্য্য লাগি প্রভু চিন্ত অপমান ॥
ব্রহ্ম অস্ত্রে মারিলে রাক্ষস লঙ্কেশ্বর।২৫
ত্রিভুবনে দেবতার খণ্ডাইলে ডর ॥
রাখিলে কতেক যুগ সাগরে কীরিত।
হেন জন চিন্তা করে নহেত উচিত ॥

(৪৫০)

পরম হরিষে থাক না ভাবিহ ব্যথা।
মুনির বালকে ধরি আনি দেহ এথা ॥
পূর্ব্বে বর দিল মোরে দেবী উগ্রচণ্ডা।
এক মুঠকির ঘাএ শিশু হবে গুণ্ডা।
ব্রহ্মমন্ত্র পাইল আমি বিধাতার বরে।৫
ইন্দ্রের বজ্রেতে মোর কি করিতে পারে ॥
কুবের বরুণ যম রাখএ শিশুরে।
ত্রিভুবন আস্যে যদি তমু আনিমু তারে ॥
কোন কার্য্য হেতু তুমি চিন্ত অপমান।
দুই শিশু আনিব তোমার বিদ্যমান ॥১০
ভাঙ্গিব নগর সব পাড়িব প্রমাদ।
সর্ব্ব কার্য্য সিদ্ধ হবে না কর বিষাদ ॥
সাগর তরিল আমি বান্ধিআ জাঙ্গাল।
ধরিয়া আনিব দুই মুনির ছাওআল ॥
রাম বলেন হনু তুমি বুদ্ধে বৃহস্পতি।১৫
ব্রাহ্মণের সনে রণ না আস্যে জুকতি ॥
মুনির বালক ধরি আন সন্নিধান।
মন্দ না বলিহ না করিহ অপমান ॥
হনু বলে ইন্দ্রজিত ত্রিভুবন জিনে।
হেন জন পড়ে বীর লক্ষ্মণের বাণে ॥২০
হেন জন বন্দি কৈল মুনির কোঙর।
ত্রিভুবনে বীর নাহি শিশুর সোঁসর ॥
বলিতে বলিতে বাড়ে পবন নন্দন।
উভেতে প্রমাণ হৈলা শতেক যোজন ॥
শ্রীরামের আগে সভে কৈল অঙ্গীকার।২৫
বিষ্ণুপদা নগর করিল ছার খার ॥
রামের চরণে সভে কৈল প্রদক্ষিণ।
যাত্রা করি লড়ে সভে সংগ্রামে প্রবীণ ॥

(৪৫১)

তার পাছে লড়িলা সম্পাতি শতবলী।
কেশরী প্রমাথি লড়ে বলে মহাবলী॥
বড় বড় বীর লড়ে পর্ব্বতপ্রমাণ।
কুমুদ নল নীল অঙ্গদ হনুমান॥
চারি বীরে লড়িলা কটক নিঅা সাথে।৫
কোপ মনে চড়ি সভে নিজ নিজ রথে॥
নড়িলেন বীরভাগ নাহি রহে আর।
জাঙ্গাল বান্ধিআ সরযুতে হৈল পার॥
জম্বুবান সুসেন রহিলা রাম পাসে।
মোর সঙ্গে জাবে সভে রণ অবশেষে॥১০
নানা রাজবাদ্য বাজে বিবিধ বাজন।
বিষ্ণুপদা নগর বেড়িল তপোবন॥
উপাড়িয়া নিল সভে পর্ব্বত শিখর।
বীর ভাগ বেড়ে যথা সীতার কোঙর॥
বেড়িল নগর ডরাইল মুনিগণ।১৫
হাথে অস্ত্রে বারি হৈলা সীতার নন্দন॥
পর্ব্বত গুহার মাঝে ঘোড়া লুকাইআ।
সম্ভাইলা দুই ভাই রণে গণ্ডি নিঞা
দুই ভাই রণে দিল ধনুকে টঙ্কার।
তন্ত্রে মন্ত্রে দড় বড় সীতার কুমার॥২০
দূরে হৈতে হনূমান শিশুকে নেহালে।
স্বর্গ হৈতে জেমন নাম্বিল আখণ্ডলে॥
হনূমান বলে দোহে মুনির কোঙর।
মুনি হঞা অস্ত্রধর কুলে অযস্কর॥
বেদ বিদ্যা তপ জপ হোম বেবহার।২৫
মুনি হঞা রণ কর এই দুরাচার॥
বসিআ রাজার রাজ্যে তার সনে বাদ।
আজি তোমা দোঁহা নিঞাঁ পাড়ব প্রমাদ॥

(৪৫২)

কুশ বলে সুন ভাই বানরের কথা।
ধর্ম্মশাস্ত্র বানরা বুঝায় মোর এথা॥
ধার্ম্মিক বানর তোর গিরি কেনে হাথে।
ফলমূল খাইতে আইলি মোর ভিতে॥
আমি সব ঘরে নাই শূন্য নগর।৫
পাকা ফল খ্যাত্যে আইল্য সকল বানর॥
গগন জুড়িআ তোর শরীর প্রমাণ।
পর্ব্বত ধরিঞা কেন আলি মোর স্থান॥
কুপিলেন হনূমান শিশুর বচনে।
পর্ব্বত বরিষে দুই সীতার নন্দনে॥১০
হাথে গাছ শৈলে ধায় জত কপিগণ।
গাছ পাথর বৃষ্টে ছায় ভাই দুইজন॥
কোপে কুশবীর তবে জুড়িলেক বাণ।
বড় বড় বীর পড়ে তেজিআ পরাণ॥
দুই ভাই বাণ বর্ষে পরম সত্বর।১৫
বাণে বিন্ধি বানরে করিল জর জর॥
বাণের মুখেতে অগ্নি উঠে গুলি গুলি।
পর্ব্বতের গুহাতে লুকায় শতবলী॥
প্রাণ নিঞা পালাইল বানর সম্পাতি।
সরযূর জলে লুকাইলেন প্রমাথি॥২০
পালায় বানর সব দুই ভাইর বাণে।
কুপিল অঙ্গদ বীর সাম্ভাইলা রণে॥
বালকের যুদ্ধ দেখি বানরে বড় রঙ্গ।
রহিলা অঙ্গদ মাত্রে রণে নাহি ভঙ্গ॥
রণে সাম্ভাইল বীর অকাতর প্রাণ।২৫
নল নীল মহেন্দ্র দেবেন্দ্র সঙ্গে ধান॥
পাঁচ জনে লব কুশে ধরিবারে চায়।
হাসি দুই ভাই সংগ্রামে সাম্ভায়॥

(৪৫৩)

দেখাদেখি অঙ্গদ প্রবেশে তপোবনে।
দেখিআ জ্বলিল কোপে ভাই দুইজনে॥
মায়াময় অস্ত্র দোঁহে করিল স্মঙরণ।
অন্ধকারে পথ নাহি দেখে কপিগণ॥
রণ দেখি দোঁহার হরিষ মুনিগণ।
আশীর্ব্বাদ কৈল সভে জিন মহারণ॥
মায়াময় অস্ত্র মায়ার অতিসন্ধি।
সেই অস্ত্রে অঙ্গদ বীর হইলেন বন্দি॥
মায়া করি যুদ্ধ করে দুই সহোদর।
অঙ্গদের সহিতে বান্ধি কুমুদ বানর॥
দুইজন রণ করে হাথে ধনুক বাণ।
বড় বড় বীর বিন্ধি করে খান খান॥
অঙ্গদেরে বান্ধিআ রাখিল তপোবনে।
তা দেখি পালাইল সকল কপিগণে॥
ভঙ্গ দেখি বানরের হনূমান কোপে জ্বলে
নেউটীআ বানর প্রবেশে রণস্থলে॥
উপাড়িআ গাছ মারে পর্ব্বত প্রমাণ।
দুই বাণে কাটি সব করে খান খান॥
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র নল নীল সেনাপতি।
হাথে গাছ পাথরে ধাইল লঘুগতি॥
দোঁহার উপরে পেলে করি অন্ধকার।
বাণে কাটী লব কুশ করে ছার খার॥
মায়াময় বাণ দোঁহে কৈল অবতার।
পালায় বানরগণ নাহি ফিরে আর॥
গয় গবয় গবাক্ষ গন্ধমাদন।
সরভ পনস কেশরী রম্ভ দুর্জ্জন॥
ইন্দ্রজাল দধিপাল বলে মহাবলী।
একবারে উঠিল গগনে নামে ধূলি॥

(৪৫৪)

হাথে গাছ গিরি ধরি উঠিল গগন।
বন ছাড়ি পালায় সকল মুনিগণ॥
দেখিআ মুনির ভঙ্গ লব কুশ হাসে।
সভারে বান্ধিব আজি মায়াময় পাশে॥
এত বলি মায়া অস্ত্র কৈল অবতারে।৫
একে একে বন্দী করে সকল বানরে॥
সভা বন্দি করিআ রাখিল তপোবনে।
বিস্মিত বানর সব মনে মনে গুণে॥
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র বাণে হইল জর্জ্জর।
সুধা পানে দুই ভাই অজয় অমর॥১০
দুই জনে বন্দি পড়ে দেবতার গতি।
নল নীল বন্দি পড়ে মহাযুদ্ধপতি॥
বান্ধিল কুমুদ বীরে রম্ভ সে দুর্জ্জনে।
হাথে গলে বান্ধি সভে রাখে তপোবনে॥
মায়া অস্ত্রে বন্দি সভে ঘুমে অচেতন।১৫
কৃত্তিবাস গাইল উত্তর রামায়ণ॥

বড় বড় বীর বিন্ধি কৈল খণ্ড খণ্ড।
দেখি হনূমান কোপে রণেত প্রচণ্ড॥
হাথ টানে সাল গাছ উপাড়িআ আনে।
এড়িলেক গাছ বীর তর্জ্জন গর্জ্জনে॥২০
সালগাছ দেখি কুশ সীতার নন্দন।
ধনুকে জুড়িল বাণ কোপযুত মন॥
সেই বাণে সাল গাছ কৈল দুই খান।
দেখি কোপানলে জ্বলে বীর হনুমান॥
দোহাতিয়া মারে বীর লোহার সাবল।২৫
বুকেতে বাজিল কুশ হইল বিকল॥

(৪৫৫)

শ্বাস মাত্র আছে কুশ পড়ে ভূমিতলে।
দেবগণ দুঃখ ভাবে গগন মণ্ডলে ॥
হেনকালে ইন্দ্র কৈল্য সুধা বরিষণ।
শ্রম পাসরিল কুশ পাইল চেতন ॥
চেতন পাইয়া কুশ প্রবেশিলা রণে।৫
কুড়ি বাণে বিন্ধিলেন বীর হনুমানে ॥
বানর দেখিআ কুশ হাসে বড় রঙ্গী।
বাম হাথে ধনু ধরে ডানি হাথে সাঙ্গি ॥
দুই হাথে অস্ত্র ধরে দেখি লাগে ডর।
বাণেতে বিন্ধিআ বীরে করিল জর্জ্জর ॥১০
বড় বড় বীরকে রাখিল বন্দিআনে।
তাহা দেখি চিন্তিত হইল হনুমানে ॥
মহাবল লব কুশ সীতার কুমার।
হনুমানে বান্ধিতে করেন প্রতিকার ॥
বাল্মীকি সিখাইল বাণ ভাই দুইজনে।১৫
হেন বাণ জোড়ে লব ধনুকের গুণে ॥
মাহেশ্বর বাণ জোড়ে সীতার কোঙর।
বুকেতে বাজিল বাণ পড়িল বানর ॥
গগন হইতে বীর পড়ে ভূমিতলে।
প্রাণ মাত্র রহিল পূর্ব্বের পুণ্যফলে ॥২০
হাথে গলে ধরি তারে লব কুশ বান্ধে।
হনুমানে দেখিআ বানর সব কান্দে ॥
লব হনুমানে বান্ধে কুশ দেখি হাসে।
শতবলি বানর পালায় উর্দ্ধশ্বাসে ॥
মাথা নোঙাইআ কহে রামের গোচর।২৫
পড়িল শিশুর বাণে হনু বলধর ॥
হনুমানে অঙ্গদে বান্ধিল হাথে গলে।
ঘরে গেলা স্নান করি নর্ম্মদার জলে ॥

(৪৫৬)

সীতা ঠাঞি দুই ভাই কৈল ভোজন পান
জননীর কোলে সুঞা সুখে নিদ্রা জান ॥
এথা শতবলি বার্ত্তা কহেন রামেরে।
সুনিআ দুঃখিত রাম সভার ভিতরে ॥
হনুমান বন্দি সভা খণ্ডের তরাস।৫
উত্তরকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাস ॥

চিন্তি রণে রামচন্দ্র হৃদয়ে বিষাদ।
কোনজনে পাড়িলেক এতেক প্রমাদ ॥
হনুর চাপড়ে কাঁপে রাজা লঙ্কেশ্বর।
অন্তরীক্ষ হৈতে আনে পর্ব্বত শিখর ॥১০
জার মল্লযুদ্ধে কেহো নাহি ধরে টানে।
হেন বীরে বন্দি করি রাখে কোন জনে ॥
অঙ্গদ কুমার বড় দুর্জ্জয় শরীর।
কভু রণে ভঙ্গ নাহি দিল মহাবীর ॥
বালক হইআ হেন সব বীরে বান্ধে।১৫
বলিতে বলিতে মোহ পায় রামচন্দ্রে ॥
বার্ত্তা সুনি সুগ্রীব হইলা দুঃখমতি।
রামের গোচরে বলে বানরের পতি ॥
সুগ্রীব বলেন মিতা না ভাবিহ দুঃখ।
দুই শিশু আন্যা দিব তোমার সমুখ ॥২০
কত বল ধরে তারা কোন রণ জানে।
কেমনে সমুখ হবে আমা সনে রণে ॥
চন্দ্র সূর্য্য অগ্নি বায়ু শমন পবন।
মোর আগে আসিআ জুঝিব কোন জন ॥
রাম বলেন মিতা তুমি হবে সাবধান।২৫
অঙ্গদে লক্ষ্মণে বান্ধে বীর হনুমান ॥

(৪৫৭)

সুগ্রীব বলেন মিতা বস্থা থাক ঘরে।
মুনির বালকে মোর কি করিতে পারে॥
রামের চরণ বন্দি রাজার গমন।
সিংহনাদ করি সঙ্গে ধায় কপিগণ॥
সূর্য্যের নন্দন রাজা সূর্য্যের সমান।৫
জার দরসনে হএ বিপক্ষ ভঙ্গ্যান॥
বানর কটক ধায় মারে মালসাট।
উভরড়ে ধায় সভে বলে মার কাট॥
আগে রাজা পশ্চাতে কটক লাথে লাথে।
ধনুর্ব্বাণ হাথে লব কুশ সভে দেখে॥১০
দেখিআ সুগ্রীব রাজা শিশু দুই গুটী।
দূরে ছিল সৈন্য হৈল নিকটানিকটী॥
শঙ্কা নাহি দুই ভাই সৈন্য দেখি হাসে।
অগ্নি হেন বাণ দোঁহে কটকে বরিষে॥
সুগ্রীব বলেন সুন মুনির নন্দন।১৫
পরিচয় দেহ মোরে ভাই দুইজন॥
মুনি হঞা অস্ত্র ধর এ নহে ব্যাভার।
রণ কর সৈন্য মার বড় দুরাচার॥
সুগ্রীব আমার নাম জন্ম রাজকুলে।
তোমাকে মারিলে অপযশ মহীতলে॥২০
বসিআ রাজার রাজ্যে রাজা সনে বাদ।
কতদিন ভালে জাব পড়িল প্রমাদ॥
এক ঘায়ে মরিবে কি করে ধনুর্ব্বাণ।
এক মুঠাকির ঘায়ে তেজিবে পরাণ॥
সুগ্রীবের কথা সুনি দুই ভাই হাসে।২৫
হারাবি বানরা প্রাণ আপনার দোষে॥
সুগ্রীব বলেন যদি আস্থে দেবগণ।
তথাপি মারিব তোরে রাখে কোন জন॥

(৪৫৮)

সুগ্রীবের বোলে লব কুশ কোপে জ্বলে।
বানর কটক বিন্ধি পাড়ে ভূমিতলে॥
কালান্তক যম যেন লব কুশের বাণ।
কত কত মহাবীর তেজিল পরাণ॥
ভূমিতে লোটায় কত কত মহারথী।৫
দোঁহাকে দেখিআ কাঁপে বানরের পতি॥
হুহুঙ্কার দিআ দুই ভাই এড়ে বাণ।
বিন্ধিআ সুগ্রীব রাজা করে খান খান॥
বাণে মোহ গেলেন বানর অধিপতি।
পুণ্য ফলে সুগ্রীব পাইল অব্যাহতি॥১০
সম্বিত পাইআ রাজা হৈলা সাবধান।
পারিজাত গিরি আনে দিআ এক টান॥
উপাড়ে পর্ব্বত খান এ চারি যোজন।
কোপেতে পর্ব্বত ফেলে সূর্য্যের নন্দন॥
বাণেতে পর্ব্বত কাটে সীতার কোঙর।১৫
দেখিআ সুগ্রীব রাজা হইল ফাঁকর॥
দুজনার বাণে রাজা ফুটিলা অপার।
মাথা রাঞা রক্ত তার পড়ে পঞ্চধার॥
ফুটিআ সুগ্রীব রাজা তিতল রকতে।
রাঙ্গাজল পড়ে যেন সোনার পর্ব্বতে॥২০
খণ্ড খণ্ড সুগ্রীব হইল অচেতন।
কালান্তক বাণ জোড়ে সীতার নন্দন॥
বাল্মীকি শিখাল্য অস্ত্র দুর্ল্লভ সংসারে।
হেন বাণ জুড়িল সুগ্রীব মারিবারে॥
সাপ মূর্ত্তি বাণ গোটা অগ্নি হেন জ্বলে।২৫
সেই বাণে সুগ্রীবেরে বান্দে হাতে গলে॥
ভূমিতে লোটায় রাজা আউদর চুলি।
বার্ত্তা দিতে চলিলা বানর শতবলী॥

(৪৫৯)

লব কুশ সুগ্রীবে বান্ধিআ হাতে গলে।
স্নান কৈল দুই ভাই নর্ম্মদার জলে॥
রণ জিনি দুটী ভাই নিজস্থানে চলে।
সীতা ঠাঞি খাইলেন মধুর ফলমূলে॥
পড়িল সুগ্রীব রাজা সুনিতে তরাস।৫
উত্তরকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাস॥

শতবলী পালাইআ জায় শীঘ্রগতি।
পাছু পানে নাহি চাহে ভয়ানক মতি॥
ধূলাতে ধূসর তনু আউদড় চুলি।
রামের আগে বার্ত্তা কহে করি পুটাঞ্জলি॥
পড়িল সুগ্রীব রাজা সুনহ বারতা।
তার দুই পুত্র পড়ে নামে সেতা জেতা॥
সুন প্রভু শিশু সনে না করিহ রণ।
আত্মা রাখ রাজ্য রাখ রাখ সর্ব্বজন॥
বার্ত্তা স্নুনি রামচন্দ্র মনে মনে গুণে।১০
এতেক দুরন্ত কর্ম্ম করে কোন জনে॥
দেখিআ রামের চিন্তা বলে বিভীষণ।
সুনহ আমার বোল কমললোচন॥
মায়া রণ করে শিশু কেহো নাহি বুঝে।
কোন দৈত্য আসিআ মানুষ রূপে জুঝে॥
দেবতা দানব কিবা হয় নিশাচর।
জগতের মায়া প্রভু আমার গোচর॥
জগতের মায়া প্রভু আমি জাই রণে।
বন্দি করি আনিব বালক দুইজনে॥
শ্রীরাম বলেন মিতা হবে সাবধান।২৫
সুগ্রীব অঙ্গদ বান্ধে বীর হনুমান॥

(৪৬০)

বালক বলিয়া তারে হেলা না করিহ।
সাবধানে যুদ্ধ করি শিশুরে ধরিহ॥
বিভীষণ বলে আমি নানা মায়া জানি।
মোর আগে মায়া করে কাহার পরাণি॥
শ্রীরামে বন্দিআ বিভীষণের পয়াণ।৫
লড়িল রাক্ষস সব হাথে ধনুর্ব্বাণ॥
রাক্ষসে বেষ্টিত চলে রাক্ষস ঈশ্বর।
তপোবনে বসি দেখে সীতার কোঙর॥
বিভীষণে দেখে দোঁহে রাক্ষসে বেষ্টিত।
তাহা দেখি দুটী ভাই হইলা বিস্মিত॥১০
পূর্ব্বে সুন্যেছিনু মোরা রাক্ষসের ডর।
রাক্ষসে ধরিআ খায় জত পায় নর॥
রাক্ষসে দেখিআ দোঁহে কাঁপিল অন্তরে।
মুখে ধূলা উড়ে কার বাক্য নাহি সরে॥
কুশ বলে সুন দাদা আমার বচন।১৫
আপদে বিষাদ নাহি করে বুধজন॥
বিষাদ ছাড়িআ উঠ ধরি গণ্ডিবাণ।
সারিআ কটক আস্ত পুরিআ সন্ধান॥
কুপিলেন দুই ভাই অগ্নি অবতার।
বজ্রাঘাত হেন দিল ধনুকে টঙ্কার॥২০
অগ্নিবাণ দুই ভাই করে অবতার।
পোড়াইয়া রাক্ষসে করেন ছারখার॥
দুই ভাই দেখি বিভীষণ জ্বলে কোপে।
দুজনারে বেড়ে গিআ শার্দ্দূল যেন ঝাঁপে॥
চারিদিকে আগুলিআ বিন্ধিল বিস্তর।২৫
মাল্যবাণ বুড়া জুঝে বিক্রমে সাগর॥
লব মাল্যবানে বিন্ধে চোখ চোখ বাণে।৩০
কুশে বিভীষণে যুদ্ধ বাজে মধ্যখানে॥

(৪৬১)

সুমালী রাক্ষস জুঝে দুইবীর সনে।
চন্দ্র বাণে দুইবীর দোঁহাকারে হানে ॥
দুইটা রাক্ষস পড়ে পর্ব্বত আকার।
তাহা দেখি মাল্যবান রুষিল অপার ॥
মহাতেজা রাক্ষসা সে বড় ধনুর্দ্ধর।৫
জার তেজে মূর্চ্ছিত পড়িল পুরন্দর ॥
বালকে দেখিআ মাল্যবান ধাএ রঙ্গে।
লাফদিআ বুলে বুড়া তরঙ্গে তরঙ্গে ॥
পঞ্চবাণ জুড়ে বুড়া কুশের উপরে।
সেই বাণে বিন্ধিআ পড়িল ধনুর্দ্ধরে ॥১০
দুই ভাই বিন্ধি বুড়া কৈল খণ্ড খণ্ড।
রক্তে রাঙ্গা হৈল দুই কুমারের মুণ্ড ॥
চেতন পাইল লব রণেত প্রচণ্ড।
মহেশ্বর বাণে কাটে মাল্যবানের মুণ্ড।
মাল্যবান পড়ে বল বাড়িল বিস্তর।১৫
জুড়িল গন্ধর্ব্ব অস্ত্র দুই সহোদর ॥
পড়িল সকল সেনা দেখি বিভীষণ।
দোঁহার উপরে করে বাণ বরিসন ॥
নানা মায়া জানে বীর মায়ার সাগর।
সকল মায়া চুর কৈল সীতার কোঙর ॥২০
বিভীষণ দেখি দুই সহোদর জ্বলে।
নানা অস্ত্র বরিসন করে কোপানলে ॥
অগ্নিবাণ এড়ে বীর অগ্নি অবতার।
বরুণ বাণে কুশবীর করিল সংহার ॥
জত জত অস্ত্র এড়ে লঙ্কার ঈশ্বর।২৫
সকল কাটিআ পাড়ে সীতার কোঙর ॥
কুশ বলে সুন দাদা আমার উত্তর।
বড়তেজ রাক্ষসের মহাধনুর্দ্ধর ॥

(৪৬২)

জত রণ করিল কিছুতে নাই জিনি।
মায়াময় অস্ত্রে ধরি বন্দি করি আনি ॥
হেন অস্ত্র সিখাল্য বাল্মিকি মহামুনি।
সেই অস্ত্র জোড়ে কুশ পরম সন্ধানী ॥
তাহা দেখি আকাশে উঠিলা বিভীষণ।৫
উর্দ্ধমুখে নেহালেন ভাই দুই জন ॥
হইল বৈষ্ণব অস্ত্র পরম সঞ্চার।
আকাশ হৈতে বিভীষণ পড়ে চূরমার ॥
বিধাতার বরে তার হৈল পরিত্রাণ।
তে কারণে বিভীষণের রহিল পরাণ ॥১০
বৈষ্ণব অস্ত্রে বিভীষণে বান্ধি হাতে গলে।
ভূমিতে লোটায় বীর আউদড় চুলে ॥
বিভীষণ মৈল বলি সর্ব্বসৈন্য বলে।
দড়ি দিআ কুশবীর বান্ধে হাথে গলে ॥
আছিল বানর সব রাক্ষস মিসালে।১৫
কাপড় বন্ধনে তারে বান্ধে হাতে গলে ॥
উল্কামুখা পালাইল লইআ জীবন।
রামে বার্ত্তা দিতে জায় পড়িলা বিভীষণ ॥
রাজা রাজপাত্র বন্দি হৈলা তপোবনে।
হনুমান বিভীষণ সুগ্রীব লক্ষ্মণে ॥২০
অঙ্গদ কুমুদ আদি জত কপিগণ।
বান্ধিল সভারে ধরি সীতার নন্দন ॥
লক্ষ্মণ বলেন সভে সুন বিভীষণ।
মোরা সভে বন্দি হৈল দৈবের কারণ ॥
ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সব গণি।২৫
শ্রীরামের তেজ ধরে শিশু দুই খানি ॥
শ্রীরামের হেন দেখি দুজনার ঠাম।
ত্রিভুবন জিনিআ হাথের গণ্ডিবাণ ॥

(৪৬৩)

বাঁচিব সভাই মোরা নহিব সংশয়।
অনুমানে বুঝি তুই সীতার তনয় ॥
কানে কানে কহেন লক্ষ্মণ না করে প্রচার।
সভাকার সঙ্গে এই যুক্তি কৈল সার ॥
বিভীষণ বলেন লক্ষ্মণ তুমি সর্ব্বজান।৫
সুনিঞা তোমার কথা বুকে পড়ে টান ॥
হারিলাঙ রণ করি কি করিব বুধি।
সভার উদ্ধার হেতু রাম গুণনিধি ॥
দেখিতে ছাওআল দোঁহে রাজার কোঙর।
মহাবল ধরে দুর্জ্জয় ধনুর্দ্ধর ॥ ১০
সর্ব্বভাবে দেখিল রামের হেন ঠাম।
হইবে রামের পুত্র ইহো নাহি আন ॥
লক্ষ্মণ বলেন সভে সুনহ জুকতি।
জথন বর্জ্জিলা সীতা ছিলা গর্ভবতী ॥
গর্ভবতী সীতা রাখি গেনু তপোবনে।১৫
শ্রীরামের পুত্র এই হেন বুঝি মনে ॥
প্রচার না কর কেহ সাঁপে পাছে সতী।
সীতা শাপ দিলে সভে জাবে অধোগতি ॥
এতেক চিন্তিআ সভে মন্ত্রণা কৈল সার।
ভয় না করিহ হব সভার উদ্ধার ॥২০
বহু দুঃখ পাল্য রাম সীতার হরণে।
সীতা ছাড়ি শ্রীরামের অন্য নাহি মনে ॥
রাম রাম বলি লক্ষ্মণ ছাড়এ নিশ্বাস।
উত্তরকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাস ॥

স্নান করি দুই ভাই গেল্যা মায়ের স্থান।২৫
পরম সুখেতে দোঁহে কৈল ভোজন পান ॥

(৪৬৪)

সুতে দিআ সীতা করিল ভোজন।
জননীর কোলে দোঁহে করিল শয়ন ॥
দুই ভাই নিদ্রা গেল জননীর কোলে।
নিদ্রা তেজি উঠিলা অতি উষা কালে ॥
জটাবাকল পরিধান হাথে গণ্ডিবাণ।৫
ত্রিভুবনে বীর নাহি দোঁহার সমান ॥
পালাইআ উল্কামুখ রামে নোঙায় মাথা।
সাবধানে সুন প্রভু সংগ্রামের কথা ॥
পড়িল কটক সনে রাজা বিভীষণ।
নররূপে নাহি জানি জুঝে কোন জন ॥১০
বন্দি হৈলা সভে রামে করিল গোচর।
বার্ত্তা সুনি রামচন্দ্র কান্দিলা বিস্তর ॥
মুনির কোঙর দোঁহে জানে অস্ত্রশিক্ষা।
জারে জারে বাণ মারে কার নাহি রক্ষা ॥
বিভীষণ সুগ্রীব অঙ্গদ হনুমান।১৫
নল নীল দধিপাল বানর প্রধান ॥
বড় বড় বীর বন্দি বিক্রমে বিশাল।
জার তেজে জিনিলাঙ অষ্টলোক পাল ॥
গয় জে গবাক্ষ সরভ গন্ধমাদন।
পনস কেশরী বন্দি রম্ভ সে দুর্জ্জন ॥২০
বিনোদ প্রমাথি পদ্ম আর শতবলী।
দধিমুখ লোটাইছে আউদড় চুলি ॥
সভাকারে বন্দি করি থুল্য তপোবনে।
আর কেবা আছে স্থির হব তার রণে ॥
বার্ত্তা সুনি রামচন্দ্র চিন্তাযুক্ত মনে।২৫
কি হবে উপায় আর কেবা জাবে রণে ॥
সাগর বান্ধিআ লঙ্কা জিনে জে বানরে।
হেন বীর বন্দি করে মুনির কোঙরে ॥

(৪৬৫)

হা করিল অষ্টপাত্রে কমললোচনে।
আগুসারি মাথা নোঙায় ভরত শত্রুঘনে ॥
সর্ব্বসেনা বন্দি পড়ে ভাল নহে কাজ।
সংসার জুড়িআ হৈল অপযশ লাজ ॥
ভরত শত্রুঘন লড়ে সব পাত্রগণ।৫
আগুলিআ মুনিরে করিহ সম্ভাষণ ॥
মুনি সব সম্ভাস্থা মুনির ধরি বেশ।
বিষ্ণুপদা নগরে করিহ প্রবেশ ॥
সর্ব্ব কার্য্য জানিবে মুনির সম্ভাষণে।
মুনিগণ তাহার সন্ধান ভাল জানে ॥১০
রামের মেলানি করি লড়িল ভরতে।
হাথে গণ্ডিবাণ নিঞা চড়ে নিজ রথে ॥
শত্রুঘন লড়িআ লইআ পাত্রগণ।
নানা রাজবাদ্য বাজে সম্পূর্ণ সাজন ॥
মুনিসব বলে বুঝি সাজিলা শ্রীরাম।১৫
কোন জন সহিবেক তাঁহার সংগ্রাম ॥
বিস্মিত সকল মুনি গণিল প্রমাদ।
ছাড়িলাও বিষ্ণুপদার বসতের সাধ ॥
শত্রুঘন রহিল গিআ তপোবনের পাসে।
ভরত করিল বিষ্ণুপদাতে প্রবেশে ॥২০
ভরতে দেখিআ উঠে সব মুনিগণ।
নামিঞা ভরত বন্দে সভার চরণ ॥
পাদ্য অর্ঘ্য দিল মুনি গৃহ ব্যবহার।
একে একে মুনিগণে কৈল নমস্কার ॥
আশীর্ব্বাদ কৈল সভে ধরম হরিসে।২৫
জোড় হাথে নিল মুনিগণের আশীষে ॥
ভরত মুনিকে বলে আসনেতে বসি।
ভরতেরে বেড়িআ বসিলা সব ঋষি ॥

(৪৬৬)

মুনি বলে ভরতেরে কেন আগমন।
ভরত বলেন মোর আছে প্রয়োজন ॥
সর্ব্বকাল লই তোমাদের আশীর্ব্বাদ।
মুনি হঞা কেনে কর এতেক প্রমাদ ॥
সর্ব্বকাল সভে মেল্লি বৈস মোর দেশে।৫
হেন সব কর্ম্ম কর যুক্তি নাহি আইসে ॥
আমার শাসনে বসি মন্দ কর কাজ।
মুনি হঞা কেন লজ্ঘ রাম মহারাজ ॥
অনুজ লক্ষ্মণ মোর রামের সমান।
বন্দি করি তাহারে করহ অপমান ॥১০
কেমন মুনির সুত কিবা অস্ত্রধারী।
ব্রাহ্মণ মারিতে নারি তেঞি সম্বরি ॥
ছাড়হ লক্ষ্মণ ঘোড়া জত সৈন্যবল।
তপোবনে হিত চিন্তি আপন কুশল ॥
এতেক বলিল দশরথের নন্দন।১৫
ভরত সম্বোধি মুনি বলেন সান্ত্বন ॥
প্রতাপে শাসিলে তুমি সব রাজ্য খণ্ড।
তপোবলে দুই শিশু ধরে ছত্র দণ্ড ॥
ধরয়ে রাজার শ্রী কুমার দুইজন।
তাহার প্রসাদে তপ করে তপোধন ॥২০
সূর্য্যবংশে জন্ম সেই দুইটী কোঙর।
রাজ্য হারাইআ আল্য অরণ্য ভিতর ॥
ধার্ম্মিক বট তুমি মুনির ধর বেশ।
গাছের বাকল পর জটাভার কেশ ॥
সর্ব্বলোকে জিন তুমি আপনার গুণে।২৫
তোমা হেন পুরুষ নাহিক ত্রিভুবনে ॥
ধন্য ধন্য ভরতে প্রশংসে জত মুনি।
সর্ব্বমুনি গণে দিলা আশীর্ব্বাদ বাণী ॥

(৪৬৭)

ভরত বলেন মোর সার্থক জীবন।
তোমা সভার চাই মোর প্রশংসার বচন॥
মুনির প্রশংসে বীর সুখসিন্ধু ভাসে।
উত্তরকাণ্ড গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবাসে॥

বিনয়ে তুষিল ভরত্তেরে মুনিবর।৫
হেনকালে আল্যা তথা সীতার কোঙর॥
বীর ধড়া পরিধান গায়ে রাঙ্গা ধূলা।
সূর্য্য হেন তেজ রূপে চন্দ্রমার কলা॥
হেন বেশে দুজনে বসিলা মুনি মাঝে।
দেবতার মধ্যে যেমন ইন্দ্রদেব সাজে॥১০
বসিলা মুনির মাঝে মাথাতে ত্রিজট।
দেআন ভাঙ্গিআ গেলা ভরত নিকট॥
এই দুই কুমার দুর্জ্জয় ধনুর্দ্ধর।
লক্ষ্মণ বন্দি কৈল আর সকল বানর॥
সুগ্রীব অঙ্গদ আর রাজা বিভীষণ।১৫
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র আর পবননন্দন॥
ইহাদের ঠাই কার নাহি অহঙ্কার।
আপনা সম্ভাল কিছু না বলিহ আর॥
এত সুনি ভরত জ্বলিল কোপানলে।
করিঞা পাকল আখি বালকে নেহালে॥২০
তপোবনে বৈসহ মুনির ধর বেশ।
কোন কুলে জন্ম বটে বৈস কোন দেশ॥
রাজশ্রী ধর দোঁহে বিষ্ণু অবতার।
পড়িলে আমার হাতে রক্ষা নাহি আর॥
দুই শিশু বলে মোর মাতা পিতা নাহি।২৫
অহঙ্কার বোল বল বৃদ্ধ দেখি সহি॥

(৪৬৮)

বৃদ্ধ হঞা তোমার এতেক অহঙ্কার।
পড়িলে আমার হাথে না দেখি নিস্তার॥
অস্ত্র সে বাটুল হাথে ধর গুণ তাই।
মোর হাথে পড়িলে তোমার রক্ষা নাই॥
এত যদি বলে দোঁহে তর্জ্জন বচন।৫
কন্দলি সুনিঞা আল্য বীর শত্রুঘন॥
মুনি সব বলে সুন রঘুবংশ রাজ।
এথানে কন্দলি কর ভাল নহে কাজ॥
নিজ সৈন্যে চলিলা ভরত শত্রুঘন।
লব কুশ দোঁহে গেলা সেই তপোবন॥১০
তার পাছু সংগ্রাম দেখিতে লড়ে মুনি।
কটকের মহারোল অস্ত্র ঝন ঝনি॥
এক চাপে উঠিল সকল রাজাগণ।
দোঁহার উপরে করে বাণ বরিসন॥
মায়ামই বাণ দোঁহে কৈল অবতার।১৫
রাজাগণ ভঙ্গ দিল সম্ভ্রম আপার॥
মহারাজা জত আল্য যুদ্ধ করিবারে।
ভঙ্গ দিল সভে কেহো রহিতে না পারে॥
খুড়া ভাইপোয় হএ ঘোরতর রণ।
বজ্র বাঁটুল পেলে ভরত রাজন॥২০
কোপ করি বাঁটুল ভরত রাজা পেলে।
সম্ভ্রমে বান্ধিল গিআ দোঁহার কপালে॥
তাহাতে পাইল মোহ দুই সহোদর।
ভূমিতে লোটায় দোঁহে ধূলাতে ধুসর।
হাহাকার করিঞা বেড়িল মুনিগণ।২৫
অনেকক্ষণে দুই ভাই পাইল চেতন॥
ঘাও সম্বরিঞা দোঁহে এড়ে নানা বাণ।
ফুটিয়া ভরত রাজা হৈল খান খান॥

(৪৬৯)

নানা মতে জানেন গন্ধর্ব্ব অস্ত্র সন্ধি।
সেই অস্ত্রে ভরত নৃপতি হৈলা বন্দি॥
তাহা দেখি শত্রুঘন এড়ে নানা বাণ।
সেই বাণে দুই ভাই হৈল আগআন॥
শত্রুঘন বাণ বরিসয়ে হাত টানে।৫
বাণে ফুটি দুটি ভাই মোহ গেল রণে॥
সকল মুনি মেলিআ করেন হাহাকার।
যুগক্ষয় হৈল কিবা প্রলয় সংসার॥
মুনিগণ মেলি দিল আশীষ বচন।
সম্বিত পাইআ দোঁহে উঠে ততখন॥১০
সম্বরিআ সেই ঘাও এড়ে নানা বাণ।
শত্রুঘন ফুটী হইলা জে খান খান॥
নানা মায়া জানে দুই সীতার কোঙর।
শত্রুঘনে বন্দি কৈল সংগ্রাম ভিতর॥
ভরতশত্রুঘন দুই ভাই হৈলা বন্দি।১৫
মহাবল শত্রুঘন আপনাকে নিন্দি॥
মহাবলবান্ দুই সীতার নন্দন।
কাড়িআ হাথের গণ্ডি নিলা ততক্ষণ॥
নারায়ণ মূর্ত্তি দোঁহে বড় বলবান্।
গণ্ডিবাণ কাড়ি নিল করি অপমান॥২
ভরতের কাড়িয়া লইল গুণ তাই।
তপোবনে বন্দি করি থুইল দুই ভাই॥
মুনিকে মেলানি করি দোঁহার পআন।
স্নান সন্ধ্যা করিয়া করিলা অন্নপান॥
দুই ভাই নিদ্রা গেল জননীর কোলে।২৫
হেন কালে সকল মুনি এক ঠাঞি মেলে।
নিদ্রাভাঙ্গি দুটী ভাই মুখে দিলা পানী।
দেখিতে সীতার পুত্রে আল্য বৃদ্ধমুনি।

(৪৭০)

সকল মুনি করে দুই ভাইর বাখান॥
চিরকাল জিয় বলি করেন কল্যাণ।
নানা ফল মূল দিল উত্তম সুস্বাদ।
মুনির প্রসাদে সব খণ্ডে অবসাদ॥
আশীর্ব্বাদ করি মুনি সব গেলেন ঘর।৫
কৃত্তিবাস গান ইহা দেবতার বর॥

ভরত শত্রুঘ্ন বন্দি হৈলা দৈবগতি।
রথ নিয়া পলাইল সুমন্ত সারথি॥
তপোবনে বন্দি হৈলা ভরত শত্রুঘ্ন।
আর কেবা সহিবেক লবকুশের রণ॥১০
সুমন্ত কহেন বার্ত্তা রামের গোচর।
সুনি রঘুনাথ বড় হইল ফাঁপর॥
তপোবনে দোঁহে বন্দি সৈন্যগণ সনে।
বার্ত্তা সুনি রামচন্দ্র চিন্তাযুক্ত মনে॥
রাম বলেন সুনহ সুষেণ জাম্বুবান।১৫
অষ্টপাত্রে হাঁকারিয়া আন মোর স্থান॥
বড় বড় রাজা যত বৈসে পৃথিবীতে।
শ্রীরামের হাঁকারে সকল রাজা আইসে॥
সারি দিয়া শ্রীরামেরে নোঙাইয়া মাথা।
কেমনে পালাঞা আল্য রাম কহে কথা।২০
দুর্জ্জয় প্রতাপ দুই মুনির কুমার।
তার হাতে কোনজনে না পাবে নিস্তার।
রণস্থলে আসি দিল ধনুকে টঙ্কার।
দশদিগ চাপি কৈল বাণ অবতার॥
আগে ভরত বন্দি হৈলা পাছে শত্রুঘন।২৫
দুইজনে বন্দি করি রাখে তপোবন॥

(৪৭১)

ভাগ্যে পালাইয়া মোরা বাঁচিল পরাণে।
আমা সবা রাখিল সকল মুনিগণে ॥
রাম বলে জাম্বুবান মন্ত্র কর সার।
কোন যুদ্ধে ঘোড়া আনি কটক উদ্ধার ॥
রামের বচনে মন্ত্রী হাত্ত কৈল জোড়া।৫
পাইবে সবারে রাম আর যজ্ঞঘোড়া ॥
দাণ্ডাঞা স্থষেণ বেজ জোড় কৈল হাত।
বড়ই সংশয় কথা শুন রঘুনাথ ॥
আপনা আপনি নাহি করি অপচয়।
পাইব সকল সৈন্য নহিবে সংশয় ॥১০
সারথি বলিআ পড়ে রামের হাঁকার।
সত্বরে আনিআ রথ দিল রথকার ॥
রাম বলে বশিষ্ঠ না ছাড় যজ্ঞস্থান।
প্রতিদিন যজ্ঞকর যে আছে বিধান ॥
যাত্রা কৈল রামচন্দ্র বন্দি যজ্ঞশাল।১৫
যজ্ঞশালে রহিলেন অষ্ট লোকপাল ॥
অষ্টপাত্র রথে চড়ে রামে আগুয়ান।
তারপর চড়িল স্থষেণ জাম্বুবান ॥
মহাপাত্র রথে নড়ে বিক্রমে বিশাল।
নানা রাজবাদ্য বাজে ফুকরে কাহাল ॥২০
নানা অস্ত্র ধরি সাজে রণের সাজাড়।
পৃথিবী পর্ব্বত সিন্ধু করে তোল পাড় ॥
সৈন্যসনে শ্রীরাম সরযূ হৈলা পার।
হাতে দূর্ব্বা ধানে সব ঋষি আগুসার ॥
ভক্তিভাবে শ্রীরাম মুনির পদবন্দে।২৫
আশীর্ব্বাদ কৈল মুনি পরম আনন্দে ॥
রাম বলে মুনির সেবা কৈলে রাজ্যলাভ।
মুনি হঞা কেন আমা সনে বৈরিভাব ॥

(৪৭২)

ঘর জাহ মুনি সব পরম হরিসে।
সৈন্য ঘোড়া ছাড়ি দেহ যদি মনে আইসে
জন্মাবধি করিলাঙ মুনির পালন।
কেনে বা বিরূপ কৈলে না জানি কারণ ॥
মুনির কিঙ্কর লক্ষ্মণ শাস্ত্রেতে পণ্ডিত।৫
হেন জনে বন্দি কর নহেত উচিত ॥
চৌদ্দবৎসর লক্ষ্মণ রহিল উপবাসে।
পবিত্রতা সত্যবাদী কারে নাহি হিংসে ॥
তোমাদের নারী পুত্র খাইল লবণ।
তেকারণে বধে তারে বীর শত্রুঘন ॥১০
সুগ্রীব অঙ্গদ বিভীষণ হনুমান।
নল নীল আর যত বানর প্রধান ॥
জে সব বানরের তেজে কৈলু সেতুবন্ধ।
ত্রিভুবনে দুর্জ্জয় রাবণ দশস্কন্ধ ॥
তোমাদের যজ্ঞনাশে রাক্ষসের গণ।১৫
মায়া মারীচ মারিলাম খর দূষণ ॥
মোর বংশে অশ্বমেধ করি সর্ব্বকাল।
যজ্ঞদানে তুষ্ট করি অষ্ট লোকপাল ॥
কৃষ্ণসার ঘোড়া আমি কৈল উচ্ছর্গন।
অশ্ব রক্ষে নিজোজিলা অনুজ লক্ষ্মণ ॥২০
ঘোড়াসনে ভাই মোর তপোবনে বন্দি।
অক্ষেমা করিয়া রাম আপনাকে নিন্দি ॥
এত যদি শ্রীরাম মুনিকে কহে কথা।
লজ্জা পাঞা মুনিগণ হেট করে মাথা ॥
অবোধ বালক এই নাহি বুঝে কাজ।২৫
চিন্তাতে বিকল হৈলা মুনির সমাজ ॥
সকল মুনি ঘরে জান ছাড়িয়া নিশ্বাস।
উত্তরকাণ্ড গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবাস ॥

(৪৭৩)

নিদ্রা তেজি দুই ভাই মুখে দিল পানি।
হেন কালে গেল তথা সব বৃদ্ধ মুনি॥
চারি দিগে বসিলা সকল মুনিগণ।
তাহাদের মধ্যে বৈসে ভাই দুই জন॥
যুক্তি হেতু বৈসে দুই কুমারের পাসে।৫
দুজনারে বুঝান মুনি অশেষ বিশেষে॥
শ্রীরামের রাজ্যে বসি রাম মোর রাজা।
নানা মতে রাম করে সভাকার পূজা॥
সূর্য্য সম তেজে রাম মহা ধনুর্দ্ধর।
জার তেজে বন্দি হৈল অলঙ্ঘ্য সাগর॥১০
বালিরাজা মাল্য রাম না করিল রণ।
রাক্ষস চউদ্দ সহস্র খর দূষণ॥
মায়ার মারীচ মাল্য দেবতার বরে।
ত্রিভুবন দুর্জ্জয় মারিল লঙ্কেশ্বরে॥
কুম্ভকর্ণ মকরাক্ষ শ্রীরাম সংহারি।১৫
লক্ষ্মণ মারিল ইন্দ্রজিত দেব-অরি॥
মৈল দশরথ দিল রামে দরসন।
রামের প্রসাদে জিল মরা কপিগণ॥
পালিতে বাপের সত্য রাজ্যভোগ ত্যজে।
চৌদ্দবৎসর বনবাস মুনি সব পূজে॥২০
দেশে আসি শ্রীরাম মুনির করে পূজা।
পদতলে থাটে রামের উনকুটী রাজা॥
বিষ্ণু অবতার রাম লোকে হিতকারী।
তেজিল লোকের বোলে সীতা হেন নারী॥
সীতা হেন স্ত্রীকে দিলেন বনবাস।২৫
হেন রাম লঙ্ঘিলে মুনির সর্ব্বনাশ॥
বিনয় বলেন মুনি হাত করি জোড়া।
সর্ব্বসৈন্য ছাড় রামের আর যজ্ঞ ঘোড়া॥

(৪৭৪)

রামের তেজে বিভীষণ পাল্য মন্দোদরী।
রাজপাট পাইল কনক লঙ্কাপুরী॥
মুনির গৌরব রাখ তেজহ সংগ্রাম।
যজ্ঞ ঘোড়া সৈন্য দিয়া তোষহ শ্রীরাম॥
আমাদের না করিহ বচন লঙ্ঘন।৫
নহে বা মেলানি দেহ ছাড়ি তপোবন॥
সত্যবাদী রামচন্দ্র মুনির দুর্ল্লভ।
গুণবান্ ধর্ম্মশীল সংসারে বল্লভ॥
বসিয়া রামের রাজ্যে রাম সনে বাদ।
ছাড়িলাঙ বিষ্ণুপদার বসতের সাধ॥১০
আপন মহত্ত্ব লোক রাখএ আপনি।
সুখে থাক দোঁহে মোরা মাগিব মেলানি॥
এত সব মুনিগণ কহিলেন কথা।
সুনি লব কুশ দোঁহে হেট কৈল মাথা॥
তপোবনে বসি হইলুঁ তোমার কুর্পর।১৫
তোমাদের হেথা হইতে জাব অন্যতর॥
মায়ের সনে আগে গিয়া করি অনুমান।
তোমাদের পুরী থাকি জাব অন্যস্থান॥
এতবলি গেলা দুই সীতার কোঙর।
তপোবন ছাড়িয়া মায়ের গেলা ঘর॥২০
মুনির বচনে দুই ভাই কোপে জ্বলে।
কোপ মুখ হইয়া উঠিলা সভাতলে॥
এতেক রহস্য কথা সীতা নাহি শুনে।
দুই ভাই প্রণমিল মায়ের চরণে॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিত কবিত্বে বিচক্ষণ।২৫
শ্লোক ভাঙ্গি রচিল উত্তর রামায়ণ॥

(৪৭৫)

পাহিড়া রাগ।

মুনিকে প্রণাম করি হাতে গণ্ডি বাণ ধরি
ঘরেরে চলিলা দুই ভাই।
নয়ান উৎপল দল 'তাহে অশ্রু ঢল ঢল
দাণ্ডাইলা জননীর ঠাই॥
সীতা দেখি পুত্রমুখ অন্তরে বাড়িল দুখ
শোকে হিয়া না জায় ধরণে।
নয়ানে গলয়ে লোহ দেখিআ পাইল মোহ
মুখ মোছে অঞ্চল বসনে॥
বাছা,কেবা কৈল দুরক্ষর কেন গদ গদ স্বর
কেন দেখি বিরস বদনে।৫
অযোধ্যার গৃহবাস সে হেন পতির পাস
ছাড়িয়া বসিএ তপোবনে॥
সুনিআ মাএর কথা দোঁহে করি হেট মাথা
নিশ্বাস ছাড়িয়া কহে বাণী।
আসি মুনিগণ জত পরাভব বলি কত
আমাদিগে দিলেন মেলানি॥
কহিতে বাসিএ লাজ এ তিন ভুবন মাঝ
কোথাহ রহিতে নাহি স্থান।
সূর্য্যবংশে জন্ম নিঞা পরের কুর্পর হঞা
কত না সহিব অপমান॥১০
বসিয়া মায়ের কোলে দোঁহে গদ গদ বলে
ছলছল করে দুটী আঁখি।
মুনি বা দেখায় ভয় কহিলে কথন নয়
দ্বিজ মধুকণ্ঠ তার সাখি॥

(৪৭৬)

ডরাইল দুই ভাই মুনির কথা সুনি।
মুনির বচনে মাত্র মাগেন মেলানি॥
মুনি সব বলে তোরা ছাড় তপোবন।
বাদ বিসম্বাদ কিছু নাহি প্রয়োজন॥
তপোবনে আমরা পাইল এক ঘোড়া।৫
সেই ঘোড়া লইতে আইল এক বুড়া॥
সেই ঘোড়া নিবারে বুড়ার বড় সাধ।
ঘোড়া পাইলে জায় বুড়া না করে বিবাদ॥
বুড়া বন্দি করিয়া রাখিল তপোবনে।
তার লাগি মুনি সব বলে কুবচনে॥১০
মুনি সব জত বৈল মাত্র কহে কথা।
দুই পুত্র সম্বোধিয়া কিছু বলে সীতা॥
রাজার মহিষী ছিলুঁ ইবে বনবাস।
নির্দ্ধন দেখিয়া মুনি করে উপহাস॥
রাজমন্দির ছাড়িয়া পাইলুঁ পত্রকুড়্যা।১৫
ঘরে থাক বাপু না জাইহ মুনি পাড়া॥
পিতা মোর জনকঋষি প্রভু রাজ্যেশ্বর।
আমা না জানিআ মুনি বলে কুউত্তর॥
সুনিয়া ঘোড়ার কথা সীতা হৈলা সুখী।
পাইলে কেমন ঘোড়া আন আমি দেখি॥২০
মাএর বচনে গেলা দুই সহোদর।
ডোরে ধরি কৈলা ঘোড়া মাতার গোচর॥
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া তার চরণ পাখালে।
একদৃষ্টে সীতাদেবী ঘোড়াকে নেহালে॥
কোথা পাইলে বাপু হেন অশ্ব রতন।২৫
অনুমানে বুঝি ঘোড়া রাজার বাহন॥
আমি জানিলাম দোঁহে বিধি হৈল সুখী।
রাজপদ পায় জারে মিলে হেন লক্ষ্মী॥

(৪৭৭)

বাল্মীকি তোর গুরু জনক মোর পিতা।
বাপে কঞা রাজ্য দিআ ধরাইব ছাতা ॥
সকল লক্ষণ ঘোড়া পাল্যে দেববরে।
রাজপদ পাবে দোঁহে কে লঙ্ঘিতে পারে
বৈদেহীর মুখে স্থনি এতেক বচন।৫
ভোজন করিয়া দোহে করিলা শয়ন ॥
মায়া নিদ্রা জান তথা সীতা ঠাকুরাণী।
নিদ্রাভাঙ্গি দুই ভাই মুখে দিলা পানী ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব রসাল।
উত্তরকাণ্ড গাইল মধুর আপার ॥১০

নিদ্রা হইতে দুই ভাই উঠিয়া বসিল।
কটকের কলরব স্থনিতে পাইল ॥
কুশ বলে লব দাদা হের দেখ নাট।
কলরব করিআ আইসে কার ঠাট ॥
ঝাট চল দুই ভাই করিআ সাজনি।১৫
এতবলি ঘরে বসি করে কানাকানি ॥
জাইতে জুকতি কৈল ভাই দুই জনে।
নিদ্রাতে থাকিয়া সীতা অল্প অল্প স্থনে ॥
উঠিআ বসিলা সীতা মুখে দিল জল।
দুই পুত্রে জিজ্ঞাসেন কারণ সকল ॥২০
বুঝি কার সঙ্গে বাছা করিলে বিবাদ।
অকস্মাৎ স্থনি কেন কটকের নাদ ॥
মিছা না বলিহ পুত্র মোর দিব্য লাগে।
বিবরিআ সব কথা কহ মোর আগে ॥
এত স্থনি দুই ভাই কহে নিবেদন।২৫
অবধান স্থন মাগো সব বিবরণ ॥

(৪৭৮)

অযোধ্যার রাজা অশ্বমেধ যজ্ঞ করে।
সেই ঘোড়া আস্যাছিল আমার নগরে ॥
তার সঙ্গে এক বুড়া অশ্ব রক্ষা করে।
মহাতেজবন্ত সেই বড় ধনুর্দ্ধরে ॥
বলে ধরি আমরা লইল তার ঘোড়া।৫
যুদ্ধ করি সৈন্য মারি বান্ধিলাঙ বুড়া ॥
তার পর আইল অনেক বীর গণ।
রাক্ষস বানর জত কে করে গণন ॥
তার মধ্যে এক বীর হনুমান নাম।
সেই জে বানর বড় করিল সংগ্রাম ॥১০
সব মুনিগণে তারে বলে হনুমান।
দুর্জ্জয় প্রতাপ বীর বড় বলবান ॥
মায়াময় অস্ত্রে তারে জবে কৈল বন্দি।
লইআ তোমার নাম লোটাইয়া কান্দি ॥
ইহা স্থনি কৈল তার বন্ধন উদাস।১৫
প্রাণ দান পাল্য বীর বাক্য অবকাশ ॥
ইহা স্থনি সীতা দেবী কান্দেন করুণে।
কি কাজ করিলে পুত্র বান্ধি হনুমানে ॥
সেই জে বানর মোর দিল প্রাণ দান।
তোমরা দুই ভাই নহ তাহার সমান ॥২০
জবে বন্দি ছিনু আমি রাক্ষসের ঘরে।
আমার উদ্দেশ কৈল তরিআ সাগরে ॥
রামের অঙ্গুরী দিয়া প্রবোধিল মোরে।
সবংশে করিল নষ্ট রাজা লঙ্কেশ্বরে ॥
সেই হনুমান মোর বড় কৈল হিত।২৫
হেন জনে বন্দি কর নহেত উচিত ॥
তাহার বন্ধন স্থনি প্রাণ মোর ফাটে।
তুরিত আনহ তারে আমার নিকটে ॥

(৪৭৯)

নয়নে ভরিয়া আমি দেখি হনুমান।
ঘুচুক মনের দুঃখ জুড়াকু পরাণ॥
বিষম সঙ্কটে মোর রাখিল জীবন।
তার সঙ্গে বাপু করহ মিলন॥
সুনিয়া মায়ের কথা ভাই দুই জন।৫
কহিলা পশ্চাতে তার পাবে দরশন॥
আর যত আইল রাক্ষস কপিগণে।
সভাকারে বান্ধিঅা থুঞাছি তপোবনে॥
তার পাছে আইল অনেক রাজগণ।
আমাদের সৈন্য সভে কৈল মহারণ॥১০
বান্ধিয়া রাখ্যাছি বনে রাজা শতকোটী।
কত কত রাজা মৈল করি ছটফটি॥
তার পাছু আল্য আর বুড়া দুই ভাই।
ধনুক বাণ কেহো ধরে কেহো গুণতাই॥
দুই বুড়া বিস্তর করিল অহঙ্কার।১৫
শতমন লোহা এক বাটুল জাহার॥
তাহাদিগে বান্ধিয়া রাখিল মায়াজালে।
অচেতন দুই বুড়া লোটায় ভূতলে॥
দুভাইর কথা সুনি সীতাদেবী গুণে।
ভরত লক্ষ্মণ শত্রুঘ্ন হেন মনে॥২০
তপোবনে বসিঅা পাইল জেই ঘোড়া।
সেই ঘোড়া লইতে আইল এক বুড়া॥
শ্যামল সুন্দর বুড়া মনোহর বেশ।
সেই বুড়া মারিঅা লইব তার দেশ॥
সীতা বলে হেন বাক্য না বলিহ আর।২৫
সে বুড়ার পদে গিয়া কর নমস্কার॥
জগতের নাথ রাম তোমাদের পিতা।
ভরত লক্ষ্মণ শত্রুঘ্ন সে খুড়ঁতা॥

(৪৮০)

এতেক বলিয়া সীতা কান্দে উচ্চৈঃস্বরে।
ক্রন্দন দেখিয়া বলে দুই সহোদরে॥
রাম স্মঙরিয়া তুমি কান্দ রাত্রি দিনে।
সুনি মনে করি যুদ্ধ করি রাম সনে॥
মনে চিন্তি দোঁহে জবে রামের দেখা পাই।৫
কাটিয়া তাহার মাথা আনি তোমার ঠাই॥
সীতা বলে যুদ্ধে যদি জাবে প্রভুস্থান।
দূর্ব্বাদলশ্যাম অঙ্গে না মারিহ বাণ॥
সুনিঅা সীতার কথা দুই ভাই হাসে।
তোমাকে বর্জ্জিয়া রাম দিল বনবাসে॥১০
তোমার বচনে রাম না মারিব প্রাণে।
বলদর্প চুর করি পাঠাইব বনে॥
এত সুনি ধরে সীতা তনয়ের হাথে।
দুইপুত্রে বুঝান করুণা করি চিতে॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব রসাল।১৫
সুনিলে উত্তরকাণ্ড পাপ না রহে আর॥

পহিড়া রাগ।

বাছা আর না জাইহ তপোবনে।
জানিঅা সুনিঅা মুনিগণে দিলেন মেলানি
ঘরে বসি থাক দুই জনে॥
পূর্ব্বে বিষ্ণু আরাধিঅা পৃথিবীতে জনমিঅা
বাড়িলাঙ জনকের ঘরে।
পিতা বড় নিদারুণ করিল বিষম পণ
হরধনু ভাঙ্গিবার তরে॥২০

(৪৮১)

জানি বিশ্বামিত্র মুনি　আনিলেন রঘুমণি
অনুজ লক্ষ্মণ করি সঙ্গে।
দুর্ব্বাদল শ্যামতনু　ঈষতে হরের ধনু
ভাঙ্গিলেন ঈষৎ তরঙ্গে॥
প্রভু পূর্ণ নারায়ণ　চারি অংশে চারি জন
ভুবনে দুর্ল্লভ জার নাম।
অগোচর চারিবেদ　সম নহে অশ্বমেধ
নামে হয় ধর্ম্ম মোক্ষ কাম॥
হেন প্রভু মোর পতি মাতা মোর বসুমতী
বিধি মোরে করিল নৈরাস।৫
নাহি মোর অপরাধ　খল লোকে অপবাদ
প্রভু মোরে দিল বনবাস॥
দাস দাসী যুথে যুথে　গমন বিচিত্র রথে
প্রভু মোর রাজরাজেশ্বর।
তোমরা তাঁর তনয়　নাহি দিহ পরিচয়
সাঁপিবে বাল্মীকি মুনিবর॥
জবে চান পরিচয়　কহিয়া রাজতনয়
সতমায়ে পাঠাইল বন।
ছত্রদণ্ড অধিবাস　হেন বেলায় নৈরাশ
পালিলা বাল্মীকি তপোধন॥১০
সুনিঞা মায়ের ঠাই দোঁহে দোঁহা মুখচাই
লব কুশ ছাড়য়ে নিশ্বাস।
জানকীর পতিগতি　অন্য নাহি লএ মতি
নাচাড়ি রচিল কৃত্তিবাস।

রাম বলে অষ্টপাত্র হও আগুয়ান।
মোর কাছে থাকুন সুসেন জাম্বুবান॥

(৪৮২)

ঘরে গিয়া মুনি সব কার্য্যে হইল ভোলা।
পাইআ আপন কার্য্যে মোর কাজে হেলা॥
সুনিঞা সকল মন্ত্রী রামের আদেশ।
সৈন্যসনে বিষ্ণুপদা করিল প্রবেশ॥
চারি দিকে কটক মুনির বন বেড়ে।৫
ত্রাস পাইঞা মুনিসব চিকরাই ছাড়ে॥
স্নান সন্ধ্যা করি দুই জানকীর বালা।
বীর ধড়া পরে গাত্রে মাথে রাঙা ধূলা॥
ধাঞা গিয়া মুনি সব করিল গোচর।
চারি দিগে সেনা আসি বেড়িল নগর॥১০
হাতে গণ্ডি বালক বিধায় দুই বীর।
তপোবন ছাড়ি হৈলা গড়ের বাহির॥
দেখিল অনেক ঠাট রথ ঘোড়া হাথি।
রাজবাদ্য বাজিছে কাহোল দণ্ড ছাতি॥
পুষ্প রথে চড়ি রাম সুমন্ত সারথি।১৫
ধরিল মাথাতে তার চন্দ্রমণ্ডল ছাতি॥
গায়ে সালা শিরে টোপর হাথে গণ্ডিবান।
সুসেন চড়িল রথে আর জাম্বুবান॥
অনেক হারুআ রাজা অনেক বানর।
চারিদিগে বেড়ে বিষ্ণুপদা সে নগর॥১০
মুনিপত্নী শিশু আর বৃদ্ধ মুনিবর।
কটক দেখিঞা সভে হইলা ফাঁফর॥
কেহো বলে ঘোড়ার কাটিআ দেহ দড়া।
ফিরিআ জাউক রাম ঘুচুক ঝগড়া॥
তপোবন ছাড়িঞা পালায় মুনিবর।২৫
কেহো ধাঞা কহে লব কুশের গোচর॥
দুই ভাই বনে গেলা হাথে গণ্ডিবাণে।
দেখিআ রামের সৈন্য পড়িল ভঙ্গ্যানে॥

(৪৮৩)

আকর্ণ পূরিআ দিল ধনুকে টঙ্কার।
রাজগণ ভঙ্গ দিল সম্ভ্রম অপার॥
রামে দেখি লব কুশ সরসবদন।
রাম বলে স্থন তুই মুনির নন্দন॥
মুনির কুমার দোঁহে বৈস মোর দেশে।৫
তোমা সভা মারিতে জুগতি নাই আসে॥
মুনিপুত্র হইআ না জান নিজ ধর্ম্ম।
বালক হইআ কর নিদারুণ কর্ম্ম॥
মুনি সব তপ করে বসি তপোবনে।
তপ নষ্ট হয় তার ক্রোধ কৈলে মনে॥১০
ভাল কৈলে মন্দ কৈলে সহিল সকল।
পাঠাইআ দেহ ঘোড়া আর সৈন্যবল॥
আমা সনে বাদ কর ভাল নহে কার্য্য।
আপন গৌরব রাখ ছাড় মোর রাজ্য॥
মুনির বালক বলি অহঙ্কার সহি।১৫
আর কেহ হেন কৈলে তার প্রাণ লহি
মুনি সব তপ করে ব্রত উপবাসে।
তপ নষ্ট হয়ে তার প্রাণী যদি হিংসে॥
রাজনীতি নাহি জান ধর্ম্মের বিচার।
আমা সনে বাদ কর নহে ব্যবহার॥২০
তোমারে মারিতে মোর নাহি অধিকার।
ব্রাহ্মণ বলিআ এত সহি অহঙ্কার॥
রাজশ্রী ধরহ দোঁহে বিক্রমে তুর্জ্জয়।
কোন কুলে জন্ম তোমার দেহ পরিচয়॥
কোন মুনির পুত্র দোঁহে কার বট নাতি।২৫
বালক বয়সে কেন বুল বনস্পতি॥
শ্রীযুক্ত হইআ কেন বৈস তপোবনে।
কার বোলে বাদ দোঁহে কর মোর সনে॥
রামের বচন স্থনি তুই ভাই হাসে।
উত্তর কাণ্ড গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবাসে॥

(৪৮৪)

লব কুশ বলে তুমি স্থন মহাশয়।
কিসের লাগিআ মোর চাহ পরিচয়॥
মোর পরিচয়ে হে তোমার কিবা কাজ।৫
কহিতে আপন কথা বড় বাসি লাজ॥
চতুর্দ্দশ ভুবনের মোর বাপ রাজা।
পুত্র হেন পালন করেন সব প্রজা॥
আপনার তেজেতে পালন রাজ্যখণ্ড।
মোরে রাজা করিতে আনিল ছত্র দণ্ড॥১০
বিধি বিড়ম্বিত হৈল রাজ্য নাহি পাই।
দণ্ড ধরিবার কালে পাষণ্ড সতাই॥
অস্ত্র শাস্ত্র তুই ভাই সিখিল বিস্তর।
সেবাতে করিল তুষ্ট সব মুনিবর॥
নানা মতে তুভাই মুনির কৈল পূজা।১৫
সর্ব্ব মুনি কৈল মোরে তপোবনে রাজা॥
রাজধর্ম্ম কর্ম্ম করি থাকি তপোবনে॥
রাজপদ দিল মোরে সব মুনি জনে॥
রাজবাহন অশ্ব পাল্য মুনির প্রসাদে।
হেন ঘোড়া নিবা তরে তোম্মার বড় সাধে॥
তপোবনে বসিআ আমরা পাল্য ঘোড়া।
সেই ঘোড়া নিবারে আস্যাছিল এক বুড়া॥
হাথে ধনুর্ব্বাণ বুড়া বলে খরসান।
তারে বন্দি করিআ লইল গণ্ডিবাণ॥
আর জত বীর আল্য জুঝিবার মনে।২৫
সভা বন্দি করিআ থুইল তপোবনে॥

(৪৮৫)

এক গোটা কপি তাহে বড় বলবান্।
মুনিগণ বলে তার নাম হনুমান্॥
করিল অনেক রণ নিঞা কপিগণে।
তাহা সভা বান্ধিয়া রাখিল তপোবনে॥
বড় বড় বানর রাক্ষস বিভীষণ।৫
মোর ঠাঞি বন্দি তারা অবশ্য মরণ॥
অস্ত্র শিক্ষা মন্ত্র আমি পাল্য শিশুকালে।
ত্রিভুবন জিনিবারে পারি বাহুবলে॥
স্বর্গ হইতে ঘোড়া পাঠাইল দেবগণ।
হেন ঘোড়া নিতে মোর পায়ে কোনজন
লইতে আমার ঘোড়া বড় কর সাধ।
তোমাকে লইআ আজি পড়িব প্রমাদ॥
মোর ঠাঞি হৈতে নিতে না পারিবে ঘোড়া
লইতে পরের ঘোড়া এত সাধ বুড়া॥
মুনিজনে সেবা করি অশ্ব পাল্য বরে।১৫
রাজপদ পাব আমি কে লঙ্ঘিতে পারে॥
হেন বীর নাহি জে লঙ্ঘিবে মোর ছায়া।
তোমা বুড়া দেখিআ আমার লাগে দয়া।
নেউটীআ জাহ তুমি বলিএ পিরিতি।
মোর বাণ বাজিলে না পাবে অব্যাহতি॥২০
বাজিলে আমার বাণ জীব কোন জন।
বৃদ্ধ হৈআ কেন চাহ করিবারে রণ॥
সূর্য্যবংশে জন্ম তোমার কহে মুনিবর।
প্রণাম করিআ বলি ফিরিআ জাহ ঘর॥
বাজিলে আমার রণে সংশয় জীবন।২৫
বৃদ্ধলোক হও তুমি বাসি গুরুজন॥
দোঁহার বচন সুনি রামচন্দ্র হাসে।
উত্তরকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাসে॥

(৪৮৬)

পঠমঞ্জরী রাগ।

সুন বৃদ্ধ মহাশয়, বলিতে বাসিএ ভয়,
এক বাক্য করি নিবেদন।
পূর্ব্বে, পিতামহ অজরাজে,
স্ত্রীর শোকেপ্রাণ ত্যজে,
জানে সুর নর মুনিগণ॥
তার পুত্র দশরথে, রাজ্য করে অযোধ্যাতে
জার ঘরে জন্মে নারায়ণ।
পরজা গণের বোলে, নিজমন কুতূহলে,
পুত্রে রাজ্য করে সমর্পণ॥
স্ত্রীর বোলে তোর বাপ,
তোমা পুত্র দিল তাপ,
অন্য নহ দেব নারায়ণ।৫
বিষম নারীর কথা, খণ্ডাইল দণ্ড ছাতা,
তপস্বীর বেশে আগমন॥
পুত্রে দিল ছত্র দণ্ড, উলসিত রাজ্য খণ্ড,
করিল তোমার অধিবাস।
পাপাশয় স্ত্রীর বোলে, নৃপতির মন টলে,
প্রভাতে পাঠাইল বনবাস॥
তোমার বাপের যশ, আছিল নারীর বশ,
বিষ্ণুরূপে পুত্রে দিল বন।
হেন মোর মনে হয়, তার বীর্য্যে জন্ম নয়,
সতী স্ত্রীকে করিলে বর্জ্জন॥১০
দুভাইর সুনি কথা, রাম কৈল হেঠমাতা,
ঈষত হাসিআ কিছু কহি।
শিশু তোরা দুইভাই, ভালমন্দ জ্ঞান নাই,
বালক বলিআ তেঞি সহি॥

(৪৮৭)

তোমাদের রূপ দেখি জুড়াইল মোর আখি
ধন্য জে উদরে দিল ঠাঞিঃ।
রূপ দেখি মনোহর, তেঞিঃ না মরিল শর,
লেউটীআ জাহ দুই ভাই ॥
সুনি লব কুশ হাসে, বান্ধিতাঙ নাগ পাশে
বৃদ্ধ বলি করি মাআ মোএ।
কবি কৃত্তিবাস ভণে, শ্রীরামের চরণে,
রণে বোলা বোলি বাপে পোএ ॥

বরাড়ী রাগ।

এই তপোবনে মোরা দুই ভাই রাজা।৫
জত তপোবনবাসী সব মোর প্রজা ॥
না কর বড়াই রাম ফিরি ঘরে জাও।
মুনির সমাজে পাছে পরাভব পাও ॥
লোক মুখে স্থন রাম দেখ পরতেখ।
আপনি বাল্মীকি মুনি কৈল অভিষেক ॥১০
আপনার দেশে বসি পাল্য অশ্বনিধি।
হেন ঘোড়া নিতে চাহ নাগিআছে বিধি ॥
দিব্য রথে চাপ রাম ধর বীর বাণা।
মাথাতে টোপর পর গাএ পর সাণা ॥
শিশু ধড়া পরি মোরা রাঙ্গা ধূলি গায়।১৫
সন্ধান পূরহ বাণ তার নাহি দায় ॥
লঙ্কা জিনি রাম তোমার বড় অহঙ্কার।
মরা সেনা আপনে জিআল্যে বারে বার ॥
আজিকার রণে জদি হার নারায়ণ।
কেবা আনিঞা দিব আর গন্ধমাদন ॥২০

(৪৮৮)

যে সব বানর নিঞা বান্ধিলে সাগর।
তা সভা ছাড়িআ কেন আল্যে একেশ্বর ॥
অগ্নি সাক্ষী করিআ সুগ্রীবে কৈলে মিত।
হেনকালে সঙ্গে নাহি এ কোন বিহিত ॥
রাবণে মারিআ লঙ্কা দিলে বিভীষণে।৫
হেনকালে সঙ্গে নাহি কিসের কারণে ॥
দোঁহার বচন সুনি দেব রঘুনাথে।
দুজনারে কন কিছু হাসিতে হাসিতে ॥
অন্য হেন রাজা নাহি দয়ার কাতর।
চিত্তে দয়া লাগে তেঞিঃ না মারিএ শর ॥১০
সূর্য্যবংশে জত রাজা অযোধ্যা উপরে।
নির্দ্দয় হইআ কেবা জিনে দেবাসুরে ॥
সেই বংশে জন্ম মোর হই দয়াবান।
দয়াতে করিল মুক্ত অহল্যা পাষাণ ॥
দয়া করি বানরে দিলাঙ ঠাকুরাল।১৫
দয়া করি মৈত্র কৈল গুহক চণ্ডাল ॥
দয়া কৈল সাগর আমারে দিল দেখা।
দয়া হেতু সম্পাতি পাইল দান পাখা ॥
দয়া করি লঙ্কা দিল রাজা বিভীষণে।
দয়া করি বেড়াই ভল্লুক কপি সনে ॥২০
ত্রিভুবনে খ্যাত আমি হই দয়াবান।
লেউটিআ জাহ নহে পাবে অপমান ॥
দুইভাই বলে তুমি জত দয়াবান।
স্থনিল মুনির স্থানে সে সব বিধান ॥
স্থনিল তোমার দয়া মুনিদের স্থানে।২৫
বন পশু বালিকে মারিলে লুকা বাণে ॥
স্থনিল লঙ্কার যুদ্ধে বিক্রম বাখানে।
বীর পোণা জানিতাঙ নহিলে হনুমান ॥

(৪৮৯)

তনু কতবার রণে পাইলে যাতনা।
প্রাণদান দিল সেই পবননন্দনা॥
এত সুনি চান সুসেনের পানে।
কৃত্তিবাস রচিল উত্তর রামায়ণে॥

পঠমঞ্জরী রাগ।

জানিল জানিল রাম, তুমি জত দয়াবান,
আর কত করিছ বড়াই।৫
বোলাহ রাজাধিরাজ, কহিলে পাইবে লাজ
যে সব সুনিল মুনি ঠাই॥
যে জন দআল হয়, সমভাবে সভা লয়,
আত্মপর না করি বিচার।
মিত্র কৈলে জার সনে, তার ভাই মল্যো বাণে
তোমা বই দআল নাহি আর॥
আর যে তোমার দয়া সুনিআ বিদরে হিয়া
আশ্চর্য্য সুনিল মুনির তুণ্ডে।
জার তরে কৈলে শ্রম, কত দিল পরাক্রম,
প্রবেশ করাল্যো অগ্নিকুণ্ডে॥১০
অগ্নিশুদ্ধা জেবা হয়, তার দেহে পাপলয়,
আপনি বিচার মনে মন।
তোমার দআল পণ, সুনি পরের বচন,
হেন স্ত্রীকে করিলে বর্জ্জন॥
যতি ব্রতী ব্রহ্মচারী, উগ্রতপা নিরাহারী,
স্ত্রী পুত্রে সভার আছে মন।
তোমার নাহিক দয়া, বড়ই নিষ্ঠুর হিআ,
নাম ধর দআল পাবন॥

(৪৯০)

শিশু মোরা দুই ভাই, দয়া করি কাজ নাই
বাণ মার করিআ সন্ধান।
তুমি জে বীরের পুত্র সে কথা জানিল মাত্র
রণ কৈলে পাবে অপমান॥
গণ্ডি ফেলি পরাজয় মাগ বৃদ্ধ মহাশয়
এখনি আনিআ দিব ঘোড়া।
আর জত সৈন্যগণ আনি করি সমর্পণ
ছাড়ি দিল আর তিন বুড়া॥
দোঁহার বচন সুনি রামচন্দ্র মনে গুণি
কুপিআ ধনুক নিল হাথে।৫
কৃত্তিবাস কবি ভণে রাম প্রবেশিলা রণে
চাপিআ আপন পুষ্পরথে॥

বরাড়ী রাগ।

লোক মুখে সুনি তোমার বাপ দশরথ।
অধার্ম্মিক রাজা সে না জানে ধর্ম্মপথ॥
লেউটিআ জাহ রাম না করিহ রণ।
বালি বানর নাহি মোরা লঙ্কার রাবণ॥১০
তোমার বাপের কথা সুনি উঠে হাস।
স্ত্রীর বোলে তোমা পুত্রে দিল বনবাস॥
পালিতে বাপের সত্য তুমি গেলা বন।
সেই শোকে হৈল দশরথের মরণ॥
কত ভাল হবে সেই বীর্য্যে পরকাশ।১৫
নীচের বচনে লক্ষ্মী দিলা বনবাস॥
জত দিন দশরথ রাজা রাজপাটে।
কোন খানে রণ জয় কৈল পর রাটে॥

(৪৯১)

কুশ বলে স্থন তুমি রাম গুণধাম।
অবধানে আপন বাপের কহ নাম॥
এত স্থনি বলেন ঠাকুর রঘুনাথে।
আমার বাপের নাম রাজা দশরথে॥
কুশ বলে রাম বড় মনে দিলে তাপ।৫
কোন দশরথে বল আপনার বাপ॥
এক দশরথের স্থনিল আদি মূল।
ভৃগুর ধনুক বঞা মাথার গেল চুল॥
গণ্ডি ধরি বল কবে কৈল তোর বাপ।
না হও বীরের বেটা কর বীর দাপ॥১০
বীর পুত্র বীর মোরা জগতে বিদিত।
আমা সনে রণ নহে তোমার উচিত॥
শনিকে জিনিতে গেল দশরথ রাজে।
তাহাতে বাচিআ আল্য জটাউর কাজে॥
দু ভাইর কথা স্থনি বলেন শ্রীরাম।১৫
কোন বংশে জন্ম কহ জনকের নাম॥
লব কুশ বলে কথা স্থন শ্রীরাম।
পঞ্চ মুখ শিব জপে মোর বাপের নাম॥
তোমার বাপের নাম লয় কোন জনে।
মোর বাপের নামে ব্রহ্ম হত্যা আদি পরিত্রাণে॥
রাম বলে কর আত্ম বাপের বাখান।
রূপে গুণে বাপ তোর কত বলবান্॥
দুই ভাই বলে রাম স্থন মহাশয়।
সংক্ষেপে বাপের কিছু দিব পরিচয়॥
ত্রিভুবন জিনি মোর বাপ অনুপম।২৫
মুনি সব সদাই জপিছে তাঁর নাম॥
আমার বাপের নামে বাল্মীকির শিক্ষা।
আমার বাপের মন্ত্রে মহেশ হৈল শিক্ষা॥

(৪৯২)

কত শ্রম কর এক অশ্বমেধ তরে।
কোটি যজ্ঞ ফল পায়ে জেই নাম করে॥
দেআন করিআ বাপা বৈসে সভা মাঝে।
উদয় না করে চন্দ্র তাঁরে দেখি লাজে॥
ব্রহ্মহত্যা কৈলে দশরথ এক কাণ্ডে।৫
মোর বাপের নামে কত ব্রহ্মহত্যা খণ্ডে॥
বিক্রমে আগল তুমি জানে সভাতল।
আমা হৈতে জানিবে আমার বাপের বল॥
একই ধনুক ধরি একই ধরি বাণ।
একই বয়েস বেশ একই বন্ধন॥১০
তোমরা চারি ভাই দশরথের নন্দন।
তবে কেন বর্ণ ভিন্ন ভাই চারি জন॥
গৌর বর্ণ দুই ভাই অতি অনুপাম।
আর দুই ভাই কেন দুর্ব্বাদল শ্যাম॥
তোমরা চারি ভাই দুই বাপের জাত।১৫
তে কারণে বর্ণ ভিন্ন স্থন রঘুনাথ॥
ডাকি কুশ বলে রাম ফিরি ঘরে জাও।
পরিচয় দিতে পাছে বড় লাজ পাও॥
রাম বলেন জাম্বুবান সহিতে না পারি।
ধনুর্ব্বাণ আন ঝাট দুই শিশু মারি॥২০
এতেক স্থনি স্থসেন জাম্বুবান হাসে।
উত্তর কাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাসে॥

পঠমঞ্জরী রাগ।

দুই ভাই রণ স্থলে, হাসিআ হাসিআ বলে
দেখি বড় হৈলাঙ চিন্তিত।
অগ্নি করি প্রদক্ষিণে বন্ধু কৈলে জার সনে
সঙ্গে নাহি দেখি হেন মিত॥

(৪৯৩)

বধি রাজা দশানন রাজা কৈলে বিভীষণ
সভে বলে ধর্ম্ম অবতার।
এমন সঙ্কট রণে না দেখি তোমার সনে
ভাল দেখিএ ব্যবহার ॥
কটকে রাজপ্রধান সেনাপতি হনুমান
মহাবল অতুল বিক্রম।
জা হৈতে সুগ্রীব মীত করিল এতেক হিত
ভুবনে বিদিত জার শ্রম ॥
তপ ধর্ম্মে করি ভর রণে আল্যে একেশ্বর
কি করিব শিশু দুই জনা।৫
কোথা গেল সৈন্যগণ আর ভাই তিন জন
কেবা দেই এতেক যন্ত্রণা ॥
চাপিআ পুষ্পক রথে গণ্ডিবাণ ধরি হাথে
সংহতি নাহিক একজন।
প্রাণ নিঞা সুসংশয় সুন বৃদ্ধ মহাশয়
কে আনিব গন্ধ মাদন ॥
রাজ্য হত দুই ভাই তাহাতে মা বাপ নাই
মরণে তিলেক নাহি ডর।
বড় দুখ উঠে মনে সূর্য্যবংশ রাজা বিনে
কে পালিব অযোধ্যানগর ॥১০
রাম বলে জাম্বুবান ধনুকে জুড়িএ বাণ
আর কথা সহনে না জায়।
শিশু হঞা কথা কয় সহিলে সহন নয়
বিষ যেন বাণ বাজে গায় ॥
মন্ত্রী বলে নারায়ণ কোপ কর সম্বরণ
তিলেকে হইব সর্ব্বনাশ।
বাল্মীকি জে মহাশয় ভাঙ্গিবেন সুসংশয়
নাচাড়ি রচিল কৃত্তিবাস ॥

(৪৯৪)

রামচন্দ্র রণ স্থলে দুই পুত্র নেহালে
ডাক দিআ বলেন তুরিত।
মুনির শিষ্য দুইজনে বৈস মোর তপোবনে
কেন হেন কর বিপরীত ॥
আমি সূর্য্যবংশের রাজা
নিত্য করি যজ্ঞ পূজা
ঘোড়া দিল দেব পুরন্দর।
সকল সইল গণ সনে হঞা আনন্দিত মনে
রক্ষক লক্ষ্মণ ধনুর্দ্ধর ॥
ঘোড়া সরজুতে পার সৈন্য ধায় পিছু তার
বিষ্ণুপদা নগর প্রবেশে।৫
ধূলি খেলা দুই জনে যজ্ঞ ঘোড়া ধর কেনে
ধর্ম্ম পথ কেনে কর দোষে ॥
আমি ক্ষেত্রি ধনুর্দ্ধর ব্রাহ্মণে না মারি শর
তেঞি সহি এত অবেভার।
দ্বিজ আসি জদি হানে তনু সহে ক্ষেত্রিগণে
ধর্ম্ম সাক্ষী করি সাতবার।
মনু হৈতে জত রাজা সে করে মুনির পূজা
সর্ব্ব মুনি তুষ্ট সূর্য্যবংশে ॥
সে কুলে তোমার জন্ম কোন নষ্ট কর ধর্ম্ম
ক্ষেত্রি হিংসা কর কোন দোষে ॥১০
দোঁহে মুনির নন্দন সুন আমার বচন
তোমা সনে রণ নাহি সাজে।
জদিবা করিএ রণ দোষ দিব মুনিগণ
সব সহি বাল্মীকির লাজে ॥

(৪৯৫)

কুশ বলে লব বীর বুড়া কহে ধীরে ধীর
মরমে মরমে ভাল হানে।
জত বৃদ্ধ বল ধর গুণ টানি শর মার
পরাণে কাতর নহি রণে॥
সুনিঞা কুশের কথা লব বীর হাসে তথা
বৃদ্ধ আল্য অশ্ব প্রতি আশে।
বড় অস্ত্র মায়া মোহে কহিলে কখন নহে
বন্দি বন্দি হব সেই পাশে॥
আর তিন ঘোড়া চেয়ো
তারে দেখি তোর পায়া
মিছা কাজে কর বীর দাপে।৫
মুনির শিষ্য দুই ভাই বন মাঝে যুদ্ধ ঠাই
ঘোড়া নিতে পারে কার বাপে॥
রামচন্দ্র কোপ চড়ে ধনুকে টঙ্কারে ছাড়ে
ডানি হাথে বাণ যম দণ্ড।
লব কুশ পরচণ্ড উথলে কোদণ্ড দণ্ড
বাণে বাণে সব খণ্ড খণ্ড॥
বাণ মুখে কাটে বাণ পিতা পুত্রে সোমান
কেহো কারে জিনিতে না পারে।
বন্দিআ সে কৃত্তিবাসে রচিল প্রসাদ দাসে
না জানি বাল্মীকি মহাশয়ে॥১০

।

পিতা পুত্রে মহারণ সংশয় সে মুনিগণ
দেখিআ লাগিল চমৎকার।
সমান বএস বেশ দোঁহে রণে পরবেশ
সঘনে ডাকিছে মার মার॥

(৪৯৬)

রামচন্দ্র কোপে চড়ে মায়ামই অস্ত্র জোড়ে
দিব্য মূর্ত্তি হৈলা ততক্ষণ।
এড়িলেন বাণ দুখে দুভাইর সমুখে
সঘনেতে করএ চুম্বন॥
ফিরিআ আইল বাণ শ্রীরামের সন্নিধান
প্রবেশ করিল গিআ তূণে।
দেখি হেন বেবহার রামে লাগে চমৎকার
পুছেন সুসেন জম্বুবানে॥
লব বলে কুশ ভাই বাণ গেল বুড়া ঠাই
প্রবেশ না কৈল কার অঙ্গে।৫
জখন গমন কৈল মাতা দোঁহে নিষেধিল
রণ না করিহ তার সঙ্গে॥
কুশ বলে নাহি দায় বাণ মার বুড়া গায়
বুড়া ধর্ম্ম করিল লঙ্ঘনে।
তূণ হৈতে নিঞা বাণ মন্ত্র কৈল অধিষ্ঠান
সাক্ষী কৈল সব দেবগণে॥
ধনুকে জুড়িআ বাণ দোঁহে কৈল সন্ধান
সুচিমুখ বাণ অনুপাম।
বাণ ছাড়ে পরিবন্ধে মারিবারে রামচন্দ্রে
রামে বাণ করিল প্রণাম॥১০
প্রণমি রামের পায় পুনরায় ফিরি জায়
রহে গিআ দুভাইর বামে।
রামের চরণ সেবি ভণে কৃত্তিবাস কবি
বিস্ময় পাইল রঘুনাথে॥

(৪৯৭)

লব বলে কুশ ভাই দেখ বিদ্যমানে।
ভল্লুক কহিছে কথা শ্রীরামের কাণে॥
আগে বিন্ধ দুই গোটা ভল্লুক বানর।
একেশ্বর থাক রাম রথের উপর॥
এতবলি করে দোঁহে বাণ বরিসন।৫
ধনুকে টঙ্কার জেন মেঘের গর্জ্জন॥
বাণ জুড়ি মারে সুসেন উপর।
রথের উপরে পড়ে হইয়া জর্জ্জর॥
দশবাণে ফুটি পড়ে মন্ত্রী জাম্বুবান।
রথের উপরে রহে হরিআ গেআন॥১০
অষ্ট বাণে কাটি পড়ে সুমন্ত সারথি।
ভাগ্যে পুণ্যে প্রাণ রহে পাল্য অব্যাহতি॥
সাত বাণে ফুটি রাম রঘুবংশের নাথ।
আপনাকে নিন্দিআ উরাথে মারে হাত।
খুরুশ অর্দ্ধচন্দ্রবাণ বাণ কর্ণিকার।১৫
দুই ভাই বাণ এড়ে চোক চোক ধার॥
দুই ভাই বাণ ফেকে হাতে শীঘ্রগতি।
গগন মণ্ডলে বুলে আগুন মূরতি॥
দুই ভাই বাণ এড়ে রামের উপর।
রথেতে পড়িলা রাম হইয়া জর্জ্জর॥২০
পড়িলেন রামচন্দ্র হঞা অচেতন।
কুশ বলেন লবু না করিহ রণ॥
জখন আইলু মোরা জুঝিবার মনে।
তখন বুঝাল্য মাতা বিবিধ বিধানে॥
বাণে বাণে বুড়া যদি তেজএ জীবন।২৫
কি বলিয়া মায়েরে করিব সম্ভাষণ॥
এত্তেক চিন্তিয়া মনে ভাই দুইজনে।
রণ ছাড়ি দোঁহে গিআ বসে তপোবনে॥

(৪৯৮)

এথা রামচন্দ্র রথে পাইল চেতন।
জাম্বুবান সুসেন সারথি তিন জন॥
রাম বলে জাম্বুবান সুনহ উত্তর।
রণ ছাড়ি কোথা গেল দুই সহোদর॥
এত বার্ত্তা পুছে রাম দেব ভগবান্।৫
জোড় হাথে বলে মন্ত্রী রাম বিদ্যমান॥
রথেতে পড়িলে জবে হঞা অচেতন।
রণ ছাড়ি গেল তারা ভাই দুইজন॥
এতেক সুনিঞা রাম বলে জাম্বুবানে।
দোঁহা সম বীর নাহি এ তিন ভুবনে॥১০
জে সব বানরে নিঞা বান্ধিল সাগর।
বড় বড় মারিল প্রধান নিশাচর॥
দুর্জ্জয় রাবণ রাজা ত্রিভুবনে জিনে।
হেন যুদ্ধপতি রাজা পড়ে মোর বাণে॥
ত্রিভুবনে বীর নাহি বালির সমান।১৫
ইন্দ্র সনে জুঝে জদি নাহি ধরে টান॥
অরুণ কিরণ জবে করে দিবাকর।
চারি সাগরে সন্ধ্যা করে বালি বানর॥
সন্ধ্যা করে বালি জে রাবণ বাঁথ তলি।
মোর এক বাণে পড়ে হেন রাজা বালি॥২০
অর্জ্জুন সহস্র বাহু জিনিল রাবণে।
হেন রাজা প্রাণ দিল ভৃগুরামের বাণে॥
ভৃগুরাম সম ক্ষেত্রী নাহি দেখি আর।
নিক্ষেত্রী করিল ক্ষিতি তিন সাতবার॥
মহাবলবান্ ভৃগু বিক্রম দুর্জ্জয়।২৫
হেন ভৃগু মোর ঠাই পাইল পরাজয়॥
মোর বাণে ত্রিভুবনে কেহ নহে স্থির।
মোরে পরাজয় করে শিশু দুই বীর॥

(৪৯৯)

যজ্ঞশালে যজ্ঞ করে সব মুনিবর।
ঘোড়া সৈন্য বন্দি তপোবনের ভিতর॥
আচম্বিতে তপোবনে দুইটি ছাওআল।
কোথা হৈতে আসি পাড়ে এতেক জঞ্জাল।
আর এক চিন্তা বড় মনে লাগে ডর।৫
পাছে গিআ লয়ে মোর অযোধ্যানগর॥
জাম্বুবান মন্ত্রী স্থনি করে নিবেদন।
দৈবের নির্ব্বন্ধ প্রভু না জায়ে খণ্ডন॥
রামের চরণে বলে করিআ সম্পুটে।
অবশ্য হইবে রাজা অযোধ্যার পাটে॥১০
স্থনিঞা মন্ত্রীর কথা রাম ভগবান।
দৈবের নির্ব্বন্ধ কে করিতে পারে আন॥
দুই শিশু দেখিআ চিন্তিত আমি মনে।
দোঁহাকার রূপ লাগে আমার নয়নে॥
রাম বলে জাম্বুবান কহি তোমা ঠাই।১৫
কেমনে দেখিয়ে আমি সেই দুইভাই॥
জম্বুবান বলে প্রভু কর সিংহনাদ।
এখনি আসিব দোঁহে করিতে বিবাদ॥
মন্ত্রীর বচনে রাম সিংহনাদ ছাড়ে।
স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল সমুদ্র শৈল লড়ে॥২০
কুশ বলে লব দাদা স্থনহ বচন।
সিংহনাদ ছাড়ে বুড়া পাইয়া চেতন॥
আমার বচন ভাই স্থন স্যাবধানে।
জুঝিতে হাঁকারে বুড়া হেন লয়ে মনে॥
হাথে গণ্ডিবাণে ধায় ভাই দুইজন।২৫
রামের সাক্ষাতে আসি দিলা দরশন॥
দোঁহার হাতের গণ্ডি বিচিত্র লিখন।
রামের উপরে করে বাণ বরিষণ॥

(৫০০)

দুই ভাই অনর্থ বাণ কৈল অবতার।
অনর্থ বাণেতে রাম করিল সংহার॥
ইন্দ্রজাল বাণ রাম এড়ে বাহুবলে।
ইন্দ্রজাল বাণে কাটি পাড়িল ভূতলে॥
কাল বাণ এড়িলেন ভাই দুই জন।৫
অগ্নি বাণে কাটে রাম রঘুর নন্দন॥
সূচিমুখ শিলীমুখ বাণ কর্ণিকার।
নানা বাণ তিন জনে করে অবতার॥
রামে অস্ত্র সিখাইল দেব পুরন্দর।
লব কুশে সিখাল্য বাল্মীকি মুনিবর॥১০
জার জত অস্ত্র শিক্ষা তিনজনে জানি।
সেই সব অস্ত্রে তিন করে হানাহানি॥
নাগ লোক থরহর কম্পিত পাতাল।
স্বর্গেতে কম্পিত হৈল অষ্টলোকপাল॥
চন্দ্রসূর্য্য কম্পবান গগনমণ্ডলে।১৫
পৃথিবী পর্ব্বত কাঁপে সমুদ্র উথলে॥
রণ দেখি তিনলোকে লাগিল তরাস।
রামের চরণ মাগে স্থধাকণ্ঠদাস * ॥

কোপে রামচন্দ্র দিল ধনুকে টঙ্কার।
স্বর্গমর্ত্ত পাতালে লাগিল চমৎকার॥২০
শ্রীরামের সিংহনাদে পৃথিবী উলটে।
দুই ভাইর সিংহনাদে দশদ্দিগ কাটে॥
ব্রহ্মা আদি করিআ জতেক দেবগণ।
বড়ই সংশয় দেখি পিতা পুত্রে রণ॥
ব্রহ্মা সম্বোধিআ বলে ইন্দ্র দেবরাজ।২৫
পিতা পুত্রে রণ হয়ে ভাল নহে কাজ॥

* এ স্থলে কৃত্তিবাসের ভণিতা দৃষ্ট হইল না। স্থধাকণ্ঠদাস কে ?

(৫০১)

পিতার বাণেতে জদি পুত্রের সংহার।
যুগক্ষয় হবে তবে সকল সংসার ॥
পুত্রের বাণেতে যদি পিতার নিধন।
অপযশ হব তবে এ তিন ভুবন ॥
সর্ব্বদেবগণ আল্য কেহ নাহি থাকে।৫
রথে চড়ি দেবগণ রহে অন্তরীক্ষে ॥
অনন্ত নাগের রাজা অধো পুরে বৈসে।
গেলেন বাল্মীকি মুনি তাঁহার সম্ভাষে ॥
পাতাল পুরে গেলা বাল্মীকি মহামুনি।
রাজ্যের প্রমাদ কথা কিছু নাহি জানি ॥১০
সব দেবগণ মেলি পাঠাল্য পবন।
মুনিকে কহিল গিআ রণের কথন ॥
আস্তে বেস্তে আল্য মুনি বারতা পাইআ
তপোবনে মহামুনি সান্তাইল গিআ ॥
আগে মুনি গেলেন সীতার বাসা ঘর।১৫
সীতা নিদ্রা জান নাহি দুই সহোদর ॥
স্নান সন্ধ্যা করি মুনি করে দেবার্চ্চন।
ওথা রাম সঙ্গে জুঝে সীতার নন্দন ॥
ধনুকে টঙ্কার স্থনি বাণের ঠঠনি।
আকাশে উঠিআ লাগে জ্বলন্ত আগুনি ॥২০
দুই ভাইর বাণ বুলে গগন মণ্ডলে।
বাণ বরিষণ করে নিজ বাহুবলে ॥
সন্ধান পূরেন রাম রঘুর নন্দন।
দুই কুমারের মুখে করেন চুম্বন ॥
মন্ত্র পড়ি দুই ভাই নানা বাণ এড়ে।২৫
সেই বাণ জাইআ রামের পায়ে পড়ে ॥
কোপে বাণ এড়ে রাম দিআ হুহুঙ্কার।
দেবগণ গন্ধর্ব্বে লাগিল চমৎকার ॥

(৫০২)

পিতা পুত্রে বাণ বর্ষে বাণমাত্র ক্ষয়।
কেহো নারে কাহারে করিতে পরাজয় ॥
তিন লোকে খ্যাত রাম বড় ধনুর্দ্ধর।
নানাঅস্ত্র শিক্ষা জানে দুই সহোদর ॥
বাণের ঠঠনি স্থনি উঠে চট চটি।৫
অন্তরিক্ষে বাণে বাণে হএ কাটা কাটি ॥
বুদ্ধের সাগর রাম বুদ্ধে নাহি ঘাটী।
লব কুশ দুই বীর বলে নাহি টুটী ॥
দুই বীর বাণ ফেলে দিআ হুহুঙ্কার।
রামের চরণে গিআ করে নমস্কার ॥১০
মায়াময় বাণ দোঁহে এড়িলেন রোষে।
রামের চরণে পড়ে দেখি লোক হাসে ॥
তবে দুই বাণ এড়ে মারিতে শ্রীরাম।
কেহো বা ডাহিনে জায় কেহো জাএ বাম
বাণ ব্যর্থ গেল দুই ভাই কোপে জ্বলে।১৫
লেউটিআ আল্য বাণ দুই ভাইর কোলে ॥
কোপে বাণ এড়ে রাম টানিআ ধনুকে।
বাণে বাণে লব কুশের সর্ব্ব অঙ্গ ঢাকে ॥
শ্রীরাম এড়িল বাণ অগ্নির উথাল।
নারেন করিতে জয় দুইটি ছাওআল ॥২০
অগ্নিবাণ এড়ে রাম অগ্নি হেন জ্বলে।
রাশি রাশি অগ্নি হৈল গগন মণ্ডলে ॥
কোপে দুই ভাই জে বরুণ বাণ পেলে।
শ্রীরামের অগ্নিবাণ নিভাইল জলে ॥
কোপেতে শ্রীরাম রাজা সর্পবাণ পেলে।২৫
বিষ অগ্নি বিষম বাণের মুখে জ্বলে ॥
সর্পগুলা হঞা বাণ চারিদিগে ধায়।
গরুড় বাণ এড়ে সব সর্প ধরি খায় ॥

(৫০৩)

সর্পবাণ ব্যর্থ গেল রাম কোপে জ্বলে।
বাণ বরিষণ করে অগ্নির উথালে॥
বাণ বরিষয়ে রাম ধনুকে প্রচণ্ড।
তপোবনের গাছ কাটি করে খণ্ড খণ্ড॥
ছাইল রামের বাণে সকল গগন।৫
তপোবন ছাড়িআ পালাএ মুনিজন॥
বজ্র সম বাণ সব অগ্নির উথাল।
বাণে বাণে মোহ গেল দুইটী ছাওআল॥
জয় জয় বোল করে সব মুনিগণ।
ধন্য ধন্য রাম তুমি শ্লাঘ্য জীবন॥১০
তুমি নারায়ণ তুমি দেব ভগবান।
সূর্য্যবংশে রাজা নাহি তোমার সমান॥
শিশু সনে কর রণ না আসে জুগতি।
সর্ব্ব লোকের নাথ তুমি জগতের পতি॥
রামে স্তুতি করি মুনি বুঝাল কুমারে।১৫
ত্রৈলোক্য পূজিত রামে কে লঙ্ঘিবতে পারে
বাণ খাঞা দুই ভাই হৈলা অচেতন।
মুনিগণ বলে তারে প্রবোধ বচন॥
তুমি দুই ভাই হও অজয় প্রতাপ।
তোমার প্রতাপে কার নাহিক সন্তাপ॥২০
পুন উঠ দুই ভাই পাইআ চেতন।
হাথে গণ্ডিবাণ ধরি কর মহারণ॥
রাম জত বাণ এড়ে মায়ার প্রবন্ধে।
দুই ভাই বাণেতে রামের সৈন্য বিন্ধে॥
অসুর বাণ এড়ে রাম ধনুকের টানে।২৫
পবন বাণে সেই বাণ কাটি দুই জনে॥
কেহো কারো নাহি জিনে বাণ বরিষণে।
বিস্মিত হইলা চিত্তে সর্ব্ব দেবগণে॥

(৫০৪)

পৃথিবীর তলে জত রাজগণ বৈসে।
তোমা সম নাহি কেহো অসম সাহসে॥
ধন্য ধন্য রাম তুমি জগতে পূজিত।
তোমার বিক্রমে দেবগণ পুলকিত॥
ধন্য ধন্য লব কুশ সীতার নন্দন।৫
জার তেজে সুখে তপ করে মুনিগণ॥
বৃদ্ধকালে রামের বাণ বজ্র সমান।
ত্রিভুবননাথ রাম লোকের প্রধান॥
জোড় হাথে বলেন সুসেন জাম্বুবান।
কহিতে তোমার গুণ নাহি অবসান॥১০
ক্ষেত্রি কুলে জন্ম দুই রাজার কুমার।
সূর্য্যের সমান তেজ বীর অবতার॥
জত বাণ আপনে করিলে অবতার॥
সব বাণ দুই ভাই করিল সংহার॥
তোমার সমান দোঁহে মহা ধনুর্দ্ধর।১৫
রণের পণ্ডিত দোঁহে গুণের সাগর॥
তুমি নারায়ণ প্রভু বড় দয়াবান।
দুই শিশু দেখি প্রভু তোমার সমান॥
দুই বীর মহাবল জানে অস্ত্র শিক্ষা।
জারে বাণ এড়ে তার কারো নাহি রক্ষা॥
না মরে তোমার বাণে কেন কর রণ।
আমার বচনে কোপ কর সম্বরণ॥
বান্ধিল তোমার সৈন্য না মরে পরাণে।
সর্ব্ব সেনা রক্ষা পাইল তোমার সে গুণে॥
না মরে তোমার বাণে বাণ মিথ্যা হয়।২৫
সূর্য্যবংশে জন্ম জার নহে পরাজয়॥
জেই বীর লক্ষ্মণ মারিল ইন্দ্রজিত।
হেন বীর বন্দি পড়ে হারাঞা সম্বিত॥

(৫০৫)

বজ্রের ব্বাটুল ধরে আর গুণ তাই।
হেন ভরত বন্দি করি রাথে দুই ভাই ॥
জেই শক্রুঘ্ন মারে দুর্জ্জয় লবণে।
হেন বীরে বন্দি করি রাথে তপোবনে ॥
সুগ্রীব অঙ্গদ আর বীর হনুমান।৫
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র আর বানর প্রধান ॥
নল নীল আদি করি বান্ধিল বানর।
ত্রিভুবন জিনি বীর বড় ধনুর্দ্ধর ॥
আছুক অন্যের কাজ বন্দি বিভীষণ।
অস্ত্রে শস্ত্রে পরিপূর্ণ সব বন্ধুজন ॥১০
না মরে তোমার বাণে কেন কর রণ।
আমার বচনে কোপ কর সম্বরণ ॥
বলিল এতেক জদি মন্ত্রী জাম্বুবান।
জ্ঞান গুরু মন্ত্র রাম করিল ধেআন ॥
মন্ত্র পড়ে রামচন্দ্র বিষ্ণু অবতার।১৫
ব্রহ্মঅস্ত্র জোড়ে রাম ত্রিভুবনে সার ॥
মায়াতে মোহিত রাম আপনা না জানে।
দশদিগ ছাইলেক বাণ বরিষণে ॥
দুই ভাই বলে বুড়া করে মায়া রণ।
গন্ধর্ব্ববাণ অবতার করে দুই জন ॥২০
বাণের জ্যোতিতে আলা করে দশ দিগে।
শব্দ সুনি সর্ব্বলোকে চমৎকার লাগে ॥
মায়া বাণ শত শত হৈল অবতার।
যুগক্ষয় হৈল কিবা প্রলয় সংসার ॥
ইন্দ্র সে নৈঋত যম বরুণ পবন।২৫
সভে গিআ বিধাতার পশিল শরণ ॥
রামের বাণের তেজে লোকে চমৎকার।
কুটিল রাক্ষস পাল্য সম্ভ্রম অপার ॥

(৫০৬)

সব মুনিগণে বলে পড়িল প্রমাদ।
কোন জন সহিবে রামের বিষবাদ ॥
দুইভাই বলে চিন্তা না করিহ মনে।
বুড়া বন্দি করিআ লইব গণ্ডিবাণে ॥
রাম বলে জানএ গন্ধর্ব্ব সন্ধি।৫
এই বাণে আমার কটক কৈল বন্দি ॥
কোপে রামচন্দ্র করে বাণ বরিষণ।
বাণে কাটী সেই বাণ পড়ে ততক্ষণ ॥
মায়া বাণ দুইভাই কৈল অবতার।
শুনিতে বাণের শব্দ লাগে চমৎকার ॥১০
ডাক দিআ বলে সব দেবতা সমাজ।
পিতাপুত্রে রণ হএ ভাল নহে কাজ ॥
বিষ্ণু অংশে জন্ম দোঁহে জানে অস্ত্র শিক্ষা।
জারে বাণ বাজে তার কার নাহি রক্ষা ॥
কৃত্তিবাস কবি গান রামায়ণ গীত।১৫
শুনিলে খণ্ডএ পাপ রামের চরিত ॥

জত জত রাজা বৈসে পৃথিবীর তলে।
দেবগণ দুখ ভাবে গগন মণ্ডলে ॥
ব্রহ্মা আদি করিআ জতেক দেবগণ।
রণ দেখি সভাকার বিস্মিত বদন ॥২০
ধাইআ কহিল মুনি সব বাল্মীকি গোচর।
পড়িল প্রমাদ বড় সুন মুনিবর ॥
রামের বাণের তেজ কোন জন সই।
তপোবন ছাড়ি মোরা অন্য ঠাই জাই ॥
বাণে পথ নাহি দেখি ঘোর অন্ধকার।২৫
বজ্রঘাত সম রামের ধনুকে টঙ্কার ॥

(৫০৭)

সীতার তনয় দোঁহে বিষ্ণু অবতার।
ত্রৈলোক্য জিনিঞা রাম রণের জুঝার॥
জদি রামের ঠাঞি মরে দুই সহোদরে।
তবে অপযশ সব ভরিব সংসারে॥
জদি রামচন্দ্র মরে কুমারের বাণে।৫
পালাইব তপের সাধ নাহি মুনিগণে॥
এত সুনি লড়িলা বাল্মীকি মুনিবর।
যথা যুদ্ধ করে দুই সীতার কোঙর॥
মুনিতে বেষ্টিত হঞা গেল তপোধন।
গণ্ডি হাথে ডাণ্ডাইলা রাম নারায়ণ॥১০
মধ্য রণে নাচেন বাল্মীকি তপোধন।
আজি পূর্ণ হৈল সাতকাণ্ড রামায়ণ॥
রাম জন্মিতে ছিল সাঠে সহস্র বৎসর।
তখন রচিল পিতা পুত্রের সমর॥
এতেক বলিঞা রণে নাচেন তপোধন।১৫
লব কুশ আসি বন্দে মুনির চরণ॥
মনের হরিষে মুনি দিল আশীর্ব্বাদ।
রণ দেখি মুনি সব হরিষে বিষাদ॥
রণ তেজি দুই ভাই চল বাসা ঘর।
মুনির প্রবোধে লড়ে দুই সহোদর॥২০
দেখিআ হরিষ বড় সর্ব্ব মুনিগণ।
কৃত্তিবাস রচিল উত্তর রামায়ণ॥

(৫০৮)

পাঠমঞ্জরী।

আজ্ঞা দিল মুনিবর, দুইভাই জাহ ঘর,
আর না থাকিহ মোর সাথে।
যদি করে উপরোধ, করিতে নারিব রোধ
পরিচয় মাগিলে রঘুনাথে॥
মুনিরে প্রণাম করি, হাতে গণ্ডিবাণ ধরি,
ঘরেরে চলিল দুই ভাই।
দেখিআ পুত্রের মুখ, বাড়িল সীতার দুখ
কোলে কৈল পসরিআ বাহ॥
রণ ধুলা সর্ব্বগায়, শোণিতের ধারা তায়
আঁচালে মুছিআ বলে সীতা।৫
রামে কেন কর রোষ
আমার কর্ম্মের দোষ
কি কার্য্য করিতে নারে ধাতা॥
লবকুশ বলে মা, হের দেখ সর্ব্বগা
জরজর শ্রীরামের বাণে।
শ্রীরাম করুণাময় সকল সংসারে কয়
এমন বলিআ কেবা জানে॥
নারীকে পাঠায় বন শিশুসনে করে রণ
বিনা দোষে প্রাণবধ করে।
জাহার দেহে এত ক্রোধ
না মানে পরের বোধ
সে কেনে দয়াল নাম ধরে॥১০
বাণ জেন খুরের ধার দেখ পৃষ্ঠে হয় কার
ভাগ্যে রাখিল মুনিগণে।
তোমার ছিল আশীর্ব্বাদ এড়াইলাঙ প্রমাদ
দেখিনু তোমার শ্রীচরণে॥

(৫০৯)

জতেক করিল রণ,　　দেখিলেন মুনিগণ
জিনিলাঙ তোমার প্রতাপে।
সবে এক দুখ মানি যদি লইত বাল্মীকি মুনি
ঘোড়া নিতে পারে কার বাপে॥
আশ্চর্য্য লাগ্যেছে মনে,
দেখ্যা ভাই চারিজনে,
সভাকার জন্ম এক বংশে।
কথাতে পাইল চিহ্ন　তবে কেন বর্ণ ভিন্ন
একথা কহিল রামের পাশে॥
রাম লাজে হেট মাথা
তোমাকে জিজ্ঞাসি কথা
তোমাতে লাগ আমার শপথ।৫
লক্ষ্মণ শত্রুঘ্ন একরূপ　দুইজনে আররূপ,
দেখিআ লাগায়ে বড় ভয়॥
লবকুশ মুখের বাণী　সুন্যা সীতা ঠাকুরাণী
ক্রন্দন সম্বলি মৃদুহাসে।
কৃত্তিবাসের বাণী　　সুমিত্রা রাজরাণী
এই তত্ত্ব পাবে তার পাশে॥

লড়িলা বাল্মীকি মুনি রাম সম্ভাষণে।
সারদিআ আকাশে রহিছে দেবগণে॥১০
হাসিলা বাল্মীকি মুনি দেখিআ সংগ্রাম।
রথে হৈতে নামিঞা মুনিকে বন্দে শ্রীরাম॥
জত রাজা সব মুনির চরণ বন্দে।
আশীর্ব্বাদ দিল মুনি পরম আনন্দে॥
বসিতে আসন দিল পাদ্য অর্ঘ জল।১৫
জোড় হাথে মুনিরে রাম পুছিল কুশল॥

(৫১০)

মুনি বলে রামচন্দ্র সুন সাবধানে।
পাতাল পুরে গিআছিনু রাজ সম্ভাষণে॥
তথা হইতে সুনি তোমার সংগ্রামের কথা
সুনিঞা রণের কথা বড় পাইল বেথা॥
রঘুবংশে চূড়ামণি তুমি রাম রাজা।৫
পুত্রহেন পাল তুমি সকল পরজা॥
তোমার তেজে রাম সাগর গেল বন্ধ।
ত্রিভুবনে দুর্জ্জয় বধিলে দশস্কন্ধ॥
রাক্ষস মারি তুমি বসালে তপোবন।
তোমা তেজে তপ করে সব মুনিগণ॥১০
প্রজা পালি তুমি এগার সহস্র বৎসর।
রাজ্যখণ্ড পালি তুমি তুষি মুনিবর॥
সংগ্রাম জিনিঞা তুমি সংসারে পণ্ডিত।
ছাওআলের সনে রণ নহেত উচিত॥
সূর্য্যবংশে জন্ম দোঁহা রাজার নন্দন।১৫
রাজ্য হারাইআ আল্য মোর তপোবন॥
রাজকুমার দুটী ভাই রাজশ্রী ধরে।
অস্ত্র শাস্ত্র জত বিদ্যা সিখি মোর ঘরে॥
দুটী ভাই মোর ঘরে করে অস্ত্র শিক্ষা।
জারে বাণ এড়ে তাহার নাহি রক্ষা॥২০
হাসিআ শ্রীরাম বলে মধুর বচন।
পরিচয় দেহ মোকে কাহার নন্দন॥
চতুর্দ্দশ ভুবনে আছে বীরগণ।
হেন ভরত বন্দি করিআ রাখিল তপোবন॥
জে শত্রুঘ্ন মারিল লবণ অসুরে।২৫
বিক্রমে আগল অঙ্গদ যুদ্ধে প্রচুরে॥
বিভীষণে ভাল জান ব্রহ্মা পড়ি নাতি।
হেন বিভীষণ বন্দী লজ্জিব প্রজাপতি॥

(৫১১)

জে বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মাল তোমা তপোবন।
নল বীর করি দেখ সাগর বন্ধন ॥
জে অগ্নি পূজিআ তোমার উৎপত্তি।
হেন নীল বীর বন্দি বড় অক্ষেআতি ॥
কোন কুলে জন্ম তার কাহার তনয়।৫
কোন বংশে জন্ম তার দেহ পরিচয় ॥

পঠমঞ্জরী রাগ।

বাল্মীকি বলেন রাম তুমি সে লোকের ধাম
লীলাএ হৈল মনুষশরীর।
ধন্য জে তপনবংশ জার তুমি অবতংস
পরম দয়াল বলা ধর ॥
বালক কস্ত বংশ জন্ম তার বিষ্ণুঅংশ
রাজ্য হারাইআ আইল বন।
তোমার দারুণ শরে মরিত দুই সহোদরে
কত যশ পাত্যে নারায়ণ॥১০
বাল্মীকির বোল স্থনি রামচন্দ্র মনে গুণি
নিশ্বাস ছাড়ি কিছু বলে।
অভিনব কুশেশয় স্থকোমল হৃদয়
নয়নে ভরিল অশ্রুজলে ॥
জিজ্ঞাসি তোমার ঠাই কোথা গেল দুইভাই
কেনে দেখা নাই মোর সনে।
হেন লয় মোর চিত্তে
গেছে তারা প্রাণ হৈতে
রূপ লাগ্যা রআছে নয়ানে ॥
পূর্ব্বে নিভৃত স্থানে আছিলাঙ সীতার সনে
মনেতে পড়িল একরূথা।১৫

(৫১২)

অবধানে রঘুপতি চারি মাস গর্ভবতী
এইকথা কয়্যা ছিল সীতা ॥
মোরে বিধি প্রতিকূলে
দারুণ লোকের বোলে
হেন সীতা করিল বর্জ্জনে।
চাপায়্যা পুষ্পক রথে সুমন্ত্র সারথি সাত্তে
কোন বনে রাখিল লক্ষ্মণে ॥
না জানি সীতা কোথা গেল
কিবা তার উদরে হৈল
এইকথা মনে মনে গুণি।
বাল্মীকি কৈল হেঠ মাথা
তুমি বর্জ্জ্যাছ সীতা
এইকথা এতক্ষণে স্থনি ॥৫
অযোনিসম্ভবা সীতা জনক তাহার পিতা
বসুমতী জাহার জননী ॥
হেন সীতা বনবাস গর্ভ তার চারি মাস
এই কথা আমি নাহি জানি ॥
বন আর উপবনে জত বৈসে মুনিগণে
জিজ্ঞাসা করিল ঘরে ঘরে।
জদি সীতা দেখা পাই কহিব তোমার ঠাই
লয়্যা জাব অযোধ্যানগরে ॥
বাল্মীকির স্থনি বোল রাম হৈল উত্তরোল
ঘন ঘন ছাড়েন নিশ্বাস।১০
জানকীর পতি গতি আন না লয় মতি
না চাড়ি রচিল কৃত্তিবাস ॥

(৫১৩)

মুনি বলে তোমা ডরে পালাল ছাওআলে।
তাস ভার পরিচয় পাবে কার্য্যকালে ॥
অস্ত্র সম্বরণ তুমি করহ বিজয়।
দেশে লৈঞা তা সভার করাব পরিচয়
সূর্য্যবংশে জন্ম তার রাজার নন্দন।৫
আপন তেজে রাজা পালেন তপোবন ॥
মুনির কথা সুনি রাম হাস্য বদন।
তোমার আজ্ঞা লঙ্ঘিতে পারে কোন জন ॥
সকল কটক বন্দি রহিলা তপোবনে।
কটক এড়িআ জাব ভাল বলিব কোনজনে
মুনি বলেন রাম তুমি করহ গমনে।
তোমার পাছ পাঠাই সকল সৈন্যগণে ॥
মুনির বচন রাম মানিল যুকতি।
রাম বলেন রথ সাজ সুমন্ত্র সারথি ॥
মুনির চরণে রাম মাগিল মেলানি।১৫
রামে মেলানি করি চলিলা সব মুনি ॥
সৈন্যগণ লৈআ রাম সরযূ হৈল পার।
কটক বলে আমা সভা নহিল উদ্ধার ॥
অক্ষেমা করে কটক আপনাকে নিন্দে ॥
রামকে সোঙরিঞা কটক কান্দে ॥২০
তপোবনে বীর ভাগ কান্দে উচ্চ স্বরে ॥
পার হৈঞা রহিল রাম সরযূর তীরে ॥
সরযূর তীরে রহিলা সকল রাজাগণ।
এথা বাল্মীকি মুনি গেল সীতার তপোবন ॥
মুনির চরণে সীতা হৈলা নমস্কার।২৫
মুনির চরণ বন্দে সীতার দুই কুমার ॥
আশীর্ব্বাদ দিল মুনি পরম সাদরে।
আশীষ করিআ বার্ত্তা পুছে মুনিবরে ॥

(৫১৪)

কি কারণে আইলা মুনি কেনে নেউটিলা
আমার অসন্তাষে তুমি সে কেনে গেলা ॥
রাজার শাসনের ভিতর তোমার তপোবন।
মুনি হৈআ কেনে কর রাজা সনে রণ ॥
মুনি সব তপ করে ব্রত উপবাসে।৫
তপ নষ্ট হয় তার প্রাণী যদি হিংসে ॥
ছাওআল দুইটা মোর কিছু নাহি জানে।
খেলাইতে জায় মুনি ছাওআলের সনে ॥
তপোবনের ভিতর কলরব সুনি।
কে হারিল কে জিনিল কিছুই না জানি ॥১০
দশ মাস আছিলাঙ লঙ্কার ভিতর।
মরিত রাক্ষস সব জিনিত বানর ॥
আমা পর বানর অলঙ্ঘ্য সাগর বান্ধি।
হেন বানর আমার তপোবনে বন্দি ॥
সীতার বচন সুনিঞা মুনিরাজ হাসে।১৫
উত্তরকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাসে ॥

সুনিঞা সীতার কথা হাসে মুনিবর।
ভাল মন্দ না বুঝে দুইটা কোঙর ॥
অস্ত্র শাস্ত্রে সিখিলেন হইআ ধনুর্দ্ধর।
তিন ভাই বন্দি করি খুড়তা সহোদর ॥২০
সুগ্রীব অঙ্গদ আর বীর হনুমান।
নল নীল মহেন্দ্র দ্বিবিদ প্রধান ॥
পনস কেশরী বন্দী রাক্ষস বিভীষণ।
তোমার পুত্র বন্দি করিল সকল সৈন্যগণ ॥
মুনির সুনিঞা কথা সীতা চমকিত।২৫
কোথা সৈন্য বন্দি গোসাঞি দেখাও তুরিত

(৫১৫)

মুনি বলে সীতা তুমি আইস মোর সনে।
জতেক কটক বন্দী আছে তপোবনে ॥
আগে মুনি মাঝে সীতা দুই সহোদর।
চারিজনে গেলা তপোবনের ভিতর ॥
নানা মায়া ধরে তবে সীতা গোসাঞিণী।৫
মায়া রূপে হৈলা সীতা বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী ॥
হাথ তুলি দেখায় বাল্মীকি তপোধন।
হেরে দেখ ভরত লক্ষ্মণ শত্রুঘ্ন ॥
অঙ্গদ নীল দেখ বীর হনুমান।
দেখ গবাক্ষ পনস কেশরী ইন্দ্রজাল ॥১০
বীর ভাগ দেখি সীতা হেট করি মাথা।
সভা বন্দি দেখিয়া মুনিকে কহিল কথা ॥
আমার বচনে সভা পাঠাহ রাজস্থানে।
সকল সৈন্য পাঠাহ রাখহ হনুমানে ॥
ব্রহ্ম মন্ত্র মুনি মনে মনে পড়ে।১৫
মন্ত্রের তেজেতে সভার বন্ধন ছিড়ে ॥
বন্ধন মুক্ত করি সকল সৈন্যগণে।
স্নান করাই সভা বাল্মীকি তপোবনে ॥
বীর ভাগ লড়িলা পর্ব্বতের চূড়া।
তিন ভাই পাঠাইল দিআ যজ্ঞের ঘোড়া ॥২০
সকল কটক লড়িলা দিআ জয় জয়কার।
উঠিআ সকল সৈন্য বলে মার মার ॥
ইন্দ্র আসিআ করিল অমৃত বরিষণ।
শ্রম পাসরিল বল হইল দুগুণ ॥
জতেক কটক পড়িল লবকুশের বাণে।২৫
সকল সৈন্য জিল ইন্দ্রের বরিষণে ॥
মুনির তেজে তপোবনে ফলে নানা ফল।
ফল খাঞা সৈন্য সব হৈল্প সুশীতল ॥

(৫১৬)

বীর ভাগ আসি মুনির চরণ বন্দে।
আশীর্ব্বাদ দিল মুনি পরম সানন্দে ॥
পার হৈআ সরযুতে গেলা রামের স্থান।
রাম বলে কেনে নাহি আইল হনুমান ॥
আইল সকল সৈন্য মোর বিদ্যমান।৫
কিসের কারণে রহিল বীর হনুমান ॥
বাল্মীকি মুনি রহাইল বীর হনুমানে।
আমা সভা পাঠাইল করিআ সম্মানে ॥
সীতা সঙ্গে হনুমানের হৈল দরশন।
হনুমান করিল সীতার চরণ বন্দন ॥১০
হনুমানে সীতাদেবী করি আশীর্ব্বাদ।
সীতা দেখি হনুমান হরিষ বিষাদ ॥
হনুকে দেখিআ সীতা ছাড়ন্তি নিশ্বাস।
দুষ্টজনের বাক্যে প্রভু দিলা বনবাস ॥
উদরে রহিল তখন গর্ভের প্রকাশ।১৫
জখন বর্জ্জিলেন তখন গর্ভ চারিমাস ॥
এড়িয়া গেলেন লক্ষ্মণ এই তপোবনে।
তপোবনে বিস্তর দুঃখ পাইল রাত্রিদিনে ॥
নিষ্ঠুর লক্ষ্মণের থানিক নাহি দয়া।
আমা হেন স্ত্রীকে প্রভু ছাড়িলেন মায়া ॥২০
দৈব নির্ব্বন্ধ দেখ মোর কর্ম্মের ফলে।
লবকুশ দুই পুত্র প্রসবিল ক্রমলে ॥
অনেক পালন করি বাল্মীকি মুনিবরে।
দুই পুত্র হৈল মোর বাল্মীকির ঘরে ॥
অস্ত্র শস্ত্রে যত বিদ্যা বাল্মীকি জত জানে।
যত্ন করি সকল শিক্ষাই দুইজনে ॥
আপন পুত্র বলি বিদ্যা শিক্ষাই সকল।
দুর্জ্জয় ধনুর্দ্ধর দোঁহে হৈলা মহাবল ॥

(৫১৭)

সদাই খেলাইতে জায় মুনি পাড়া।
আচম্বিতে পাইল তথা সর্ব্বলক্ষণ ঘোড়া॥
ঘোড়া নিতে জে আইসে জুঝিবার মনে।
তাহা সভা বন্দি করিআ রাথে তপোবনে॥
ভাল হৈল তাস ভার হইল এড়ান।৫
মুনির প্রসাদে সভার হৈল পরিত্রাণ।
আর এক কথা বাপু কহি তোমার স্থানে।
আমার বচনে বাপু কর অবধানে॥
সরোবরে তিন ভাই কর গিআ স্নান।
স্নান করি তিন ভাই কর ভোজন পান॥১০
আজ্ঞা পায়্যা তিন ভাই করিলা গমনে।
সরোবরে গিআ স্নান করিলা তিনজনে॥
স্নান করিয়া ভোজনে বসিলা তিন ভাই।
তিন ভাই অন্ন খায় সীতাদেবী দেই॥
তিন ভাই সুথে করিল ভোজন পান।১৫
সীতা অন্ন দেই ভুঞ্জে বীর হনুমান॥
ঘন ঘন দেই সীতা অন্ন ব্যঞ্জন।
জত দেই তত খায় পবননন্দন॥
এক থাল অন্ন দিতে কুড়ি থাল হয়।
মহাসুথে হনুমান সকল অন্ন খায়॥২০
জত দেই তত খায় ভোজন না সঙ্কলি।
হনুমানে অন্ন দিতে ধরিল কাঁকালি॥
চিনি নবাত ঘৃত দধি দুগ্ধ মুণ্ডা থণ্ডে।
ছলে ভাত দিল সীতা হনুমানের মুণ্ডে॥
সীতা বলে হনুমান মাথা ফুটি ভাত।২৫
ভোজন সঙ্কলি মাথায় বুলায় হাত॥
ভোজন সঙ্কলি করিল আচমন।
অবশেষে সীতা কিছু করিল ভোজন॥

(৫১৮)

ভোজন করিলা তিন ভাই হৈলা সুশীতল।
হনুমানে দিল সীতা রত্ন কুণ্ডল॥
হনুমানে আশীর্ব্বাদ দিল দেবী সীতা।
রামে না কহিবে বাপু আমি আছি এথা॥
হনুমান বলে মাগো শুন মোর বাণী।৫
তোমার চরণে আমি কি বলিতে জানি॥
হনুমান বলে তোমা পুত্রে রাজ্য থণ্ড।
রাজপাটে বসাইয়া দিব ছত্রদণ্ড॥
রাজনন্দন দুই ভাই হইবেন রাজা।
সকল রাজা আসিয়া করিবেন পূজা॥১০
হনুমানে সীতাদেবী করএ কল্যাণ।
আঁথির লোহ ছল ছল পবননন্দন॥
সীতার চরণে হনু করি নমস্কার।
আশীর্ব্বাদ দিল সীতা কৈল পুরস্কার॥
মেলানি মাগিয়ে মাতা তোমার চরণে।১৫
আজ্ঞা কর যাই আমি আপনার স্থানে॥
হনুমানে বিদায় দিল করি কোলাকুলি।
আনন্দে চলিলা হনু দুঃথ সঙ্কলি॥
মুনির চরণ হনু শিরেতে বন্দিআ।
আনন্দে চলিলা হনু হরষিত হৈআ॥২০
হনুমানে সীতাদেবী করন্তি কথন।
ছল ছল করে আঁথি পবননন্দন॥
পথে জাইতে হনুমানে চক্ষে লোহ পড়ে।
কান্দিতে কান্দিতে গেলা রামের গোচরে॥
আপন কটকে মেলি বীর হনুমান।২৫
মাথা নোঙাঞিল গিআ রাম সন্নিধান॥
সকল বীরগণে বলে ধন্য হনুমান।
কাহার ঠাঞি রত্ন কুণ্ডল পাইলে দান॥

(৫১৯)

আমার বচন স্তুনি মুনি হৈলা কৌতুকী।
আমাকে প্রসাদ দিল মুনি বাল্মীকি ॥
হাসিল লক্ষ্মণ স্তুনি হনুমানের বাণী।
জার কুণ্ডল পাইলে আমি ভালে জানি ॥
লক্ষ্মণের মুখ চাহি জাম্বুবান হাসে।৫
উত্তরকাণ্ড গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবাসে ॥

চারিদিগে কটক মাঝে যজ্ঞের ঘোড়া।
সুবর্ণ টোপর মাথায় রাঙ্গাপাটের ধড়া ॥
সকল বীর ভাগ বেড়ি মধ্যে শ্রীরাম।
সর্ব্বলোক বলে আল্যা জিনিয়া সংগ্রাম ॥১০
জয় করিয়া লড়িলা রাম নারায়ণে।
সকল সৈন্য লৈআ রাম গেলা যজ্ঞস্থানে ॥
রথ হৈতে নাম্বিআ বন্দি বশিষ্ঠ চরণ।
রাম দেখিতে আইল সকল মুনিগণ ॥
যজ্ঞের বার্ত্তা রাম বশিষ্ঠকে পুছেন।১৫
কত যজ্ঞ সাঙ্গ হৈল কত যজ্ঞ আছেন।
মুনি বলে যজ্ঞ করি তোমা বংশ হেতু।
যজ্ঞ সাঙ্গ নাহি হয় আছে শতক্রতু ॥
উনশত যজ্ঞ করি নৃপতি সগর।
দেবের বোলে বিঘটন করি পুরন্দর ॥২০
তবে অশ্বমেধ করি দিলীপ্ত নৃপতি।
ঘোড়া ধরি লৈআ জায় ইন্দ্র সুরপতি ॥
রঘুনামে মহাবল দিলীপ নন্দন।
রহাইল ঘোড়া ইন্দ্রসনে করি রণ ॥
ইন্দ্র বজ্র মারি রঘু না করি কার্য্য জ্ঞান।২৫
ইন্দ্রজয় করি ঘোড়া আনি যজ্ঞস্থান ॥

(৫২০)

যজ্ঞে পূর্ণা দিল রঘু করিআ আহুতি।
স্বর্গ ফল পাইল রাজা দিলীপ নৃপতি ॥
ঘোড়া রাখি বীরভাগ চলিল লক্ষ্মণ।
পালাইয়া গেল ঘোড়া মুনির তপোবন ॥
ঘোড়া হৈতে পড়িল জতেক বিঘটন।৫
তপোবলে বন্দি হইল সকল সৈন্যগণ ॥
ঘোড়া আনিবারে তুমি গেলে সে আপনি।
তোমারে পাঠাইআ দিল বাল্মীকি মুনি ॥
তুমি নারায়ণ রাম তুমি ভগবান।
সূর্য্যবংশে রাজা নাহি তোমার সমান ॥১০
জত রাজাগণ পৃথিবীর তলে বৈসে।
তোমার বাপের যজ্ঞ সর্ব্বলোকে ঘোষে ॥
অশ্বমেধ হৈতে হৈল রাজার অব্যাহতি।
সূর্য্যবংশের নাথ রাম তুমি শুদ্ধমতি ॥
যজ্ঞ করে মুনি সব তোমা সিদ্ধি কাজে।১৫
তোমার পূর্ব্বে রাজা কাকুৎস্থ মহারাজে ॥
তিহোঁ রাজ্য করিল ষষ্টি সহস্র বৎসর।
যজ্ঞের ফলে সাধে রাজা আপন কলেবর ॥
অন্ধক দৈত্যের পো গোরক্ষেত্র গেল।
সকল দেবগণ জিনি নিল ঠাকুরাল ॥২০
পালাইয়া গেলেন দেব দৈত্যের ডরে।
সিংহাসন ছাড়ি পালাই দেল্ল পুরন্দরে ॥
ইন্দ্র না থাকিলে না শোভে দেবতাগণে।
তিনলোক গিআ ব্রহ্মা পসিলা শরণে ॥
গোরআক্ষেত্রের পুত্র নাম তারক্ষ।২৫
শত শত হস্তী তার একদিন ভক্ষ ॥
ধরিআ মনুষ্য সব করএ সংহার।
একে একে খাইলেক সকল সংসার ॥

(৫২১)

দশ সহস্র মত্ত হস্তী জত তেজ ধরে।
এতেক তেজ বৈসে তারক্ষের শরীরে॥
ব্রহ্মার বরে অসুর জিনিল দেবগণে।
দেবগণের ঠাই তার নাহিক মরণে॥
মরণ জিনিল অসুর ব্রহ্মার বরে।৫
মুনি তপ নষ্ট করে ইন্দ্রের দারি হরে॥
সকল দেবগণ আসি ব্রহ্মার স্থান।
ইন্দ্র লৈআ তথা সভে করি অনুমান॥
দেবের ঠাঞি নাঞি মরে দেবের পায়্যাডর
কাকুৎস্থ রাজা কান্ধে করি দেব পুরন্দর॥১০
চিন্তিত হইল ইন্দ্র স্তুনি ব্রহ্মার কথা।
ইন্দ্র হৈআ মানুষ বহি মনে বড় বেথা॥
ব্রহ্মা বলে সাবধানে স্তুন দেবরাজ।
তোমা হৈতে রক্ষা পায় দেবের সমাজ॥
ইন্দ্র অঙ্গীকার করি তুরিষ দেবপুরী।১৫
সকল দেবগণ গেলা অযোধ্যা নগরী॥
বারি হৈআ কাকুৎস্থ রাজা দেখি দেবগণ।
পরম ভক্তিএ বন্দি সভার চরণ॥
পাদ্য অর্ঘ্য দিল রাজা গৃহ ব্যবহার।
কি কার্য্যে গোসাঞি সব করি আগুসার॥
তারক্ষ নামে দৈত্যরাজ অন্ধকের নাতি।
সেবাতে মানাল সে দেব প্রজাপতি॥
পূর্ব্বে দ্বিতীয় ইন্দ্র বলি পড়াইল নাম।
ত্রিভুবনে সহিতে নারে তাহার সংগ্রাম॥
ব্রহ্মাএ সেবিয়া অসুর জিনিল মরণ।২৫
দেবে না পারি তাহা করিতে সংহারণ॥
ইন্দ্রের কান্ধে চড়িআ করহ আগুসার।
দৈত্য মারিআ দেবের কর উপকার॥

(৫২২)

রথ সারথিকে রাজা পড়িল হাঁকার।
দেবগণ সনে রাজা কৈল আগুসার॥
আগু কাকুৎস্থ রাজা পাছে দেবগণ।
সকল কটকে বেড়ি দৈত্যের তপোবন॥
দেবগণ দেখিয়া কুপিল দৈত্যরাজ।৫
রণে ভঙ্গ দিল সব দেবের সমাজ॥
কুপিল তারক্ষ হাতে লৈআ গদাবাড়ি।
চতুর্দ্দিগে দেবগণ পালাএ-রড়ারড়ি॥
ইন্দ্র কান্ধে চড়ি রাজা এড়ি নানা বাণ।
রণে গদা কাটিআ রাজা করি খান খান॥১০
সূর্য্যবংশে মহারাজা নানা বাণ জানে।
বাণে ফুটি দৈত্যরাজা মোহ গেল রণে॥
সকল দেবগণে করে জয় জয় কার।
কোপ বাঢ়ে দৈত্যরাজ বিক্রমে বিশাল
কোপেতে বাঢ়িআ রাজা হইলা সাত তাল।
কেহো কাহো জিনিতে নারে সংগ্রাম অপার॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর জতেক দেবগণ।
অগ্নি কুবের বরুণ যম পবন॥
দেবাসুরে রণ বাজিল রণস্থানে।
দৈত্যগণ মেলিআ দেবগণে মারে॥২০
ভঙ্গ দিআ পালায় সকল দেবগণ।
ইন্দ্রের উপরে করে বাণ বরিষণ।
ঘন ঘন বাণ বরিষে দৈত্যের ঈশ্বর।
বাণে ফুটি ইন্দ্ররাজা হৈলা জর জর॥
ইন্দ্র রণে মোহ গেলা কাকুৎস্থ মনে ব্যথে।
দৈত্যরাজ বিন্ধি পাড়ে অতি শীঘ্র হাথে॥

(৫২৩)

দৈত্যরাজ বিন্ধি পাড়ে বাছের বাছ বাণে।
চতুর্দ্দিগে ভঙ্গ দিআ পালায় দৈত্যগণে॥
দশবাণ কাকুৎস্থ রাজ জুড়িল ধনুকে।
বজ্রাঘাত হেন বাণ বাজি তার বুকে॥
চক্রবাণ এড়ে রাজা কি কহিব কথা।৫
চক্রবাণে কাটি পাড়ে তারক্ষের মাথা॥
দৈত্যরাজ পড়িল পালাএ দৈত্যগণ।
রাজার মাথায় করি দেব পুষ্প বরিষণ॥
তোমার উপর পুরুষ কাকুৎস্থ মহাশয়।
ইন্দ্রের কান্ধে চড়ি রাজা অসুর করি ক্ষয়॥
ব্রহ্মার বরে দৈত্যরাজ কাকুৎস্থ মারি।
ব্রহ্মবধ এড়াই রাজা অশ্বমেধ করি।
ইন্দ্র ঘোড়া পাঠাইল পূর্ণার বেলে।
স্বর্গ গেলা কাকুৎস্থরাজ অশ্বমেধের ফলে॥
তুমি লঙ্কা জিনি রাম সাগর করি বন্ধ।১৫
ত্রিভুবনে দুর্জ্জয় বধিলে দশস্কন্ধ॥
তোমার পিতা শনি জিনি রাখিল সংসার।
তোমার পুণ্যের বলে গেল স্বর্গ দুআর॥
বশিষ্ঠ মুনির কথা সুনি শ্রীরাম হাসে।
ধন্য বলিয়া রাম কথাকে প্রশংসে॥২০
রামে মেলানি করি ঘর গেলা মুনিবর।
অশ্বমেধ যজ্ঞ করি রাম বার বৎসর॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিত নানা গুণ জানে।
অমৃত চরিত্র রচিলা উত্তর রামায়ণে॥

স্নান সন্ধ্যা করি রাম করি ভোজন পান।২৫
সভাকে মেলানি দিআ গেলা নিজ স্থান॥

(৫২৪)

সকল সৈন্যে লক্ষ্মণ ঘোড়া রাখে বনে।
লক্ষ্মণের দুঃখ রাম মনে মনে গুণে॥
জত দুঃখ পাইল লক্ষ্মণ দণ্ড অরণ্যে।
তত দুঃখ পাইল লক্ষ্মণ দুর্জ্জয় বনে॥
লক্ষ্মণের দুঃখ রাম মনেতে চিন্তে।৫
লক্ষ্মণের দুঃখ আমি সুধিব কেমতে॥
সীতা লৈআ থুইল লক্ষ্মণ তপোবনে।
তপোবনে মরিল সীতা আমার বিহনে॥
বাপ জনকঋষি তার মা বসুমতী।
সীতার দুঃখ দেখি রাম পোহাইল রাতি॥১০
প্রাতঃকৃত্য করি রাম প্রত্যুষ বিহানে।
পাত্র মিত্র লৈআ রাম বসিল দেআনে॥
শতক্রতু যজ্ঞ করিল বেহান বেলায়।
হেন বেলায় বশিষ্ঠ মুনি শ্রীরামের ঠাঞি যায়
দেআন সঙ্কলি রাম গেলা যজ্ঞ স্থান।১৫
আচম্বিতে ঘোড়া আসি হৈল অধিষ্ঠান॥
সকল মুনিগণে করি জয় জয় কার।
যজ্ঞ সাঙ্গে অষ্টলোকপাল আগুসার॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর জতেক দেবগণ।
ইন্দ্র কুবের বরুণ যম নৈঋত পবন॥২০
সকল দেবগণ লড়িল অন্তরীক্ষে।
সারি দিআ দাণ্ডাইলা অযুত লক্ষে॥
সারি দিআ দাণ্ডাইলা সকল দেবগণ।
অগ্নির আহুতি করে সকল মুনিগণ॥
বিভীষণ সুগ্রীব অঙ্গদ হনুমান।২৫
মহেন্দ্র দ্বিবিদ নল সুষেন জাম্বুবান॥
গয় গবাক্ষ সরভ গন্ধমাদন।
দধিগাল ইন্দ্রজাল রম্ভ দুর্জ্জন॥

(৫২৫)

শতবলি দধিমুখ পনস কেশরী।
ঋষভ গন্ধমাদন বানর অধিকারী॥
ক্রথন প্রমাথি বিনোদ হেমকুটে।
চারি মন্ত্রী বসিলা বিভীষণের নিকটে॥
স্নান সন্ধ্যা করি রাম গেলা যজ্ঞস্থলে।৫
যজ্ঞশালে সুখী হৈল দশদিগ্‌পালে॥
যজ্ঞে অধিষ্ঠান হৈলা সকল দেবতা।
রামের বামে দাণ্ডাইল কাঞ্চনময়ী সীতা॥
যজ্ঞে পুর্ণা দিলা রাম ভাই চারি মেলি।
দেবধ্বনি উঠিল সকল সভাতলি॥১০
যজ্ঞশালে ঘোড়া আসি হৈলা অধিষ্ঠান।
পাদ্য অর্ঘ্য দিল ঘোড়াকে আপনি রাম॥
পবন বেগে উঠে ঘোড়া গমনমণ্ডলে।
মুর্ত্তিমান হৈয়্যা ঘোড়া সান্তাই আনলে॥
চারিদিগে বেদ পড়ে সকলমুনিঋষি।১৫
অগ্নি উপরে ঘৃত ঢালি কলসী কলসী॥
ঘোড়ার মাংস কাটি করিল থানি থানি।
ঘৃতে মাংস জবড়াঞা অগ্নিতে হুনে মুনি॥
জতেক রাক্ষস ছিলা জত মুনিগণ।
রাক্ষস কপিতে ঘোড়া মাংস করিল ভক্ষণ
ঋষিগণ না খাইল জত মুনিগণ।
ঘোড়ার মাংস না খাইল ভাই চারিজন॥
ঘোড়ার অস্থি সকল করি এক রাশি।
মন্ত্র পড়ি আবাহন করি সব ঋষি॥
সব দেবগণ দিল ঘোড়াকে অর্ঘ্যদান।২৫
কুণ্ডে হৈতে উঠে ঘোড়া হইআ অধিষ্ঠান॥
দশরথ রাজা আইলা সব দেবগণে।
ঘোড়া পৃষ্ঠে চড়ি রাজা গেলা স্বর্গগমনে॥

(৫২৬)

অন্ধক মুনির পো ছাড়ি রাজসন্নিধান।
ঘোড়া পৃষ্ঠে চড়ি রাজা গেলা স্বর্গস্থান॥
রাম লক্ষ্মণের বাণে রাবণের বংশনাশ।
ব্রহ্মবধ ঘুচে রাজা সিদ্ধি অভিলাষ॥
বাপ মুক্ত হৈল রাম হরিষ হৈল চিত্তে।৫
সর্ব্বলোক প্রশংসে থাকিলেন নিশ্চিন্তে।
ইন্দ্রভুবন গেল রাজা অজের নন্দন।
ইন্দ্রসনে রাজার হইল একাসন॥
যজ্ঞ সাঙ্গ হৈল রাম পাই অবসর।
উত্তরকাণ্ড রচিলা পণ্ডিত মহাশয়॥১০
যজ্ঞ সাঙ্গ হৈল মুনি বান্ধিল পুরাণ।
চারি ভাই করিল রাম ভোজন পান॥
ভোজন করি রাম বসিলা সিংহাসনে।
সর্ব্বাঙ্গে ভুষিত রাম রাজ আভরণে॥
যজ্ঞ সাঙ্গ করি সভে রামেরে বাখানি।১৫
রামের ঠাঞি গেলা সভে করিতে মেলানি
রাম বলে আজি বিশ্রাম কর মুনিগণ।
প্রভাতে কালি সভে করিবেন গমন॥
সুবর্ণের খাট পড়ে কনকদণ্ডের ছাতা।
রামের বামে বসিলা কাঞ্চনময়ী সীতা॥২০
রাজাগণ বাসাতে করিল মেলানি।
যজ্ঞের নিকটে রহি সব মুনি॥
পাত্রমিত্র বিভীষণ জতেক বানর।
রামের মেলানি রহিলা তিন সহোদর॥
পণ্ডিত আচার্য্য যত মিশ্রি পাঠক।২৫
গায়েন নাটুআ যত কৌতুক কথক॥
রামকে বন্দিআ গেল শয়নের ঘর।
রামের পাশে দাণ্ডাইল সকল অনুচর॥

(৫২৭)

মেলানি করিয়া গেলা যার যথা বাস।
শর্ব্বরী পোহাইল অরুণ প্রকাশ ॥
স্নান সন্ধ্যা করি রাম বসি সিংহাসনে।
ভরত লক্ষ্মণ শত্রুঘ্ন বসি রামের স্থানে ॥
সব মুনিগণ গেলা শ্রীরামের স্থানে।৫
চারি ভাইকে আশীষ করি হাতে দুর্ব্বাধানে
রাম বলেন সুন ভরত লক্ষ্মণ শত্রুঘন।
মুনিগণে সন্তোষ কর জত ব্রাহ্মণ ॥
বাহির হইলা ভরত ভাই তিন জন।
ধনে ধানে সুখী করি সকল ব্রাহ্মণ ॥১০
মুনিগণ সুখী হইলা পাআ রাজদান।
তিনজনে বসিলা করিতে অনুমান ॥
অশ্বমেধ যজ্ঞে বাপা পাইল স্বর্গ ফল।
জত দান কর সব আপনার কুশল ॥
সব মুনিগণে গেলা করিতে মেলানি।১৫
বশিষ্ঠ বামদেব রাম ডাকদিআ আনি ॥
দুই মুনি আইল রামের পায়্যা সংবাদ।
হাথে দুর্ব্বাধান রামে করি আশীর্ব্বাদ ॥
শ্রীরাম বলেন তুমি সুন মুনিরাজ।
আপ্যায়িত যজ্ঞ করি সেই আমার কাজ ॥
জেই মুনি আছেন জেবা নাই আইসে।
তাহা সভা আন তুনি পাঠাই মানুষে ॥
নৃত্যক গায়ক বাদ্যক যন্ত্রকাঁর।
রাজাগণ আন জত রাঁজ কুমার ॥
স্নান সন্ধ্যা করি রামেরা চারি ভাই।২৫
সঙ্কল্প করি সভে হৈলা একু ঠাই ॥
পৌলস্ত্য শত্যাবর্ত্ত আইলা সুন বাণী।
পুলহ পোত্রিক আইলা মা মানি অগ্নিপাণি

(৫২৮)

বৈশম্পায়ন আর সনক সনাতন।
শতানন্দ নিত্যানন্দ কেবল কেতন ॥
বিশ্বামিত্র কশ্যপ ওর্ব্ব ভার্গব।
অগ্নিকুল শিবানন্দ ক্রোড় গালব ॥
ভরদ্বাজ জনক স্বরত বৃহস্পতি।৫
অগস্ত্য পিপ্পলী আইলা মুনি উৎপত্তি।
যজ্ঞশালে সুরমুনি হৈলা উপনীত।
উত্তরকাণ্ড রচিলা কৃত্তিবাস পণ্ডিত।

স্নান সন্ধ্যা করি রাম করিল ভোজন।
চারি ভাই বসিলা করিআ জতন ॥১০
সব মুনিগণ আল্যা বাল্মিকী নাহি দেখি।
বাল্মিকী না দেখি রাম হৈল্যা অসুখী ॥
সুমন্ত্র সারথি লড় কোঙর শত্রুঘন।
ছাওআলে সুনিতে গীত বহুত জতন ॥
ভাইর চরণে শত্রুঘ্ন হৈলা নমস্কার।১৫
রথে চাড়ি দুই জনে করি আগুসার ॥
লড়িলা সুঁমন্ত্র সারথি কোঙর শত্রুঘন।
রথে চড়িআ গেলা মুনির তপোবন ॥
মুনির চরণে শত্রুঘ্ন হৈলা নমস্কার।
দুইটী বালক লইআ কর আগুসার ॥২০
শত্রুঘ্নের বচন সুনি বলে মুনি।
তোমার বচনেতে সুখী হইল আমি।
জন্মিতে আছে ষাটি সহস্র বৎসর।
ব্রহ্মা নারদ দোঁহে আইলা মোর ঘর ॥
তথন করিল কবিত্ব ব্রহ্মার পায়্যা বর।২৫
সেই কবিত্ব শিখিল দুইটী কুমার ॥

(৫২৯)

আমা কথা স্থন তুমি কর ফল আহার।
আমি বুঝাইঞা লই দুইটী কুমার ॥
আপনি লড়িলা মুনি যথা আছে সাতা।
সীতা আগে কহে মুনি শ্রীরামের কথা ॥
আমারে লইতে আইলা কোঙর শত্রুঘন।৫
দুই গায়েন নিবা তরে বহুত জতন ॥
তোমা দুই পুত্রে আমি শিখাইল গীত।
আর বিদ্যা শিখিলেন সঙ্গীত কবিত্ব ॥
স্থর্য্যবংশে রাজা হইলা পুরুষ ক্রমে।
সাতকাণ্ড রামায়ণ শিখাল শ্রমে ॥১০
তোমা দুই পুত্রে গীত পঠাইল পুরাণ।
সংগীত পড়িআ দোঁহে হৈল সর্ব্বজান ॥
রাজ হব রাজ হয়্যা শিখিলেন গীত।
প্রচার করিলে হব লোকের বিদিত ॥
মহাযোদ্ধা পুত্র তোমার বড় বলবান।১৫
লব কুশ রাজা হব বাপের সমান ॥
আমার সঙ্গে জাবেক তোমার কুমার।
আজি হৈতে কবিত্ব করিব প্রচার ॥
এতেক বলিল মুনি জগতের পিতা।
মুনির কথা স্থনি কিছু বলেন সীতা ॥২০
আমারে বর্জ্জি প্রভু দিলা বনবাস।
মোরপুত্র নিঞা কেমনে জাবে তার পাশ ॥
এ তিন ভুবনে গোসাঞি তুমি জে পূজিত
কৌতুকে আমার পুত্রে শিখাইলে গীত ॥
তোমার কবিত্ব প্রচারিব ত্রিভুবনে।২৫
আমি কি বলিব প্রভু তোমার চরণে ॥
সীতার বচন স্থনি হাসে মুনিবর।
বর্তন করি শিথি তোমার দুই কোঙর ॥

(৫৩০

দুই পুত্রে বলেন সীতা মধুর বচনে।
পরস্থখে জাহ দোঁহে মুনিরাজ সনে ॥
মুনি বলে স্থন তুমি সীতার নন্দন।
তোমারে নিবারে রাম করিছে যতন ॥
গীত স্থনিবারে রাম কৌতুক বড় মন।৫
তোমরা দোঁহে আমা সনে করিবে গমন ॥
মুনির বচন দোঁহে স্থনি সাবধানে।
প্রণাম করিআ বলি মুনির চরণে ॥
জেখানকে জায় গোসাঞি তোমার চরণ।
সেইখানে জাব আমরা ভাই দুই জন ॥১০
সীতা বলে বাপু দোঁহে জাহ মুনি সনে।
বাসা করি রহিবে আমার অশোক বনে ॥
পাথরের তিনটী তিয়ড়ি আছে তথি।
তিন পাথাতে চড়াইআ দিহ তাহে হাণ্ডি ॥
আমা সোঙরিআ করিবে রন্ধনে।১৫
নানা পায়েস পিষ্টক পাইবে ব্যঞ্জনে ॥
স্থবর্ণের থাল্ গাড়ু আছে স্থানে স্থানে।
পরম স্থখে দুই ভাই করিবে ভোজনে ॥
নেতের চান্দআতে লিখ পাখি পাখ্যাইলি।
স্থবর্ণের খাট পাড়া আছে নেতের তুলি ॥
তক্ষক নাগ সব রাখে অশোক বন।
অন্যজন জাইতে নারে তার কি সে জীবন ॥
যত্ন করি ধরিকে বাপু মুনির চরণ ॥
মুনি জাহা বলে তাহা করিবে দুই জন ॥
জগতের নাথ রাম তোমার হয় পিতা।২৫
ভরত লক্ষ্মণ শত্রুঘ্ন তোমার খুড়তা ॥
যুদ্ধ করিবার বেলা ক্রোধ ছিলা মনে।
গালি মন্দ না দিব বাপু না বল্য কুবচনে ॥

(৫৩১)

দুই পুত্রে শিখাইল সীতা ঠাকুরাণী।
মায়ের চরণে দোঁহে মাগিল মেলানি ॥
দুই বালক লড়িলা কান্ধে করি বীণা।
প্রভু প্রভু করি সীতা জুড়িলা কান্দনা ॥
দুই পুত্রে পাঠাই সীতা কান্দি উচ্চস্বরে।৫
সীতাকে প্রবোধ দিতে মুনি গেলা তার ঘরে
মুনি পাছু করি আইলা বীর শত্রুঘন।
সীতাসনে শত্রুঘনে হইলা দরশন ॥
দুর হৈতে শত্রুঘ্ন সীতা চরণ বন্দে।
করুণাভাবে কান্দে সীতা আপনাকে নিন্দে॥
সীতা বলে চারি ভাই আছহ কুশলে।
শাশুড়ী সতিসা মোর আছে ভাল ভালে ॥
ভরত লক্ষ্মণ তোমাতে কেমন পীরিতি।
বিনি স্ত্রীতে গোসাঞি কেমনে বঞ্চে রাতি
শত্রুঘ্ন বলে কি কহিব রামের কুশল।১৫
তোমার হাব্যাসে রাম অধেক দুর্ব্বল ॥
রাজ্যভার চিন্তা রাম কিছু নাহি চাহে।
তোমা স্মঙরিআ রাম নিরন্তর রহে ॥
তোমার বিহনে রাম সকল শূন্য বাসে।
হেন জন নাহি কহে তোমার উদ্দেশে ॥২০
সীতা বলেন স্থন কোঙর শত্রুঘন।
জেবা আছিল আমার ললাটে লিখন ॥
প্রভুকে না কহিবেন আমি আছি এথা।
লড়িলা শত্রুঘ্ন সীতাকে নোঙাঞি মাথা ॥
পঞ্চশত শিষ্য মুনি সঙ্গেতে লইআ।২৫
দুই ভাই লব কুশ রথে চড়ে গিআ ॥
রথে চড়ে গিআ মুনি সবশিষ্যগণে।
স্থমন্ত্র সারথি লড়ি কোঙর শত্রুঘনে ॥

(৫৩২)

রথ খান চালাইল স্থমন্ত্র সারথি।
নদ নদী এড়াইল সরযূ শীঘ্রগতি ॥
হাথে পাচনি করি রথ চালয়ে মারু।
পবন বেগে গেলা রথ অযোধ্যা কত দুর ॥
রথে হৈতে নামিলা সভে সরযূর কূলে।৫
জোড় হাথে লব কুশ মুনিরাজে বলে ॥
শিষ্য সমেতে চল তুমি রাজ দরশনে।
আমরা দুইটী ভাই করি নগর ভ্রমণে ॥
রাজসভাকে চলিলা বাল্মীকি মুনিবর।
অযোধ্যাতে প্রবেশ করিলা দুই সহোদর॥
শত্রুঘন কহিল গিআ রাজার গোচর।
বশিষ্ঠের ঘরে রহিলা বাল্মীকি মুনিবর ॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণে জানাবে আমার কল্যাণে।
কালি সম্ভাষিব মুনি প্রত্যূষ বেহানে ॥
চলিলা শত্রুঘ্ন শ্রীরাম দর্শনে।১৫
মাথা লোঙাঞিল গিআ রামের চরণে ॥
রাত্রি রহিলা বশিষ্ঠের ঘরে মুনিবর।
কালি প্রভাতে আসিবেন তোমার গোচর ॥
শত্রুঘনের বচন স্থনি রাম হরষিত।
ইহা স্থনি বশিষ্ঠ লড়িলা তুরিত ॥২০
আতিভিতে ঘরে আইলা ভাই দুইজন।
পাদ্য অর্ঘ দিআ মুনির বন্দিল চরণ ॥
আতিথ্য ব্যবহারে করিল পুরস্কার।
নানাফল দিল মুনিরে গৃহ ব্যবহার ॥
শিষ্যগণে দিল মুনি নানা ফুল ফলে।২৫
মুনিরে পুছেন মুনি কহনা কুশলে ॥
বশিষ্ঠ বলেন কুশল তোমার প্রসাদে।
তোমার গুণ কহিতে পারে কাহার বাপে॥

(৫৩৩)

বশিষ্ঠ বামদেব বলে তুমি সর্ব্বজনে।
সর্ব্ব কার্য্য সিদ্ধ হয় তোমার গুণে॥
শিষ্য সহিতে মুনির কৈল পুরস্কার।
কৃত্তিবাস উত্তরকাণ্ড গাইল সার॥

বিশ্রাম করি বাল্মীকি বশিষ্ঠের ঘরে।৫
অযোধ্যা প্রবেশ করি দুই সহোদরে॥
কান্ধে বীণা দুই ভাই নগরে প্রবেশে।
দেখিবারে ধায় লোকে আউদড় কেশে॥
রূপে কামদেব জেন অশ্বিনীকুমার।
দেখিআ দোঁহার রূপ করি হাহাকার॥১০
রাজমঙ্গল গীত গায়ে জয় জয়কারে।
বীণা কান্ধে গীত গায় অতি মনোহরে॥
কোথাহে না থাকে দোঁহে জান রাজ বাটে
প্রথমে চলিআ গেলা দ্রুগোলা হাটে॥
একভিতে বসিআছে মালিনী পুষ্প লৈআ।
পুষ্প দেহ মোকে বলে হাসিআ হাসিআ॥
মোরে পুষ্প দেহ মালিনি না কর অন্য মতে
শতেক কাহনের পুষ্প পরিলেন মাথে॥
কোপে মালিনী বলে দেখিয়ে না বড়ি।
গৌরবে গুনিঞা দেহ শতেক কাহন কড়ি।
লব কুশ বলে সুন বচন আমার।
জাবার বেলা দিব কড়ি না কর অহঙ্কার॥
দুহার বচন সুনি মালিনী বলিল।
বন্ধক দিআ জাহ দোঁহে তোমারে কহিল॥
একটী কুণ্ডল জাহ বন্ধক রাখিআ।২৫
জাবার বেলাতে ঘরেতে নিহ উদ্ধারিআ॥

(৫৩৪)

সুনি মালিনীর কথা হাসে দুই ভাই।
দিআ জাব কড়ি মালিনি ইথে কিছু নাই॥
সঙ্গে পাঠাইয়া দেহ আপনার বেটি।
বাণিঞার ঘরে দিব ভাঙ্গাইআ আঙ্গুটী॥
জদি পাঠাইআ দিব আপনার ঝি।৫
স্বরূপ করিআ বল তোমার নাম কি॥
জাই জুই মালতি বান্ধ্যল আর চাঁপা।
ইহার নাম বাপু বটে মোর নাম বাপা॥
জাহ বেটী তিলাবতী বাপু গোড়াইআ।
রোজ কড়ি বাণ্যা ঘরে আনিবে সাধিআ॥
লব কুশ চলি গেলা বাজারে বাজারে।
তিলাবতীকে নিঞা গেলা বাণ্যার দুআরে॥
তিলাবতীকে বলিল সব মধুর বচনে।
চিড়া কলা লৈআ আমরা আসি দুইজনে॥
তিলাবতী মালিনীরে এড়িআ দুআরে।১৫
প্রবেশ করিল দোঁহে বাণিঞার ঘরে॥
আমার ঝি তোমার ঘরে জাই বান্ধা দিআ।
শতেক কাহন কড়ি দেহত গণিআ॥
তোমার ঘরে একটী কুণ্ডল বান্ধা দিআ।
ফিরিবার বেলে ঝিয়ে নিব উদ্ধারিয়া॥২০
দুই ভাই লড়িলা মাথায়ে ফুল মালা।
ঝাট আইস বাপু বাপা লৈআ চিড়া কলা॥
কুশবীর বীণা লিল লব কড়ি নিঞা।
বাহির হইল দোঁহে খিড়িকি দিঞা॥
বাণিঞা মালিনে বান্ধে পায়ে দিআ দড়ি।
ফুলের কড়িকে আইলাঙ বাণ্যা না দেই কড়ি
মা মা বলিআ মালিনী তিলাবতী কান্দে।
কিসের লাগিআ মোরে বাণ্যা কেন বান্ধে॥

(৫৩৫)

মালিনে গিআ লোক করিল গোচরে।
তোমার বেটী বান্ধা কেন বাণিঞার ঘরে
এহা স্থনি মালিনী হৈল উত্তরোল।
মোর বেটীকে বান্ধে কেন করি গোগুগো
মণ্ডল পুরকান্তকে ডাক দিআ আনি।৫
সভা লৈআ বাণিঞা ঘরে চলিলা মালিনী
ধনের গর্ব্বে বাণিঞা তোর অহঙ্কার বড়ি।
মোর বেটীকে বান্ধ কেনে পায়ে দিআ দড়ি
শ্রীরাম রাজা আছেন ধর্ম্ম অবতার।
আপনি করিবেন তিহো এহার বিচার॥১০
লোক সাক্ষী করি মালিনী দিলেক দোহাই
গোহারি করিতে গেলা শ্রীরামের ঠাই॥
লোক সব বলে আগু করিয়ে বিচার।
তবে সে জাইও দোঁহে রাজার তুআর॥
লোকের প্রবোধ দেখ নাহি কেহো ধরে।
গোহারি করিতে গেলা রাজার তুআরে॥
দ্বারথান রাখেন লক্ষ্মণ স্থমিত্রা নন্দন।
লক্ষ্মণকে মাথা নোঙাইলা তুইজন॥
লক্ষ্মণ বলেন থানিক থাকহ তুআরে।
এহা বলিআ লক্ষ্মণ গেলেন অন্তঃপুরে।২০
কহিল সকল কথা শ্রীরামের আগে।
স্থনিআ লক্ষ্মণের বোল হৈলা বাহিরভাগে
সিংহাসনে বসিলা রাম ধর্ম্মশরীর।
পাত্র মিত্র বসিলা আর কুল পুরোহিত॥
ভরত লক্ষ্মণ বসিলা আর কোঙর শত্রুঘ্ন।২৫
মুনিজন বসিলা আর সকল পাত্রগণ॥
বিভীষণ স্থগ্রীব অঙ্গদ হনুমান।
রামের নিকটে বসিলা স্থষেণ জাম্ববান॥

(৫৩৬)

আগুসরিআ মালিনী নোঙাইল মাথা।
এই বাণিঞা করে মোর পঞ্চনি আবস্তা॥
বারমাস ফুল গোসাঞি জোগাই নগরে।
মাস গেলে রোজের কড়ি সাধি ঘরে ঘরে।
সাধিতে পাঠাইআ দিল রোজের কড়ি।৫
মোর ঝিকে বান্ধে বাণ্যা পায়ে দিআ দড়ি॥
তোমার প্রসাদে গোসাঞি কারে নাঞিশঙ্ক।
ন্যায় হারিলে গোসাঞি দিব শততঙ্কা॥
মালিনী বলিল বাণ্যা হয় লক্ষেশ্বর।
হারিলে এক লক্ষ দিব স্থন উত্তর॥১০
মালিনীর কথা জবে হৈল অবসান।
বাণ্যা বলেন গোসাঞি কর অবধান॥
সেই বেটীর বাপ তাহাকে বান্ধা দিআ।
শতেক কাহণ কড়ি নিলেক গণিঞা॥
সূর্য্য সমান তেজ ধরে বিষ্ণু অবতার।১৫
রূপে কামদেব জেন অশ্বিনীকুমার॥
নানা অভরণ পরিআছে মধু বাজে বীণা।
সপ্তস্বরা গীত গায়ে অমৃতের কোণা॥
রাজশ্রী ধরে দোঁহে ভাই তুইজন।
হের হের বলি গেঁলা সীতার অশোক বন॥
না জানিঞা পসরা তুমি দেহ গোলা হাটে
না জানি সে তুই ভাই গেল্য কোন বাটে॥
মালিনী বলে মোর স্বামী অতিবড় বুড়া।
ঘরে আছে কেমতে আইল তোর পাড়া॥
তুই ভাই বটে জেন গন্ধর্ব্ব কোঙর।২৫
শতেক কাহণের ফুল মস্তক উপর॥
বাণিঞা মালিনী লুয়্যা ভরিল দেআনে।
শ্রীরাম জিজ্ঞাসিল স্থষেণ জাম্ববানে॥

(৫৩৭)

হেন অদ্ভুত কথা কোথাহ না স্তুনি।
কে হারিল কে জিনিল একুই না জানি॥
জাম্ববান মহাপাত্র জোড় করি হাথ।
বিচার করিল ন্যায় স্তন রঘুনাথ॥
রাম পানে চাহে মন্ত্রী হাথে করি খড়ি।৫
ভাণ্ডার হৈতে আনি দেহ দুইশতকাহণ কড়ি
বাপের ধনে আছে পোত্রের অধিকার।
সভাখণ্ড চিন্তিত লাগিল চমৎকার॥
শ্রীরাম বলেন কথা বুঝিতে না পারি।
ডাক দিআ আনিল রাম মাধব ভাণ্ডারি॥
মাধবেরে বলিল রাম সভার ভিতর।
গোলাহাটের মণ্ডল আনহ সত্বর॥
রামের আদেশে মণ্ডল আল্যা বড়া বড়ি।
দোঁহাকে গণি দেহ দুই শত কাহণ কড়ি॥
রামের মেলানি ঘরে জায় বাণ্যা মালিনী।
উত্তরকাণ্ড গাইল বাল্মীকি মহামুনি॥

—

বাণিঞা মালিনী গেলা আপনার ঘরে।
অশোক বনে প্রবেশিলা দুই সহোদরে॥
স্নান করিআ আইলা ভাই দুইজন।
মায়ে সোঙরিআ দোঁহে চড়াইল রন্ধন॥২০
পঞ্চাশ ব্যঞ্জন ভাত সুবর্ণের থালে।
ভোজন করিআ দোঁহে হৈলা সুশীতলে॥
ভৃঙ্গারের জলে দোঁহে আচমন করি।
কর্পূর তাম্বূল খাই খট্টার উপরি॥
পরম সুখে দুই ভাই করিল শয়ন।২৫
পোহাইল শর্ব্বরী হৈল অরুণ কিরণ॥

(৫৩৮)

প্রাতঃকৃত্য করি গেলা বাল্মীকির পাশ।
লব কুশ দেখি মুনির উপজিল হাস॥
একভাবে দুইভাই মুনির চরণ বন্দে।
আশীর্ব্বাদ দিল মুনি পরম সানন্দে॥
যজ্ঞ নাত্রি নিবড়ে যজ্ঞ করি নিরন্তর।৫
শিষ্য সমেতে আইল বাল্মীকি মুনিবর॥
মুনিগণে করি রাম গৌরব সম্মানে।
আজ্ঞা করি লব কুশে ডাকি ততক্ষণে॥
তোমরা দোঁহে রামায়ণ শিখি মোর ঘরে।
তুমি বিস্তারিলে কবি হয় প্রচারে॥১০
ব্রাহ্মণ মুনিগণে গীত স্তনিব দেবগণে।
গাইবে উত্তম বেশে সুযন্ত্র গায়নে॥
সভাগণ রাজগণ শুনিব সাবধানে।
সাবধানে গাইয় গীত ভাই দুইজনে॥
গীত অবসানে করিবে ফল আহার।১৫
রাজা প্রজার ধনে করিবে পরিহার॥
আজি হৈতে মোর কীর্ত্তি ঘুষিব সংসারে।
যাবদ থাকিব ভারত জগতে প্রচারে॥
আমা কবিত্ব স্তনি কবিত্ব হব আর।
তাহার কবিত্ব প্রচারিব জবে হয় সুসার॥
তাহারে তুষ্ট হবেন সরস্বতী দেবী।
আমা আদি করিয়া সেই হইবে কবি॥
পণ্ডিত সভা করিয়া জখন রাম বৈসে।
তখন গাইবে গীত পরম হরিষে॥
কুড়ি সিকলি করি গীত গাইবে দিনে।২৫
কভু লোভ না করিবে রাজাপ্রজাধনে॥
তোমাকে কহিব জবে জগত ঈশ্বর।
বাল্মীকির শিষ্য বলি করিহ উত্তর॥

(৫৩৯)

জখন গাইবে গীত সীতার বর্জ্জন।
পিতাকে না দিবে গালি না বলিবে কুবচন॥
ত্রিভুবনের নাথ রাম মুনির পূজিত।
হেন রামে দিবে গালি নহেত উচিত॥
আজিকার রাত্রি দোঁহে নিদ্রা জাহ সুখে।৫
কালি প্রভাতে গাইবে গীত রামের সম্মুখে॥
মুনিরাজে দুই ভাই করি অঙ্গীকার।
দোঁহেতে রহিলা জেন অশ্বিনীকুমার॥
রাম রাত্রি পোহাইল প্রত্যুষ বিহান।
একত্রে বসিআ দোঁহে করি অনুমান॥১০
দুই ভাই স্নান করিলেন রাত্রি প্রভাতে।
আগুসরিআ নিতে আল্য দুহে গীত গাইতে॥
আগুসারি গাইল গীত চাতরে চাতরে।
ক্রমে ক্রমে গাইল গীত রাজার গোচরে॥
দিন কৃত্য করি রাম পাই অবকাশ।১৫
গীত সুনিতে বসিলা রাম উপজিল হাস॥
ত্রিভুবনের রাজা আইল গীত সুনিবারে।
সভা পণ্ডিত আইলা জেবা বেদ উচ্চারে॥
আগম বেদ পড়ে জেবা পুরাণ পণ্ডিত।
বুড়া সব পণ্ডিত আল্য জে জ্ঞানে পূজিত॥
নৃত্যক গায়েন আল্যা জেবা গীত বুঝে।
সভা করি বসি রাম দুই গায়েনের মাঝে॥
সপ্তস্বরাতে গীত গায় সভাঁখণ্ডে বসি।
সুনিঞা গায়েনের গীত সবে হরষি॥
চারি ভাই শ্রীরাম গীতে দিল মন।২৫
সকল রাক্ষসে সুনে আর বানরগণ॥
সর্ব্বজন মেলি সভে করেন যুকতি।
রামের সমান দেখি দুইটী মুরতি॥

(৫৪০)

জটা বাকল পরেন এই মাত্র আন।
আকৃতি প্রকৃতি দোঁহে রামের সমান॥
গন্ধর্ব্ব স্বরে গীত গায়ে মধুর শ্রবণে।
গীতেতে মোহিত হৈলা সকল লোকজনে
শ্লোক ছন্দে গায় গীত বীণার শবদে।৫
মোহিত হইলা লোক গীতের অনুবন্ধে॥
নারদ হৈতে গীত গাই কুড়ি শিকলি।
কুড়ি শিকলি গীত গায়্যা গীত সঙ্কলি॥
একদিনের গীত জবে হৈল অবসান।
গীতে মোহিত রাম কিবা দিব দান॥১০
ভরতেরে আজ্ঞা রাম করেন হেন বেলা।
গায়েনে দেহ দান সুবর্ণ সহস্র তোলা।
গঠন অঙ্গুরী দেহ দশ সহস্র তোলা।
গায়েনেরে দান দিতে না করিবে হেলা॥
ভরতেরে তিন বার করিল আদেশে।১৫
সুবর্ণ এড়িল লৈআ গায়েনের পাশে॥
গায়েন বলে ফলে আমার উদর ভরে।
কি করিব এত দানে সুন মহাশয়ে॥
ধনে কিবা কাজ আমার ধনে পরিহার।
ঘর হৈতে আন্যাছ ধন জাউক ভাণ্ডার॥
ভাণ্ডারের ধন তোমার যাউক ভাণ্ডারে।
ধনে কার্য্য নাহি আমার ধনে পরিহারে॥
এমত সুনিঞা দুই ছাওআলের বোলে।
চমৎকার লাগিল সকল সভাতলে॥
রাম বলেন তোমরা দোঁহে কে আপনি।
কোন জনার কবিত্ব কোন কথা শুনি॥
কোন কবি কহিলেন আদি অবসান।
কাহার চরিত্র কহ কাহার বাখান॥

(৫৪১)

কাব্য বাখান কহিলেন সভার গোচরে।
তোমার চরিত্র গাইল বাল্মীকি মুনিবরে॥
তোমা জন্ম রহস্য গাইল বুড়া রাজা মরণ।
তোমা বনবাস গাইল সীতার হরণ॥
বালি রাজার বধ গাইল সাগর বন্ধন।৫
বিভীষণে রাজ্য দান বধ দশানন॥
সীতার পরীক্ষা গাইল দশরথের দর্শন।
পুষ্পরথে চড়ি তোমার দেশে গমন॥
আদি উপান্ত গাইল তোমার দর্শন।
সকল কথা সুন তুমি কমললোচন॥১০
দুই ভাই বাসা ঘরে গেলা বাল্মীকি সনে।
যজ্ঞ করিতে গেল রাম লৈআ মুনিগণে॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিত গাইল মধুর প্রবন্ধ।
প্রথম দিবসে গাইল গীতের অনুবন্ধ॥

নর বানর আর সকল রাক্ষসগণে।১৫
মা সপ্তমা লৈআ রাম রামায়ণ সুনে॥
দুই বালক গীত গায়ে জেন অমৃতের কণা।
সপ্তস্বরে গীত গায়ে বাজে মধু বীণা॥
দশরথের মরণ গায় রামের বনবাস।
গীত সুনি লোক সব ছাড়য়ে নিশ্বাস॥২০
ঘরে হৈতে দশরথ জখন বারি করি।
গীত সুনি কান্দে সকল অন্তঃপুরি॥
পুড়িবারে লৈআ জায় বালি বানরে।
মাথায় হাথ দিআ কান্দে সকল কপিবরে॥
বীরভাগ কোঙর ভাগ পুড়িল রাবণ।২৫
হাথ দিআ মাথে কান্দেন রাক্ষসগণ॥

(৫৪২)

জখন গাইলা গীত মায়ের বনবাস।
মায়ের বর্জ্জন গাইতে গদগদ ভাষ॥
দুই পুত্র প্রসবিল যমল সহোদর।
লব কুশ গীত শিক্ষিল বাল্মীকির ঘর॥
এতেক বৃত্তান্ত রাম গীত মুখে সুনি।৫
লব কুশ আপন পুত্র ততক্ষণ জানি॥
গীত রহাইআ রাম মনে মনে গুণে।
সীতা হেন স্ত্রী আমি এড়ি অকারণে॥
জার গর্ভে দুই পুত্র সর্ব্বগুণ জানে।
ত্রিভুবনে স্ত্রী নাহি সীতার সমানে॥১০
আর বিভা না করিব নাহিক সন্ততি।
বিনি দোষে এড়ি আমি হেন রূপবতী॥
এতেক গণিঞা রাম না দিল মেলানি।
পাত্র মিত্র লৈআ রাম কহেন কাহিনা॥
আমার বচন বাল্মাকে করাবে গোচর।১৫
পরীক্ষা দিআ সীতা আসুক মোর ঘর॥
মুনিকে কহিল শত্রুঘ্ন রামের উত্তর।
সীতাকে আনিতে পাঠাহ মুনিবর॥
শিষ্য হইতে না আসিব সীতা জে সুন্দরী।
সীতাকে আনিতে জাই আপনার পুরী॥২০
দেশ জাইতে রাম কারে না দিল মেলানি।
কালি পরাক্ষা দিব সীতা রাজরাণী॥
রাজায়ে মেলানি মাগে যজ্ঞ অবশেষে।
পরীক্ষা দেখিতে রাম রাখি সর্ব্বদেশে॥
রাত্রি প্রভাত হৈল করি স্নান তর্পণ।২৫
নানা দেশের রাজা আইল রাম দরশন।
জনকনন্দিনী সীতা লইব পরীক্ষে।
দেখিবারে সব লোক ধায় অন্তরীক্ষে॥

(৫৪৩)

সীতা পরীক্ষা লইব সর্ব্বত্রে ডাকরি।
দেখিবারে ধায় লোক অযোধ্যানগরী॥
নগরের বেঅস্যা ধায় লড়ি করি ভর।
কুজা খোড়া অন্ধক ধাইল অনুসর॥
লাজ ভয় এড়ি ধায় নগরের যুবতী।৫
উর্দ্ধস্বরে ধাআ জায় নারী গর্ভবতী॥
নানা জাতি লোক ধায়ে দেখিবার তরে।
বার্ত্তা কহিল গিআ রাজার অন্তঃপুরে॥
দশরথের বহু সব লাজে কাতর।
সীতার পরীক্ষা স্থনি কান্দে উত্তরোল॥১০
কেহ কাড়িআ পেলায়ে গায়ের আভরণ।
হাথ পা আছাড়ে কঙ্কণ করে ঝন ঝন॥
কেহো কাঢ়িআ পেলায়ে পায়ের নূপুর।
কেহো পুছিআ পেলায়ে মাথার সিন্দূর॥
ভুমিতে লোট্যায়্যা কেহো করয়ে ক্রন্দন।
কাহার ক্রন্দনে ভাসে চক্ষের অঞ্জন॥
হস্তের কঙ্কণ কেহো করিল চুরমার॥
শাশুড়ি সতিআ কেহো করে তিরস্কার॥
কোন কাজে জীয়ে সীতা কোন প্রিয়কাজ।
কুলের বহুআরি হৈআ এত বড় লাজ॥২০
ভাল হউক মন্দ হউক দিল বনবাস।
পরের বোলে সীতা এড় লোক উপহাস॥
প্রাণ মাত্র ধরেন সীতা তোঁমার লাজে।
কেমতে দাণ্ডাইবেঁন ভরিল সমাজে॥
শাশুড়ি সতিআ সভে করি কৃতাঞ্জলি।২৫
বারেক সভার ঘুচায় মুখের কালি॥
তিন বুড়ি গেলেন শ্রীরামের স্থানে।
রামকে বুঝাইল সভে বিবিধ বিধানে॥

(৫৪৪)

আপনি সে পরীক্ষা দিআ আনিলে ঘরে।
কার বোলে সীতাকে বাপু পাড় অর্থান্তরে
জনকের গৌরব রাখিত তোমার বাপ।
তোমাকে না জুআয় তারে দিতে মনস্তাপ
তপেতে আগল বড় রাজা বুঢ়া বয়েসে।৫
তার ঝিয়ের অপমান কর তার পাশে॥
মনে অসুখ করি রাজা না বলেন লাজে।
একবার পরীক্ষা দিলে আর কোন কাজে
দুই পুত্র লৈআ ঘরে করুণ প্রবেশ॥
প্রসন্নবদনে রাজা জানু আপন দেশ॥১০
অযোনিসম্ভবা সীতা উপজিল চাষে।
কুলের পাবনী সীতা পরীক্ষা দিব কিসে॥
এক বহু লাজ হৈলে সবাকার লাজ।
বনবাসে থাকুক সীতা নাহি কোন কাজ॥
রাম বলে ভাল হৈল দিল বনবাসে।১৫
বিনি পরীক্ষাতে আনি লোক উপহাসে॥
সীতা আনিতে রাম করিল উপরোধ।
কেহো নারিল রামে করিতে প্রবোধ।
সত্বরে চলিলা মুনি সীতার সন্নিধানে॥
সীতাদেবী করিল মুনির চরণে প্রণামে।২০
রাম সম্ভাষণে জত কহিল একে একে।
লব কুশ গাইল গীত রামের সম্মুখে॥
তোমা নিবার তরে রাম করিল যতন।
পরীক্ষা দেখিতে রহিল সর্ব্বজন॥
আমার বচন স্থন তুমি প্রাণ কর স্থির।২৫
তোমার পরীক্ষা হৈল জেন নীর খীর॥
নীর খীর পরীক্ষা হব না কর অনুতাপ।
তিল অর্দ্ধেক তোমার দেহে নাহিক পাপ॥

(৫৪৫)

একবার পরীক্ষা দেবতা বিদিত।
আর বার পরীক্ষা তোমার ললাটে লিখিত॥
চুল ছিণ্ডি দন্তে কুটা করিয়ে কাকুতি।
পাতালেতে থাকিব মাগো তোমার সংহতি॥
কুলবহু হৈয়া কত আসিব সমাজে। ৫
কোন স্ত্রী নাহি পায় এত বড় লাজে॥
অশেষ বিশেষ সীতা করেন করুণে।
সপ্ত পাতাল থাকি পৃথিবী তাহা শুনে॥
সীতাকে আনিতে পৃথিবী করি আগুসার।
সপ্তপাতাল হইতে হইল উদ্ধার॥ ১০
আচম্বিতে উঠিল সোনার সিংহাসন।
চতুর্দ্দিক আলো করিল মর্ত্ত্য ভুবন॥
নাগগণের মাথায় সোণার চতুলি।

* * *

নাগগণের মাথায় জ্বলে মণির কিরণ। ১৫
আলো করি উঠিল দেবী বেশ আভরণ॥
হার কেয়ূর নেপুর বস্ত্র পরিধান।
মূর্ত্তি ধরি উঠিলা দেবী সভা বিদ্যমান॥
আস আস বলি সীতা ধরিলেক হাথে।
বড় দুঃখ পাইলে ঝি রঘুনাথের আগে॥ ২০
পরীক্ষা লউক তোর সর্ব্বলোকের বোলে।
রাম রাজ্য করুক দোঁহে জাইব পাতালে॥
পৃথিবীর বোলে লোকে হরি বোলচাল।
মায়ের সহিতে সীতা গেলেন পাতাল॥
দেখিআ অদ্ভুত রাম পাইল সংসার। ২৫
সীতা পাতালে গেলেন লাগিল তরাস॥
পাতালে গেলেন সীতা করুণাময়ই।
দেখিয়া সকল লোক ছাড়ে হাহাকরি॥

(৫৪৬)

আঁখি কোণে না চাহিল দুই ছাওআলে।
রামের চরণ নেহালি গেলেন পাতালে॥
সীতাকে লআ পৃথিবী গেলা পাতালপুরী।
পুষ্প বৃষ্টি দেবগণ আকাশ থাকি করি॥
বিদ্যাধরা নৃত্য করে মৃদঙ্গ বাজায়। ৫
সাধু সাধু করি ডাকে দেবের সমাজায়॥
রামের সভায় উঠে ক্রন্দন অপার।
অন্যের কাজ আছুক দেবগণে হাহাকার॥
দেব গন্ধর্ব্ব আকাশে করেন অনুরোল।
সপ্ত পাতালে নাগলোকে হইল মহাগোল॥ ১০
ত্রিভুবনে কাহার নাহিক বোলচাল।
অবনী ছাড়িআ সীতা গেলেন পাতাল॥
সীতার চরিত্র শুনিলে পাপ নাহি থাকে।
সপ্ত পাতাল ভেদি পৃথিবী উঠি জা ডাকে॥
সুবর্ণ সিংহাসনে বসিয়া রহিলা জানকী। ১৫
সপ্ত পাতালে গেলেন সীতা কহি বাল্মীকি।
রামের মুখ নেহালে সীতার তরে চিন্তে।
রামের সভা খণ্ড আঁখির লোহে তিতে॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব রসাল।
উত্তরকাণ্ড গাইল সীতা গেল পাতাল॥ ২০
কৃত্তিবাস পণ্ডিত জখন কবিল রচনা।
আঁখির লোহ সম্বরিতে নারে কোনজনা॥
লোকের শুভ চিন্তি সীতা থাকিআ পাতালে।
সীতার বরে সভাকীরে বাঢ়ুক ঠাকুরালে॥

(৫৪৭)

সীতা সে পাতালে গেল পেলি হাথের বীণা।
মা মা বলিআ দুই ভাই জুড়িল করুণা ॥
জুড়াবার তরে মাগো গেলি সে পাতাল।
অনাথ করিয়া গেলে দুইটী ছাওআল ॥
তোর দয়া নাহি মাগো বড় পাটা বুকি। ৫
ভুলিআ পালিআ মাগো হইলে সে লুকি ॥
তোমা বিনে মাগো নাহি চিনি অন্যজনে।
তোমার বিহনে মাগো জাব কার স্থানে ॥
যে অবধি গেলে মাগো না দিলে দরশন।
অনাথ হইলাঙ মাগো জাব তপোবন ॥ ১০
মা বলিআ তোমা সনে না কহিল কাহিনী
তোমা বিহনে আমাকে কে দিব অন্ন পানি
আমা দুহা ছাড়ি তুমি গেলে সে পাতাল।
কাহার সঙ্গে থাকি আমরা দুই ছাআল ॥
এত বলি দুই জনে করেন রোদন। ১৫
ভুমিতে পড়িআ দোঁহে হরিল চেতন ॥
ত্রিদশের নাথ গোসাঞি হইলা কাতর।
তাহার সম্মুখে কান্দে দুই কোঙর ॥
আপনে কাতর হৈআ রাম করি অনুমান।
মুনি ঋষি বুঝায় পাত্র প্রধান ॥ ২০
বুড়া আদি করি ধায় সকল অন্তঃপুরী।
আহা মরি আহা মরি প্রবোধিতে নারি ॥
বাছা বাছা করি দোঁহাকে কোলে করি।
মুখেতে চুম্বন দিআ বলে ধীরি ধীরি ॥
তোমা সভা লৈআ আমার ভালমন্দ কথা২৫
সীতা সঙ্গে দেখা নাহি পাইল বড় ব্যথা ॥
সীতা সঙ্গে দেখা নাহি গেল দূরদেশ।
তোমরা রহিলা দোঁহে সীতার সন্দেশ ॥

(৫৪৮)

অদেখা হৈলা সীতা না দিল দরশন।
সীতার তরে তোমরা না কর ক্রন্দন ॥
কোন স্ত্রী পাত্যাইতে নারে সীতার দুই বাল
খুড়ি সব বলিল পাত্যাবার বেলা ॥
পরীক্ষা ঘুচরে বলি অনেক যতনে। ৫
স্ত্রীলোকের বোল রাম না স্থনিল কানে ॥
দৈব নির্ব্বন্ধ দেখ বাপু কর্ম্মের ফল।
এত লোক ছাড়িআ সীতা গেলা রসাতল॥
সীতা তোমার ছিল সে এক জননী।
আমরা সভে হৈল তোমার শতেক জননী১
সীতার সঙ্গে তোমার না হৈল দরশন।
সভে তোমার হইলাঙ সঙ্কল ক্রন্দন ॥
দুই ছাওআল কেহো জোগায় অন্ন পানি।
কোন জন পাত্যাইতে নারে কোন জননী
তিন ভাই আইলা ভাইপো পাত্যাবারে।১
স্ত্রীগণ এড়িয়া সান্তাইলা ভিতরে ॥
তিন ভাই বসিলা বিচিত্র সিংহাসনে।
সীতার পুত্র পাত্যাইলা মধুর বচনে ॥
আমা সভার মাতৃ ভাগ গোরিগিরলি।
রূপে রূপসি সব সোহাগে আগলি ॥ ২০
মাতৃ ভাগের মোহ আমরা নাহি ধরি মনে
অল্প বয়েসে মাতৃহীন হৈলাঙ চারি জনে ॥
তুমি সব তপস্বী হৈলা অল্প বয়েসে।
তপস্বী হৈআ কাতর হৈলে লোকে উপহাস
মহারাজার বীজ বাপু তোমার উৎপত্তি।২
ছাওআল হইয়া তুমি প্রামাণি কেমতি ॥
কালি পরশু বাপু তুমি বংশে হবে রাজা।
রাজা অল্পমতি হৈলে রাখিতে নারি প্রজা

(৫৪৯)

ভগীরথ রাজা আনি গঙ্গা ভাগীরথী।
তোমার রূপ বিভা করি সীতা হেন সতী॥
এই তুই থাকি আমার কুলের ভূষণ।
হরিসের বেলা বাপু কিসের ক্রন্দন॥
সীতা মা ধন্য তোমার তুমি থাক সুখে।৫
মরিআ সে জিয়ে সীতা স্মঙরিবে লোকে॥
চারি যুগ যু যবারে থাকিল কীরিতি।
এতেক বলিল তিনে করিআ স্তুতি॥
কাব্য কৌশল সুনি রাজা বড় কৌতুকী।
রাজা তুষিলে রাজ্য পাবে কি করে জানকী।
তুই জন লৈআ গেল রাজার সন্নিধানে।
সীতার তরে কান্দে রাম করিআ যতনে॥
সীতা লক্ষ্মী হারাইল আপন বিদ্যমানে।
কি করিব রাজ্য ভার কি করিব ধনে॥
সীতা লক্ষ্মী নিল রাবণ আমা অগোচরে।১৫
আমার বাণে রাবণ সবংশেতে মরে॥
পৃথিবী হৈতে আনি সীতা কোন কার্য্যগণি
এতেক লোকের আগে চুরি আমার ঘরণী॥
যজ্ঞ করি জনকরাজ আপন হালে চষি।
পৃথিবীতে উপজিল সীতা সে রূপসী॥ ২০
পৃথিবী হৈতে সীতার জন্মের অনুবন্ধ।
সে কারণে পৃথিবী সনে শাশুড়ী সম্বন্ধ॥
জোড়হাতে বলে সুন শাশুড়ী গর্ব্বিতা।
জামাঞিরে দুঃখ দেহ পাঠাআ দেহ সীতা॥
রাজকুলে কত আছেন কন্যা সুন্দরী।২৫
সীতার রূপ যৌবন সভাতে গোচরি॥
সীতা বই আমি অন্য স্ত্রীকে নাহি জানি।
সীতা স্থানে বিভা না করিব না দিব সতিনী॥

(৫৫০)

গোসাঞে আগলি তোমার কেন কর বিচ্ছেদ
শাশুড়ী হৈআ কেন দেহ এত ক্লেশ॥
মনস্তাপ কেনে দেহ মনস্তাপে পুড়ি।
কহিব পৃথিবী তুঞি কহিব শাশুড়ী॥
পাত্র মিত্রকে ডাকি আন বাণমতা।৫
পৃথিবী করিব খান খান উদ্ধারিব সীতা।
এতবলি রঘুনাথ আনি ধনুক খান।
ধনুকে জোড়িয়া বাণ পূরিল সন্ধান॥
তা দেখিআ দেবগণ করি হাহাকার।
বড়ই প্রমাদ হৈল উপায় নাহি আর॥ ১০
সব দেবগণ মেলি করিআ স্তুতি।
রামে স্তুতি করেন রাখিবারে ক্ষিতি॥
তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি মহেশ্বর।
সংসার পালন হেতু জগত-ঈশ্বর॥
কে জানি তোমার মায়া কে বলিতে পারে
দয়া করি রাখ প্রভু পৃথিবীর তরে॥
আপনি সকল জান সুন গুণমণি।
তোমার সাক্ষাতে আমরা কি বলিতে জানি
এতেক বলিল জবে ব্রহ্মা অগোচরে।
ইহা সুনি ব্রহ্মা কিছু বলে ধীরে ধীরে॥ ২০
আপনি প্রবোধে ব্রহ্মা সভাখণ্ড সুনে।
সদয় হইলা গোসাঞি রামের কারণে॥
মানুষ নহ তুমি পামর আপনা।
আপনা বুঝিআ তুমি ছাড়হ করুণা॥
আপনি বুঝহ তুমি কেমন অবতার।২৫
তোমার মহিমা আমরা কি বলিব আর॥
বাল্মীকি করিল কাব্য সুনিবেক সংসার।
জন্ম হৈতে কত দুঃখ হইল তোমার॥

(৫৫১)

স্থাদ্য রসে বাল্মীকি মুনি করিল প্রচার।
তোমার জন্মের কথা কি বলিব আর॥
তথা হৈতে আর জত তোমার চরিত্র।
অনাগত কাব্য করিল বাল্মীকি পণ্ডিত॥
ভূত ভবিষ্যৎ মুনি তপের বলে জানে। ৫
সর্ব্বপাপ খণ্ডে তোমার চরিত্র শ্রবণে॥
সম্পূর্ণ করি করিল বাল্মীকি মুনিরাজে।
বাল্মীকির কবিত্ব তোমার মনে নাহি বাজে।
বিষ্ণু অবতার তুমি ত্রিভুবনে ঈশ্বর।
পৃথিবীর রাজা তুমি গুণের সাগর॥ ১০
অগ্নিশুদ্ধ সীতা এড়িলে লোকের ডরে।
তোমার গুণ স্তুনিলে পাপ কি করিতে পারে।
জত বৃত্তান্ত বলিল উত্তর রামায়ণে।
উত্তর রামায়ণ স্তুনি জত ঋষিগণে॥
উত্তরোল হৈলে তুমি জানকীর শোকে।১৫
উত্তর রামায়ণ স্তুনিলে পাপ নাহি থাকে॥
স্তুনিঞা তোমার চরিত্র পাপ বিমোচন।
উত্তরকাণ্ড স্তুনিতে আইল মুনিগণ॥
ব্রহ্মা অন্তরিজিবারে আইলা সব ঋষি।
ব্রহ্মা বলে উত্তরকাণ্ড স্তুনিবারে বসি॥ ২০
* দেবলোক মুনিলোক বসিলা ঝাঁকে২।
শ্রীরামের ক্রন্দন স্তুনিঞা আস্থক
সর্ব্বলোকে॥
শ্রীরামের ক্রন্দন স্তুনি বাস্থকী উঠি
পাতাল হৈতে।
মূর্ত্তিমান হৈয়া আইলা আচম্বিতে॥

*৮ [illegible] শকের পুথি হইতে
[illegible]।

(৫৫২)

সর্পগণে বেষ্টিত বসিলা বাস্থকি।
জাগ্রোঞাইব ক্রন্দন সমুখ হইঞা ডাকি।
অতি ব্যগ্রতা দেখি রামে করি নিবেদন।
না কান্দ না কান্দ গোসাঞি সম্বর ক্রন্দন।
কার দোষ নাঞি প্রভু দৈব নির্ব্বন্ধ। ৫
সীতা হৈতে তোমা মনে * *
কোন দোষে সীতা তুমি দিলে বনবাস।
কোন লাভে সীতাকে আনিলে আপন
পাশ॥
মায়ের ঘরে আসি সীতা তিলেক নাঞি
থাকে।
মূর্ত্তি ধরি সীতা সঞ্চারিল তিনলোকে॥ ১০
সীতার তরে কান্দি রাম কেনে হৈলে দুখী
ত্রিভুবনে সঞ্চারিল সীতা চন্দ্রমুখী॥
নারায়ণ স্থানে আছেন লক্ষ্মী কমলা।
তথির ভিতরে সীতা সান্ধাইল এককলা॥
মর্ত্ত্যলোকে মানুষে পূজন্তি দেবতা। ১৫
পৃথিবীতে সঞ্চারিল সীতা পতিব্রতা॥
নাগলোকে মর্ত্ত্যলোকে পূজন্তি পাতালে।
তথির ভিতরে সান্ধাইল মানুষ মিশালে॥
স্বর্গলোকে সান্ধাইল দেবের পিরিতী।
সভাএ সান্ধাই দেখি তুমি সীতাপতি॥ ২০
স্থানে স্থানে সঞ্চারিল সীতাদেবীর গতি।
সীতার উদ্দেশে প্রভু কেনে দেহ মতি॥
সীতার উদ্দেশ কহিল দুষ্ট ছাওয়ালে।
বাল্মীকির ভবিষ্য কথা স্তুন সভাতলে॥
পাতাল পুরের কথা স্তুনি চমকি। ২৫
জোড় হাথে রামে সম্বোধে স্তুনি বাস্থকী।

(৫৫৩)

উত্তরোল হৈলা রাম অপূর্ব্ব সুনি গীত।
গীত সুনিআ সভে হইলা মূর্চ্ছিত॥
এত সুনি শ্রীরাম বাণ সম্বরিলা।
হাহাকার করি রাম নিশ্বাস ছাড়িলা॥
দুহ ছাওয়ালে রাম ধরি দুই হাথে। ৫
কোলে করি ছাওআল রাম সীতার তরে বাথে॥
কোন কালে হৈলা সীতা কোন কালে রামে।
জন্মে জন্মে খণ্ডে পাপ করি জার নামে॥
স্ত্রী হৈআ সীতাদেবী বড়ই ভকতি।
দেব প্রতি তুল্য দেখে আপনার পতি॥ ১০
নিজ পতির প্রসাদে নানা সুখ ভুঞ্জে।
নিজ পতির প্রসাদে সর্ব্বলোক রঞ্জে॥
নিজ পতি ছাড়ি স্ত্রীর আন নাহি গতি।
নিজপতি আরাধনে দুই লোকে সন্ততি॥
মিষ্ট অন্ন পান করি মধুর বচনে। ১৫
সর্ব্বত্র কুশল তার স্বামি আরাধনে॥
বিষ হৈআ স্বামী জদি দেই গালীগালি।
স্বামীর সৌভাগ্য সে সোহাগে আগলি॥
রাম সীতা নির্ম্মিত কৈল বসন্তে সাঁচে।
সোণার সীতা নির্ম্মাইআ সুখ রাত্রি বঞ্চে॥ ২০
হেন সীতা রাম দুহে আসি দেউক বর।
রাম সীতার বরে হউক অজর অমর॥
হেন রাম সীতার অদ্ভুত চরিত্র।
সকল জানেন কৃত্তিবাস পণ্ডিত॥

(৫৫৪)

বন বাস দিআ রাম সীতা থুইল বনে।
রাম ছাড়িআ সীতার আন নাহি মনে॥
এক ভাবে দুই জনে গড়িল বিধাতা।
যুগে যুগে গুপ্ত ভাবে বঞ্চে রাম সীতা॥
সন্দর্ভ জানি রামায়ণ করিল বিদিত। ৫
সকল পাঠানি জিনিল কৃত্তিবাস পণ্ডিত॥
অনেক পুণ্য করি উপজিল কৃত্তিবাস।
এসব কবিত্ব লোকে করিল প্রকাশ॥
সীতা পাতালে গেল হরিষে বিষাদ।
সুনিতে সুনিতে কবিত্ব অধিক রসাল॥ ১০
শ্লোক ভিতর সান্তাই নানা অর্থ আনে।
পাঁচালি রচিআ থুইল পোথার প্রমাণে॥
প্রাকৃতে শকতি আর পণ্ডিত নাহি দেখে।
দেবগণের আশীষে পড়ুক সর্ব্ব সুখে॥
রাম বলে গীত গাহ না করিহ ডর। ১৫
আমার পুত্র দোঁহে তুমি জগত ঈশ্বর॥
গীত গায় দুই ভাই উত্তম রসাল।
জেন মতে সীতা দেবী গেলেন পাতাল॥
চারি ভাই মায়ের গাইলেন মরণ।
কেকয় যুধাজিতের আইল ব্রাহ্মণ॥ ২০
বাণে ভরত গন্ধর্ব্ব দেশ জিনি।
সবংশে দেশ রাম ছাড়িআ দিল আপনি॥
কাল পুরুষ সঙ্গে রামের হৈল দরশন।
সংসার এড়িআ চারি ভাই করিল গমন॥
কহিল সব বৃত্তান্ত রাম সুনি সচকিত। ২৫
লজ্জিতে নারেন রাম দৈব নিকন্ধিত॥
দৈব নির্ব্বন্ধ সুনি সীতার পাসরিল শোক।
যজ্ঞ শেষে সমর্পিল জত সব লোক॥

(৫৫৫)

ব্রাহ্মণ সব তুষ্ট হৈল পাঞা নানা ধন।
ধনেতে সুখী হৈলা সকল মুনিগণ॥
সাক্ষাতে সভা দেখি হরিষ দশরথে।
নানাদেশ সভায় বুলি চাপিআ দেব রথে॥
পতিব্রতা স্ত্রীগণ স্বামী সঙ্গে মরে। ৫
স্বামিসঙ্গে কেলি করে থাকে স্বর্গপুরে॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিত ভণে উত্তর রামায়ণে।
দান করি দশরথ গেলা স্বর্গ ভুবনে॥

রাজ্যখণ্ড লৈআ রাম বসি রাজকাজে।
কেকয় দেশের ব্রাহ্মণ আইল দিব্য সাজে॥
তপস্বী ব্রাহ্মণ দেখি ব্রহ্মার সোসর।
রাজপরিচ্ছদে আইল রামের গোচর॥
ঘোড়া হাথী রাজবাদ্য পাইক বিস্তর।
রাজ সম্ভাষণে আইলা অযোধ্যা নগর॥
কটকে আইসে ব্রাহ্মণ করে তোল পাড় ১৫
ব্রাহ্মণ আগুসারে রাম হৈলা সুজাড়॥
কটক লৈআ চলিলা দেখিতে আপার।
পাত্রের সহিত রাম করিলা আগুসার॥

* * * *

আপন ঘরে নিল রাম করিল নমস্কারে॥২০
সব কুশ বার্ত্তা জিজ্ঞাসি ভরি সভাতলে।
কোন গুণ ধরে মোরে যুধাজিত মণ্ডলে॥
কুলে কুলীন মোর মামা ধনে মহাধনী।
মোর বাপ বিভা করিল তাহার ভগিনী॥
বাপ মোর থুআ গেল পরম বান্ধব। ২৫
মামা হৈআ ভাগিনার কথানে গৌরব॥

(৫৫৬)

হেন মামা কহিলেন মোর সন্নিধান।
মাতৃের মামা মোর শাসন না করি আন
এতেক বচন বলি রাম হইলা সহিত।
কেকয় রাজার বচন বলেন পুরোহিত॥
মামা তোমার পাঠাইল রাজ আভরণ। ৫
দশ সহস্র পাইক দেখ পুর সাজন॥
রত্ন পাটা রত্ন সব দেখিতে আপারে।
নানারত্ন মধুর রাজ উপভারে ভারে॥
যতেক বলিল তিহ আমার গোচরে।
মনে পরিহাসে জদি করহ সাদরে॥ ১০
বিশেষে গন্ধর্ব্ব সব লোকে সব জানে।
তিন কোটি পুত্রে জার বিক্রমে বাখানে।
সিন্ধুনদের দুই কূলে রাজ্যের পাতন।
হাথে অস্ত্রে রাজা করেন অপেক্ষণ॥
গন্ধর্ব্ব সব জিনিলে সে রাজ্য বইসে। ১৫
আপনে লড়হ আনে পাঠাহ পরিতোষে॥
মামার আজ্ঞাতে রামে কহেন হরিষে।
পাঠাইল দুই ভাই বসিয়াছিল পাশে॥
মারিব গন্ধর্ব্বগণে করি খণ্ড খণ্ড।
ভরতের দুই পুত্রে ধরাইব দণ্ড॥ ২০
রামের আদেশ হৈল ভরতের তরে।
সৈন্য লইয়া ভরত চলিলা সত্বরে॥
আপনে ভরত লড় সৈন্য লইয়া বিস্তর।
দুই পুত্রে রাজা করি আসিব সত্বর॥
ভাই ভাইপো পাঠাইল সৈন্য বিস্তরে। ২৫
অযুরক্তি থুইল লৈয়া সকেত নগরে॥
চলিলা অনেক সেনা রাজার নগরে।
পুরোহিত আগু করি গেলা মামা ঘরে॥

(৫৫৭)

ভাগিনা নাতি দেখি রাজা হৈলা হরষিত।
স্নান ভোজন শয়নে কটক আপ্যায়িত ॥
প্রভাতে গন্ধর্ব্ব উপরে কটকের ধাড়ি।
হাতে অস্ত্র গন্ধর্ব্ব সব যুঝিতে বড়াবড়ি ॥
বাণ বৃষ্টি গন্ধর্ব্ব এড়ে জাঠি ঝগড়া। ৫
হাথি সম্মুখে না রহে পালাইল ঘোড়া ॥
বাণ বরিষয়ে গন্ধর্ব্ব ধনুকে টঙ্কার।
পড়িল অনেক সৈন্য করি হাহাকার ॥
ভরতের দুই পুত্র তারক পুষ্কর।
সংগ্রাম জিনিয়া বলে ভরতের কোঙর ॥ ১০
আপনি কেকয় জুঝে পাছু জুঝে নাতি।
রামের প্রিয় জুঝে ভরত মহামতি ॥
সভার সঙ্গে জুঝে ভরত মুরতি।
রণে সম্ভাইআ মারে মদমত্ত হাতি ॥
কাটিআ পেলে ভরত সাজন হাথি ঘোড়া ১৫
ভরতের বাণে গায়ে পড়য়ে সিকড়া ॥
সাত রাত্রি রণ হৈল কার নাহি জয়।
দেব দানব দেখিয়া হইলা বিস্ময় ॥
ভরত তাহার সনে জুঝে সাত রাত্রি।
আজি রণে গন্ধর্ব্বের না থুই সন্ততি ॥ ২০
সম্বর্ত্ত নামেতে অস্ত্র অতি ভয়ঙ্কর।
হেনই দুর্জ্জয় অস্ত্র জুড়িল সত্বর ॥
সম্বর্ত্ত অস্ত্রে বিন্ধে গন্ধর্ব্ব তিন কোটি।
তিন কোটি গন্ধর্ব্ব মৈল করি ছটফটি ॥
এক অস্ত্রে তিন কোটি গন্ধর্ব্বে বিনাশ। ২৫
দেখিয়া ত দেবগণে লাগিল তরাস ॥
দেশ বসাইতে রহিলা বীর পঞ্চ বৎসর।
নানাদেশে নানারত্ন উপজিল বিস্তর ॥

(৫৫৮)

তাক্ষশিলা দেশে তাক্ষ হৈল অধিপতি।
পুষ্করের রাজা দিলেন পুষ্করাবতী ॥
রাজ সহ তুলি দিল অশ্বগজে আওয়াস।
পঞ্চ বৎসরে আইল শ্রীরামের পাশ ॥
ভাই দরশন করিল সাক্ষাতে ধর্ম্ম অবতার ৫
দুঁহে আসি মাথা নোঙাইল তিনবার ॥
নানারত্ন লৈয়া করি রাম দরশন।
গন্ধর্ব্ব বধ স্থনি রামের হাস্য বদন ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের সরস পাচালি।
গন্ধর্ব্ব জিনিঞা আইল ভরত মহাবলী ॥ ১০
রাম বলে অযোধ্যাতে লক্ষ্মণের কোঙর।
ভাল দেশ দেখিয়া করায় দণ্ডধর ॥
জে দেশে কোন রাজার নাহিক শাসন।
জে দেশ বর্জ্জিত নহে ঋষি মুনিজন ॥
হেন দেশে বসাহ লৈয়া আনহ লক্ষ্মণে। ১৫
সেই দেশে রাজা কর লইয়া দুই জনে ॥
রামের বচন স্থনি বুদ্ধের সাগর।
উত্তরা পথে দুই দেশ অতি সুন্দর ॥
চিত্রাঙ্গদেরে নিঞা গেলা বীর লক্ষ্মণ।
চন্দ্রকেতু লৈআ গেলা ভরত বিচক্ষণ ॥ ২০
দুই দেশে দুই রাজা হৈলা আওসার।
নিষ্কণ্টক করি দিলা দুঁহে রাজ্যভার ॥
দুই কোঙর দুই দেশ সঙ্কলি দুই বীরে।
রাম দরশন করি আসিয়া তৎপরে ॥
চারি ভাইকে চারি রাজ্য দিল করি শাসনে।
মথুরায় রাজা কৈল শত্রুঘ্ন নন্দনে ॥
অযোধ্যাতে রাজ্য করি দিল লব কুশে।
অষ্টকুমারে রাজ্য দিলা মহাপুরুষে ॥

(৫৫৭)

আপনপোয়ে ভাইপোয়ে না করি ভেদ।
পাত্র মিত্র কাহাকে না কহিল খেদ ॥
এগার সহস্র বৎসর করিল রাজা ভোগে।
ত্রিভুবন তুষি রাম রাজা ত্রেতা যুগে ॥
গুণের সাগর রাম গুণসাগরা সীতা। ৫
জার গুণে বনে পশুবন্দী তার কিসে চিন্তা।
দশরথের বহু দশরথের নাতি।
জাহার নাম করিলে হয় স্বর্গে বসতি ॥
কৃত্তিবাসের কবিত্ব সংসারে আনন্দ।
পোথার কাহিনী করিল বিচিত্র প্রবন্ধ ॥ ১০
কৃত্তিবাস অদ্ভুত করিলেন রামায়ণে।
আনন্দিত হৈআ স্তুন সকল ত্রিভুবনে ॥

কালপুরুষ অযোধ্যাতে করিল গমন।
অদ্ভুত আনন্দ জেন দেখি সব জন ॥
রাজদ্বারে দেখি লক্ষ্মণ বীরের দেআন। ১৫
ব্রহ্মার দূত আমি আইলাঙ রামের স্থান ॥
হাথে স্যোণার লাঠি লক্ষ্মণ গেলা সম্ভ্রমে।
রাজ্য ব্যবহারে মাথা লোঙাইল রামে ॥
তিনলোক জিনি গোসাঞি ধার্ম্মিকমতি।
ব্রহ্মার দূত গোসাঞি করিয়ে আরতি ॥ ২০
রাম বলে ঝাট আন করি পুরস্কার।
আমা ঠাঞি ব্রহ্মদূত কৈল আগুসার ॥
রামের আদেশে লক্ষ্মণ আনি সত্বর।
ব্রহ্মদূত দেখিল জেন জ্বলন্ত ভাস্কর ॥
পাদ্য অর্ঘ দিল [illegible] বসিতে আসন। ২৫
[illegible] রাম [illegible] ॥

(৫৬৮)

তোমা দরশনে কৃতার্থ হইলাঙ এখন।
আমার স্থানে ব্রহ্মার আছে কোন প্রয়োজন
কাল পুরুষ বলে আছে স্তুনহ বচন।
তোমা সনে সম্ভাষা না স্তুনে কোনজন ॥
সত্যাই শুনিলে তাকে মারিব পরাণে। ৫
ব্রহ্মার বচন কেন না ধরসে মনে ॥
রাম বলেন ভাই স্তুনিলে লক্ষ্মণ।
যত্ন করিয়া না স্তুনিল এসব বচন ॥
স্তুনিবার কাজ আছে যে আমা পানে চায়
তবে আমা চাঞি তার প্রাণ নাহি রয় ॥১০
পাত্র মিত্র লৈআ লক্ষ্মণ দ্বারখান রাখে।
রাজ কর্ম্ম জত পড়ে সকল আপেখে ॥
দ্বারে হাথ দিয়া রাম বসিল তখন।
কাল পুরুষকে রাম বলিল বচন ॥
কালপুরুষ বলি তোমা পরিচয় করি। ১৫
তোমার পূর্ব্বদেহ সকল সংহারি ॥
জখন করিলে গোসাঁঞি সৃষ্টি সৃজন।
মায়াতে উপজিল তোমার নন্দন ॥
আমাকে সহায় হৈয়া দিলে অধিকার।
সকল সৃষ্টি বুলি আমি করি সংহার ॥ ২০
মায়াতে মধু কৈটভ হইল উৎপত্তি।
নাভিপদ্মে ঠাঞি দিআ থুইল প্রজাপতি ॥
সকল সৃষ্টি রক্ষা করি দিলে অনুমতি।
কশ্যপ মুনির বাপ মায়া ভূপতি ॥
সৃষ্টি রক্ষা করি তুমি ব্রহ্মাকে দিলে ভার
ব্রহ্মার বোলে তোমা বুঝাইতে আগুসার ॥
রাবণ হৈতে দেবগণ পাইল [illegible]
[illegible] তুমি [illegible]

(৫৪৫)

মর্ত্ত্য পাইয়া ছিলে এগার সহস্র বৎসর।
সম্পূর্ণ বৎসর গেল তবু না হৈলে সত্বর॥
বিষ্ণু অবতার হৈয়া হৈলে মর্ত্ত্যকুলে।
কাহাকে দেখা না দিয়ে সভ হৈলে॥
স্বর্গবাস এড়ি সবে থাক মর্ত্ত্য বাসে।৫
আপন ইহাতে থাকিলে লোকে পরিহাসে
রাম বলে তোমারে আমি হরিষ অপার।
আমি গেলে হইবেক সকলি সংহার॥
ব্রহ্মা হৈতে আইলাম তথা করি গমন।
অপূর্ব্ব তুমি মহাশয় অপূর্ব্ব দরশন॥১০
কালপুরুষ সনে রাম করে সম্ভাষণ।
হেন বেলা দুর্ব্বাসা আইল ততক্ষণ।
দুর্ব্বাসা মুনি সে তেঁহ তপের সাগর।
সর্ব্বশরীরে তার দেখিতে পাণ্ডুর॥
পবন গমনে দুর্ব্বাসা দেখি চরিত্র।১৫
উন্মত্ত পাগল মুনি সংসারে বিদিত॥
উজ্জ্বল পিঙ্গল জটা দেখি সারি।
রাজদ্বারে দেখি বসিয়া লক্ষ্মণ দুআরি॥
লক্ষ্মণ দেখিয়া মুনি বলিল উত্তর।
রামে গোচর করি আমা লেহ ভিতর॥২০
দুর্ব্বাসার ভয়েতে ডরাইল লক্ষ্মণ।
জোড়হাথ করি কিছু বলেন বচন॥
চারি বেদে বিধান তুমি সে অবতার।
কোন দিগ্ হইতে তোমার আগুসার॥
কথা হৈতে গোসাঞি তোমার আগমন।২৫
তোমার মহিমা প্রভু বলিবে কোন জন॥
আমাকে করহ কৃপা নয়নের কোণে।
সেইজন মহাতপা জ্ঞান কেন মনে॥

(৫৪৬)

সূর্য্যের তেজ আর তুমি সে মুনিজন।
পবনের গতি আর জলন্ত হুতাশন॥
সংসার তারিতে পার তোমার শকতি।
তুমি পবিত্র করিতে পার বসুমতী॥
খানিএক গোসাঞি কৃপা কর মনে।৫
আমি কি বলিতে পারি তোমার চরণে॥
খানিক বিলম্ব করহ শুনহ বচন।
কোন কার্য্য লাগিয়া বিরস করিছ মন॥
জোড়হাথ করি লক্ষ্মণ জত বোল বলে।
পাকল আঁখি করি মুনি লক্ষ্মণ নেহালে॥১০
অযোধ্যার রাজা তোমরা সংসার ঠাকুর।
তেকারণে দর্প তোমার বাড়্যাছে প্রচুর॥
লক্ষ্মণ * * * *
লজ্জা নিবারণ মোরে হেন সব গণে॥
শাপ-অগ্নি দিমু আজি কোন জনে তরি।১৫
শাপ অগ্নিতে পোড়াইব অযোধ্যানগরী॥
লক্ষ্মণ পানে চাহে মুনি * *
নির্ব্বংশ করিমু আজি দশরথ নৃপতি॥
মুনির শুনিয়া বোল লক্ষ্মণ ছাড়ে নিশ্বাস।
আমা লাগি হবে কেন বাপের বংশ নাশ॥
* * লোভায় মাথা।২০
কালপুরুষ সঙ্গে রাম ছাড়ে গুপ্তকথা॥
কালপুরুষে রাম দিলেন মেলানি।
দুর্ব্বাসাকে নমস্কারি দিল আসন পানি॥
জোড়হাথে বলেন রাম কেন আগমন।২৫
দুর্ব্বাসা বলে অধিক নাহি প্রয়োজন॥
আহার নাহি করোঁ এক সহস্র বৎসর।
পারণা করাহ মোরে শুনহ সত্বর॥

(৫৪৭)

এ বোল শুনি রাম হইলা চিন্তিত।
পারণ করাতে মুনিকে হইলা ত্বরিত ॥
অন্ন ব্যঞ্জন তখন আইলা সত্বরে।
পারণ করিয়া মুনি গেলা নিজালয়ে ॥
কালের কথা স্মরি রাম ভুলি মনে মনে।৫
গুপ্তকথা কহিতে রাম দেখিল লক্ষ্মণে ॥
কোন কর্ম্ম করিব নির্ণয় করিতে নারি।
ধ্যান করি রহিলা ত্রিদশ-অধিকারী ॥
হৃদে তোলপাড় করেন চক্ষেতে লোহ পড়ে
পাত্র মিত্র তরে রাম নিশ্বাস এড়ে ॥১০
পাত্র-মিত্রের মুখে না আইসে উত্তর।
জোড়হাথ করি বলে নহিয়ে কাতর ॥
মায়া মোহ ছাড়ি মোর করহ বর্জ্জন।
সত্য বলি গোসাঞি তুমি করিবে পালন ॥
তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি নারায়ণ।১৫
তোমার মহিমা প্রভু জানে কোন জন ॥
চারি বেদে তুলনা দিতে না পারে সংসারে
বশিষ্ঠ মহামুনি আইলেন তৎপরে ॥
সত্য কহি তপস্বীর করি সম্ভাষণ।
দুর্ব্বাসার বচনে জেন আইল লক্ষ্মণ ॥২০
পণ্ডিত সব বলে কোপ না করহ মনে।
সত্য ভঙ্গ হইল কি করিব লক্ষ্মণে ॥
বিষ্ণু-অবতার তুমি ধর্ম্মশরীর।
তুমি সত্য লঙ্ঘিলে ত্রিভুবন নহে স্থির ॥
রাজা করিবারে বাপে * * ২৫
* পাঠাইল তথা কেকই সতাই ॥
সত্য করিল রাজা আকুল কারণে।
সত্যতে ভাঙ্গিল রাজা রাম পাঠায় বনে ॥

(৫৪৮)

সত্য করিল রাজা সভাবিদ্যমানে।
হেন কালে * * পাঠাইল বনে ॥
তোমা পাঠাইয়া রাজা প্রাণ তেজিল।
পুত্রশোকে রাজা সকল মজাইল ॥
সত্য লাগি তোমার এতেক দুর্গতি।৫
সত্য লাগি * * পাইল খেতি ॥
পো বর্জ্জিতে তোমার বাপ কাহি নাহি আনে
তাই বর্জ্জিতে তুমি আনিলে সর্ব্বজনে ॥
বাপ হইতে রাম তোমার আধা বাখান।
ভাই বর্জ্জিতে তোমার স্মরি অনুমান ॥১০
তুমি বর্জ্জিলে লক্ষ্মণ মরিব ততক্ষণ।
লক্ষ্মণ-মরণ হৈলে তোমার মরণ ॥
তোমার পশ্চাতে জাব সকল সংসার।
সকল শূন্য করিয়া তোমার আগুসার ॥
ভাই ভাইপোয়ে তুমি পর্ব্বতের চূড়া ॥১৫
তুমি না থাকিলে সকল হইবেক গুড়া ॥
দারুণ শরীর পড়িলে নাহি প্রতিকার।
পাত্র সঙ্গে চিন্তা করি সকল সংসার ॥
ছাতা দণ্ড ধরিতে তুমি করিতে অধিবাস
বাপের সত্য পালিতে গেলে বনবাস ॥২০
অগ্নিশুদ্ধা সীতা এড়িলে পরমসুন্দরী।
স্ত্রী ছাড়িয়া রাজ্য করিলে হৈয়া ব্রহ্মচারী ॥
জত কর্ম্মচারী তুমি না করি মন্ত্রণা।
লক্ষ্মণের লাগি কেনে কর * * ॥
তোমার সত্য লঙ্ঘি জদি জীবেন লক্ষ্মণ।২৫
লক্ষ্মণ জীবার তরে কৈল প্রয়োজন ॥
আপনি জানিয়া কেন কর অনুমান।
কাতর ছাড়িয়া গোসাঞি কর সমাধান ॥

(৫৪৯)

রাম বলেন তোমারে করিলাও বর্জ্জনে।
তোমার সহিতে ভাই নাহি দরশনে ॥
কালপুরুষ সঙ্গে তুমি হও আগুয়ান।
প্রতিজ্ঞা করিল তোমার লইতে পরাণ ॥
মরণ তেজিতে লক্ষ্মণ হন আগুনার ।৫
সত্য লাগি তোমার সহি এত ভার ॥
সোণার লাঠি এড়িলেন রাজ-আভরণ।
রামের চরণে বিদায় মাগিল লক্ষ্মণ ॥
রাজ্যখণ্ড পাছু পাছু চলিল সব দেশ।
সরযুর জলে লক্ষ্মণ করিল প্রবেশ ॥১০
সরযু নদী বহে অতি খরসান।
ঝাঁপ দিয়া লক্ষ্মণ তাহে তেজিল পরাণ ॥
মনুষ্যদেহ ছাড়ি হইল দেব-মূরতি।
বিষ্ণুর চতুর্থ অংশ হৈলেন দেবের পিরিতি
দেবগণে লৈআ গেলা বৈকুণ্ঠপুরী ॥১৫
বিষ্ণুর শরীরে মিশাইল দেবে নমস্করি ॥
রামের সেবা করি লক্ষ্মণ বৈকুণ্ঠে গেলা।
লক্ষ্মণের গুণ দেখি পুলকিত হৈলা ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের সরস পাঁচালি।
রামায়ণ গাইল অদ্ভুত শিকলি ॥২০

লক্ষ্মণের মরণ শুনি শ্রীরাম কাতর।
ছাত্র দণ্ড ধরিতে চাহে ভরত উপর ॥
রাজ্যশূন্য কভু নহে অযোধ্যানগরী।
ভরত ভাই রাজা হৈবেক দণ্ডধারী ॥
* * চৌদ্দ বৎসর রাজ্য রাখি ।২৫
এবে ভাই রাজা হও নরলোক রাখি ॥

(৫৫০)

এতেক বলিল রাম শুনি পাত্রভাগে।
জোড় হাথ করি বলে শ্রীরামের আগে ॥
নানা ভোগ ভুঞ্জিল করি নানা অধিকার।
তোমার প্রসাদে রাজ্য করিল সংসার ॥
ধর্ম্মপথ পাছু হবেক তোমাতে মোর মতি৫
তোমাভিন্ন রাজ্য করিব জবে আছে মতি ॥
তোমার পাছ জাব আমি আমার ব্যবহার।
তোমার বিহনে মোর কিসের অধিকার ॥
অযোধ্যাতে কুশ করি ধর ছত্র দণ্ড।
উত্তরদিকে রাজা হউক লব প্রচণ্ড ॥১০
দুই ভাইয়ে রাজা করি রাম মহাশয়।
ছত্র দণ্ড দিয়া রাম আর কিছু কয় ॥
এতেক প্রমাদ পড়িছে শত্রুঘন নাহি জানে
শত্রুঘন না দেখি রাম মনে মনে গুণে ॥
ভরত বলে রাজ্যখণ্ড ছাড়ি জীবনে আশ।১
হেট মাথা করিআ কান্দে ছাড়িআ আশ ॥
দণ্ডবৎ করি বলে পড়িআ ভূমিতলে।
রাজ্যের তরে রামে বুঝাইআ বলে ॥
রাজ্যখণ্ড লোটাইআ কান্দে তোমার আগে
রাজ্যখণ্ডের বার্ত্তা তোমাকে জানিতে লাগে
রাম বলেন কোন দান দিতে হয় সমান।
জেই চাহ তাই দিব শুনহ প্রমাণ ॥
রাজ্যখণ্ড বলে কিছু না মাগিয়ে দান।
তোমা বিনে আমা সবার গতি নাহি আন
তোমার প্রসাদে ভোগ ভুঞ্জিল বিস্তর ।২৫
আমা সবা সঙ্গে করি লেহ গদাধর ॥
কি করিব ঘর বাস কি করিব ধন।
এই প্রস্তাব শুনিলে হয় পাপবিমোচন ॥

(৫৫১)

কোন ভাবে তোমা বিনে থাকিব সংসারে
তোমার সহিতে আমরা জাব স্বর্গপুরে॥
অনেক প্রকারে কৈলে সভার পালন।
আবার বেকে লজ্জা জাবে সকল পরিজন॥
তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি নারায়ণ।৫
তোমার মহিমা প্রভু জানে কোন জন॥
আমরা কি বলিতে পারি তোমার চরণে।
যদি কৃপা কর গোসাঞি আপনার গুণে॥
তুমি স্বর্গ তুমি মর্ত্ত্য তুমি সে পাতাল।
সর্ব্বদেবের দেব তুমি তুমি নিরাকার॥১০
অনন্ত মূর্ত্তি ধর গোসাঞি বৈকুণ্ঠে স্থিতি।
সংসারপালন হেতু আপনার গতি॥
এত স্তুতি করি জদি বলেন পরজা।
আশ্বাস করিয়া তারে বলে রাম রাজা॥
ভাল ভাল বলি রাম করি অঙ্গীকার।১৫
আমা সঙ্গে যাবে যদি ছাড় ঘর দ্বার।
রামের বচনে প্রজা হরষিত মন।
আপন ভবনে গেলা হইআ একমন॥
দুই পুত্রে রাজা রাম করি শুভক্ষণে।
আট সহস্র রথ ব্রহ্মা পাঠাই ততক্ষণে॥২০
অষ্ট সহস্র রথ পাইল জনে জনে।
বিস্তর হস্তী দিল বিস্তর দিল ধনে॥
বিস্তর দিলেন তারে জাবী ধাগড়া।
আর যত দিল তারে চড়িবারে ঘোড়া॥
বানরকে পাঠালে দূত আনিতে বিভীষণ।২৫
পাঠাইআ আনে সকল বানরগণ॥
শত্রুঘ্নে পাঠাইল দূত জানিয়া বৃত্তান্তে।
শীঘ্র দূত গেল মধুরাভবনে॥

(৫৫২)

সকল বৃত্তান্ত কহি শত্রুঘনের কাছে।
অযোধ্যা তেজিয়া রাম করিব গমনে॥
কুশ রাজা করি রাম দিআ কুশাবতী।
অযোধ্যাতে কৈল রাজা লব মহামতি॥
ভরতের দুই পুত্রে দিল অবন্তী পুরী।৫
রামের সঙ্গে ভরত যাব মনে করি॥
বংশক্ষয় শুনি বীর হেট করি মাথা।
পুরোহিতে শত্রুঘন সকল কহে কথা॥
সুবাহু নামে পুত্রে করি মথুরার নৃপতি।
শত্রুঘাতী সকল রাজ্য দণ্ড অধিপতি॥১০
ঘোড়া হাতী রাজসৈন্য দিলেক অপার।
নানা রত্ন দিল আর অনেক ভাণ্ডার॥
দুই পুত্রে সব দিআ চড়িল সত্বরে।
রাম দেখিবারে আইলা অযোধ্যানগরে॥
জলন্ত অনল যেন দেখিতে সুন্দর।১৫
বাকলখানি পরিধান দেখি গুরুতর॥
মুনির বেশ ধরিআ মুনিতে বেষ্টিত।
দূর হইতে নমস্কার হইলা মহাবীর॥
দুই পুত্রে দিল রাম আপন অধিকার।
তোমার গমনে জাব করি অঙ্গীকার॥২০
লবণ মারিতে তুমি দিলে অধিকার।
অলঙ্ঘ্য বচন তোমার কে লঙ্ঘিব আর॥
তোমার চরণ দেখি অযোধ্যাভুবনে।
যত দিন না দেখোঁ তোমা বার্থ জীবনে॥
হেন বোল না বলি প্রভু কৃপা করি মনে।
নিশ্চয় জাইব গোসাঞি তোমা সনে॥
দেবপুত্র কপি সুগ্রীব অঙ্গদ [illegible]।
সুগ্রীব অঙ্গদ আইলা সকল [illegible]॥

অঙ্গদ, নল কেশরী আর সুষেণ।
গয় নীল মহেন্দ্র দ্বিবিদ এই পঞ্চজন॥
গয় গবাক্ষ শরভ গন্ধমাদন।
জাম্বুবান্ ভল্লুক আইলা ব্রহ্মার নন্দন॥
বিভীষণ আইলা সকল রাক্ষসগণ।৫
শ্রীরামে আসিয়া করি চরণবন্দন॥
শ্রীরাম করিল যাত্রা সকল অন্ধকার।
এড়িয়া যাবে প্রভু দিআ দারুণ প্রহার॥
সেবক হৈআ আছি প্রভু করিআ আরতি।
তুমি জাইবে আমি জাইব সংহতি॥১০
রাম বলেন বিভীষণ না করিও আন।
আমার গমনে তোমার নাহিক গমন॥
লঙ্কাতে অধিকার দিলুঁ ভুঞ্জ যুগে যুগে।
আমার শপথ যদি বল আমার আগে॥
হনুমান্ বলি তোমারে পবননন্দন।১৫
আমার সঙ্গে যাইতে না কর রোদন॥
যাবৎ আমার নাম থাকে দেববাণী।
পৃথিবী থাকিব যাবৎ সাগরের পানি॥
তত কাল হইবে তুমি অজর অমর।
মনে কিছু না করিবে আমি দিল বর॥২০
মহেন্দ্র দ্বিবিদে মরু নাহি অমৃতপানে।
আমার সঙ্গে জাবে তুমি কোন্ প্রয়োজনে
ব্রহ্মার নন্দন জাম্বুবান্ আনে ব্রহ্মাগণ।
চিরজীবী হয় তুমি দিল বরদান॥
আর সব সেনাগণ জাব মোর সাথে।২৫
আপন ইচ্ছাতে আসুক মোর সঙ্গেতে॥
বানর সব লভিলা যে শ্রীরামে ভকতি।
অমর হইবে বানর আর যে সন্ততি॥

(৫৫৪)

কাহো দেশে থুপ রাম কেহ সঙ্গে নড়ে।
রামের গুণ গাআ তারা আনন্দে পড়ে॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের সকল গোচর।
আপনি সরস্বতী জার তুণ্ডের উপর॥

শয়ান ত্যজি রাম নড়ি রাত্রি প্রভাতে।৫
মহাপথে যাত্রা করি জিজ্ঞাসি পুরোহিতে॥
অগ্নিহোত্র লইয়া নড়িলা পুরোহিত ব্রাহ্মণ
অযোধ্যা ছাড়িআ রামের স্বর্গগমন॥
রাজবস্ত্র ছাড়িয়া বাকল পরিধান।
হাতে কুশেতে রাম করিলেন প্রস্থান॥১০
মহাপথে যাত্রা রাম হইলা মৌনব্রতী।
রামের সাক্ষাতে জায় লক্ষ্মী মূর্ত্তিমতী॥
মূর্ত্তি ধরি লজ্জাবতী রামের দক্ষিণে।
মূর্ত্তি ধরি রামের আগে যায় আগুয়ানে॥
নানা বস্ত্র সঙ্গে যায় পুরুষ-আকার।১৫
দেবমাতা অস্ত্রী হুহুঙ্কার সটঙ্কার॥
ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসী নড়িলা বিস্তর।
রামে অনুব্রজি গেলা সকল নগর॥
অন্তঃপুরী লইআ ভরত করি আগুসার।
তাহার পাছু নড়িলেন সকল সংসার॥২০
নপুংসক লোক চলে জেবা স্ত্রীলোক থাকে
সর্ব্বলোকে স্ত্রী চলে ছাওয়াল হাতে কাঁখে
শত্রুঘন বীর নড়ে সভার পরাণ।
বৈরাগী যোগী ভোগী চলে দরিদ্র কাঙ্গাল
স্থাবর জঙ্গম আইলা রাম দরশনে।২৫
ঘর দ্বার এড়িয়া চলিল রামের [illegible]॥

(৫৫৫)

কত কত চলিল কতেক নিব নাম।
শ্রীরামের চরণে গিয়া করিল প্রণাম ॥
গুণের সাগর রাম দেখিলে মোহ লাগে।
স্বর্গদ্বার মুক্ত হইল জেবা গেল সাতে ॥
জে জন শুনে প্রভুর অক্ষয় স্বর্গবাস।৫
উত্তরকাণ্ড গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবাস ॥

দিন দিন পথ বজি শ্রম নাহি মানে।
হিমালয় পর্ব্বত পাইল তিন দিনে ॥
গঙ্গা ডাহিন করি চলি গেলা সুখে।
শুনিয়া রামের শব্দ ধায় উর্দ্ধমুখে ॥১০
রত্ননির্ম্মিত রথ যত পথে প্রকাশ।
জার আলাতে হইল সূর্য্যের প্রতাপ ॥
সুগন্ধি শীতল বায়ু বহে নিরন্তর।
গন্ধর্ব্বেরা গায় গীত নাচে বিদ্যাধর ॥
গঙ্গা সরযূ যথা বহে থরতর।১৫
* * * ছাড়িয়া প্রভু দিলেন উত্তর ॥
পূর্ব্বপুরুষ মুক্ত মোর সরযূর জলে।
গঙ্গা ছাড়িয়া গোসাঞি সরযূকে বলে ॥
পিতা দেখা দিলা মোর সরযূর তীরে।
* * * * সে অন্তরে ॥২০
বিলম্ব দেখিয়া সীতা (?) পিণ্ড দিল দান।
পিণ্ড পাঞা পিতা মোর গেলা স্বর্গস্থান ॥
সরযূ বাখানি প্রভু আপনার গুণে।
হেনকালে ব্রহ্মা আইলা শ্রীরামের স্থানে ॥
ব্রহ্মাকে দেখিয়া রাম বলেন বচন।২৫
শ্রীরামে দেখিয়া ব্রহ্মা করিল স্তবন ॥

(৫৫৬)

আইস আইস গোসাঞি আইস স্বর্গপুরে।
তোমার মহিমা প্রভু কে বলিতে পারে ॥
আমা হেন কত ব্রহ্মা তোমার নাভিকমলে।
আমি কি বলিব প্রভু চরণকমলে ॥
বড় ভাগ্য মানি প্রভু আইলে অমর দেশ।৫
আপন মূর্ত্তি আপন দেহে করহ প্রবেশ ॥
দেবের দেব তুমি ত্রিভুবন-ঈশ্বর।
সকল সংসার নহে তোমার অগোচর ॥
তিন ভাই প্রবেশ করি রামের শরীরে।
বিষ্ণুমূর্ত্তি ধরিয়া গেলেন স্বর্গপুরে ॥১০
তা দেখিয়া দেবগণ করে হাহাকার।
চারি ভাইর মিলন দেখি লাগে চমৎকার ॥
সরযূর জলে দেহ ছাড়ি ব্রহ্মার বচনে।
এক শরীর হইলা দেব নারায়ণে ॥
চারি ভাই বিষ্ণুশরীরে মিশাইল আরে।১৫
দেব দানব দৈত্য সব করি নমস্কারে ॥
বিষ্ণু বলেন ওরে ব্রহ্মা শুন সাবধানে।
জে সব আইল লোক আমার গমনে ॥
স্বর্গবাস তা সবার করহ যুগে যুগে ॥
এ সব কহিল বিষ্ণু দেব ব্রহ্মা আগে ॥২০
ব্রহ্মা বলেন শুন দেব গদাধর।
সন্তানক নামে স্বর্গ সৃজিল পুরন্দর ॥
রাম নামে প্রাণ ছাড়িব জে বেকতি।
সন্তানক নামে স্বর্গ তাহার বসতি ॥
সন্তানক স্বর্গ ব্রহ্মলোকের পর।২৫
সন্তানক আগে বসিবেক তোমার অনুচর ॥
তোমার নাম শুনি ভক্তি না করে জে লোকে
কুম্ভ নরকে পচয়ে আর বড় শোকে ॥

(৫৫৭)

রামের অনুচর ব্রহ্মার কথা শুনে।
সরযূর জলে দেহ ছাড়ি রাম নামে॥
গঙ্গা পাইলে পাপ যেন জলের উপর ভাসে।
রাম উদ্দেশে প্রাণ ছাড়ি গেলা স্বর্গবাসে॥
রামের অনুচর সব রহিলা স্বর্গবাসে।৫
রামের সঙ্গে ভোগসুখ করি অভিলাষে॥
ব্রহ্মা সৃজন করিলা রাম-অবতার।
ব্রহ্মা চিন্তিত যেন মর্ত্তে হৈবে প্রচার॥
চিন্তিত জানি আসিলে পাঠান সরস্বতী।
সরস্বতী প্রসাদে * মহাকবি॥১০
পাঠকে পোথা পড়ে পণ্ডিতে বাখানে।
পোথা শুনিবারে হয় সুখ অধিষ্ঠানে॥
কৃত্তিবাসের গীত শুনি বড়ই মধুর।
শুনি গীতিকথা পুণ্য হয় পাপ দূর॥
তাল মানে বাজে নূপুর রুনুঝুন।১৫
গীত শব্দে গাইয়া শুন রামায়ণ॥
ব্রাহ্মণে শুনিলে পায় গুরুর পূজা।
ক্ষেত্রী শুনিলে হয় পৃথিবীর রাজা॥
বৈশ্য শুনিলে নানা ধনে বাড়য় দ্বিজ।
শূদ্র শুনিলে হয় ভকতি বিশুদ্ধ॥২০
সংসারে জন্মিয়ে শুনে কৃত্তিবাস পাঁচালী।
যাহার প্রসাদে শুনি নানা অর্থকেলি॥
যাহার প্রসাদে শুনি রামায়ণ।
হেন পণ্ডিতে আশীষ করে দেব নারায়ণ॥
রামের গমনে রামায়ণ করি সকলি।২৫
সাত কাণ্ড পোথা গান করিত পাঁচালী॥
সীতা কোলে করি বসি কমললোচন।
সাবধান হৈয়া শুন আমার বচন॥

(৫৫৮)

স্তুতিস্তুতি করি বলি শুন পুরন্দর।
সাবধানে শুন গোসাঞি দেব গদাধর॥
দেবগণে রাখি গোসাঞি ধারণ করি শঙ্খ।
তোমার প্রসাদে গোসাঞি সর্ব্বত্রে জয়॥
তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি সে শঙ্কর।৫
তুমি সে গোসাঞি চারি বেদের ঈশ্বর॥
বেদের অগোচর তুমি জলশূন্য।
বিচার অবিচার তুমি পাপ আর পুণ্য॥
তুমি সৃষ্টি স্থিতি তুমি তুমি সে সংসার।
তুমি সে সকল গোসাঞি কেহো নাহি আর॥
তুমি যজ্ঞ তুমি দান তুমি সকল যাজন।১০
ত্রিভুবনের মাঝে তুমি সে ভজন॥
বিদ্বানে বিদ্বান্ তুমি সে মহাযোগী।
তুমি চারি যুগে গোসাঞি ভোগে মহাভোগী॥
ইন্দ্রের বচনে হাস্য হৈলা গদাধর।১৫
আর তরে রাক্ষস মারিতে না করিলে ভয়।
আমা বিদ্যমানে তোমার নাহি অপচয়।
রাক্ষস মারিতে তুমি হৈলা সহায়॥
হাতযোড় করি বলেন পাকশাসন।
শুক অজিত মোরে করিলেন স্থাপন॥২০
সতেক সতেক গন্ধর্ব্ব হৈলে আমার স্থানে।
* * কিন্তু মোর বিদ্যমানে॥
অপ্সরা নাচিয়া গীত গায়িত হরিষে।
দেবগণে নাচি দেখে তোমার প্রসাদে॥
* * * *২৫
* দেখে সব দেবেতে মিলিয়া॥
চিত্ররথ নামে ধরে গন্ধর্ব্ব অধিপতি।
বাপে পোয়ে কোল রাজা করেন আকুতি

(৫৫৭)

রাহা হুহু নাম ধরে গন্ধর্ব্বের রাজ।

*   *   *   *

উগ্রসেনাদি গন্ধর্ব্ব নাচন্তি হরিষে।

নানা স্বরে গীত গায় নাচে নানা বেশে॥

*   *   *   *৫

*   *   *   *

*   গীতে তুষ্ট হৈলা সব দেবগণ।

অন্তরীক্ষে থাকি বলে বৃষভ বাহন॥

নৃত্য গীত আর শেষে বলে শূলপাণি।

*   *   *   *১০

(৫৬২)

*   *   *   *

গোবিন্দ সঙ্গে হর রহিলা কুতূহলে॥

সকল দেবগণে প্রভু দিলা মেলানি।

ক্ষীরোদে লড়িলা প্রভু দেব চক্রপাণি॥

*   *   *   *৫

বৈকুণ্ঠে মিলিলা প্রভু লক্ষ্মী নারায়ণ॥

কৃত্তিবাস পণ্ডিত স্তবে রামের চরণে।

উত্তরা হইল সাঙ্গ গীত রামায়ণে॥

উত্তরকাণ্ড সমাপ্ত।

উত্তর কাণ্ড।

(অপ্রচলিত শব্দের তালিকা)

অ

অইল...৪৫।১।২৫ ; হইল।

অউনিঞা...৫৯।১।২০ ; অগ্রানীক, অগ্রগামী সৈন্য।

অক্ষেমা...২১০।১।২ ; ২৩৬।২।২২ ; ২৫৭।১।১৯ ; দুঃখ, শোক।

অক্ষেরাতি...২৫৬।১।৪ ; অখ্যাতি।

অগেয়ান...৯।১।২১ ; অজ্ঞান।

অঙ্গদ...১৫৬।২।১৯ ; হস্তের অলঙ্কারভেদ।

অতিসন্ধি...২২৭।২।৭ ; ছলনা। প্রবঞ্চনা।

অথান্তরে...২৭২।২।২ ; দুরবস্থা, বিপদ্। 'অবস্থান্তরে' হইতে বোধ হয় এই শব্দটীর উৎপত্তি।

অধেক...২৬৬।১।১৬ ; অর্দ্ধেক।

অনাগত...১।১।৪ ; ভবিষ্যৎ।

অনু...৩১।১।৮ ; পশ্চাৎ।

অপেক্ষণ...১০৮।১।২৪ ; বিলম্ব।

অপেক্ষে...১১৮।১।৪ ; অপেক্ষায়।

অযস্কর...২২৬।১।২৪ ; অযশস্কর; নিন্দনীয়।

অরাতি...৯৮।১।২৮ ; 'তোমার অরাতি করিবেন'—অর্থাৎ তোমার হইয়া অন্যের সহিত শত্রুর ন্যায় ব্যবহার করিবেন।

অল্লাই...৬১।১।১০ ; অল্লায়ুঃ, অসময়মৃত্যু।

অশক্য...১৫৩।২।২০ ; অক্ষম।

আ

আইহ গুহ...৮।১।২৭, ১০।১।৬ ; এয়ো ; সধবা।

আউট...৬৫।২।৬ ; অষ্ট, আট।

আউদড়...৪৬।১।১৮ ; ৫৭।২।২১ ; ২২৯।২।২৭ ; ২৩০।১।৮ ; ২৩১।২।১২ ; ২৩২।২।২২ ; ২৬৭।১।১৮ ; আলুলিত, আলুলায়িত, এলো।

আউনিঞা...৬৪।১।৯ ; অগ্রানীক অগ্রগামী সৈন্য।

আউলী...৩৮।১।২ ; 'আতুরতা' হইবে বোধ হয়। (যেমন 'বাতুল' হইতে 'বাউল')

আওআরি...১১৪।২।১৭ ; ১৬৭।১।২৬ ; দ্বার? 'আবারি' শব্দজ বোধ হয়। আবারি শব্দের অর্থ হইবেক।

দোকান, হাটচালি। কবিকঙ্কণ-চণ্ডীতে—"গাথে ফিরে আও-য়ারি আওয়ারি"(বং সং ১৬পৃষ্ঠা)

আওয়াস…১১।১।২৩; ২৩।২।১৯; ৫৮।২।১৮; ৭৭।১।২৪;৮৫।১।১৫-২।১৬; ১৩৬। ২।১৪; ১৩৮।১।১৯; ১৪৭।১।১৯; ১৫৪।২। ৬-২২ ; ১৭৪।১।২৩ ; ১৮৯।২।২৫;১০৩।১।২৮; আবাস।

আওসার…২১২।১।১৯; আগুসার, অগ্রসর।

আক্ষমা ‥১২।২।৯ ; বিলাপ। 'অক্ষমা' হইবে বোধ হয়।

আখাড়—১৭৪।১।২৪; অখণ্ড। আখড়াবাড়ী হইবে কি ?

আগল…২৪৬।২।৭; ২৫৫।২।২৬ ; ২৭২।২।৫; অগ্রগণ্য, শ্রেষ্ঠ।

আগলিতে…২২৪।২।১৭; আট্‌কাইতে ?

আগল…৯৭।১।১১, রক্ষা কর। আট্‌কায়।

আগু…৩২।২।১৩ ; ৬১।১।২০ ; ১০০।২।১৫; অগ্রে।

আগুলিয়া…২৩০।২।২০ ; পুরোবর্ত্তী হইয়া পথরোধ করিয়া।

আঙ্গার‥ ০৫।১।১৯; অঙ্গার, কয়লা।

আঙ্গিনা…৫।১।২২ অঙ্গন; উঠান।

আজগব…৬৭।২।৯; অভূতপূর্ব্ব।

আঝর…(নয়ানে) ৫৯।১।৮ ; দরবিগলিত অজস্রধার শব্দতা।

আড়নিঞা…২১৯।১।২০; আটনিঞ, অগ্রগামী।

আড়ে ‥২৩।২।১৮; বিস্তারে, প্রস্থে।

আতিভিতে…২৬৬।২।২১; ব্যস্ত সমস্ত হইয়া।

আত্মঘাই…৯৮।১।১৬; আত্মঘাত।

আথান্তরে…৬৯।২।২২;১৬৯।২ ২৬;১৯৯।২।২০ দুরবস্থা।

আদাড়…১৭৪।১।২৩; বেড়া,ঝোঁপ অবস্থান্তরে জঙ্গল (?)

আঁধর…৬০।২।২২; অন্ধকার।

আন…১২৯।২।১৭ ; ১৯৯।২।৬; ২৩২।১।১২ ; অন্য।

আনল ২৬৩।১।১৪; অনল; অগ্নি।

আন্তর…১৯১।২।১২; অন্তর

আন্ধুতে…১১৪।১।২৪; পুং-জননেন্দ্রিয়ে।

আপার…৪।২।১৮;১০৭।২।২৮; অপার।

অপে…২৬।১।১১; আপনিই, নিজেই।

আয়াস ৩৫।১।১৭;আরাম, চেষ্টা।

আরোপণে…১২৪।২।১৭ ; 'বামপদ আরোপণে' বাদপদে ভর দিয়া।

আবস্তা…২৬৮।২।২ ; অবস্থা।

আশোয়াস…৫২।১।২৫, আশ্বাস।

আহিড়ি…১৫১।২।১৫-১৭, 'আভীর' শব্দের অপভ্রংশ। গোপ, গোরক্ষক। প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষায় শব্দটি 'ব্যাধ' অর্থেও প্রযুক্ত হয়।

ই

ইবে ‥১০১।১।২০;১৯৩।১।২২; এবে ; এখন। ইহো…২৩২।১।১২; ইহাও। ইনি।

ঈ

ঈষতে…২৪১।১।২; ঈষৎ বা অল্পকালের মধ্যে। চকিতের ন্যায়।

উ

উগি…৫৪।১।৯; 'দিল উগি' অর্থাৎ উঁকি মারিয়া দেখিল।

উগ্রবেলে…২৭১।১।১১; উগ্রসময়ে, খরবেলায় অর্থাৎ গর্ভাধানের অনুপযুক্তকাল।

উচ্ছাল…৬৪।১।১; ফোয়ারা।

উচ্ছুর…১২৩।১।২২;১৭৭।২।২১ ১৭৯।১।১৭; 'উৎস্বর' শব্দজাত। স্বরং সূর্য্যং। অতিক্রান্তঃ—উৎস্বরঃ। দিনাবসান, সন্ধ্যা।১

উজিলা…৯।১।১৬; উদ্গত হইলা।

উঠানি…৯৭।১।১; উত্থান।

উতঘড়…১৫৪।১।২৪; 'পাইক রাউত ঘড়' হইল। ছাপার ভুল। অর্থ পাইক এবং রাউতসমূহ।

উৎপতি…২১।২।১৫; উৎপত্তি।

উথালে…২৫২।১।২; 'উচ্ছাল' ও 'উথাল' একার্থক বোধ হয়।

উৎসর্গন…(উচ্ছর্গন) ১৫৩।১।৫;২১৩।২।১৫ ২১৮।১।১৭-১৯;২৩৬।২।১৯; উৎসর্গ।

উৎসর্জ্জন…১৪৬।২।২০; উৎসর্গ।

উদাস…২৩৯।২।১৫; উৎক্ষেপণ। মোচন।

উদ্বম…১৬।১।২৬; (?) 'উদ্রম' হইলে অর্থ করা যাইতে পারে। আত্মার একটী নাম 'উৎ'। তাঁহাতে যাঁহারা রমণ করেন—আত্মারাম।

উদ্বর্ত্তন…১৬৩।২।৩; শরীরনির্ম্মলীকরণ-গন্ধদ্রব্যাদি। এখানে উক্ত দ্রব্যাদিজ্ঞাপন।

উনকুটী…৩৭১।১।২২; যেখানকার যত।

উপগারে…৫২।১।২; উপকারে।

উপজান…৭২।১।৭; উপজাত করেন—জন্মাইয়া দেন।

উপহত…১৬২।২।১৩; উৎপাত।

উপুর…১৭৯।১।২৬, উপর। 'ব্রাহ্মণ উপুর' অর্থাৎ ব্রাহ্মণের উপরে।

উফরিঞা…৩৮।১।১৮; উপাড়িয়া, উৎপাটিত করিয়া।

উফড়িল…৩৮।১।১৫, ঐ ঐ, সং—উৎপাট্য

উভধাই…২২১।১।২৬; ঊর্দ্ধশ্বাসে ধাবন বা দৌড়।

উভে…৩২।১৫, উভয়ে।

উরাথে…২৪৯।১।১৪, বোধ হয় এটি 'উরস্থাণ' শব্দের অপভ্রংশ। বক্ষঃস্থলের সাঁজোয়াতে।

উরুমাল…৪২।২।২০, 'আরোহী সৈন্য' হওয়াই সম্ভব।

উরে…১৫৮।২।২৫, উরঃস্থলে বক্ষঃস্থলে। 'উরে' উরুদেশে, জানুতে।

উলসিত…২৪৩।২।৭, উল্লসিত, আনন্দিত।

উসিমুসি…৭০।১।২৪, অস্থিরতাদ্যোতক ভাবপ্রকাশ।

---

১ প্রাচীন বাঙ্গালায় 'ৎস' প্রায় 'ছ' হইয়া যায়। যথা—মৎস্য,—মাছ। বৎস—বাচ্ছা, বাছা।

উ

উরতিতে · ৮।১।১৯, বরণ করিতে। অধিকাংশ প্রাচীন গ্রন্থে 'উরথিতে' পাঠ দেখা যায়।

এ

একোই…১০৫।১।৩, একই।

এড়ান…১৩০।২।২১, ২৫৯।১।৫, অব্যাহতি। ছাড়ান।

এড়ি…২৭১।২।১২; ত্যাগ করি।

এথা…২২৫।২।২, ২২৬।২।২, এখানে। সং—অত্র।

এহ…১৯২।২।২৮, ইহাও।

এহার ..২৬৮।১।১০, ইহার।

ওঝা…১৭৭।২।২০; মন্ত্রজ্ঞ, পণ্ডিত 'উপধ্যায়' শব্দের অপভ্রংশ।

ওথা… ৬।২।২; ওখানে।

ওদন…১৬৩।২।৯, ১০৪।২।২৮, অন্ন।

ক

কচাল…১৮১।২।১; জঞ্জাল।

কটকাক্রি…৫৪।২।৭; কটকাদি সৈন্যাদি।

কণ্ড্যানি…১৪৭।২।৪; অশ্বের বেশবিশেষ(?) ঘোঁড়ার গা চুলকাইবার 'খর্‌রা' হইবে না ত?

কথোক…৯।২।১৩; কতক।

কলকলি…১০৮।১।১০; 'কল্‌কল্‌' শব্দ করিয়া।

কলা…৭৩।২।২; ২২২।২।২০; (অর্থ মুলগ্রন্থ মধ্যে দেখিবেন)

কাকতলি…৬৯।১।১৮;
কাঁকতলি…৬৯।২।৫; ১৩৫।১।২৬;
কাঁখতলি…৬৯।২।১৯; ২৪৯।২।১৯; } কাঁকে, কাঁকালে কোমরে,

কাকেহো…৫০।১।২৬; কাহাকেও।

কাটার…১৭৪।১।২৩; কাঁটার, কণ্টকের।

কাণ্ডচিআড়ি—…৪২।২।৪; ১৫১।২।১৬; কাঁড়ে, তীর।

কাণ্ডী…২১৩।১।২৪; কাঁড়ি, স্তুপাকার।

কাঢ়ে…৪৪।২।১০; 'রা কাঢ়ে' রব করে, শব্দ করে।

কালিয়া…১০০।২।২৪; কৃষ্ণবর্ণ।

কাহাল…২৩৬।১।২০; বাদ্যবিশেষ।

কিংপুরুষ…২১১।১।২; দেবযোনিবিশেষ।

কীরিত · ১৯৫।২।২৪; ২২৫।১।২৭;
কিরিত্তি…২০০।১।১১; } কীর্ত্তি।

কুঙর…২৯।২।৫; ১৯৬।১।২০;
কোঙর…১০০।১।১৩; ২২৪।১।৯; ২২৬।১।১৪; ২৫৭।২।১৮; ২৬৪।২।১৩; } কুমার।

কুড্যা…১৮৩।২।১৫; ২৩৮।২।১৫;
কুড়িআ…৫৪।১।৭; } কুঁড়েঘর, পর্ণশালা।

কুড্যালি…২১৭।১।১২; কুড্যালি…২২১।২।৭; } কুড়ুল, কুঠার বা কোদাল।

কুলাইল …১৭৮।২।২২; ‘ফুলাইল’ হইবে না ত?

কুলি …১১৪।২।১৪; পল্লী, পাড়া।

কুশেশয়…২৫৬।১।১২; পদ্ম।

কূর্পর…৫৫।১।২২;৯৮।১।২২;২২১।১।২; ২৩৭। ২।১৫;২৩৮।১।১০, সর্ব্বথা আশ্রিত। হুকুমের চাকর। “নীচসেবা নাহি করে নহে নীচের কূর্পর”চৈঃ চরিতামৃত, মধ্য, ১ম পং। “কূর্পরঃ যমদূতানাং” পাদ্মোত্তর খণ্ড ৪০।৬৪॥

কেয়ঙ্কার…৪৭।২।৫; ‘কা ইয়ং’—‘এ কে’ ইত্যাকার শব্দ। অর্থাৎ ‘এ আবার কি বিপদ্ কোথা হইতে আসিল’ ইত্যাকার ধ্বনি।

কোয়ারী…২০৪।১।১৭; কুমারী। ‘বোয়ারী’ হইবে না ত?

ক্ষেম…১৮৪।২।২; ক্ষমা কর। (সং—ক্ষম)।

খ

খনতী…১৭৭।২।১১; ‘খনিত্র’। এদেশে চল্তি কথায় ‘খোন্তা’ বলে।

খনে…১৪৩।২।২৫; ২১৯।২।১৯; ক্ষণে।

খনতি…১৭৮।১।৬; এটি ‘খনতি’। ভ্রান্তিক্রমে ‘খবতি’ হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বাপর পাঠ করিলেই বেশ বুঝা যাইবে।

খাঁখার…১২৩।১।২৭; লক্ষ্মীছাড়া। আল্‌টর অভিধানে দেখা যায়,—“খক্খরঃ—Beggars staff”

খান্তের…৭৩।১।৬; স্তম্ভের—থামের। অর্থাৎ এক একটি রোম যেন এক একটী থাম। ‘স্তম্ভে খা’ প্রাকৃতপ্রকাশের এই সূত্র অনুসারে ‘খম্ভ’যদি সিদ্ধ হয়। ‘খম্ভ’ হইতে ‘খান্ত’ বা ‘খান্তা’ হয়।

খাল ডোভ…৩৭।১।৯; জলাশয়বিশেষ।

খুড়তা…২৪০।১।২৮; ২৬৫।২।২৬; খুড়া, খুল্লতাত।

খেচনী…৫।১।২৩; খেচানি…১৬০।২।২৫; } খচিত; বসান।

খেদড়ে…১০৬।১।১৭; দাঁত খিচাইয়া তাড়াইয়া দেয়। (‘খর্দ্দ’ দশনে দশনং—দন্তকরণক ক্রিয়া)

খেনে…১০৩।২।৬; ক্ষণে।

ক্ষেমাসি…৯৮।১।২৪; ‘ক্ষমসি’। ক্ষমা কর।

খেয়াতি…২।২।৫; খ্যাতি।

পদ্ম…১৭৮।২।২৭; পার্ষদ, পরিকর। (শ্রীরামের, পার্ষদবৃন্দ—শ্রীরামের মনোগত ভাব ভালই জানেন, তাই—)

গণ্ডি...১২।২।৬ ; ধনুক। গাণ্ডীব।

গাছোপাড়ি...১৬২।২।২১ ; (মূলগ্রন্থ দ্রষ্টব্য)

গাবী...৫৮।২।১-২ ; গাভী।

গায়েন...১৬৩।২।২৬ ; ২৭০।২।১৬; গায়ক; যে গান করে।

গিরি.. ২৫।১।৩ ; পর্ব্বত।

গুণি...১৮২।২।১৯ ; গুণী—গুণবান্। 'মন্ত্র-বিজ্ঞ' অর্থও হইতে পারে। চল্‌তি কথায় বলে—এ লোকটা বড়ই গুণী—অনেক 'গুণগান' জানে।

গুণ্ডা,...১২৪।১।৪ ; ২২৫।২।৪ ; গুঁড়া ; চূর্ণীকৃত।

গুণ...১১৯।২।৯ ; চিন্তা কর।

গেয়ান...১০১।১।২৭; জ্ঞান।

গোচরে...১।১।১৮; গোচর করে; জানায়।

গোফা...২০১।২।১৫; সাধন-গৃহ।

গোহারি...১৩৪।২।২৪; ১৭৮।১।১০; ২৬৮।১।১২; আবেদন; প্রার্থনা বা নালিশ।

ঘ

ঘড়...৪২।২।৭; 'ঘট' ; শব্দজ। বারিকুম্ভ। 'ঘটা' শব্দজাতও হইতে পারে। 'ঘটা' করিণাং ঘটনা। হস্তিনাং যুদ্ধাদাবেকত্র-সংঘাতীকরণম্।" ইত্যমরঃ।

ঘনাবর্ত্ত...৯।২।৬; খুব ঘন, গাঢ়।

ঘর-থাম্ভা...৮৩।২।২; ঘরের থাম।

ঘাটালা...২২২।২।৬; (মূলগ্রন্থ দ্রষ্টব্য)

ঘাটী ঘাটি...৭১।২।১৪;১৫৫।১।৫; ২৫১।২।৭; (বিশেষ্য বা বিশেষণ) ন্যূনতা; খর্ব্বতা। চল্‌তি ও হিন্দী—ঘাটতী।

চ

চউরী. চৌরি...১১।১।২০;২৩।২।১৯; ১৬৩।১।২৬;১৮৯।২।২৫; চাল ?) 'চত্বর' শব্দজাত হইবে বোধ হয়।

চঢ়া...৪২।১।৩, 'চঢ়া দিয়া'—জ্যা আরোপণ করিয়া, জ্যা চড়াইয়া।

চাড়ুলানি...৯।২।২৪; চাল্ ধোঁয়া জল' তো নয় ? চল্‌তি কথায় যাহাকে 'চেলোনি' বলে।

চাতর...৭৭।১।২৪; ৮৫।১।১৫; ১১৪।২।১৬; ২৭০।১।১৩; চত্বর। উঠান, চাতাল, রথ্যাসঙ্গম।

চাতুরী...১৮৯।২।২৬; 'চাতুর্য্য-দ্যোতক'।

চারিপানে...৮।১।১৭; চারিদিকে।

চালুনি...৯৭।১।২; সচ্ছিদ্র—জর্জ্জরীভূত।

চাঁকরাই...৩৮।১।১৫; চীৎকার।

চিকরাই...১৭।২।৯;১১৪।২।১২; ২২১।১।২৫;২৪১।১।৬; চীৎকার। 'চিকরাই ছাড়ে' বা চিকরাই পড়ে, চীৎকার করে।

চিহ্নি...৩।১।১৭, চিনি।

চিমাড়ি...৪২।২।৪; চেঁআড়ি...১৫১।২।১৬; } খননোপযোগী অস্ত্রবিশেষ।

চেলীদার...৮৬।১।৪; ঘোড়ার সহিস্।

চৌতারা...১১।২।৩; চাতাল। চত্বর। বেদী।

চৌখণ্ডী...১০।১।৪; ১১।২।১২; ৭৩।২।১৪, ১৬২।২।২৮; বাড়ী। মহল 'চারিটি খণ্ড বা মহলযুক্ত।

ছ

ছামনি...৯৭।২।১৮, ছামানি...৮।২।২৪; ৩২।১।১০ ছামুনি...৯৯।২।২৬, } বিবাহ এখনও চলে—'ছামুনি নাড়া, 'ছামুনি নাড়ায় ফুল'

ছেঁছরি...৭৪।১।২০; ৭৬।১।২৬; ১১৪।২।১৪; আছড়ায়, আছড়াইয়া। জোরে ভূমিতে নিক্ষেপ করা বা হিচরাইয়া, বলে টানিয়া।

ছোড়ান...৮৮।১।১০; অব্যাহতি।

জ

জবেকে...১৬২।১।২৩; যখন।

জশা...২৭।২।১৪; যশস্বী।

জানান...৫।২।২৫; জ্ঞাপন, সংবাদ।

জিল...২৫৮।১।২৬; জীলা...৫৯।১।২; } বাঁচিল।

জুঝার...৮৯।১।১; ১৮৩।১।১; ৯৭।১।৯; ২৫৪। ১।২; যোদ্ধা।

জুয়ায়...১২১।২।৮; ২০৭।১।৯; যোগ্য হয়। সং—যুজ্যতে।

জেহ্ন...১১।২।৮, যেন।

জোবড়ায়...১০০।২।২৭; ডুবাইয়া বা মাথা-ইয়া দেয়।

ঝ

ঝড়া...১৭।২।১১; ঝটিকা।

ঝাট...১০৪।১।৯; ২১৬।১।২৫; ২৬৭।২।২২; শীঘ্র। ঝটিতি

ঝাপিআ—১৭১।১।২২; ঢাকিয়া। আবৃত করিয়া।

ঝাব্বা...১১।২।৬; ঝালর।

ঝি...৯।১।২২; কন্যা।

ঝিকি...১১৫।২।২৬; 'ঝিকি মারিয়া' খুব দোলা দিয়া 'নৌকায় ঝিকি মারা' এ দেশে প্রসিদ্ধ। ঝিকি মারিলে নৌকা শীঘ্র চলে।

ঝিল...৬৬।২।২৩, ময়লা। শব্দটি সম্ভবত 'ঝিল্লী' শব্দজাত। 'ঝিল্লী' শব্দের অর্থ—বিলেপনমল, উদ্বর্ত্তনাংশুক প্রভৃতি। (?)

ঝুরে...১৯০।২।২৮, অশ্রুবর্ষণ করে।

ঞ

ঞিহার...১৭২।১।১, ইহাঁর।

ট

টিনে ··৫৫।২।১২ ; তুণে।

টিটকারী···৩৭।২।২৫ ; অবজ্ঞাসহকৃত উপহাস।

টুঙ্গি ··১৭৪।১।২৮ ; টঙ্; খুব উঁচু ঘর।

টুটন·· ৪৩।২।২৩ ; (ক্রটন) কম।

টুট্যা...১৩৮।২।৬; টুটিয়া, ভাঙ্গিয়া বা কমিয়া, ক্রটিত হইয়া।

ঠ

ঠকঠান্দি...৯৭।১।২৭ ; 'ঠকঠান্দি লাগে' অর্থাৎ সকলে ভীতচকিত হইয়া পড়িল। (?) (মূল গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)

ঠাই···১৬৮।২।২৭ ; নিকটে।

ঠাকুরাল···৯৬।১।১৫-২।১৮ ; প্রভুত্ব।

ড

ডড়াইল...১৭১।২।২৭ ; ভীত হইল। ডর পাইল। 'ডর' শব্দজাত।

ডর...২৬১।১।৯ ; ভয়।

ডরেম···১১।১।২০ ; ভয় করিব (?)

ডাকরি...২৭২।১।১ ; ডাক সাড়া।

ডাগর···১৮৮।২।১১ ; বৃহৎ।

ডাণ্ডা...১১২।২।২৩ ; লগুড়। 'দণ্ড'-শব্দজ (?)

ডাণ্ডুকা···৫০।১।৭; বেড়ি চৈতন্যচরিতামৃতে মধ্য ২০ পরিচ্ছেদে ডাঁরুকা পাঠ আছে। কবিকঙ্কণ-চণ্ডীতে ১০১।১০৩ (বং সং) 'বাড়ুকা' পাঠ দেখা যায়।

ডাবুস...৪২ ২।৪ ; অস্ত্রশস্ত্রবিশেষ।

ডাহে···৭৭।২।১১ ; (??) ডাহিন (দক্ষিণ) দিকে হইবে কি ?

ডিম্বা...৮৫।২।১ ; ডিম্ব।

ঢ

ঢউলি ··১২৩।১।২৫ ; নকল, স্বরাদির অনুকরণপূর্ব্বক ঠাট্টা। চৈতন্য-ভাগবতে ১০৯ পৃঃ 'ঢোল' বা 'ঢৌল' পাঠ আছে।

ঢামালি...৩৮।১।১ ; যে খুব মাতামাতি করে। 'ঢামালি' খুব মাতা-মাতির রসের গান। এখানে অর্থ হইবে—'দুষ্টুপনা'। দুরন্ত ছেলেকে 'ঢামাল-ছেলে' বলে।

তড়িতাপড়ি···৭।২।৬ ; (?) প্রকরণানুসারে বোধ হয়—উদাসীনবিশেষ।

তথি···১১।২।৪ ; ৩১।১।১০ ; ১৭১।২।১৪; ১৭৪।১।২৫; ৭৭।১।২; ১৮৫।১।২২ ; ২৬৫।২।১৩ ; সেখানে

তথো.. ১৯৪।২।২৩ ; তত।

তনু···১৪৫।১।১ ; বোধ হয় ছাপার ভুল "তমু" হইবে।

তমু...৭৭।১।২৮ ; ১১২।২।২৩ ; ১১৫।১।১৫; ১১৬।১।২৮; ১৩০।২।২ ; ১৪৮।২।১৪; ১৬৯।২।২৮; ২২৫।২।৮ ; তথাপি।

তরাতরি···৬৯।১।২২ ; 'ত্বরাত্বরি'—তাড়াতাড়ি, শীঘ্র শীঘ্র।

তাজি···৬৪।২।৮; ১৮৩।১।১৩; তাজা, টাট্‌কা।

তাজন ২২১।২।২৮; অর্থাৎ খাটিয়া খাটিয়া যাহারা অবসন্ন হয় নাই।

তানার ..১৩৫।২।১৩ ; তাঁহার।

তাপরে···১৩৭।১।১৭ ; তৎপরে। তাহার পরে

তাসভার···২৫৭।১।২; তাহাদিগের সকলের।

তিতল ··২২৯।২।১৯ ; ভিজিল।

তিয়ড়ি···২৬৫।২।১৩ ; পক্ষিবিশেষ (মূলগ্রন্থ দ্রষ্টব্য)

তিহো···২৬৮।১।১০ ; তিনি।

তুণ্ডে···২৯।১।১৫;৮৬।১।১৩;১৬৮।১।২; মুখে।

তুয়া·· ১৬৪।১।১৭; তোমার (সং—তব)

তুরিত...১।২।১০ ; ২৫।১।২৫ ; ৫৭।১।১২ ; ২৫৭।২।১৬ ; ত্বরিত ; শীঘ্র।

তুলি·· ২৬৫।২।২০ ; তোষক, লেপ। সং—তুলী বা তুলিকা।

তেঘাই ·১৫৪।১।২৫ ; (?)

তেন·· ১৩৪।২।২৩ ; সেই প্রকারে

তেপাতন্তে···৫০।২।১৯ ; তেপান্তর···৭৩।১।২৫ ; ২১৩।১।২০ ; ত্রিপান্তর, জনমানবহীন শূন্যভূমি।

তেয়জ···২০৮।১।১৪ , তৃতীয়।

তেহোঁ...১২।১।৫; ১৯।২।২৫; ২৩।২।১২; ১০৪।২।১৯; তিনি বা তিনিও।

থ

থেঁতল···১৫।১।১৬; থেঁতলান; দলিত করা।

থুকবোঁ···৩৪।২।৩ ; রাখিব

দ

দত্তাখানি·· ৫।১।২৪ ; (?)

দীঘলে...২৩।২।১৭ ; দীর্ঘে।

দুরাক্ষর · ৪৬।১।২৭; দুর্ব্বচন।

দুর্দ্ধরী ··১৫৪।১।২৫ ; (?)

দেৱা ৫৫।২।৭ ; দেবতা। (সং—দেবক বা দেবতা, দেব+অ=দেবা।)

দোআদশ···১০৯।১।২৭ ; দ্বাদশ।

দোহাতিয়া ১৮৮।২।১২, ২২৭।২।২৫, দুই হাতে। দুইহাত দিয়া।

দোসহ...১৩৫।২।১৯; 'সহোদর' হইবে কি? 'দো সহ ভাই'—দুই সহোদর ভাই

থ

থড়া…১৪৮।২।১৮; বস্ত্রবিশেষ।

থর্ম্মস…৩৭।১।২৩; ?

থল…৮৫।২।১, ধবল, শ্বেতবর্ণ।

থাড়ি…২৫।১।১৫;১৫৪।২।৮, থাটী শব্দজাত থাটী—শক্রসম্মুখগমনম্।

থারা…২২।২।৪ ; ?

ন

নব (লব ?)…২২১।১।২৭, ছাপার ভুল ?

নহিলাহোঁ…২৯।২।১২; হইলাম না।

নাকড়ির…২২২।১।১; বোধ হয় 'লাক্ড়ির' হইবে। লাক্ড়ি বা লেক্ড়ি শব্দের অর্থ—যষ্টি, চাবুক।

নাগিআছে…২৪৪।১।১২; লাগিয়াছে।

নাটুআ…২৬৩।২।২৬; নর্ত্তক।

নাদ…১৪৫।১।২৬; ধ্বনি, শব্দ।

নাবড়ি…৭৬।১।২৫; 'না বড়ি' 'বড় নাই' 'না বড়ি করে' অর্থাৎ 'আমার চেয়ে আর বড় নাই' এইরূপ অহঙ্কারপ্রকাশ করে।

নাহে…৯৭।২।৯; স্নান করে।

নিঅড়…৫০।১।১০; নিগড়। শৃঙ্খল।

নিয়ড়…১০৯।১।৬;১১৫।২।২৬; নিকট।

নিকটিআ…৮১।২।২৪ ; 'নিকসিয়া' বা 'নিকলিয়া' হইবে বোধ হয়।

নিকলিল…৪৫।২।১৯; বাহির হইল।

নিকলে…৬৩।২।২৭;৭৮।২।৫, বাহির হয়।

নিছিঞা…৮।১।২৩; নির্ম্মঞ্ছন করিয়া।

নিযোজিঞা…১৩।১।২৩; নিযুক্ত করিয়া।

নিয়ড়…৫০।১।১০; } নিগড়। ছন্দের অনুরোধে 'নিয়লী' হইয়াছে।

নিয়লী…৫০।১।১৭; }

নিরকত…৭৮।১।২৪; নিরক্ত; রক্তশূন্য।

নিরাকুল…৭৩।২।১০ ; অব্যাকুলভাবে, স্বচ্ছন্দে।

নিরাপ…৩৯।১।৩ মূলগ্রন্থ দেখ।

নির্ঝাস…৩৬।১।১২; এটি চলতি কথা। প্রবলরূপে।

নির্য্যাস…১।১।৮; ভাবার্থ 'সার কথা বা 'তত্ত্ব'। (ইংরাজী—Extract, হইতে পারে)

নির্বৃতি…২।১।২৫; ২।২।৪; স্বস্তি। সুখ।

নির্ব্বার…১৮২।২।১২ 'বধ' হইবে কি ?

নির্ব্বিষয়…১৮৩।২।৭; বিষয়চিন্তাশূন্য।

নিবড়ি…১৭৪।২।৩; সমাপ্ত করিয়া।

নিবড়ে…২৬৯।২।৫; সমাপ্ত হয়।

নিবড়িল…১৪৭।১।১২-১৫-১৬; ১৫৮।২।১৪; সমাপ্ত করিল বা হইল। (নিবর্ত্তিল)

নিস্বরে…১১৯।১।২৮; নিঃসৃত হয়। বাহির হয়।

নেউটি···১৮৯।১।২৫; ফিরিয়া।

নেউটিআ···৯১।২।৯; ৯৮।২।২; ১৩২।১।১৯; ২২৭।১।১৬; ফিরিয়া।

নেউটিলা...২৫৭।২।১; ফিরিল; প্রত্যাবর্ত্তন।

নেত...১০।১।৫; ১৫৬।১।১১;২৬৫।২।১৯-২০; সূক্ষ্ম বস্ত্রবিশেষ।

নেহালিয়া···১৮৫।১।৬; }
নেহালিঞা···৩।১।১৬; } নিরীক্ষণ করা।

নেহালে···১১৪।১।২৬;১৩৫।১।১৮;২৩১।২।৬; ২৩৪।১।২০; ২৩৮।২।২৪; নিরীক্ষণ করে।

প

পআন···৯৮।২।১৫; প্রস্থান। প্রয়াণ।

পঞ্চনি···২৬৮।২।২; 'পঞ্চলি' হইবে। 'পুং-শ্চলী' 'পঞ্চলি আবস্তা' অর্থাৎ পুং-শ্চলী বা বেশ্যার মত ব্যবহার।

পড়িনাতি...৪৯।১।১০; প্রপৌত্র। প্র-নপ্তৃ।

পত্তন...১৮৯।২।২১; গ্রাম।

পর...৯।১।২১; শত্রু।

পরচণ্ড—২৪৮।১।৮; প্রচণ্ড; প্রবল।

পরতেক...১২০।১।১৩; }
পরতেখ...৯।২।১৬;২৪৪।.।৯; } প্রত্যক্ষ।

পরসপাত...৯।২।৩; পাঁতাবিশেষ।

পরসুখে···২৬৫।২।২; পরমসুখে।

পর্ব্বতিআ ··৬৪।২।৮; পার্ব্বত্য।

পাকলে···১৩৩।২।১৮; পাঁকল—পঙ্কিল অর্থাৎ সজল। ছন্দোঽনুরোধে 'পাকলে' হইয়াছে।

পাখালিল ··৬৬।২।২৩; প্রক্ষালন করিল।

পাখালে...২৩৮।২।২৩; প্রক্ষালন করে।

পাখী···১১।২।১০; }
পাখি...২৬৫।২।১৯; } পক্ষী

পাখীআলি...১১।২।১০; }
পাখ্যাইলি...২৬৫।২।১৯; } 'পাখী--পাখী-আলি' বা 'পাখি পাখ্যাইলি' এক পদ হইবে।

এখনও চলতি কথায় 'পাখি পাকালি' বলে। অর্থাৎ পাখী এবং অন্যান্য জন্তু। ঠিক যেন 'পাখী টাখী'।

পাঙ···১৬৯।২।১৭; পাই।

পাঙুসে···২০৫।১।২০; ভস্মে। আমরা এখন ছাই-পাঁশ বলি। পাংশু-শব্দজাত।

পাঁচির···১১।১।১৭; প্রাচীর।

পাঁচে ·৪৫।২।২৮; সম্মুখের দিকে প্রেরণ করে। (মূলগ্রন্থ দ্রষ্টব্য)

পাছড়া...২১৭।২।১১; }
পাছোড়া...২১৭।২।১৮; } বস্ত্রবিশেষ।

পাটধড়া...২১৭।২।১২; পট্টধটী।

পাটনেত···১৫৬।২।২০; পট্ট-সূক্ষ্মবস্ত্রবিশেষ।

পাটশালা···১০৫।২।১১; পাঠশালা।

পাটোআড়...৮০।২।৬;৮১।১।১১; ২১৭।২।২৮; যোদ্ধৃক্রীড়া।

পাড়্যাতে…৯৮।১।৫; প্রত্যয়িতে—আশ্বস্ত করিতে।

পাতিলী…৫।১।১০; পাত্র, হাঁড়ী প্রভৃতি।

পাতে…৯৭।১।৩; 'মুখ নাহি পাতে' অর্থাৎ মুখ দেখায় না, সম্মুখ হয় না।

পাত্যাইতে ১৭১।২।৬; পাত্যাইয়া ১৯৩।২।৪; প্রত্যয় বা বিশ্বাস জন্মাইতে,—আশ্বস্ত করিতে।

পাঁতি…১৬।১।৪; সারি। পংক্তি।

পারনা…১০৮।১।৯; ১৭৯।২।২৭; ভোজন; পারণ অর্থে ব্রত-উপবাসের পরদিনে আহার।

পারিল…২১৮।১।১; 'পরিল' হইবে।

পালান…৪২।২।২১; 'পানাল' হইবে বোধ হয়। পানাল—পয়োনালী। (?)

পিত্রবধিনী…২২।২।২০; পিতৃবধিনী হইবে না ত? পিতৃঘাতিনী।

পিন্ধে…১৯০।২।১৬; পরিধান করে।

পুছিএ ২০১।১।২৫; জিজ্ঞাসা করি।

পুছেন্ত…২।১।২৪; জিজ্ঞাসা করেন।

পুটাঞ্জলী…১৬৭।১।১৭; ২৩০।১।১০; কৃতাঞ্জলী।

পুনন্নবা…৫৫।২।৮;—পুনর্নব, আবার নূতন।

পুরস্করী…২।২।১৬; প্রশংসা করি।
১২১।১।১৫ (অগ্রগণ্য।
১১৮।১।২২; প্রশংসার্হ।)

পুরস্কারি…২০৩।১।৯; 'লোকপুরস্কারী' লোকপূজিত বা লোকাগ্রগণ্য।

পেলাপেলী ৩৫।২।৪; ফেলাফেলি

পেলায়ে…৭৪।১।২০; ২৭২।১।১৪-১৫ ফেলাইয়া বা ফেলে। পরিত্যাগ করে।
পেলে…৯০।২।২৬; ৯৬।১।৯; ১৫৪।২।২০; প্রেরণ করে।

পৈশহ…২৪।২।২৫; প্রবেশ করে।

পৈশে…১৮৭।১।১২; প্রবেশ কর।

পো…২১৫।২।১৩; পুত্র।

পোএর…২৬৯।১।১৭; পুত্রের।

পোত্রের…১৭৫।২।২৬; পুত্রের।

পোখরী…১১।১।২৫; ১১।২।১৮; ২০১।২।১০; পুকুর, পুষ্করিণী।

পোড়নি…১৬৬।২।৮ জ্বালা, দগ্ধানি।

প্রতিপাল…১৭৮।২।৮; প্রতিপালক।

ভ

ভঙ্গ্যান…২৯।১।৬; ২৪১।১।৮; ভঙ্গ। ভাঙন।

ভচ্ছিব…৩।১।১৬; ভৎর্সনা করিব।

ভাণ্ডু…১২৪।১।৩; ভাণ্ডাব…১৭৩।১।২০; ভাণ্ডে…৭৫।১।১১; ভাঁড়ান, প্রতারণা করা; মিথ্যা বুঝাইয়া দেওয়া।

ভালে…৯৮।২।২৩; ভালরূপে।

ভিত…১৮০।২।১৮; ভীত, ভয়।

ভিনাঞা…৭।২।২৭; ভিজাইয়া।

ভোকশোষে…৭৬।২।১৩; ক্ষুধা পিপাসায়

ভোখে…৯।১।২২; ক্ষুধায়।

ভোগ জে পিয়াস···৭২।১৪; ভোগতৃষ্ণা। ক্ষুধা পিপাসা।

ভোল...৮।১।২১; মোহে। ভ্রমে।

মথি...১৭৭।১।২, মন্থন করিয়া।

মনোহিত...২৪।২।২৫; মনস্কামপূর্ণ বা মঙ্গল।

মহে···১।২।৪; মন্থন করে।

মহিল···৩৬।১।১৩; মারিল; বধিল।

মান...১১৮।২।২১; সম্মান, 'মান নাহি ধরি' অর্থাৎ সম্মান বা প্রশংসা করি না।

মানা···১৩৪।২।২১; ১৪৮।২।১৯; এ শব্দটি কথার মাত্রাবিশেষ। রাঢ়দেশে এখনও ঐরূপ অর্থে 'মেনে' শব্দের প্রচুর প্রয়োগ দেখা যায়।

মারু... ৬৬।২।৩; 'মারুঙ' শব্দের অর্থ—পথ। সম্ভবত ঐ 'মারুঙ' শব্দ হইতেই 'মারু'র উৎপত্তি।

মাল্য...১৮৮।১।৫; বধ বা প্রহার করিল। মাইল, মারিল।

মাল্যো···১৮২।২।১৮; বধ বা প্রহার করিলেন। মাইলে,—মারিলে।

মিত···৩৪।১।২৫; মিত্র।

মুটকি···১৩৮।১।২১; 'বজ্রের মুটকি' 'বজ্র-মুষ্টি' হইবে বোধ হয়।

মুঠকা মুঠকি···১৪৩।১।২৬; মুষ্টামুষ্টি। কিলাকিলি।

মুড়্যালা...৬৬।২।৩; মুকুটাদি 'শিরোভূষণ-বিশেষ' হইবে বোধ হয়।

মুঢ়া···৯।২।২৬; শীর্ষদেশ; অগ্রভাগ।

মুদা···৫।১।৪; 'মুদ্রা' শব্দজাত। পূর্ব্বকালে কোন জিনিস কোথাও পাঠাইতে হইলে পাত্রের মুখ বন্ধ করিয়া 'মুদ্রা' বা শিলমোহর করিয়া ঢাকনি দেওয়া হইত। এখানেও সেই অর্থ। পাত্রের মুখের মোহর বা ঢাকনি।

মেলনা...৯।২।১২; ? ভাঙ্গিয়া।

মেলানি ১৬০।১।১৪; ১৬১।২।২৬ ইত্যাদি বিদায় বা বিদায়সম্ভাষণ।

মো···৩৭।২।২৬;৩৮।১।১৯; আমি বা আমাকে।

মোসভার...১৮০।২।১৮; আমাদের সকলের।

য

যাবড়ি···৪৬।১।১৪; (?)

যুগতি...১৭।১।২১; ৩১।১।১৫; যুক্তি।

যুঝার...৩০।১।২৬; ৪২।২।১৮-১৯; যোদ্ধা। যুদ্ধ করে।

জ

জুঝার ৮৯।১।১ ইত্যাদি।

র

রকত...১৬।১।৪; রক্ত।

রঙ্গ...১৬৭।১।২৬; রঞ্জনকারী। 'শৌর্য্যে ...রঙ্গ' অর্থাৎ এতদিন রাক্ষস-বধাদি কার্য্যে কেবল শৌর্য্যবীর্য্যই প্রকাশ করিতে হইয়াছে; কিন্তু তাহাতে স্ত্রীর মনোরঞ্জন করিতে পারি নাই।

রজোমোহে...৩৮।২।২৪; রজোগুণজনিত মোহে।

রঞ্চে...৪৩।১।২৮; রোচে, ভাল লাগে।

রড়ে...১১৪।১।১১; ১৩৬।২।১২; ৯৭।১।৩; পলায়ন করে বা পশ্চাৎপদ হয়। দোউড় দেয়।

রসইশালেয়...১৫৩।১।২২; রন্ধনশালায়।

রহাইতে...১০।২।২৪; } রাখিতে;
রহাঞা...২২।১।১৬; } রাখিয়া।

রা...১৯৯।১।১১; রব; শব্দ; চীৎকার।

রাউত...১০৮।১।৫; ১৫৪।১।২৬; রবকারী সৈন্যবিশেষ। (ঘড়-শব্দ দেখ)

রাএ...৩৮।১।১৮; শব্দে বা চীৎকারে। রবে।

রাখ...১৯।১।২১-২২; 'রাখ গেল' রক্ষা হৈল।

রাজবিছন্দে...৬০।২।১৩; 'ভৃগুরাজবিচ্ছন্দে' হইবে বোধ হয়। বিচ্ছন্দে —বিগত-ছন্দে। এলো-মেলো রকমে।

রাণ্ড রাণ্ডি...৯৮।১।৮-১৪; বিধবা, পতি-হীনা।

রাতা...১৪৭।২।১৯; 'রাজা' হবে না ত? উপনিষৎ অনুসারে 'দাতা' অর্থ করিতে পারা যায়।

ল

লড়িলা...৭।১।২৭, নড়িল, চলিল।

লড়ে...২৭।২।১০; ১৫৮।১২-৩; আন্দো-লিত হয় বা অগ্রসর হয়।

লংঘিতে...১১৭।২।২৮; লঙ্ঘন বা অবমাননা করিতে

লাগ...৫৮।২।২; নিকটে; সমীপে।

লাঙ্গট...৭।১।২৬; উলঙ্গ।

লাজ...৯।১।১৫; খই।

লিখনসম্ভাত...৬২।২।১২; (যে পত্রখানি) লেখা হইয়াছে।

লিলাএ...২১০।২।৭; লীলায়।

লেউটিআ...২৪৪।১।২—২।২২; ২৪৫।২।৯;২৫১।২।১৬; } প্রত্যা-
লেউটিঞা...২৫।২।১৬; ৬৩।২।১৯; } বর্ত্তন।
লেউটিলা...১২।২।৮;
লেউটে...১৭৪।১।১৫।

লেউড়ে...১৬।১।৪; (?) 'লেউড়ে রকত' এ কথাটির অর্থ ঠিক যেন 'রক্ত শুকাইয়া যায়' বা রক্ত চোপ্পকে ওঠে প্রভৃতির মত।

লেখি...১২৮।২।২৭; তুলনা করি।

লেখী...৩৩।২।১২; গণনা করি। মূলগ্রন্থ দেখ।

লোড়ে...৩৭।১।২৫; লোটে—লুট্ করে।

লোহ...১৬০।১।১৩; ১৬১।১।১৬; ১৬৯।১।১২; ১৭০।১।১০; ১৭২।১।১৬; ৮৫।২।২০; ২৫৯।২।১২; অশ্রু।

ব

বই...১৫৭।১।১; গত হইলে, পরে।

বউরী...৯৮।১।৭; 'বধূটী' অল্পবয়স্কা বধূ।

বঙ্কেবঙ্ক...৪৭।১ ১; বাঁকার প্রতি বাঁকা।

বড়াঞি...৪০।১।১৯; ২২৩।১।২৫; অহঙ্কার, গৌরব।

বন্দিআন...১১৯।২।২৭; বন্দী।

বরদায়...১৯৬।২।২; বরদাত্রী, প্রার্থনা-পূর্ণকারিণী।

বরান...১৭৫।২।১৫; 'বরানসে' হইবে বোধ হয়। বারাণসীতে।

বলআ...১৫৬।২।১৯; বলয়, বালা।

বলায়...১২৩।২।২৮; বলাও, কহাও।

বলোমো...১৯৫।১।৯; বলিব।

বম্ব (বই ?)...১১২।২।২৩; ছাপার ভুল; ভিন্ন।

বাই...৭৪।২।৬; বাহু।

বাই...১৬৮।২।২৮; চালনা করে।

বাউ...১৫।২।১৯; বায়ু।

বাক...১৫৬।১।২৬; বাক্যে।

বাখান ২।২।১০; প্রশংসা।

বাঘছাড়...১২৩।২।১১; বাঘছাল।

বাট...৭৭।১।৩; ১৭৮।১।৩; ২০২।২।১০ ২৬৭।১।১৩; বর্ম, পথ।

বাড়লি ১০৩।২।২;

বালী...১৮৮।১।১;

বাহরা...১১।২।৫; (?)

বাহুড়ি...২৫।১।১৬; ১৮৯।১।১২; ত্যাগ করিয়া। 'ফিরাইয়া' অর্থও হয়।

বাহু...৭।১।২৫; ১৯১।২।৫; বাহু।

বাসসি...৬।২।১৮; অনুভব কর।

বিকলি...৭৬।২।১৮; 'করয়ে বিকলি' ব্যাকুলতা বা বিকলভাব প্রকাশ করে।

বিজুরি...১১৪।২।১৯; বিজলী, বিদ্যুৎ।

বিতথা...২২৩।২।৮; ব্যর্থ, মিথ্যা।

বিতথি...১৭।১।১৬; ব্যর্থ।

বিমুকি বিমুকি...১৩৮।১।২২;
বিম্বুকি...১০২।২।৫;
বিম্বুকী বিম্বুকী...১০৮।১।৭; } মূলগ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

বিলসে...১৭৬।১।২৮; ভোগ করে।

বিবুদ্ধি...১২৫।২।৩; দুর্বুদ্ধি।

বিসাট...৬০।১।২৭; 'বচন-বিসটে' বাগ্-বিসৃষ্টি। বাক্য-ত্যাগ।

বিহন্দ...৮৫।১।২০; ৮৬।১।৭; ১৬৬।২।২৮; ১৬৭।১।১; ১৭৪।১।২৪; দরদালান। মহল

বিহান ···১০।১।২১; ১৭২।১।২৬; ১৩৬।১।২-১৫ } প্রাতঃ কাল।
বেহান ৫৪।২।২৩; ২৬২।২।১১; ইত্যাদি } প্রাতঃ কাল।

বুদ্ধে...২৫১।২।৭; বুদ্ধিতে।

বুল...২০০।১৬; ২৪২।১।২৬; ভ্রমণ কর।

বুলি ···১৭৫।১।১৭; ১৮৮।১।২; ২১১।১।১৩; ভ্রমণ করি।

বুলে···২২।২।২০; ৯৮।২।২৩; ২০৯।২।৫; ২২১।১।১৬-১।১৫; ২৩১।১।১৮; ভ্রমণ করে।

বুহিনী...১৭১।২।১৫; ভগিনী।

বেঅস্থা···২৭২।১।৩; বেশ্যা।

বেওসে···১৭৫।১।২৬; ১৮৬।২।১৯; খোসামোদ করে। প্রার্থনা করে।

বেওসি.. ৯৮।১।২৩; প্রার্থনা করি।

বেকতি···২২।২।১৬; ব্যক্তি।

বেঢ়ি...৮।১২; বেড়িয়া, ঘিরিয়া।

বেলে...৫।২।১; ১৩২।১।২৬, বেলায়।

বৈল ...৪।২।৫; বলিল।

বোধে···১৭২।১।১৫; বুঝানতে, সান্ত্বনায়।

শ

শস্তে···১৫৮।২।২; শস্তিতে।

শস্ত্যে...২১।২।১৯; 'প্রাণশক্তে' প্রাণ দিয়া' শক্তি দিয়া।

শর্করপুটালি ··১৮৭।২।৮; চিনির বোঝা।

শবদ...৭৩।১।২৩; শব্দ।

শাল...২৬।১।২; শল্য।

শিআলি ··৩৬।১।২১; শৃঙ্খলী অর্থাৎ শৃঙ্খলাভিজ্ঞ।

শিবাই—৪।২।১২; হে শিব!

শুতিএগা...৫২।১।১;শয়ন করিয়া। সং—সুপ্ত।

শুনিউঁ···২৮।২।১৬; শুনিব।

স

সউরন...৮০।২।৭; 'সওরন' হইবে। স্মরণ।

সক্রাশন···১২৪।১।৪; 'শক্রাশন' হইবে। সিদ্ধি, ভাঙ।

সম্বলি...১৭২।১।১৩;২৫৯।১।২৭; } সম্বরণ করা
সম্বলে...১১৩।১।৫; } সম্বরণ করা

সজ···১৫।২।১;৪০।২।৩; দ্রব্য। 'সজ্জ' হইবে।

সজাড়···৩৫।১।২২; ৮০।২।৫; সজ্জিত।

সুএগা...১৭৯।১।১৪; শয়ন করিয়া।

সতাইৎ ২৪২।২।১২; সপত্নী।

সতিআ...২৭২।১।১৮; } সৎশাশুড়ী 'শাশুড়ী সতিসা' শাশুড়ী এবং তাঁহার সপত্নীগণ।
সতিসা···২৬৬।১।১২ } সৎশাশুড়ী 'শাশুড়ী সতিসা' শাশুড়ী এবং তাঁহার সপত্নীগণ।

সন্ধ...১৯৪।১।২০; সন্দেহ।

সপ্তমা...২৭১।১।১৬; সৎ মা; বিমাতা।

সমতোষ···২০৮।১।৫; সন্তোষ।

সমাঝ...২।১।১২; সমাজ।

সম্পাত···১২০।১।১৭,১২২।১।৫;১৬৯।২।২৯; অভিসম্পাত। শাপ।

সম্ভাইল…১৮৪।১।১১; প্রবেশ করিল।
সম্ভাল…২৩৪।১।১৮; সামলাও।
সরিতে…২৯।১।১৬; 'সহিতে' হবে কি?
সবদি…১৬৯।১।৯; শপথ, দিব্য।
সহি…১৭১।২।১৫; সই বা সখী।
সাজাড়…২৩৬।১।২৩; 'রণের সাজাড়' রণ-সজ্জা'।
সাজিবোঁ…২৫।১।১৫; সজ্জিত হইব।
সানা…৭৭।২।৯; সাঁজোয়া।
সাস…২৬৭।২।৪; শাপ।
সামাই…৬০।২।২২ প্রবেশ করিবা.

সাম্ভাইল, সামাইল, ১৮।১২৫; ৮৫।১।২০, ১৮৭।২।২২; ২৫১।১।১৪, সাম্ভায়…১২৬।২।২৮; ২৬৩।১।১৪; } প্রবেশ করিল।

সায়ক…১৯২।২।৫; বাণ। দুর্ভিক্ষরূপ বাণ 'দুর্ভিক্ষসায়ক'।
সালে…১৭৩।২।১৫; গৃহে, শালাতে, দেয়ান-শালে, সভাগৃহে।
সাসিও…১৭০।১।২২; শাসন করিও।
সাহ্না…৫৫।২।৫; সাঁজোয়া।
সিচিকা…৭৪।২।৫; 'সূচিকণ' শব্দজাত বোধ হয়।
সিঞ্চড়া…৮৪।১।১২; ৯২।২।২০; ৯৬৮।২।৯; ১৮৪।২।১৪; 'সিউরে উঠাকে 'সিঞ্চড়া পড়া' বলে।
সিতের…১৭৪।১।২৭; শীতকালের বালের নিমিত্ত।
সিদ্ধেয়…১৯।১।৫; 'সিদ্ধের' হবে কি? সিদ্ধ পুরুষের।
সিয়লি…১৬৭।১।৮; প্রণাম।
সিরাইঞা…৩৫।১।৮; (?)
সুধাকণ্ঠদাস…২৫০।২।১৮; যে দাস সুধাময় (আমার বোধ হয় 'সুধাকণ্ঠ' কবির গুরু ছিলেন।
সুনিলাঙ…১২২।২।১০; শুনিলাম।
সুলঙ্গ…৮০।২।১।১২; সুড়ঙ্গ।
সুলুঙ্গ…সুড়ঙ্গ।

হ

হুক্…১২১।১।১৬;
হকু…১৬৭।২।৯;
হওু…১৫৫।২।২০; } হউক।

হঞা…১০।১।১৩;
হয়্যা…৪।১।৫; } হইয়া।

হব…৯৩০।২।২০; হইবে।
হবেক…৩।১।৮, ৪১।১।১২; হইবেক।
হরিসের…২৭৬।১।৪; হর্ষের, আহ্লাদের
হহ…৪।১।৮; ৪২।১।১৪; হও।
হাই…১৯১।১।২৮; মাই, স্তন?
হাঁকরিঞা…১১।১।৬; ডাকিয়া, আহ্বান করিয়া।
হাকার…৪৭।২।১১; ১৫৪।২।১৪; ডাক, আহ্বান।
হাড়…১২৯।২।২০; হাত, হস্ত।
হাণ্ডী…৫।১।৮; ৬৬।২।২৭; হাঁড়ী, যাহাতে পাক করে।
হাণ্ডা…৭৬।১।২৩; হন্তা, প্রতিবন্ধকতা, বাধা
হাতাস…৫৪।১।১; হতাশ।

হাথি…৭৫।১।১৪; হস্তী, হাতী।

হাথে…৩।১।২৪; ৪।১।১৪; হাতে, হস্তে।

হানা…১২৫।২।৪; বাধা।

হানে…৪২।১।২২; বিন্ধে, বিদ্ধ করে।

হারাল্য…হারাইল।

হিআ…১৬৮।১।২৩; } হৃদয়, অন্তঃকরণ, বুক
হিয়া…১৩৬।২।৬; }

হেট…১৫।১।৪; } নীচু, নীচ, নীচে।
হেঠ…৯।২।১১; ২২।১।১৩; }

হেন…৪৩।১।২; এমন।

হেমন্ত…৪।১।১২; হিমালয়।

হের…৭৯।২।১৬; দেখ।

হেলায়ে…৪৬।২।১৮; অনায়াসে।

হোথা…৫৮।১।৮; ওখানে।